প্রথম প্রকাশ
জ্যৈষ্ঠ ১৩৬৭
জুন ১৯৬০

প্রকাশক
সমীরকুমার নাথ
নাথ পাবলিশিং হাউস
২৬বি পণ্ডিতিয়া প্লেস
কলকাতা ২৯

মুদ্রক
পি. কে. পাল
শ্রীসারদা প্রেস
৬৫ কেশবচন্দ্র সেন
কলকাতা ৯

একসা য়র্কের তিন নম্বর ফৌজদারি আদালতে আমেরিগো বনাসেরা দুটো ছিল ন্যায় বিচারের আশা নিয়ে, যারা ওর মেয়েকে অমন নিষ্ঠুর-ভাবে নির্যাতন করেছিল, তার ধর্ম নষ্ট করবার চেষ্টা করেছিল, তাদের ওপর প্রতিশোধের আশা নিয়ে।

বিচারকের মুখাবয়ব ভয়ঙ্কর ভারি; তিনি তাঁর কালো পোশাকের আস্তিন গুটিয়ে নিলেন, যেন তাঁর আসনের সামনে দাঁড়ানো দুই যুবককে ধরে পেটাবেন। একটা উন্নত ধরনের ঘৃণায় তাঁর মুখটা থম-থম করতে লাগল। তা সত্ত্বেও আমেরিগো বনাসেরা টের পাচ্ছিল, যদিও তখনো সঠিক বুঝতে পারছিল না, এর মধ্যে কোথাও একটা বিশ্রী বুজরুগি আছে।

কর্কশভাবে বিচারক বললেন, "তোমরা যতদূর সম্ভব জঘন্য নরাধমের মতো কাজ করেছ।" আমেরিগো বনাসেরা মনে মনে বলল, "ঠিক, ঠিক। জানোয়ার, স্রেফ জানোয়ার।" দুই যুবকের চকচকে চুল ছোট করে ছাঁটা, ঘষা-মাজা কাটা-কাটা মুখ চোখ বিনীত অনুতাপে অবরুদ্ধ, বাধ্য ছেলের মতো মাথা দুটো নিচু করা।

বিচারক বলে চললেন, "জঙ্গলের বুনো জন্তুর মতো ... তোমরা। তোমাদের অনেক ভাগ্য যে ও বেচারার সতীত্ব নষ্ট করতে পারনি, তা করলে একেকজনকে কুড়ি বছরের জেল দিতাম।" বিচারক থামলেন, তাঁর অদ্ভুত ঘন ভুরু দেখে শ্রদ্ধা হয়, তার তলা থেকে চোখ-জোড়া চতুরভাবে আমেরিগো বনাসেরার ফ্যাকাশে মুখের দিকে চকিতে ঘুরে সামনে টেবিলের ওপর রাখা বিবৃতি ইত্যাদির গাদার ওপর নেমে এল। একটু ভ্রূকুটি করলেন, একটু কাঁধ তুললেন, যেন কতই না নিজের স্বাভাবিক ইচ্ছার বিরুদ্ধে সিদ্ধান্ত নিতে হচ্ছে। তারপর আবার বললেন, "কিন্তু যে-হেতু তোমাদের বয়স কম এবং আগে কখনো এ-ধরনের

অপরাধ করান, তাছাড়া আভিজাত পরিবারের ছেলে তোমরা এ
আইনের অপার মহিমা, তাই সে কখনো প্রতিশোধ দাবি করে না।
এই সব কারণে তোমাদের তিন বছরের কারাবাসে দণ্ডিত করলাম।
দণ্ড মকুফ রইল।"

চল্লিশ বছর ধরে পেশাদারী শোকপ্রকাশের অভিজ্ঞতায় জন্য
হতাশায় আর বিদ্বেষে অভিভূত হলেও আমেরিগো বনাসেরার মুখে
কিছু প্রকাশ পেল না। ওর সুন্দরী তরুণী কন্যা তখনো হাসপাতালে
শুয়ে, তার ভাঙা চোয়াল তার দিয়ে জোড়া দেওয়া; এদিকে এই
নরাধম দুটো বেকসুর খালাস পেয়ে গেল! সবটাই তাহলে একটা
প্রহসন। তাকিয়ে দেখল বনাসেরা আদরের ছেলেদের মা-বাবারা পরম
আহ্লাদে কেমন তাদের ঘিরে ধরেছে। সবাই এখন কত সুখী, মুখে
তাদের হাসি ধরে না।

বনাসেরার গলা দিয়ে কালো পিত্তি উঠে এল, সে কি টক,
তেতো, দাঁতে দাঁত চেপে রেখেছিল সে, তবু ফাঁক দিয়ে পিত্তি গড়িয়ে
পড়ল।

ঠোঁটের ওপর সাদা মিহি সুতির রুমাল চেপে ধরল আমেরিগো।
ঐভাবে ও দাঁড়িয়ে থাকতে থাকতেই দুদিকের বেঞ্চির মধিখানের পথ
দিয়ে বড় বড় পা ফেলে ছোকরা দুটো হেঁটে চলে গেল। কি আত্ম-
প্রত্যয়ে ভরা শান্ত দৃষ্টি তাদের, মুখে হাসি, ওর দিকে একবার ফিরেও
চাইল না। ওদের চলে যেতে দিল সে, একটি কথাও বলল না, শুধু
পরিষ্কার রুমালটি মুখের ওপর চেপে ধরে রইল।

ততক্ষণে জানোয়ার দুটোর মা-বাবারাও এসে পড়েছিল, দুজন
পুরুষ, দুজন মহিলা, ওরই সমবয়সী, তবে সাজসজ্জায় ওর চাইতে
আরেকটু মার্কিনী ধরনের। ওর দিকে তাকিয়েছিল ওরা, একটু লজ্জিত
ভাবে, কিন্তু চোখে একটা অদ্ভুত বেপরোয়া বিজয়ের ভাবও ছিল।

সংযমের বাঁধ ভেঙে বনাসেরা এবার সামনে ঝুঁকে পড়ে, ভাঙা
গলায় চিৎকার করে উঠল, "আমি যেমন কেঁদেছি, তোমরাও তে

কাঁদবে—তোমাদের ছেলেরা আমাকে যেমন কাঁদিয়েছে, আমিও তোমাদের কাঁদাব।" রুমালটা ততক্ষণে বনাসেরার চোখের উপরে ছিল। পিছনেই প্রতিবাদী পক্ষের উকীলরা ছিল, তারা এবার সবে একসঙ্গে জড়ো করে, ঘনসন্নিবিষ্ট একটা দল পাকিয়ে ফেলল। ছুটো ফিরে দাঁড়িয়েছিল, যেন মা-বাপকে রক্ষা করবার জন্য, ঐ দলের মধ্যে পড়ে গেল। একজন লম্বা-চওড়া বেলিফ তা ছুটে এসে বনাসেরা যে সারিতে দাঁড়িয়ে ছিল তার পথটি বন্ধ গেল। কিন্তু তার কোনো দরকার ছিল না।

যত কাল অ্যামেরিকায় বাস করেছিল আমেরিগো ব এখানকার আইন-শৃঙ্খলার ওপর ওর আস্থা ছিল। তার ফলে ওর উন্নতিই হয়েছিল, কিন্তু এই মুহূর্তে বিদ্বেষে ওর মাথায় আগুন একটা বন্দুক কিনে ঐ তুই ছোকরাকে হত্যা করার উন্মত্ত মাথার খুলি পর্যন্ত ঝন্-ঝন্ করছিল। তারই মধ্যে বনাসেরা তার স্ত্রী ফিরল, সে তখনো কিছুই বোঝেনি, বনাসেরা তাকে বুঝিয়ে বল "আমাদের বোকা বানিয়েছে।" একটু থেমে মন ঠিক করে ফেলল থাকে কপালে, "ন্যায় বিচারের জন্য ডন কর্লিয়নির কাছে হা কেঁদে পড়তে হবে।"

•

এদিকে লস এঞ্জেলেসের একটা চটকদার হোটেলের একটা যে-কোনো সাধারণ স্বামীর মতোই জনি ফন্টেন ঈর্ষার চোটে চুর হয়ে ছিল। একটা লাল কৌচে শুয়ে, থেকে থেকে এক বোতল স্কচ্ হুইস্কি থেকে নির্জলা টান দিচ্ছিল সে, তার বরফের কুচি ভরা একটা কাচের বালতিতে মুখ ডুবিয়ে ফেলছিল।

তখন ভোর চারটে, জনি মোদো স্বপ্ন দেখছিল দুশ্চরিত্রা লেই তাকে খুন করে ফেলবে। অর্থাৎ যদি সে আদৌ বাড়ি মা স্ত্রীকে ফোন করে মেয়ে দুটোর খবর নেওয়ার পক্ষে

দেরি হয়ে গেছিল আর বন্ধুদের কাউকে ডাকা সম্বন্ধে মনের মধ্যে একটু 'কিন্তু' ছিল, জনির কর্মজীবনের সাফল্য যে-রকম তাড়াতাড়ি ধাপে ধাপে নেমে যাচ্ছিল। এমন সময় ছিল, যখন ভোর চারটের সময়ে ডাকলে ওরা কৃতার্থ হয়ে যেত ; এখন ওদের বিরক্তি ধরে। এই অবস্থাতেও ভেবে একটু হাসি পেল যে যখন জনি ফন্টেনের নামডাক ছিল, তখন অ্যামেরিকার চলচ্চিত্রের সেরা তারকারাও জনির ব্যক্তিগত সমস্যার কথা শুনতে ব্যগ্র হয়ে উঠত।

স্কচের বোতল থেকে আরেক ঢোক গিলতেই, অবশেষে দরজায় স্ত্রীর চাবির শব্দ কানে এল ; তবু জনি মদ গিলে চলল যতক্ষণ না সে ঘরে ঢুকে ওর সামনে দাঁড়াল। ওর চোখে এই মেয়ে কি অপূর্ব সুন্দর, দেববালার মতো মুখ, ভাবগভীর বেগুনী চোখ, কি চিক্কণ ভঙ্গুর নিখুঁত দেহের গড়ন। রূপালী পরদায় সে রূপ শতগুণে বর্ধিত হয়ে ভাবে বিভোর হয়ে দেখা দিত। পৃথিবীর সব জায়গা থেকে দশ কোটি পুরুষ মার্গট অ্যাশটনের ঐ মুখের প্রেমে আকুল। রূপালী পরদায় ও মুখ দেখবার জন্য তারা টাকা খরচ করত।

জনি ফন্টেন জিজ্ঞাসা করল, "কোন চুলোয় গেছিলে ?"

সে বলল, "বেরিয়েছিলাম ঢলাঢলি করতে।"

জনির মাতলামির হিসাব পায়নি সে। এক লাফে ককটেল-টেবিল ডিঙিয়ে, জনি ওর গলা টিপে ধরল। কিন্তু সেই অপরূপ মুখের, সে অপূর্ব বেগুনী চোখের অত কাছে আসবামাত্র ওর রাগ পড়ে গেল আবার অসহায় হয়ে পড়ল জনি। ভুলক্রমে ব্যঙ্গ করে হাসল মার্গট অমনি জনি ঘুষি তুলল। চিৎকার করে উঠল মার্গট, "মুখে না এক আমি যে এখন ছবি করছি।"

হাসছিল সে। ওর পেটে এক কিল মারতেই ও মাটি ধুয়ে গেল। জনিও ওর ওপরে পড়ল। নিশ্বাস নেবার জন্য হাঁসফাঁস মার্গট, সে নিশ্বাসের সৌরভ জনির নাকে এল। তারপর ওপর-হ ফির রেশমের মতো মসৃণ রোদে-রাঙা পায়ে কিল মারতে লাগল জনি। প্রথ

আগে জনি যখন বয়সে কিশোর ছিল, নিউ ইয়র্কের গুণ্ডাপাড়া, হেল্‌স-কিচেনে, যেমন করে নাকে-সিক্‌নি ছোট ছেলেদের ঠ্যাঙাত, তেমনি করে আজ জনি স্ত্রীকে ঠ্যাঙাল। খুব ব্যথা লাগল বটে, কিন্তু দাঁত নড়ে কি নাক ভেঙে স্থায়ীভাবে তার রূপ নষ্ট হল না।

তবু যথেষ্ট জোরে মারেনি। পারেনি মারতে। ওর দিকে চেয়ে ফিক্‌ফিক্‌ করে হাসছিল মেয়ে। হাত পা এলিয়ে মাটিতে শুয়েছিল, ব্রোকেডের গাউন উরুর ওপর উঠে গেছিল, তবু হাসির ফাঁকে ফাঁকে ওকে বিদ্রূপ করে বলছিল, "এসো না, ঢোকাও ঢোকাও, জনি, আসলে তাই তো চাও।"

জনি উঠে পড়ল। মাটিতে শোয়া ঐ মেয়ে ওর দু'চক্ষের বিষ, কিন্তু ঐ রূপ যেন একটা জাদু-করা ঢালের মতো। গড়িয়ে সরে গিয়ে, নর্তকীর মতো এক লাফে উঠে পড়ে, জনির মুখোমুখি দাঁড়িয়ে ছোট মেয়ের মতো ব্যঙ্গভরে সে নেচে নেচে সুর করে বলতে লাগল, "জনি আমাকে মারেনি! জনি আমাকে মারেনি!" তারপর কেমন যেন বিষণ্ণতার সঙ্গে, সুগম্ভীর সৌন্দর্যে মণ্ডিত হয়ে বলল, "ওরে আহাম্মুক, ছোট ছেলের মতো হাতে-পায়ে জং ধরিয়ে দিলি, হতভাগা! জনি, তুমি চিরকেলে বোকা, কাঁচা, স্বপ্নবিলাসী! প্রেম কর পর্যন্ত ছোট ছেলের মতো। তুমি এখনো ভাব মেয়েদের সঙ্গে ঘনিষ্ঠ হওয়া বুঝি সেই যে সব ন্যাকা গান গাইতে তুমি, সেইরকম!" মাথা নেড়ে সে আবার বলল, "বেচারা জনি। গুড-বাই, জনি।" এই বলে শোবার ঘরে গিয়ে ঢুকল; দরজায় চাবি ঘোরা-নোর শব্দ জনির কানে

দু হাতে মুখ ঢে [illegible] । রইল জনি। গ্লানিকর, অপমানকর নৈরাশ্যে মন অ [illegible] ড়ল। তারপর যে প্রাণশক্তির জোরে রাস্তার ছেলেরা [illegible] জন্য হলিউডের জঙ্গলে ওর আজও বেঁচে থাকা সম্ভব হয়ে [illegible] রে ফোন তুলে জনি এয়ার-পোর্টে যাবার জন্য একটা ট [illegible] নউ-ইয়র্কে ফিরে যেতে হবে। ওর এখন যে-ক্ষমতার [illegible] রকার, যে-ভালোবাসার ওপর ও নির্ভর

করতে পারে, পৃথিবীতে একটিমাত্র লোকের কাছে সে-সব আছে, তারই কাছে যাবে জনি। ওর ধর্মপিতা কর্লিয়নি।

নাজোরিনি রুটি তৈরি করত, চেহারাটাও ওর প্রকাণ্ড ইতালীয় রুটির মতোই ফোলা-ফোলা, মচমচে। সারা গায়ে ময়দা মেখে, ওর স্ত্রীর, ওর বিয়ের যুগ্যি মেয়ে ক্যাথারিনের আর ওর সহকারী এনজোর দিকে ভুরু কুঁচকে নাজোরিনি তাকিয়ে ছিল। কাপড় ছেড়ে, এনজো আবার তার যুদ্ধবন্দীর উর্দি পরেছিল ; জামার হাতায় সবুজ অক্ষর লেখা একটা ব্যাণ্ড। এই ব্যাপারের জন্য গর্ভনর্স আইল্যাণ্ডে হাজিরা দিতে যদি দেরি হয়ে যায়, এই ভয়েই সে আধমরা। অনেক হাজার ইতালীয় যুদ্ধবন্দীকে সে সময়ে রোজ পারোলে ছেড়ে দেওয়া হত, যাতে তারা মার্কিনী অর্থনীতির উন্নতির জন্য কাজ করতে পারে। এনজোর সদাই ভয় এই বুঝি ওর অনুমতি রদ হয়ে গেল।

কাজেই আজকের এই ছোটখাটো প্রহসনটি ওর কাছে একটা গুরুত্বপূর্ণ ব্যাপার।

নাজোরিনি তেরিয়া হয়ে জিজ্ঞাসা করল, "তুমি কি আমার মেয়ের ধর্মনষ্ট করেছ ? স্মৃতিচিহ্নস্বরূপ একটা খুদে পোঁটলা দিয়েছ ওকে ? এখন যুদ্ধ থেমে গেছে, এবার অ্যামেরিকা তোমার পশ্চাদ্ভাগে পদাঘাত করে তোমাকে সিসিলির সেই গুয়ো গাঁয়ে ফেরত পাঠাবে, সে-কথা তুমি জান।"

এনজো মানুষটি খুব বেঁটে, গাঁট্টাগোট্টা ; বুকের ওপর হাত রেখে, কাঁদো কাঁদো ভাবে, কিন্তু খুব বুদ্ধি করে সে বলল, "কর্তা, যীশুর মায়ের দিব্যি, আমি কখনো আপনার দয়ার সুবিধা নিইনি। আপনার মেয়েকে আমি ভালোবাসি, শ্রদ্ধা করি। বিনীতভাবে বলছি, তাকে আমি বিয়ে করতে চাই। আমি জানি আমার কোনো অধিকার নেই, কিন্তু ওরা আমাকে একবার ইটালি পাঠালে আর আমার অ্যামেরিকায় ফেরা হবে না। তাহলে ক্যাথারিনকে আমি বিয়ে করতে পারব না।"

নাজোরিনির স্ত্রী ফিলোমিনার সোজা কথা, "ও সব ঢং রাখ।" তারপর নাদুসনুদুস স্বামীটিকে বলল, "জানই তো তোমাকে কি করতে হবে। এনজোকে এখানে রেখে দেবে, লং আইল্যাণ্ডে আমাদের আত্মীয়দের কাছে লুকিয়ে রাখবে।"

ক্যাথারিন কান্নাকাটি করছিল। এরই মধ্যে দিব্যি মোটা হয়ে পড়েছিল সে, সাদামাটা মুখ, তাতে মিহি একটু গোঁফের রেখা। এনজোর মতো সুদর্শন স্বামী আর কোথাও সে পাবে না, আর কোনো পুরুষ-মানুষ অমন শ্রদ্ধাপূর্ণ প্রেমের সঙ্গে ওর শরীরের গোপন জায়গাগুলোতে হাত দেবে না। চেঁচিয়ে-মেচিয়ে বাপকে ক্যাথারিন বলল, "আমি ইটালিতে গিয়ে থাকব। তোমরা এনজোকে এখানে রাখার ব্যবস্থা না করলে, আমিও পালিয়ে যাব!"

নাজোরিনি চতুর চোখে ওর দিকে তাকাল। ভারি সেয়ানা, ওর এই মেয়েটা। নাজোরিনি লক্ষ্য করেছিল এনজো যখন তন্দুর থেকে গরম গরম রুটি বের করে, খদ্দেরদের টেবিলের টুকরি বোঝাই করত, তখন ক্যাথারিনের পিছনে একটুখানি জায়গা দিয়ে তাকে যাওয়া-আসা করতে হত, আর ক্যাথারিন তার পরিপুষ্ট পশ্চাৎ ভাগটি ইচ্ছা করে ওর গায়ে ঘষত। সময়মতো ব্যবস্থা না করলে ব্যাটাচ্ছেলের গরম রুটি ঐ মেয়ের তন্দুরে উঠবে। এনজোকে অ্যামেরিকাতে ধরে রাখতে হবে, ওকে অ্যামেরিকার নাগরিক বানাতে হবে। একটিমাত্র লোক আছে যে এই বন্দোবস্ত করতে পারবে। সে হল ধর্মপিতা, ডন কর্লিয়নি।

১৯৪৫ সালের আগস্ট মাসের শেষ শনিবার, শ্রীমতী কনস্ট্যানসিয়া কর্লিয়নির বিয়েতে উপস্থিত থাকবার জন্য এরা সকলে এবং আরো অনেকে এনগ্রেভ করা নিমন্ত্রণপত্র পেয়েছিল। কনের বাপ ডন ভিটো কর্লিয়নি কখনো পুরনো বন্ধু কিংবা প্রতিবেশীদের কথা ভুলে যেতেন না, যদিও আজকাল তিনি লং আইল্যাণ্ডে মস্ত এক বাড়িতে থাকতেন। ঐ বাড়িতেই বিয়ের উৎসব হবে, সারাদিন ধরে আমোদ আহ্লাদ চলবে।

একটা এলাহি ব্যাপার হবে, সে বিষয়ে কোনো সন্দেহ ছিল না। জাপানীদের সঙ্গে যুদ্ধ সবে থেমে গিয়েছিল, কাজেই কারো ছেলে যুদ্ধ করছে এ দুশ্চিন্তা সেদিনের আমোদ-প্রমোদকে ম্লান করে দেবে না। মনের আনন্দ প্রকাশ করতে হলে বিয়েবাড়ির মতো আছে কি !

অতএব সেই শনিবারের সকালে ডন কর্লিয়নির বন্ধুবান্ধবরা তাঁর সম্মান রক্ষার্থে নিউ-ইয়র্ক শহর থেকে স্রোতের মতো বেরিয়ে আসতে লাগল। প্রত্যেকে ঘি রঙের খামে ভরে টাকা নিয়ে এসেছিল, বিয়েতে উপহার দেবার জন্য, চেক্-টেক্ নয়। প্রত্যেকটি খামে একটা করে কার্ডে দাতার পরিচয় দেওয়া ছিল এবং তাতে করেই ধর্মপিতার প্রতি তাদের ভক্তির মাত্রাটাও প্রকাশ পাচ্ছিল। তিনিও সে-ভক্তির বাস্তবিকই যোগ্য ছিলেন।

সাহায্যের জন্য সবাই ডন ভিটো কর্লিয়নির কাছে আসত, কাউকে তিনি ফিরিয়ে দিতেন না। কাউকে তিনি ভুয়ো প্রতিশ্রুতি দিতেন না, কাপুরুষের মতো এ-কথাও বলতেন না যে তাঁর চাইতেও প্রবল কোনো শক্তির কারণে তাঁর হাত-পা বাঁধা। সাহায্য পেতে হলে তাঁর সঙ্গে বন্ধুত্ব থাকবারও দরকার ছিল না, তাঁর সে ঋণ শোধ করবার সংগতি না থাকলেও কিছু এসে যেত না। কেবল একটি জিনিসের প্রয়োজন ছিল। সেটি হল, প্রার্থীকে যেচে গিয়ে বন্ধুত্ব নিবেদন করতে হত। তা হলেই প্রার্থী যত দরিদ্র দুর্বলই হক না কেন, ডন কর্লিয়নি বুক পেতে তার সমস্ত দুশ্চিন্তা নিজে গ্রহণ করতেন। আর সেই দুঃখের কারণ দূর করবার পথে কোনো বাধাকেই তিনি মানতেন না। তাঁর পুরস্কার ? বন্ধুত্ব, মর্যাদাসূচক 'ডন' উপাধি, কিংবা কখনো কখনো তার চাইতেও স্নেহের সম্বোধন, "ধর্মপিতা"। আর হয়তো, শ্রদ্ধা জানাবার হেতু, লাভের জন্য নয়, তাঁর বড়দিনের ভোজের জন্য এক গ্যালন ঘরে তৈরি মদ, কিংবা সযত্নে বেক করা এক ঝুড়ি ঝাল নিমকি। তাছাড়া এই রকম বোঝাবুঝি ছিল যে যদিও ব্যাপারটা একটু লৌকিকতা ছাড়া কিছুই নয়, তবু গিয়ে বলতে হত যে তাঁর কাছে তুমি

ঋণী আর ছোটখাটো কোনো কাজ দিয়ে সে ঋণ পরিশোধ করতে বলার তাঁর অধিকার রইল।

আজকের এই শুভদিনে, মেয়ের বিয়ের দিনে, ডন ভিটো কর্লিয়নি তাঁর লং বীচের বাড়ির সদর দরজায় দাঁড়িয়ে অতিথিদের অভ্যর্থনা জানাচ্ছিলেন; তারা সবাই তাঁর পরিচিত, সবাইকে তিনি বিশ্বাস করতেন। তাদের মধ্যে অনেকে তাদের সমস্ত জীবনের সাফল্যের জন্য তাঁর কাছে ঋণী ছিল; আজ এই আন্তরিক উপলক্ষ্যে তারা তাঁকে সামনা-সামনি ধর্মপিতা বলে ডাকবারও সাহস পাচ্ছিল। ব্যাপার-বাড়ির কাজকর্ম করছিল যারা, তারাও তাঁর বন্ধুবান্ধব। পানীয়ের টেবিলে মদ ঢেলে দিচ্ছিল যে, সেও এক পুরনো সঙ্গী; সুপটু পরিচালনা ছাড়া, সমস্ত মদ-ও তারই দেওয়া। পরিবেষ্টারা ছিল তাঁর ছেলেদের বন্ধুবান্ধব। বাগানের মধ্যে পিকনিকের টেবিলে সাজানো উপাদেয় খাবার-গুলি ডনের স্ত্রী আর তাঁর বন্ধুদের হাতে রান্না। এক একর জায়গা জুড়ে বাগানটিকে রঙ-বেরঙের মালা দিয়ে সাজিয়েছিল কনের তরুণী বান্ধবীরা।

সমান প্রীতির সঙ্গে সকলকে ডন কর্লিয়নি স্বাগত জানাচ্ছিলেন, তা সে ধনীই হক আর গরীবই হক, ক্ষমতাশালীই হক বা দীনহীনই হক। কারো অনাদর করেননি। ঐ তাঁর স্বভাব। অতিথিরাও বারবার বলছিল কালো সান্ধ্য পোশাকে তাঁকে কেমন সুন্দর মানিয়েছে, যে-কোনো অনভিজ্ঞ দর্শক দেখলে মনে করবে যে উনিই বুঝি বিয়ের সৌভাগ্যবান বর।

দরজার সামনে বাপের সঙ্গে ছিল তাঁর তিন ছেলের মধ্যে দুজন। বড় ছেলের ভালো নাম সান্তিনো, কিন্তু বাবা ছাড়া সবাই তাকে ডাকত সনি, প্রৌঢ় ইতালীয় ভদ্রলোকরা তার দিকে আড়চোখে তাকাচ্ছিলেন। যুবকরা তাকাচ্ছিল সশ্রদ্ধভাবে। এক পুরুষ আমেরিকা-বাসী ইতালীয় মা-বাপের ছেলের পক্ষে সনি ছিল বেশ লম্বা, প্রায় ছ ফুট, তার ওপর মাথাভরা এলোমেলো কোঁকড়া চুল, তাতে আরো

লম্বা দেখাত। মুখখানা ছিল কিঞ্চিৎ স্থূল কিউপিডের মতো, নাক, চোখ সুগঠিত, ধনুকের মতো বাঁকা ঠোঁটজোড়া ছিল পুরু, দেখে মনে হত ইন্দ্রিয়াসক্ত, তার নিচে টোল-খাওয়া বিভক্ত থুতনিতে কেমন যেন অদ্ভুত অশ্লীলতার ইঙ্গিত ছিল। ষাঁড়ের মতো শক্তিশালী শরীরের গড়ন, সকলেই বলত নাকি প্রকৃতি ওকে এমনি মুক্তহস্তে দান করেছিল যে অবিশ্বাসীরা সেকালে যেরকম 'র‍্যাক' নামক যন্ত্রকে ভয় করত, ওর উৎপীড়িতা স্ত্রী বেচারাও ওদের দাম্পত্য শয্যাকে তেমনি ভয় করত। কানাকানি শোনা যেত যে প্রথম যৌবনে সনি যখন বেশ্যাবাড়ি যেত, সেখানকার সবচাইতে ডাকসাইটে দুর্দান্ত মেয়েমানুষরাও একবার ওর বিশাল ইন্দ্রিয়খানির দিকে তাকিয়ে, অমনি দ্বিগুণ মাসুল দাবি করত।

আজকের এই বিয়েবাড়িতেও কয়েকজন কমবয়সী চওড়া-কোমর বড়-মুখ গিন্নি গম্ভীর ভাবে এবং অভিজ্ঞ চোখে সনি কর্লিয়নির মাপ নিচ্ছিল। তবে আজকের এই বিশেষ দিনে ওদের কষ্টই সার। কারণ স্বয়ং স্ত্রী ও তিনটি শিশুসন্তানের উপস্থিতি সত্ত্বেও, সহোদরার নীত-কনে লুসি ম্যানচিনিকে কেন্দ্র করে সনির অন্য মতলব ছিল। গোলাপী উৎসব বেশে, চকচকে কালো চুলে ফুলের মুকুট পরে, বাগিচার এক টেবিলের ধারে বসে এই তরুণীও সে-বিষয়ে খুবই সচেতন ছিল। সারা সপ্তাহ ধরে যখন বিয়ের মহড়া চলেছিল, এই মেয়ে সনির সঙ্গে রস জমিয়েছিল এবং আজ সকালেও বিয়ের অনুষ্ঠানের সময়ে সনির হাত চেপে ধরেছিল। একজন তরুণী কুমারী তার চাইতে বেশি আর কি করতে পারে?

ছেলে যে বাপের মতো একজন মহাপুরুষ হয়ে উঠবে না, তাতে লুসি থোড়াই কেয়ার করত। সনি কর্লিয়নির গায়ে জোর আর বুকে বল ছিল। ভারি উদারও ছিল, হৃদয়টাও ওর সেই ইন্দ্রিয়টির মতোই বৃহদাকার ছিল। তবু বাবার মতো বিনয়ী ছিল না সে, তার বদলে চট্ করে রেগে উঠত আর রাগলে বিচার-বুদ্ধি হারাত। যদিও বাপের ব্যবসায়ে ও খুবই সহায়তা করত, তবু এই ছেলেই তাঁর উত্তরাধিকারী হবে কি না সে বিষয়ে অনেকের মনে সন্দেহ ছিল।

মেজ ছেলের নাম ফ্রেডারিকো, সবাই ডাকত ফ্রেড কিংবা ফ্রিডো, সব ইতালীয় মা-বাবারা এমন ছেলের জন্যই প্রার্থনা করত। কর্তব্য-পরায়ণ, বিশ্বাসী, সর্বদা বাপের হুকুম তামিল করতে প্রস্তুত, ত্রিশ বছর বয়সেও মা-বাপের সঙ্গে সে বাস করত। বেঁটে, কিঞ্চিৎ ভারি গড়নের, সুপুরুষ না হলেও, কর্লিয়নি পরিবারের আর সকলের মতো কিউপিডের মাথা, গোল মুখের ওপর কোঁকড়া চুলের শিরস্ত্রাণ, ধনুকের মতো বাঁকা ঠোঁট। তবে ফ্রেডের ঠোঁটে ইন্দ্রিয়াসক্তির চিহ্ন ছিল না, মনে হত গ্রানাইট পাথরে কোঁদা। চরিত্রে একটা শক্ত নীরস ভাব, তবু সে বাপের যষ্টিস্বরূপ ছিল, কখনো তাঁর মুখের ওপর তর্ক করত না, কিংবা নারী-সংঘটিত ব্যাপারে জড়িয়ে পড়ে তাঁকে লজ্জা দিত না। এত গুণ থাকা সত্ত্বেও, ওর সেই প্রবল ব্যক্তিত্ব ছিল না যা মানুষের মনকে টানে, সেই পশু-বলও ছিল না, লোকনেতা হতে হলে যার একান্ত প্রয়োজন হয়। সেও যে বাপের উত্তরাধিকারী হবে এমন আশা কেউ করত না।

তৃতীয় ছেলে মাইকেল কর্লিয়নি বাবার আর বড় দুই ভাইয়ের সঙ্গে দরজার কাছে না দাঁড়িয়ে, বাগানের সব চাইতে নিভৃত কোণে একটা টেবিলের ধারে বসে ছিল। কিন্তু সেখানে বসেও সে আত্মীয়-বন্ধুদের দৃষ্টি এড়িয়ে যেতে পারেনি।

মাইকেল কর্লিয়নি ছিল ডনের কনিষ্ঠ ছেলে, একমাত্র সে-ই বিখ্যাত বাপের নির্দেশ মেনে চলতে রাজী হয়নি। অন্য ছেলেদের মতো মাইকেলের ঐ কিউপিডের মতো ভারি মুখ ছিল না; কুচকুচে কালো চুলগুলো কোঁকড়া না হয়ে বরং সোজা ছিল। গায়ের রঙও কেমন পরিষ্কার সোনালী মেশানো বাদামী, কোনো মেয়ের অমন রঙ হলে সবাই তাকে সুন্দর বলত। একটা চিক্কণ মিহি ধরনের রূপ ছিল তার। এমনও সময় গেছিল যখন ছেলের পৌরুষ সম্বন্ধে ডনের দুশ্চিন্তা হত। তবে মাইকেলের যখন সতেরো বছর বয়স হল, সে দুশ্চিন্তা দূর হয়েছিল।

আজ ডনের এই কনিষ্ঠ পুত্রটি বাগানের একেবারে কোনাতে একটা টেবিলের ধারে বসেছিল, যাতে সে যে স্বেচ্ছায় বাপের এবং বাড়ির

অন্যান্যদের কাছ থেকে নিজেকে বিচ্ছিন্ন করেছে, সে-কথা প্রকট হয়। ওর পাশে যে অ্যামেরিকান মেয়েটি বসে ছিল, তার কথা সকলেই শুনেছিল, কিন্তু এতাবৎ কেউ চাক্ষুষ দেখেনি। মাইকেল অবশ্য শীলতা বজায় রেখে বিয়েবাড়ির সকলের সঙ্গে মেয়েটির আলাপ করিয়ে দিয়েছিল, তার মধ্যে পরিবারের সকলেও ছিল। তারা ওকে দেখে খুব একটা প্রভাবিত হয়নি। বড় বেশি রোগা, বড্ড ফরসা, মেয়েমানুষের পক্ষে মুখটা বড় বেশি চোখা চালাক, আর ভাবখানাও একজন কুমারী মেয়ের পক্ষে বড় বেশি সপ্রতিভ। ওর নামটাও ওদের কানে ভারি অদ্ভুত শোনাল, কে অ্যাডামস্। ঐ মেয়ে যদি ওদের বলত যে ওর পূর্ব-পুরুষরা দুশো বছর আগে অ্যামেরিকায় এসে বসবাস শুরু করেছিল এবং ওর পদবীটি সর্বজনবিদিত, তা হলেও ওরা তাচ্ছিল্য দেখিয়ে শুধু একটু কাঁধ ঝাঁকাত।

অতিথিরা সকলেই লক্ষ্য করেছিল যে ডন তাঁর এই তৃতীয় ছেলেটির দিকে বিশেষ নজর দিচ্ছিলেন না। যুদ্ধের আগে অবধি মাইকেলই তাঁর প্রিয়পাত্র ছিল আর দেখেই বোঝা যেত যে সময়কালে পারিবারিক ব্যবসা চালাবার জন্য ওকেই বেছে নেওয়া হবে। বিখ্যাত বাপের নীরব শক্তি আর তীক্ষ্ণ বুদ্ধির সবটাই ও পেয়েছিল, সেই সঙ্গে ওরও এমন ভাবে চলবার একটা জন্মগত ক্ষমতা ছিল, যাতে মানুষ মাত্রেরই ওকে শ্রদ্ধা না করে উপায় ছিল না। কিন্তু দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধ শুরু হতেই মাইকেল কর্লিয়নি স্বেচ্ছায় গিয়ে মেরিন কোরে, অর্থাৎ সামুদ্রিক বাহিনীতে নাম লেখাল। বাপের বিশেষ বারণ সত্ত্বেও মাইকেল এ কাজ করেছিল।

নিজে যাকে একটা বিদেশী শক্তি বলে জ্ঞান করতেন, তার সেবার্থে তাঁর কনিষ্ঠ পুত্রকে নিহত হতে দেবেন, ডন কর্লিয়নের এমন ইচ্ছা বা অভিপ্রায় ছিল না। ডাক্তারদের ঘুষ দেওয়া হয়েছিল, গোপন ব্যবস্থাও হয়ে গেছিল। উপযুক্ত বন্দোবস্তের জন্য প্রচুর টাকাও খরচ করা হয়েছিল। কিন্তু মাইকেলের একুশ বছর বয়স হয়ে গেছিল, তার স্বেচ্ছা-

চারিতার বিরুদ্ধে কিছুই করা যায়নি। নাম লিখিয়ে, প্রশান্ত মহাসাগরের যুদ্ধে সে যোগদান করেছিল। ক্যাপ্টেন হয়েছিল মাইকেল, পদক পেয়েছিল। ১৯৪৪ সালে লাইফ পত্রিকাতে ওর ছবি বেরিয়েছিল, সেই সঙ্গে ওর নানান কীর্তির সচিত্র বিবরণী। পত্রিকাটা একজন বন্ধু ডন কর্লিয়নিকে দেখিয়েছিল, বাড়ির লোকদের সাহসে কুলোয়নি। একটা তাচ্ছিল্যসূচক শব্দ করে ডন বলেছিলেন, "বিদেশীদের জন্য ও এ সব অলৌকিক ঘটনা ঘটিয়ে থাকে।"

১৯৪৫ সালের গোড়ার দিকে যখন সামরিক বিভাগ থেকে মাইকেল কর্লিয়নি মুক্তি পেল, যাতে আহত ও অক্ষম অবস্থা থেকে সুস্থ হয়ে উঠতে পারে, ওর কোনো ধারণাই ছিল না যে ওর বাবাই এই নিষ্কৃতির ব্যবস্থা করেছিলেন। কয়েক সপ্তাহ চুপচাপ বাড়িতে বসে থাকার পর, কাউকে কিছু না বলে মাইকেল নিউ হ্যাম্পশেয়ারের হ্যানোভার শহরে ডার্টমাথ কলেজে ভরতি হয়ে গেল। এই ভাবে সে বাপের বাড়ি ছেড়েছিল। এত-দিন পরে বোনের বিয়ে উপলক্ষ্যে সে বাড়ি এসেছিল, সেই সঙ্গে নিজের ভাবী স্ত্রীকে দেখাবার উদ্দেশ্যও ছিল, ঐ ধোপ-খাওয়া ন্যাকড়ার মতো মার্কিনী মেয়েটাকে।

নিমন্ত্রিত অতিথিদের মধ্যে যারা একটু চটকদার, তাদের সম্বন্ধে ছোট ছোট গল্প বলে মাইকেল কর্লিয়নি কে অ্যাডম্‌সের মনোরঞ্জন করছিল। উল্টে কে-র চোখে যে ঐ সব লোককে ভারি রোমাঞ্চময় মনে হচ্ছিল তাই দেখে মাইকেলেরও মজা লাগছিল। তাছাড়া যা কিছু নতুন, যা কিছু ওর অভিজ্ঞতার বাইরে, তাতেই ওর এত বেশি কৌতূহল দেখে মাইকেল মুগ্ধও হচ্ছিল, সর্বদাই যেমন হত। অবশেষে কে-র চোখে পড়ল ছোট একদল লোক এক পিপে ঘরে-তৈরি মদের চারদিকে কেমন জটলা পাকিয়েছে। সেই লোকগুলি হল আমেরিগো বনাসেরা, নাজো-রিনি বলে রুটিওয়ালা, অ্যান্টনি কপোলা আর লুকা ব্রাসি। ওর স্বাভাবিক সজাগ বুদ্ধির সাহায্যে কে মন্তব্য করেছিল যে চারজন লোককে দেখে খুব খুশি মনে হচ্ছে না। মাইকেল মৃদু হাসল, "খুশি তো

নয়-ই ওরা। ওরা যে গোপনে আমার বাবার সঙ্গে দেখা করবার জন্য অপেক্ষা করছে। তাঁর কাছে কিছু চাইবে ওরা।" বাস্তবিকই, দেখলেই বোঝা যাচ্ছিল যে ডন যেখানেই যাচ্ছিলেন, ওদের চোখও তাঁকে অনুসরণ করছিল।

ডন কর্লিয়নি দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে অতিথিদের অভিবাদন জানাচ্ছিলেন, এদিকে একটা কালো বন্ধ শেভ্রলে গাড়ি এসে শান-বাঁধানো প্রাঙ্গণের উল্টো দিকে থামল। সামনের সীটে বসা দুজন লোক তাদের কোটের পকেট থেকে নোট বই বের করে, কোন রকম গোপনীয়তার চেষ্টা না করেই, প্রাঙ্গণের চারদিকে রাখা অন্যান্য গাড়িগুলোর নম্বর টুকে নিতে লাগল। বাপের দিকে ফিরে সনি বলল, "ঐ ব্যাটারা নিশ্চয় পুলিসের লোক।"

ডন কর্লিয়নি কাঁধ তুলে বললেন, "আমি তো আর রাস্তাটার মালিক নই। ওদের যা খুশি তাই করতে পারে।"

রাগের চোটে সনির ভারি কিউপিড-মুখটা লাল হয়ে উঠল। "পাজি নচ্ছার, কোনো জিনিসের প্রতি কি ওদের শ্রদ্ধা থাকতে নেই?" বাড়ির সিঁড়ি থেকে নেমে প্রাঙ্গণ পার হয়ে সনি কালো বন্ধ গাড়িটার কাছে গেল। রেগেমেগে চালকের মুখের কাছে মুখ নিতেই, এতটুকু না ঘাবড়ে সে লোকটা ওয়ালেটের খাপ খুলে একটা সবুজ পরিচয়-পত্র দেখিয়ে দিল। কোনো কথা না বলে, সনি পিছু হটে গেল। তারপর এমন ভাবে এক গাল থুতু ফেলল যাতে গাড়িটার পিছনের দরজার ওপর পড়ে, থুতু ফেলে সনি চলে এল। ওর আশা ছিল গাড়ির চালক গাড়ি থেকে নেমে ওর পিছন পিছন তেড়ে প্রাঙ্গণে উঠে আসবে, কিন্তু কিছুই হল না। সিঁড়ির কাছে পৌঁছে সনি বাপকে বলল, "ব্যাটারা এফ-বি-আই-এর লোক। সব গাড়ির নম্বর টুকে নিচ্ছে! হারামজাদারা।"

ডন কর্লিয়নি জানতেন ওরা কে। তাঁর ঘনিষ্ঠ এবং সব চাইতে অন্তরঙ্গ বন্ধুদের বলে দেওয়া হয়েছিল কেউ যেন নিজের গাড়ি করে বিয়েবাড়িতে না আসে। যদিও ছেলের এই রকম নির্বোধের মতো

রাগ দেখানোর তিনি পক্ষপাতী ছিলেন না, তবু তাতে একটা ভালো ফল দেবে। অনাহূত আগন্তুকদের মনে এই ধারণা বদ্ধমূল হয়ে যাবে যে তাদের আগমন একেবারে অপ্রত্যাশিত এবং তার জন্য কোনো প্রস্তুতিই হয়নি। কাজেই ডন রাগ করেননি। অনেক দিন আগেই তাঁর এই শিক্ষা হয়েছিল যে সমাজ মাঝেমাঝে মানুষের ওপর এমন সব অপমান ঢালে, যা চুপ করে সহ্য করতে হয়, এই আশাতে বুক বেঁধে যে এ জগতে এমন দিনও আসে যখন হীনতম ব্যক্তিও যদি চোখ কান খোলা রাখে, তাহলে অতিশয় ক্ষমতাশালীর ওপরেও প্রতিশোধ নিতে পারে। তাঁর এই জ্ঞান ছিল বলেই ডন কর্লিয়নি কখনো তাঁর সর্ববন্ধুজন-প্রশংসিত বিনয়ের ভাবটি হারাতেন না।

সে যাই হক, ঠিক এই সময়ে বাড়ির পিছন দিকের বাগানে চার বাজনদারের ব্যাণ্ড বেজে উঠল। সব অতিথিরা এসে গিয়েছিল। ডন কর্লিয়নও অনাহূত আগন্তুকদের চিন্তা মন থেকে দূর করে দিয়ে, দুই ছেলেকে নিয়ে বিয়ের ভোজে যোগদান করতে চললেন।

ততক্ষণে মস্ত বাগানে বেশ কয়েক শো অতিথি জড়ো হয়েছিল : তাদের মধ্যে কেউ কেউ ফুল দিয়ে সাজানো কাঠের মঞ্চের ওপর উঠে নাচছিল, বাকিরা নানা রকম উপাদেয় মশালিদার খাদ্যসামগ্রীর রাশি আর গ্যালন মাপের জগ ভরতি ঘরে-তৈরি কালো মদে বোঝাই লম্বা লম্বা টেবিলের সামনে বসে ছিল। বিয়ের কনে, কনি কর্লিয়নি, জমকালো সাজসজ্জাসুদ্ধ একটা বিশেষ উঁচু টেবিলে, তার বর, নীত-কনেদের আর নীত-বরদের সঙ্গে শোভা পাচ্ছিল। সেকালের ইতালীয় পাড়াগেঁয়ে রীতিতে এই ভাবেই বিয়ের উৎসবের ব্যবস্থা হত। কনের এ ব্যবস্থা পছন্দ ছিল না, তবু বাবাকে খুশি করবার জন্য এমন আনাড়ি আয়োজনে সম্মত হয়েছিল, কারণ পতি-নির্বাচনের ব্যাপারে বাপকে সে যথেষ্ট অসন্তুষ্ট করেছিল।

বরের নাম কার্লো রিট্‌সি, দো-আঁশলা, বাপ সিসিলির, মা ইটালির উত্তর দিকের মেয়ে; তাঁর কাছ থেকে ছেলে তার সোনালী চুল আর

নীল চোখ পেয়েছিল। মা-বাপ নেভাডায় থাকতেন, আইনের সঙ্গে কিঞ্চিৎ অ-বনিবনার ফলে কার্লো সে রাজ্য ছেড়ে চলে এসেছিল। নিউ-ইয়র্কে সনি কর্লিয়নির সঙ্গে আলাপ এবং সেই সূত্রে সনির বোনের সঙ্গেও। ডন কর্লিয়নি অবশ্য নেভাডায় বিশ্বাসী বন্ধু পাঠিয়ে খবর নিয়েছিলেন যে পুলিসের সঙ্গে অ-বনিবনাটা একটা বন্দুক নিয়ে, কাজেই তার কোনো গুরুত্ব ছিল না, খাতা থেকে ব্যাপারটাকে সহজেই মুছে ফেলা যায়, তাহলে পাত্রের কোনো খুঁত থাকে না। বন্ধুরা ফিরে এসে আরো পুঙ্খানুপুঙ্খরূপে জানিয়েছিল নেভাডায় কি ভাবে আইনানুমোদিত জুয়ো খেলা চলে থাকে। কথাটা শুনে ডনের বিশেষ কৌতূহল হয়েছিল এবং সেই ইস্তক তাই নিয়ে মনে মনে নাড়াচাড়াও করছিলেন। ডনের মহত্ত্বের আরেকটি বৈশিষ্ট্য ছিল যে সব কিছু থেকেই তিনি লাভবান হতেন।

কনি কর্লিয়নি খুব একটা সুন্দরী ছিল না, রোগা, সহজেই ঘাবড়ে যেত, এ-ধরনের মেয়েরা একটু বয়স হলেই বড় খিটখিটে হয়ে ওঠে। কিন্তু আজ সাদা বিবাহ-বেশে আর ব্যগ্র কৌমার্যের মহিমায় কনি এমনি উজ্জ্বল উদ্ভাসিত রূপ ধরেছিল যে এক রকম সুন্দরীই দেখাচ্ছিল। কাঠের টেবিলের নিচে, স্বামীর পেশীবহুল উরুর ওপর কনি হাত রেখেছিল। কিউপিডের ধনুকের মতো কনির ঠোঁট তার উদ্দেশ্যে বাতাসে একটি হালকা চুমো ভাসিয়ে দিতে উদগ্র ছিল।

কনির মনে হত কার্লো অপরূপ রূপবান। অল্প বয়সে কার্লো মরুভূমির খোলা বাতাসে কাজ করত, কঠিন পরিশ্রমের কাজ। তার ফলে এখন তার কি বিশাল বলশালী বাহু, কাঁধের পেশীর চাপে শৌখীন কোটের কাঁধ উঁচু হয়ে ছিল। বৌয়ের শ্রদ্ধা-ভালোবাসা-ভরা দৃষ্টিতে কার্লো গদগদ হয়ে, তার গেলাসে মদ ঢেলে দিচ্ছিল। কনির প্রতি তার ঘটা করে সৌজন্য প্রকাশ দেখে মনে হচ্ছিল যেন তারা কোনো একটা নাটকে অভিনয় করছে। কিন্তু বরের চোখ কেবলই যাচ্ছিল কনের ডান কাঁধে ঝোলানো প্রকাণ্ড রেশমী থলিটার দিকে, ঐ থলি এখন খাে

ভরা টাকায় ঠাসা। কত টাকা ওতে ধরতে পারে? দশ হাজার? কুড়ি হাজার? কার্লো রিট্‌সি মুচকি হাসল। এই তো সবে শুরু। এক রকম বলতে গেলে সে এখন রাজার জামাই হয়েছে। ওরা ওর আদর-যত্ন করতে বাধ্য।

অতিথিদের ভিড়ের মধ্যে থেকে বেজির মতো তেল-চুকচুকে মাথা-ওয়ালা এক চালিয়াত ছোকরাও ঐ রেশমী থলিটার দিকে নজর দিচ্ছিল। স্রেফ অভ্যাসবশতঃ পলি গাটো ভাবছিল ঐ পুরুষ্টু টাকার থলিটি কি ভাবে ছিনতাই করা যায়। ভেবে সে মজা পাচ্ছিল। অবশ্য সে ভালো করেই জানত যে ওটা একটা অলস অর্থহীন দিবাস্বপ্ন ছাড়া কিছুই নয়, ছোট ছেলেরা যেমন খেলার বন্দুক দিয়ে ট্যাঙ্ক উড়িয়ে দেবার স্বপ্ন দেখে। পলি দেখছিল ওর ওপরওয়ালা মোটা, আধবয়সী পিটার ক্লেমেন্‌জা কেমন কাঠের মঞ্চের ওপর উঠে, অল্পবয়সী মেয়েদের সঙ্গে ঘুরে ঘুরে উল্লসিত গ্রাম্য ট্যারাণ্টেলা নাচ নাচছে। বেজায় লম্বা ঐ ক্লেমেন্‌জা, চওড়াও তেমনি, অথচ নাচছিল কেমন দক্ষ বেপরোয়া ভাবে; ওর শক্ত ভুঁড়িটা কেমন বেঁটে বেঁটে ছেলেমানুষ মেয়েগুলোর বুকের সঙ্গে লাম্পট্যভরে ধাক্কা খাচ্ছিল। তাই দেখে অন্য অতিথিরা ওকে বাহবা দিচ্ছিল। একটু বয়স্ক মহিলারা এর পর ওর পার্টনার হবার জন্য ওর হাত ধরে টানাটানি করছিল। কমবয়সী পুরুষরাও সশ্রদ্ধ ভাবে ওর জন্য জায়গা ছেড়ে দিচ্ছিল আর ম্যাণ্ডোলিনের খ্যাপা তালের সঙ্গে তাল রেখে হাততালি দিচ্ছিল। অবশেষে ক্লেমেন্‌জা যখন হাঁপিয়ে উঠে একটা চেয়ারে বসে পড়ল, পলি গাটো ওর জন্য এক গেলাস কালো মদ এনে, রেশমী রুমাল দিয়ে স্বয়ং দেবতাদের প্রধান জোভের যোগ্য ঐ কপালের ঘাম মুছিয়ে দিল। তিমি মাছের মতো হাঁসফাঁস করতে করতে গলায় মদ ঢালছিল ক্লেমেন্‌জা। কিন্তু কোথায় পলিকে ধন্যবাদ দেবে, তা না, সংক্ষিপ্ত স্বরে বলল, "দেখ, নাচের বিচারক হতে হবে না, যাও, নিজের কাজ কর গে। চারদিকে ঘুরে দেখ সব ঠিকঠাক আছে কি না।" পলি ভিড়ের মধ্যে সুড়ুৎ করে ঢুকে গেল।

ব্যাণ্ড-বাদকরা এবার একটু ঢোকনের ছুট নিল। নিনো ভ্যালো বলে এক ছোকরা পড়ে-থাকা একটা ম্যাণ্ডোলিন তুলে নিয়ে, চেয়ারের ওপর বাঁ পা তুলে দিয়ে, সিসিলির একটা কিঞ্চিৎ অমার্জিত ধরনের প্রেমের গান গাইতে লাগল। নিনোর মুখখানা ছিল বাস্তবিক সুন্দর, যদিও ক্রমাগত মদ খেয়ে খেয়ে কেমন ফুলো-ফুলো দেখতে হয়েছিল, এমন কি এরই মধ্যে নিনোর একটু নেশা ধরেছিল। জিব দিয়ে তারিয়ে তারিয়ে অশ্লীল পদগুলো গাইছিল নিনো, আর বিলোল চোখে তাকাচ্ছিল। মেয়েরা আমোদের চোটে চিৎকার করছিল, পুরুষরা প্রত্যেক চরণের শেষ শব্দটা নিনোর সঙ্গে সঙ্গে চেঁচিয়ে উচ্চারণ করছিল।

এসব বিষয়ে ডন কর্লিয়নির গোঁড়ামির যথেষ্ট অখ্যাতি ছিল, কিন্তু তাঁর মোটা গিন্নিটি সকলের সঙ্গে সানন্দে চ্যাঁচাচ্ছেন দেখে তিনি বুদ্ধি করে, বাড়ির ভিতরে অদৃশ্য হয়ে গেলেন। তাই দেখে সনি কর্লিয়নি কনের টেবিলে গিয়ে. তরুণী নীত-কনে লুসি ম্যান্‌চিনির পাশে বসে পড়ল। এখন কোনো বিপদ নেই। সনির বৌ রান্নাঘরে গিয়ে, পরিবেশনের আগে বিয়ের কেকটাতে শেষ সাজ দিচ্ছিল। সনি তরুণীর কানে কানে কি যেন বলতেই সে উঠে পড়ল। কয়েক মিনিট অপেক্ষা করে যেন কিছুই হয়নি এমন ভাবে সনিও তার পিছন পিছন চলল, ভিড় ঠেলে যাবার পথে দাঁড়িয়ে অতিথিদের মধ্যে এর সঙ্গে ওর সঙ্গে দুটো চারটে কথাও বলে গেল।

সকলের চোখ ওদের অনুসরণ করল। এই নীত-কনে তিন বছর কলেজে পড়ে একেবারে অ্যামেরিকান বনে গেছিল ; পাকা ফলটার মতো মেয়ে, এরই মধ্যে আলোচনার পাত্রীও হয়ে উঠেছিল। যতক্ষণ বিয়ের মহড়া চলেছিল, সনি কর্লিয়নিকে ঐ মেয়ে খানিকটা চটিয়ে, খানিকটা ঠাট্টা করে খেপিয়ে তুলেছিল, কারণ ওর ধারণা ছিল যে-হেতু ও নীত-কনে আর সনি নীত-বর, এতে কোনো দোষ হয় না। এখন মাটি থেকে গোলাপী গাউনটিকে একটুখানি তুলে ধরে, মুখে কপট

সারল্যের হাসি নিয়ে, বাড়ির মধ্যে গিয়ে লুসি লঘু পদক্ষেপে সিঁড়ি দিয়ে উঠে দোতলার স্নানের ঘরে ঢুকল। সেখানে কয়েক মিনিট ছিল সে। বেরোতেই, ওপরের ল্যাণ্ডিং থেকে সনি কর্লিয়নি ওকে ইশারায় ডাকল।

একটু উঁচু করে তৈরি একটা কোনার ঘরে ছিল ডন কর্লিয়নির আপিস। সেখানকার বন্ধ জানলার ফাঁক দিয়ে টমাস হেগেন ফুলের মালা দিয়ে সাজানো বাগানের উৎসব দেখছিল। ওর পিছনের দেয়ালে থাকে থাকে আইনের বই সাজানো ছিল। হেগেন ছিল ডনের উকীল এবং কার্যকরী কনসিলিয়রি অর্থাৎ মন্ত্রণাদাতা। এই জন্য ওঁদের পারিবারিক ব্যবসায় নিয়োজিত অধস্তন কর্মচারীদের মধ্যে ওর পদের একটা বিশেষ গুরুত্ব ছিল।

ডনের সঙ্গে এই ঘরে বসে হেগেন বহু জটিল সমস্যার সমাধান করেছিল, কাজেই যেই সে দেখল যে ডন উৎসবক্ষেত্র ছেড়ে বাড়িতে ঢুকলেন, হেগেন বুঝে নিল যে বিয়েই হক আর যা-ই হক, আজ কিছু কাজও সম্পন্ন করা হবে। ডন এসে ওর সঙ্গে দেখা করবেন। তার পরেই চোখে পড়ল সনি লুসির কানে কানে কি বলল, তার পরবর্তী প্রহসন শুরু হল এবং সনিও লুসির পিছন পিছন বাড়িতে ঢুকল। মুখ বিকৃত করে হেগেন একটুক্ষণ ভাবল কথাটা ডনের কানে তুলবে কি না, তারপর স্থির করল তা করবে না। ডেস্কের কাছে গিয়ে হেগেন একটা তালিকা তুলে নিল, যারা যারা ডনের সঙ্গে গোপনে সাক্ষাৎ করবার অনুমতি পেয়েছিল, তাদের নামের তালিকা। ডন ঘরে ঢুকতেই, হেগেন তাঁকে তালিকাটা দিল। মাথা নেড়ে অনুমোদন জানিয়ে ডন কর্লিয়নি বললেন, "বনাসেরাকে সবার শেষে ডেকো।"

বাইরে যাবার লম্বা দরজা খুলে হেগেন সোজা বাগানে বেরিয়ে, যেখানে মদের পিপের চারপাশে প্রার্থীরা জটলা করছিল, সেখানে উপস্থিত হয়ে নাতুসনুতুস রুটিওয়ালা নাজোরিনির দিকে আঙুল দেখাল।

ডন কর্লিয়নি রুটিওয়ালাকে বুকে জড়িয়ে ধরে অভিবাদন করলেন।

ইটালিতে দুজনে একসঙ্গে কত খেলা করেছিলেন, বন্ধুভাবেই দুজনে বড় হয়েছিলেন। প্রত্যেক বছর ঈস্টারের সময় তাজা ছানা আর সুজি নিয়ে ট্রাকের চাকার মতো প্রকাণ্ড আকারের, মুরগির ডিমের হলুদ দিয়ে সোনালী রঙ করা, সত্ত বেক করা পাই ডন কর্লিয়নির বাড়িতে এসে পৌঁছত। বড়দিনে কিংবা বাড়িতে কারো জন্মদিন উপলক্ষে, উপাদেয় সব ক্ষীর-পোরা মিষ্টান্নের উপহার নাজোরিনিদের শ্রদ্ধা জ্ঞাপন করত। বছরের পর বছর, সুদিনে দুর্দিনে, বয়সকালে ডন যে বেকারি সমিতি প্রতিষ্ঠা করেছিলেন নাজোরিনি প্রফুল্ল মনে তার চাঁদা দিত। প্রতিদানে কখনো সে আর কোনো অনুগ্রহ ভিক্ষা করেনি, যুদ্ধের সময় কিছু কালোবাজারি চিনির কুপন কেনবার সুযোগ ছাড়া। এত দিন পরে বিশ্বাসী বন্ধুর দাবি জানাবার সময় এসেছিল ; ডন কর্লিয়নিও সানন্দে তার অনুরোধ রক্ষা করবার আশায় ছিলেন।

তাকে একটা 'ডি নোবিলি' চুরুট আর এক গেলাস হলদে রঙের 'স্ট্রেগা' মদ খেতে দিয়ে, উৎসাহিত করবার জন্য তার কাঁধে হাত রাখলেন ডন কর্লিয়নি। এটি তাঁর মানবীয় গুণের প্রমাণ। তিক্ত অভিজ্ঞতা থেকে তিনি নিজেও জানতেন মানুষ হয়ে আরেকটা মানুষের কাছ থেকে অনুগ্রহ চাইতে হলে কত সাহসের দরকার।

রুটিওয়ালা তাঁকে নিজের কন্যার আর এন্‌জোর কাহিনী বলল। সিসিলিতে বাড়ি, খাসা এক ইতালীয় ছেলে, মার্কিনী সৈন্যের বন্দী, যুদ্ধবন্দী হিসাবে তাকে অ্যামেরিকা পাঠানো হয়েছিল, এদেশের সামরিক প্রচেষ্টায় সাহায্যার্থে পারোলে ছাড়া পেয়েছিল। এন্‌জোর আর নাজোরিনির সযত্নে লালিত মেয়ে ক্যাথারিনের মধ্যে পবিত্র সশ্রদ্ধ প্রেমের উদ্রেক হয়েছিল, কিন্তু এবার যুদ্ধ বন্ধ হওয়াতে এন্‌জো বেচারিকে ইটালিতে ফেরত পাঠানো হবে আর নাজোরিনির কন্যা যে ভগ্নহৃদয় হয়ে প্রাণত্যাগ করবে সে-কথা বলাই বাহুল্য। একমাত্র ধর্মপিতা কর্লিয়নিই এই দুর্গতদের সাহায্য করতে পারেন। তিনিই ওদের শেষ অবলম্বন।

নাজোরিনির কাঁধে হাত রেখে ডন ঘরময় পায়চারি করতে লাগলেন, থেকে থেকে সহানুভূতি জানিয়ে মাথা নাড়ছিলেন যাতে লোকটা নিরুৎসাহ হয়ে না পড়ে। রুটিওয়ালার কথা শেষ হলে, তার দিকে চেয়ে মৃদু হেসে ডন বললেন, "বন্ধু, সব দুর্ভাবনা ত্যাগ কর।" তারপর কি কি করতে হবে সব তাকে সাবধানে বুঝিয়ে দিলেন। ঐ অঞ্চলের কংগ্রেস সদস্যের কাছে আবেদন করতে হবে। কংগ্রেস সদস্য তারপর একটা বিশেষ বিলের প্রস্তাব করবেন, তার জোরে এনজো মার্কিনী নাগরিক হবার অনুমতি পেয়ে যাবে। সেই বিলটি কংগ্রেস থেকে অবশ্যই অনুমোদিত হয়ে যাবে। সব ব্যাটারা পরস্পরের জন্য ওটুকু করেই থাকে। ডন কর্লিয়নি বুঝিয়ে বললেন যে এর জন্য টাকা খরচ করতে হবে, চলতি বাজারে খরচ পড়বে দু হাজার ডলার। ডন কর্লিয়নি নিজে ব্যবস্থার সাফল্যের জামিন হবেন, টাকাটা তাঁর কাছেই জমা দিতে হবে। বন্ধু কি এতে সম্মত আছে ?

সোৎসাহে মাথা নেড়ে রুটিওয়ালা সম্মতি জানাল। এত বড় একটা অনুগ্রহ যে বিনা পয়সায় হবে সে আশা করেনি। এ তো বোঝাই যাচ্ছে। কংগ্রেসের বিশেষ বিল কি একেবারে মাগনায় হয় কখনো ? ধন্যবাদ দিতে গিয়ে নাজোরিনির চোখে জল এল। ডন কর্লিয়নি তার সঙ্গে দরজা পর্যন্ত গেলেন, তাকে আশ্বাস দিলেন যে কোনো উপযুক্ত ব্যক্তি রুটির দোকানে গিয়ে সমস্ত খুঁটিনাটি বন্দোবস্ত করে, দরকারি দলিলপত্র প্রস্তুত করে ফেলবে। বাগানের মধ্যে অদৃশ্য হয়ে যাবার আগে রুটিওয়ালা ডন কর্লিয়নিকে আলিঙ্গন করল।

হেগেন ডনের দিকে চেয়ে হাসল। "নাজোরিনির পক্ষে একটা লাভজনক বিনিয়োগের ব্যবস্থা হয়ে গেল। মাত্র দু হাজার ডলার দিয়ে একটা জামাই আর রুটির দোকানের জন্য সস্তায় একটা যাবজ্জীবনের লোক পেয়ে গেল।" একটু থেমে হেগেন জিজ্ঞাসা করল, "এ কাজটা কাকে দেব ?"

ডন কর্লিয়নি ভুরু কুঁচকে একটু ভেবে বললেন, "আমাদের জাতের

কাউকে নয়। পাশের পাড়ার ইহুদীকে দাও না। বাড়ির ঠিকানা সব বদলে দিও। এখন যুদ্ধ থেমে গেছে, এ ধরনের ব্যাপার আরো অনেক দেখা যাবে। ওয়াশিংটনে আমাদের আরো কিছু লোক রাখা দরকার, তারা বাড়তি প্রয়োজনটুকু সামলাবে, দর বাড়াবে না।" হেগেন তার নোট বইতে একটু টুকে নিল। ডন বললেন, "কংগ্রেস সদস্য লুটেকোকে দিয়ে হবে না। ফিশারকে চেষ্টা কর।"

এর পর যাকে হেগেন নিয়ে এল, তার ব্যাপারটা খুবই সাদাসিধা। লোকটার নাম অ্যান্টনি কপোলা, যৌবনে যার সঙ্গে রেলের ইয়ার্ডে ডন কর্লিয়নি কাজ করতেন, এ তারই ছেলে। কপোলা একটা পাইয়ের দোকান খুলতে চায়, তার জন্য পাঁচশো ডলার দরকার। আসবাবপত্রের আর বিশেষ ধরনের ওভেনের জন্য আগাম টাকা জমা দিতে হবে। কতকগুলো অনুক্ত কারণে টাকা ধার পাওয়া যাচ্ছিল না। ডন পকেটে হাত দিয়ে এক গোছা নোট বের করলেন। তাতে যথেষ্ট হল না দেখে, মুখবিকৃতি করে টম হেগেনকে বললেন, "একশো ডলার ধার দাও দিকিনি। সোমবার ব্যাঙ্কে যাব, তখন ফেরত দেব।" প্রার্থী তাতে বলতে লাগল তার চারশোতেই হয়ে যাবে, কিন্তু ডন তার কাঁধ চাপড়ে দিয়ে কুণ্ঠিতভাবে বললেন, "এই শখের বিয়ের জন্যই তো আমার ট্যাঁক খালি।" হেগেন টাকাটা বাড়িয়ে ধরতেই, নিজের নোটের সঙ্গে সেগুলোকেও ডন অ্যান্টনি কপোলাকে দিয়ে দিলেন।

নীরব প্রশংসার সঙ্গে হেগেন তাকিয়ে রইল। ডন বরাবর এই শিক্ষাই দিয়ে এসেছিলেন যে দান যখন করা যায়, সেটিকে ব্যক্তিগত দান বলেই দিতে হয়। ডনের মতো একজন লোক ওরই জন্য টাকা ধার করলেন এতে অ্যান্টনি কপোলার মর্যাদা কতখানি বেড়ে গেল। এমন নয় যে কপোলা জানত না ডন একজন কোটিপতি, কিন্তু গরীব বন্ধুর জন্য কজন কোটিপতি নিজেদের এতটুকু অসুবিধা ঘটাতে রাজী হয়?

ডন জিজ্ঞাসু ভাবে মাথা তুললেন। হেগেন বলল, "তালিকায় যদিও ওর নাম নেই, তবু লুকা ব্রাসি একবার দেখা করতে চায়। ও বুঝতেই

পারছে যে ব্যাপারটা প্রকাশ্যে হতে পারে না, তবু ব্যক্তিগত ভাবে আপনাকে অভিনন্দন জানাতে চায়।”

এই প্রথম ডনকে অপ্রসন্ন হতে দেখা গেল। একটু ঘুরিয়ে উত্তর দিলেন, “তার কি কোনো দরকার আছে?”

কাঁধ তুলে হেগেন বলল, “তাকে তো আমার চাইতে আপনিই ভালো জানেন। তবে ওকে বিয়েতে নেমন্তন্ন করেছেন বলে ও খুবই কৃতজ্ঞ। অতটা আশা করেনি। বোধ হয় কৃতজ্ঞতাটা প্রকাশ করতে চায়।”

মাথা দুলিয়ে, ইশারা করে ডন তাকে নিয়ে আসতে বললেন। বাগানে বসে লুকা ব্রাসির মুখে আরক্তিম হিংস্রতার ছাপ দেখে কে অ্যাডাম্‌সের ভারি কৌতূহল হয়েছিল। তার বিষয়ে জানতে চেয়েছিল। মাইকেল আসলে কে-কে বিয়েবাড়িতে নিয়ে এসেছিল যাতে সে অল্পে অল্পে এবং হয়তো খুব বেশি স্তম্ভিত না হয়ে, ওর বাবার বিষয়ে প্রকৃত তথ্য আহরণ করতে পারে। কিন্তু এখন পর্যন্ত মনে হচ্ছিল ডনকে কে একজন কিঞ্চিৎ দুর্নীতিপরায়ণ ব্যবসাদার ছাড়া আর কিছু মনে করেনি। কাজেই মাইকেল ভাবল পরোক্ষ ভাবে ওকে প্রকৃত অবস্থার কিছুটা জানিয়ে দেবে। মাইকেল তাই বুঝিয়ে বলল যে পূবদিকের গোপন আইনভঙ্গকারীদের মহলে ওর চাইতে ভয়াবহ কেউ নেই। লোকে বলে ওর সব চাইতে বড় প্রতিভা হল যে একা একা, কারো সাহায্য না নিয়ে, ও এমন চমৎকার খুন করতে পারে যে ধরা পড়ার কিংবা দণ্ডিত হবার প্রায় কোনো সম্ভাবনাই থাকে না। মুখ বাঁকিয়ে মাইকেল বলল, “এ-সব কথা কতখানি সত্য তা অবিশ্যি বলতে পারি না, শুধু এটুকু বলতে পারি যে আমার সঙ্গে ওর এক রকম বন্ধুর সম্বন্ধ।”

এই প্রথম কে-র চোখ ফুটল। একটু অবিশ্বাসের সঙ্গে সে জিজ্ঞাসা করল, “তুমি আশা করি বলতে চাইছ না যে ঐ রকম একটা লোক তোমার বাবার চাকরি করে?”

মাইকেল ভাবল, আরে ধেত্তেরি! সোজাসুজি বলে বসল, “প্রায়

পনেরো বছর আগে কয়েকটা লোক আমার বাবার তেল আমদানির ব্যবসাটি বেহাত করে নেবার তালে ছিল। ওরা বাবাকে মেরে ফেলার চেষ্টা করেছিল, প্রায় ফেলেওছিল। তারপর লুকা ব্রাসি ওদের পিছনে লাগল। শোনা যায় যে দু সপ্তাহের মধ্যে ও ছটা লোককে সাবাড় করেছিল। ঐখানেই বিখ্যাত জলপাই-তেলের যুদ্ধের সমাপ্তি।" হাসল মাইকেল যেন কত না মজার কথা বলেছে।

কে শিউরে উঠল, "তুমি বলতে চাইছ খুনে গুণ্ডারা তোমার বাবাকে গুলি করেছিল?"

মাইকেল বলল, "পনেরো বছর আগের কথা। তারপর সব চুপচাপ হয়ে গেছে।" ভয় হচ্ছিল বেশি বাড়াবাড়ি করে ফেলেনি তো!

কে বলল, "আসলে আমাকে ভয় দেখাবার চেষ্টা করছ। চাও না যে আমি তোমাকে বিয়ে করি।" হাসছিল কে, কনুই দিয়ে মাইকেলের পাঁজরায় ছোট একটা খোঁচা দিয়ে বলেছিল, "ভারি চালাক।"

মাইকেলও ওর দিকে ফিরে হেসে বলেছিল, "আমি চাই তুমি এ বিষয়ে একটু ভেবে দেখ।"

কে জিজ্ঞাসা করল, "সত্যি সত্যি ছজন লোককে মেরে ফেলেছিল?"

মাইক বলল, "কাগজে তো তাই লিখেছিল। কেউ প্রমাণ করতে পারেনি। কিন্তু ওর সম্বন্ধে আরেকটা গল্পও আছে, যেটা কেউ কাউকে বলে না। সে নাকি এমন সাংঘাতিক গল্প যে বাবা পর্যন্ত সে-কথা মুখে আনেন না। টম হেগেন জানে, কিন্তু কিছুতেই বলবে না। একবার ওকে ঠাট্টা করে জিজ্ঞাসা করেছিলাম, 'লুকার গল্প শোনবার মতো বয়স আমার কবে হবে?' টম বলেছিল, 'একশো বছর বয়স হলে।' "

মাইকেল তার গেলাসে ছোট ছোট চুমুক দিয়ে বলে চলল, "গল্পের মতো গল্প নিশ্চয়ই। নিশ্চয়ই বড় ভয়ঙ্কর কিছু।"

বাস্তবিকই, লুকা ব্রাসিকে নরকের রাজা স্বয়ং শয়তান পর্যন্ত ভয় করতে পারত। বেঁটে, গাঁট্টাগোট্টা, বিশাল মাথার খুলি, কাছে এলেই সবার মনে বিপদ-সঙ্কেত বেজে ওঠে। মুখটা যেন হিংস্রতার মুখোশ।

চোখদুটো পাটকিলে, কিন্তু তাতে পাটকিলে চোখের কোমলতা ছিল না, কেমন একটা মারাত্মক বাদামী রঙ। মুখটা দেখতে ততটা নিষ্ঠুর ছিল না, কিন্তু কি রকম প্রাণহীন ; পাতলা, রবারের মতো, 'ভিল' মাংসের মতো রক্তশূন্য।

হিংসাত্মক কাজের জন্য যেমন ব্রাসির সাংঘাতিক বদনাম ছিল, তেমনি ডন কর্লিয়নির প্রতি তার শ্রদ্ধাভক্তির কথাও কিংবদন্তীর মতো ছিল। ও নিজে ছিল ডন কর্লিয়নির শক্তির প্রাসাদের ভিতে গাঁথা বিশাল একটা পাথরের মতো। এ-রকম মানুষ সচরাচর দেখা যায় না।

লুকা ব্রাসি পুলিসকে ভয় করত না, সমাজকে ভয় করত না, ভগবানকে ভয় করত না, নরকের সম্ভাবনাকে ভয় করত না, আর কোনো মানুষকে ভয়ও করত না, ভালোবাসতও না। একমাত্র ডন কর্লিয়নিকে উপযাচক হয়ে, স্বেচ্ছায় ভয় করত, ভালোবাসত। এখন ওকে ডনের সান্নিধ্যে নিয়ে আসা হলে, ঐ ভয়ঙ্কর মানুষটা ভক্তির চোটে কাঠ হয়ে দাঁড়িয়ে রইল। সালঙ্কার ভাষায় অভিনন্দন জানাতে গিয়ে তার তোতলামি এসে গেল, চিরাচরিত প্রথায়, সে আশা প্রকাশ করল ডন যেন প্রথমেই নাতির মুখ দেখেন। তারপর ব্রাসি নবদম্পতির জন্য উপহারস্বরূপ টাকা দিয়ে বোঝাই করা একটা খাম ডনের হাতে দিল।

তাহলে এই উদ্দেশ্যেই তার আগমন। হেগেন ডন কর্লিয়নির মধ্যে একটা পরিবর্তন লক্ষ্য করল। যে প্রজা রাজার সেবার্থে কোনো মহান কাজ করেছে, তাকে রাজা যে-ভাবে অভ্যর্থনা করে থাকেন, খুব অন্তরঙ্গতার সঙ্গে নয়, কিন্তু রাজোচিত সম্মান সহকারে, সেইভাবে ডন ব্রাসিকে অভ্যর্থনা করলেন। প্রতিটি ভঙ্গীতে, প্রতি বাক্যে ডন কর্লিয়নি লুকা ব্রাসিকে বুঝিয়ে দিলেন যে তাঁর কাছে তার অনেক মূল্য। তাঁর হাতে ব্যক্তিগতভাবে বিবাহোপহারটি দেবার জন্য তিনি এতটুকু বিস্ময় প্রকাশ করলেন না। তিনি সবই বুঝলেন।

অন্যান্যরা যা দিয়েছে, এখানে নিশ্চয়ই তার চাইতে অনেক বেশি টাকা আছে। অন্যদের কত টাকা দেবার সম্ভাবনা, তার সঙ্গে ব্রাসি

কত দেবে তার তুলনা করে, অনেক ঘণ্টা ধরে ভেবেচিন্তে ব্রাসি নিশ্চয় টাকার মাপটা স্থির করেছিল। ও যে ডনকে সব চাইতে বেশি ভক্তি করে, এ-কথা প্রমাণ করার জন্য, ওর ইচ্ছা ও-ই সবার থেকে বেশি দেয়। সেইজন্যেই ডনের নিজের হাতে টাকাটা দেওয়া ; ডনও সালঙ্কার ভাষায় ধন্যবাদ জ্ঞাপন করে ঐটুকু আনাড়িপনা সম্পূর্ণ মাপ করে দিলেন। হেগেন চেয়ে দেখল লুকা ব্রাসির মুখ থেকে হিংস্র মুখোশটা খসে পড়ল, গর্বে আনন্দে মুখখানি স্ফীত হয়ে উঠল। হেগেন দরজা খুলে ধরল, চলে যাবার আগে ব্রাসি ডনের হাতে চুমো খেল। বুদ্ধি করে হেগেন ব্রাসির দিকে ফিরে একটা সৌহার্দ্যের হাসি হাসল, উত্তরে ব্রাসিও সৌজন্যসহকারে রবারের মতো রক্তশূন্য ঠোঁটদুটো ঈষৎ প্রসারিত করল।

দরজাটা বন্ধ হতেই ডন কর্লিয়নি ছোট একটা স্বস্তির নিশ্বাস ফেললেন। পৃথিবীতে এই একটা মাত্র লোকই তাঁকে একটু শঙ্কিত করতে পারত। লোকটা যেন একটা প্রচণ্ড প্রাকৃতিক শক্তির মতো, তাকে সত্যি করে সংযত রাখা অসম্ভব। ওকে ডিনামাইটের মতো সাবধানে ঘাঁটতে হত। ডন কাঁধ তুলে ভাবলেন, তেমন তেমন হলে ডিনামাইটেরও তো নিরাপদে বিস্ফোরণ ঘটানো যায়। জিজ্ঞাসুভাবে হেগেনের দিকে চেয়ে ডন বললেন, "আর কি শুধু বনাসেরা বাকি ?"

হেগেন মাথা নেড়ে সমর্থন জানাল। ভুরু কুঁচকে একটু চিন্তা করে, ডন কর্লিয়নি বললেন, "ওকে এখানে আনবার আগে সান্তিনোকে আসতে বল। তারও এ-সব কিছু কিছু শেখা দরকার।"

বাগানে বেরিয়ে এসে ব্যস্ত হয়ে হেগেন সনিকে খুঁজতে লাগল। বনাসেরা অপেক্ষা করছিল তাকে হেগেন একটু ধৈর্য ধরে থাকতে বলে মাইকেল কর্লিয়নি আর তার বান্ধবীর কাছে গেল। জিজ্ঞাসা করল, "সনিকে এদিকে কোথাও দেখলে নাকি ?" মাইকেল মাথা নাড়ল। হেগেন ভাবল, সনি যদি এতক্ষণ পর্যন্ত ঐ নীত-কনেটির সঙ্গে আসঙ্গ চালিয়ে থাকে, তাহলেই এক কাণ্ড হবে! সনির বৌ আছে, মেয়েটার বাড়ির লোকরা আছে ; এর থেকে তো সর্বনাশ হতে পারে। ভারি

উদ্বিগ্ন হয়ে হেগেন তাড়াতাড়ি সদর দরজার দিকে চলল, আধ ঘন্টা আগে সনিকে ওদিক দিয়ে যেতে দেখা গেছিল।

হেগেনকে বাড়ির ভিতর যেতে দেখে কে অ্যাডাম্‌স্‌ মাইকেলকে জিজ্ঞাসা করল, "ও কে? তোমার ভাই বলে পরিচয় করিয়ে দিলে, অথচ নাম তো আলাদা, দেখেও তো মোটেই ইতালীয় বলে মনে হয় না।"

মাইকেল বলল, "বারো বছর বয়স থেকে ও এখানে আছে। মা-বাবা মারা গেলে, পথে পথে ঘুরে বেড়াত, চোখের একটা ব্যারাম ছিল। সনি একদিন রাতে ওকে ধরে নিয়ে এসেছিল, সেই ইস্তক এখানেই আছে। যাবার একটা জায়গাই ছিল না। বিয়ে না হওয়া পর্যন্ত ও আমাদের বাড়িতেই থাকত।"

কে অ্যাডাম্‌স্‌ তাই শুনে রোমাঞ্চিত হয়ে উঠল।

"সত্যি গল্পের মতো শুনতে। তোমার বাবা নিশ্চয়ই ভারি দয়ালু। নিজের এতগুলো ছেলেমেয়ে থাকা সত্ত্বেও, ঐভাবে আরেক জনকে পুষ্যি নিলেন!"

বহিরাগত ইতালীয়রা যে চারটি সন্তানকে ছোট পরিবার মনে করে, সে-কথা মাইকের বুঝিয়ে বলা দরকার বলে মনে হল না, শুধু বলল, "ওকে বাবা পুষ্যি নেননি। এমনি আমাদের সঙ্গে থাকত।"

কে বলল, "তাই নাকি?" তারপর কৌতূহলবশত জিজ্ঞাসা করল, "তা পুষ্যি নিলেন না কেন?"

মাইকেল হাসল, "তার কারণ বাবা বললেন নাম বদলানো মানে অসম্মান দেখানো। অর্থাৎ ওর মা-বাবার প্রতি অসম্মান।"

ওরা দেখতে পেল হেগেন সনিকে তাড়া দিয়ে লম্বা কাচের দরজা দিয়ে ডনের আপিসে ঢুকিয়ে, আঙুল বাঁকিয়ে আমেরিগো বনাসেরাকে ডাকল। কে জিজ্ঞাসা করল, "আজকের মতো এমন দিনে, ওরা তোমার বাবাকে কাজের কথা বলে বিরক্ত করছে কেন?"

মাইকেল আবার হাসল। "কারণ ওরা সবাই জানে যে মেয়ের

বিয়ের দিন কেউ প্রার্থীকে ফিরিয়ে দেবে না, সিসিলির এই রকম রীতি। সিসিলির লোকেরা কি আর অমন সুযোগ ছেড়ে দেয়।"

মাটি থেকে গোলাপী গাউনটা একটুখানি তুলে ধরে লুসি ম্যানচিনি সিঁড়ি দিয়ে দৌড়ে ওপরে উঠল। সনি কর্লিয়নির ভারি কিউপিডের মতো মুখটা মোদো লালসায় বিশ্রী লাল হয়ে উঠেছিল, ভয় করছিল লুসির, কিন্তু এই অভিপ্রায়েই তো সারা সপ্তাহ ও সনিকে জ্বালাতন করেছিল। এর আগে কলেজে যে দুটো প্রেমের ব্যাপারে লুসি জড়িত হয়েছিল তার মধ্যে কিছুই পায়নি। এক সপ্তাহের বেশি একটাও টেকেনি। দ্বিতীয় প্রেমিকটি ঝগড়ার মধ্যিখানে বিড়বিড় করে কি যেন বলেছিল ওর নাকি ও দিকটা বেজায় বড়। মানেটা লুসি ঠিকই ধরেছিল, তাব পব থেকে আর কারো সঙ্গে ওভাবে মিশতে রাজী হয়নি।

এবাব গ্রীষ্মে প্রাণের বন্ধু কনি কর্লিয়নির বিয়ের প্রস্তুতির মধ্যে লুসি সনি কর্লিয়নির সম্বন্ধে নানা রকম কানাঘুষো শুনেছিল। একটা রবিবার দুপুরে কর্লিয়নিদের রান্নাঘরে সনির স্ত্রী সান্‌ড্রা প্রাণ খুলে গল্পগুজব করছিল। সান্‌ড্রা মানুষটা একটু অমার্জিত তবে মনটা ভালো, ইটালিতে জন্মেছিল, ছোটবেলাতেই অ্যামেরিকায় নিয়ে আসা হয়েছিল। লম্বা-চওড়া মানুষটা, পীনস্তনী, বিয়ের পর পাঁচ বছরে তিনটি ছেলে-মেয়ের মা। সান্‌ড্রা আর অন্যান্য মেয়েরা কনিকে দাম্পত্য শয্যার ভয়াবহ ব্যাপার নিয়ে ঠাট্টা করছিল। ফিক্-ফিক্ করে হেসে সান্‌ড্রা বলেছিল, "আরি বাপ! সনির ঐ ডাণ্ডা প্রথম দেখেই যেই বুঝলাম ওটি আমার মধ্যে চালাবে আমি তো চেঁচিয়ে মেচিয়ে একাকার। বছর খানেকের মধ্যে আমার ভিতরটার যা অবস্থা, যেন এক ঘণ্টা ধরে ম্যাকারনি সেদ্ধ করা হয়েছে, নরম থেসথেসে! যখন শুনলাম অন্য মেয়ে নিয়ে কারবার শুরু করেছে, গির্জায় গিয়ে মোমবাতি জ্বেলে যীশুর মাকে ধন্যবাদ জানালাম।"

শুনে সবাই হেসেছিল, শুধু লুসির দুই পায়ের মাঝ দিয়ে গা শিহরিত হয়েছিল।

এখন সিঁড়ি বেয়ে সনির কাছে যাবার সময় সমস্ত দেহের মধ্যে কামনার আগুন জ্বলে উঠল। সিঁড়ির ওপরে পৌঁছতেই সনি ওর হাত চেপে ধরে হলঘরের পাশে একটা খালি শোবার ঘরে টেনে নিয়ে গেল। দরজাটা বন্ধ হয়ে যেতেই লুসি পায়ে জোর পেল না। অনুভব করল নিজের অধরে সনির অধর। সনির ঠোঁটে পোড়া তামাকের স্বাদ, বড় কটু। মুখ খুলল লুসি। অনুভব করল নীত-কনের গাউনের নিচে সনির হাত, রেশমী কাপড় খানিকটা ছিঁড়ে গেল। সনির গলা জড়িয়ে ধরল লুসি, সনি পোশাক খুলতে লাগল। তারপর লুসির নিতম্বের নিচে দু হাত দিয়ে সনি তাকে তুলে ধরল। শূন্যে লাফিয়ে উঠে লুসি তাকে আঁকড়ে ধরল। সনির জিব লুসির মুখে, লুসি তাকে চুষতে লাগল। সনি ওকে ঠেলে দিতেই দরজায় মাথা ঠুকে গেল লুসির। জ্বলন্ত অঙ্গারের স্পর্শ অনুভব করল লুসি। সে মিলনের অভাবনীয় আনন্দে লুসির নিশ্বাস বন্ধ হয়ে এল। জীবনে এই প্রথম পরম পরিতৃপ্তি লাভ করল সে। হাঁপ ধরে গেল, পরস্পরের গায়ে ঠেস দিয়ে দাঁড়িয়ে রইল ওরা।

হয়তো শব্দটা কিছুক্ষণ ধরেই হচ্ছিল, ওরা খেয়াল করেনি, এখন কানে গেল দরজায় কে আস্তে আস্তে টোকা দিচ্ছে। দরজা ঠেসে ধরে, যাতে বাইরে থেকে খোলা না যায়, সনি তাড়াতাড়ি কাপড়চোপড় ঠিক করে নিল। লুসিও খ্যাপার মতো গোলাপী গাউন হাত দিয়ে সমান করতে লাগল, ওর চোখ জ্বলছিল। তারপর শোনা গেল নিচু গলায় টম হেগেন বলছে, "সনি, আছ নাকি?"

একটা স্বস্তির নিশ্বাস ফেলে, সনি লুসির দিকে চোখ মটকাল। "আমি, টম। কি ব্যাপার?"

তখন গলা নামিয়ে হেগেন বলল, "ডন তোমাকে তাঁর আপিসে ডেকেছেন, এক্ষুনি।" হেগেনের চলে যাবার শব্দ শোনা গেল। কয়েক

মুহূর্ত অপেক্ষা করে, লুসির ঠোঁটে জোরে একটা চুমো খেয়ে, নিঃশব্দে সনি দরজা খুলে বেরিয়ে হেগেনের পিছু পিছু চলল।

লুসি চুল আঁচড়াতে লাগল। কাপড়চোপড় ঠিক আছে কি না দেখে নিল, মোজার গার্টার সোজা করল। শরীরটাকে জর্জরিত মনে হচ্ছিল, ঠোঁট দুটো ক্ষত, ব্যথিত। দরজা খুলে সোজা সিঁড়ি দিয়ে নেমে বাগানে চলে গেল লুসি। কনির পাশে কনের টেবিলে গিয়ে বসতেই, কনি খুঁতখুঁত করে বলল, "কোথায় গিয়েছিলে, লুসি? মনে হচ্ছে নেশা করেছ। আমার কাছে থাক।"

সোনালী-চুল বর লুসিকে এক গেলাস মদ ঢেলে দিতে দিতে সেয়ানার মতো হাসল। লুসির কিছুতেই এসে-গেল না। শুকনো মুখে গাঢ় লাল দ্রাক্ষা-রস তুলে চুমুক দিল সে। ওর শরীর কাঁপছিল। পান করবার সময়ে, গেলাসের কানার ওপর দিয়ে ওর তৃষ্ণার্ত চোখ সনি কর্লিয়নিকে খুঁজে বেড়াতে লাগল। আর কারো দিকে তাকাতে ইচ্ছা করছিল না। চালাকি করে লুসি কনির কানে কানে বলল, "আর কটা ঘণ্টা সবুর কর, তার পরেই ব্যাপারটা বুঝবে।" কনি ফিকফিক করে হেসে ফেলল। লুসি ভালোমানুষের মতো টেবিলের ওপর হাত দুখানি জড়ো করে রাখল। তার মনে সে কি বিশ্বাসঘাতক উল্লাস, যেন কনের ধন চুরি করেছে।

এদিকে আমেরিগো বনাসেরা হেগেনের পিছন পিছন কোনার ঘরে গিয়ে দেখে প্রকাণ্ড ডেস্কের পিছনে ডন কর্লিয়নি বসে আছেন আর সনি কর্লিয়নি জানলার সামনে দাঁড়িয়ে বাগানের দিকে তাকিয়ে আছে। সেদিন এই প্রথম ডন কেমন উদাসীন ব্যবহার করলেন। আগন্তুককে আলিঙ্গনও করলেন না, হ্যাণ্ডশেকও করলেন না। বিবর্ণ মুখ লোকটি একজন আণ্ডারটেকার, মৃতদেহ সমাধিস্থ করার ব্যবস্থা ও শবাধার তৈরি করা তার ব্যবসা। তার স্ত্রী ছিল ডনের স্ত্রীর অন্তরঙ্গ বন্ধু, সেই সূত্রে আজ তার নিমন্ত্রণ। নইলে তার ওপর ডন কর্লিয়নি অত্যন্ত অসন্তুষ্ট ছিলেন।

বনাসেরা তার অনুরোধ পেশ করতে শুরু করল বাঁকা এবং সুচতুর ভাবে, "আমার মেয়ে, আপনার স্ত্রীর ধর্ম-কন্যা আজ এসে আপনাদের পরিবারকে তার শ্রদ্ধা জানাতে পারল না বলে তাকে ক্ষমা করবেন। সে এখনো হাসপাতালে।" একবার সনি কর্লিয়নি আর টম হেগেনের দিকে তাকাল বনাসেরা, বোঝাতে চাইছিল যে তাদের সামনে কথাটা পাড়তেও অনিচ্ছুক। ডনের কিন্তু দয়া হল না।

তিনি বললেন, "তোমার মেয়ের দুর্ভাগ্যের কথা আমরা সকলেই জানি। তাকে যদি আমি কোনো ভাবে সাহায্য করতে পারি, সে-কথা একবার বললেই হবে। যাই হোক, আমার স্ত্রী তার ধর্মমাতা। সে সম্মানের কথা আমি কখনো ভুলি না।" এর মধ্যে একটু তিরস্কার ছিল। বনাসেরা ডন কর্লিয়নিকে কখনো ধর্মপিতা বলে সম্বোধন করত না, যদিও রীতি অনুসারে তাই করা উচিত ছিল।

বনাসেরার মুখ ছাইয়ের মতো সাদা হয়ে গেল। এবার সে সোজা-সুজি বলল, "আপনার সঙ্গে গোপনে কথা বলতে পারি কি?"

ডন কর্লিয়নি মাথা নাড়লেন, "এই দুজনকে আমি আমার প্রাণ দিয়ে বিশ্বাস করি। এরা আমার দুটি ডান হাত। এখান থেকে যেতে বলে ওদের অপমান করতে পারব না।"

বনাসেরা এক মুহূর্তের জন্য চোখ বুজে, কথা বলতে শুরু করল। বড় শান্ত কণ্ঠস্বর, এই রকম স্বরেই ও মৃতদের আত্মীয়স্বজনকে সান্ত্বনা দিত। "আমার মেয়েকে আমি অ্যামেরিকান ফ্যাশানে মানুষ করেছি। অ্যামেরিকাতে আমার আস্থা আছে। অ্যামেরিকাই আমাকে সাফল্য এনে দিয়েছে। মেয়েকে স্বাধীনতা দিয়েছি বটে, সঙ্গে সঙ্গে এ-কথাও শিখিয়েছি যেন কখনো নিজেদের পরিবারে কলঙ্ক না আনে। একজন ছেলে বন্ধু ছিল ওর, সে ইতালীয় নয়। তার সঙ্গে সিনেমা দেখতে যেত আমার মেয়ে। কিন্তু মেয়ের মা-বাবার সঙ্গে আলাপ করতে কখনো সে আমাদের বাড়ি আসেনি। এ সবই আমি মেনে নিয়েছিলাম, কোনো আপত্তি করিনি। সেটা আমারই দোষ। দু মাস আগে ঐ ছেলেটা

ওকে মোটরে বেড়াতে নিয়ে গেছিল। সঙ্গে আরেক ছোকরা ছিল। ওরা ওকে হুইস্কি খাইয়ে ওর ধর্ম নষ্ট করার চেষ্টা করেছিল। ও আপত্তি করেছিল। ধর্ম রক্ষা করেছিল। ওরা ওকে তখন মেরেছিল। জানোয়ারের মতো। হাসপাতালে গিয়ে দেখলাম, দু চোখে কালসিটে। নাক ভাঙা। চোয়ালের হাড় টুকরো টুকরো। তার দিয়ে জোড়া দিতে হয়েছে।

অত যন্ত্রণার মধ্যে কেঁদে কেঁদে আমাকে বলল, 'বাবা, কেন ওরা এমন করল ? আমাকে এমন করল কিসের জন্য ?' শুনে আমিও কেঁদে ছিলাম।"

আর কথা বলতে পারছিল না বনাসেরা, ওর কথায় ওর মনের আবেগ প্রকাশ পায়নি, কিন্তু এখন সে আবার কাঁদল।

যেন অনিচ্ছাসত্ত্বেও ডন কর্লিয়নি একটুখানি সমবেদনার ইঙ্গিত করলেন, বেদনায় বনাসেরার কণ্ঠস্বর প্রায় মানুষের মতো হয়ে এল, "কেন কেঁদেছিলাম ? ও আমার চোখের আলো, বড় স্নেহশীলা মেয়ে আমার। ভারি সুন্দর দেখতে। মানুষকে ও বিশ্বাস করত, আর কখনো করবে না। আর কখনো ওকে সুন্দর দেখাবে না।" থরথর করে কাঁপছিল বনাসেরা, ফ্যাকাশে মুখে বিশ্রী গাঢ় লাল রঙ ধরেছিল।

"কর্তব্যপরায়ণ অ্যামেরিকানের মতো পুলিসের কাছে গেলাম। ছেলে দুটো গ্রেপ্তার হল। তাদের বিচার হল। এত সাক্ষ্য অগ্রাহ্য করা যায় না। ওরা অপরাধ স্বীকার করল। জজ ওদের তিন বছরের জেল দিলেন, সঙ্গে সঙ্গে দণ্ড মকুফ করে দিলেন। সেই দিনই ওরা ছাড়া পেয়ে গেল। মূঢ়ের মতো আদালতে দাঁড়িয়ে রইলাম আমি, হারামজাদারা আমার দিকে ফিরে হাসল। তখন আমি আমার স্ত্রীকে বললাম, 'সুবিচার পেতে হলে ডন কর্লিয়নির কাছে যেতে হবে।' "

এই লোকটির দুঃখের প্রতি শ্রদ্ধা জানাবার জন্য ডন মাথা নত করলেন। কিন্তু যখন কথা বললেন, গলার স্বরে আহত আত্মমর্যাদার শৈত্য প্রকাশ পেল, "কেন গেছিলে পুলিসের কাছে ? ব্যাপারটার শুরুতেই আমার কাছে আসনি কেন ?"

বনাসেরা বিড়বিড় করে যা বলল, ভালো করে শোনা গেল না। "আপনি আমার কাছে কি চান? শুধু বলুন আপনার কি ইচ্ছা। কিন্তু আমার ভিক্ষা রাখুন।" কথার মধ্যে প্রায়-ঔদ্ধত্যের মতো কিছু ছিল।

গম্ভীর মুখে ডন কর্লিয়নি বললেন, "ভিক্ষাটা কি?" বনাসেরা হেগেন আর সনির দিকে চেয়ে মাথা নাড়ল। ডন তখনো হেগেনের ডেস্কেই বসে ছিলেন, প্রার্থীর দিকে একটু ঝুঁকে। একটু ইতস্তত করে বনাসেরা নিচু হয়ে ডনের লোমশ কানের এত কাছে মুখ নিয়ে গেল যে প্রায় ছোঁয় আর কি। গির্জার পাদ্রী যেমন করে পাপীদের স্বীকারোক্তি শোনে, তেমনি করে শুনলেন ডন, বহু দূরে তাঁর চোখ, উদাস, বিচ্ছিন্ন। দীর্ঘ এক মুহূর্ত ঐ ভাবে রইল ওরা, তারপর বনাসেরার কথা শেষ হলে, সে সোজা হয়ে দাঁড়াল। গম্ভীর মুখে ডন ওর দিকে চেয়ে রইলেন। বনাসেরার মুখ লাল হয়ে উঠেছিল, সেও নির্ভীক ভাবে তাকিয়ে রইল।

শেষ পর্যন্ত ডন বললেন, "তা আমি করতে পারি না। তুমি আবেগের স্রোতে ভেসে যাচ্ছ।"

স্পষ্ট করে, জোরে জোরে বনাসেরা বলল, "যত চান টাকা দেব।" এ-কথা শুনেই হেগেন সঙ্কুচিত হয়ে উঠল, মাথায় একটা শিরা দপ-দপ করতে লাগল। সনি কর্লিয়নি বুকের ওপর বাহু রেখে, মুখে মৃদু ব্যঙ্গের হাসি নিয়ে, ঘরের মধ্যেকার দৃশ্যের প্রতি এই প্রথম মনোযোগ দিল।

ডেস্কের পিছনে ডন কর্লিয়নি উঠে দাঁড়ালেন। মুখে তখনো কোনো ভাবের প্রকাশ ছিল না, কিন্তু কণ্ঠস্বর মৃত্যুর মতো হিম-শীতল, "অনেক দিন ধরে পরস্পরকে চিনি, তুমি আর আমি। কিন্তু এর আগে কখনো তুমি পরামর্শ কিংবা সাহায্যের জন্য আমার কাছে আসনি। শেষ যে কবে আমাকে তোমার বাড়িতে কফি খেতে বলেছ তা আমার মনে পড়ে না, অথচ আমার স্ত্রী তোমার একমাত্র সন্তানের ধর্ম-মা। দেখ, স্পষ্ট কথাই বলা যাক। তুমি আমার বন্ধুত্ব ঘৃণার সঙ্গে প্রত্যাখ্যান করেছ। পাছে আমার কাছে ঋণী হও এই তোমার ভয়।"

বনাসেরা ফিসফিস করে বলল, "আমি কোনো গোলমালের মধ্যে থাকতে চাইনি।"

ডন একটা হাত তুললেন, "না। কথা বল না। তোমার মনে হয়েছিল আমেরিকা হল স্বর্গবিশেষ। তোমার ব্যবসা ভালো চলছিল, টাকাকড়ি ভালো কামাচ্ছিলে, ভেবেছিলে পৃথিবীটা ভারি নিরাপদ জায়গা, সেখানে ইচ্ছামতো ফুর্তি করা যায়। প্রকৃত বন্ধু দিয়ে নিজের নিরাপত্তার ব্যবস্থা তুমি করনি। যাই হক না কেন, পুলিস আছে তোমাকে পাহারা দেবার জন্য, আইনের জন্য আদালত আছে, তোমার আর তোমার প্রিয়জনের কোনো বিপদ ঘটতেই পারে না। ডন কর্লিয়নিকে দিয়ে তোমার কোনো দরকার ছিল না। ভালো কথা। আমার মনে দুঃখ হয়েছিল, কিন্তু যাদের কাছে আমার বন্ধুত্বের কোনো মূল্য নেই, যারা আমাকে অতিশয় অকিঞ্চিৎকর বলে মনে করে, জোর করে তাদের ঘাড়ে আমার বন্ধুত্ব চাপাব, আমি সে বান্দা নই।"

একটু থেমে ডন ভদ্রভাবে কাষ্ঠ হাসলেন, "আর এখন এসে কি না বলছ, 'ডন কর্লিয়নি, আমাকে সুবিচার দাও!' তাও কিছু শ্রদ্ধার সঙ্গে বলছ না। আমার মেয়ের বিয়ের দিনে আমার বাড়িতে এসে আমাকে বলছ খুন করতে, ডন ঘৃণাভরে বনাসেরার স্বরের নকল করে বললেন, 'বলছ যত টাকা চাও তত দেব!' না, না, আমি ক্ষুব্ধ হইনি, কিন্তু বল তো কি এমন করেছি আমি যে আমার প্রতি এত অসম্মান দেখাচ্ছ?"

যন্ত্রণায়, ভয়ে বলে উঠল বনাসেরা, "অ্যামেরিকা আমার সঙ্গে কত ভালো ব্যবহার করেছে। আমি চেয়েছিলাম ভালো নাগরিক হব। চেয়েছিলাম আমার মেয়ে হবে অ্যামেরিকান মেয়ে।"

দৃঢ় সমর্থন জানিয়ে হাততালি দিলেন ডন কর্লিয়নি, "খাসা বলেছ। চমৎকার। তাহলে তো আর কোনো নালিশই রইল না। জজ রায় দিয়েছেন। অ্যামেরিকা রায় দিয়েছে। হাসপাতালে মেয়েকে দেখতে যাবার সময় সঙ্গে করে ফুল আর এক বাক্স মিষ্টি নিয়ে যেও। তাতেই ও সান্ত্বনা পাবে। তুমিও সন্তুষ্ট হবে। যাই বল, এ তো আর তেমন

গুরুতর কিছু নয়, ছেলেগুলোর বয়স কম, উত্তেজনা বেশি, একজন আবার ক্ষমতাশালী রাজনীতিবিদের ছেলে। না, ভাই আমেরিগো, তুমি সর্বদাই ভারি সৎ। এটুকু স্বীকার করতেই হবে যে যদিও তুমি আমার বন্ধুত্বকে উপেক্ষা করেছ, তবু অন্য কোনো মানুষের চাইতে, আমেরিগো বনাসেরার কথায় আমার আস্থা বেশি। অতএব কথা দাও এ পাগলামি ছাড়বে। এটা ঠিক অ্যামেরিকান কাজ নয়। ক্ষমা কর। ভুলে যেও। ছুনিয়াটা ছুর্ঘটনা দিয়ে ঠাসা।"

যে নিষ্ঠুর তাচ্ছিল্যপূর্ণ ব্যঙ্গের সঙ্গে এ-কথাগুলো বলা হল আর ডনের চাপা রাগ দেখে বনাসেরা বেচারা জেলির মতো থরথর করে কাঁপতে লাগল, কিন্তু তবু সাহস করে বলল, "আমি আপনার কাছে সুবিচার চাই।"

সংক্ষিপ্ত স্বরে ডন বললেন, "আদালত তো সুবিচার দিয়েছে।"

একগুঁয়ের মতো মাথা নাড়ল বনাসেরা, "তা নয়। ওরা ঐ ছোকরা-দের সুবিচার দিয়েছে। আমাকে দেয়নি।"

মাথা তুলিয়ে এই সূক্ষ্ম বিচারের অনুমোদন করলেন ডন কর্লিয়নি। তারপর জিজ্ঞাসা করলেন, "কিসে তোমার সুবিচার হবে?"

বনাসেরা বলল, "চোখের বদলে চোখ।"

ডন বললেন, "তার চাইতে বেশি চেয়েছিলে। তোমার মেয়ে তো বেঁচে আছে।"

অনিচ্ছার সঙ্গে বনাসেরা বলল, "ও যেমন কষ্ট পাচ্ছে, ওরাও তেমনি পাক।" ডন অপেক্ষা করলেন যদি আরো কিছু বলে। সাহসের শেষ অবশিষ্টটুকু সংগ্রহ করে বনাসেরা বলল, "আপনাকে কত টাকা দেব?" কথা তো নয়, হতাশার আর্তনাদ।

ডন কর্লিয়নি পিঠ ফেরালেন। তার মানে বিদায়। বনাসেরা নড়ল না।

অবশেষে একটা দীর্ঘনিশ্বাস ফেলে ডন কর্লিয়নি আবার ফিরলেন, মনটা তাঁর ছিল ভালো, ভ্রান্ত বন্ধুর ওপর কতক্ষণ রাগ করে থাকা যায়?

ততক্ষণে বনাসেরা ওর ব্যবসার মৃতদেহগুলোর মতোই ক্যাকাশে হয়ে গেছিল। কোমল সহিষ্ণুভাবে বললেন ডন কর্লিয়নি, "আমাকে প্রথম থেকে বিশ্বাস করতে ভয় পাও কেন? আইনের দোরে গিয়ে মাসের পর মাস অপেক্ষা করে থাকতে হয়। উকিলদের জন্য কাঁড়ি কাঁড়ি টাকা ঢাল, অথচ তারা ভালো করেই জানে তোমাকে কেমন বোকা বানানো হবে। এমন জজের রায় মেনে নাও যে পথের বেশ্যাদের মতো নিজেকে বেচে দেয়। বহু বছর আগে, তোমার টাকার দরকার হয়েছিল, তুমি ব্যাঙ্কে গিয়ে সর্বনেশে সুদ দিয়ে টাকা ধার নিলে, তার জন্য টুপি হাতে ভিখিরির মতো তোমাকে বসে থাকতে হয়েছিল আর ওরা তোমার পশ্চাৎভাগ পর্যন্ত শুঁকে শুঁকে দেখে নিয়েছিল, তোমার টাকা শোধ দেবার ক্ষমতা আছে কি না!

তার বদলে যদি আমার কাছে আসতে, আমার টাকার থলি তোমার হয়ে যেত। যদি সুবিচারের জন্য আসতে, যে পাপিষ্ঠগুলো তোমার মেয়ের সর্বনাশ করেছে, আজ তাদের চোখ দিয়ে নোনা জল বইত। যদি দুর্ভাগ্যবশত তোমার মতো একজন সৎ লোকের কেউ শত্রুতা করত, তারা আমার শত্রু হত।" ডন হাত তুলে বনাসেরার দিকে আঙুল দেখিয়ে বললেন, "আর বিশ্বাস কর, তাহলে তারা তোমাকেও ভয় করত।"

মাথা নত করে রুদ্ধকণ্ঠে বনাসেরা বলল, "আমার বন্ধু হন। আমি সব মেনে নিলাম।"

লোকটার কাঁধে হাত রাখলেন ডন কর্লিয়নি। বললেন, "বেশ। সুবিচার তুমি পাবে। একদিন, হয়তো সেদিন কখনো আসবে না, আমি তোমাকে গিয়ে বলব এর বদলে তুমি আমার একটা কাজ করে দাও। সে পর্যন্ত মনে ভেবো এই সুবিচার আমার স্ত্রীর দান। সে তোমার মেয়ের ধর্ম-মা।"

কৃতজ্ঞতায় অভিভূত বনাসেরা চলে গেলে, দরজা বন্ধ হলে, ডন কর্লি-য়নি হেগেনের দিকে ফিরে বললেন, "এ ব্যাপারটা ক্লেমেন্জাকে দিও;

ওকে বল যেন অতি অবশ্য শুধু নির্ভরযোগ্য লোক লাগায়, যারা রক্তের গন্ধে ক্ষেপে যাবে না এমন লোক। বল, আমরা তো আর খুনে নই, ঐ ব্যাটা মড়াপোঁতার মাথায় যত পাগলামিই গজাক না কেন।" ডন কর্লিয়নি লক্ষ্য করলেন যে ওঁর পুরুষসিংহ জ্যেষ্ঠ পুত্রটি জানলা দিয়ে বাগানে উৎসবের দৃশ্যের দিকে চেয়ে রয়েছে। ভাবলেন, নাঃ,ওর কোনো আশা নেই। কিছুই যদি শিখতে না চায় তাহলে সান্তিনো কথনোই পৈতৃক ব্যবসাটা চালাতে পারবে না, 'ডন' হওয়া ওর কর্ম নয়! আর কাউকে খুঁজে নিতে হবে। এবং শীঘ্রই। উনি নিজে তো আর অমর নন।

বাগান থেকে একটা আনন্দ-ধ্বনি শুনে, তিনজনেই চমকে উঠল। সনি কর্লিয়নি জানলা ঘেঁষে দাঁড়াল। যা দেখল, তাতে মুখে একগাল হাসি নিয়ে সনি দরজার দিকে ছুটল, "জনি এসেছে. বিয়েতে জনি এসেছে, কেমন, বলিনি আমি?" হেগেনও জানলার কাছে গিয়ে ডন কর্লিয়নিকে বলল, "বাস্তবিকই আপনার ধর্মপুত্র এসে গেছে। এখানে নিয়ে আসব নাকি?"

ডন বললেন, "না। ওরা ওকে নিয়ে আনন্দ করুক। ওর যখন ইচ্ছা হবে, আমার কাছে আসবে।" হাসলেন হেগেনের দিকে চেয়ে, "দেখলে তো, কেমন ভালো ধর্মপুত্র।"

হেগেনের একটু ঈর্ষা হল। শুকনো গলায় বলল, "দু বছর তো হল। হয়তো আবার কোনো ফ্যাসাদে পড়েছে, সাহায্যের দরকার।"

ডন কর্লিয়নি জিজ্ঞাসা করলেন, "তাই যদি হয় তো ওর ধর্মবাপের কাছে ছাড়া কার কাছে যাবে শুনি?"

জনি ফন্টেনকে বাগানে ঢুকতে সবার আগে দেখেছিল কনি কর্লিয়নি। বিয়ের কনের সম্মানিত অবস্থার কথা একেবারে ভুলে গিয়ে কনি "জনি-ই-ই!" বলে চেঁচিয়ে উঠে ছুটে ওর প্রসারিত বাহুর মধ্যে গিয়ে ঢুকল, জনি ওর মুখচুম্বন করল, বাকিরা যখন ওকে অভিবাদন জানাবার জন্য ঘিরে ধরল, তখনো কনিকে জড়িয়ে ধরে রেখেছিল। এরা

সবাই ওর পুরনো বন্ধু, ওয়েস্ট সাইডে এদের সঙ্গেই জনি বড় হয়েছিল। তারপর কনি ওকে ওর নববিবাহিত স্বামীর কাছে টেনে নিয়ে গেল। সেদিনকার প্রধান আসন থেকে বিচ্যুত হওয়ায় সোনালী চুল ছোকরার মুখ হাঁড়ি। তাই দেখে জনির খুব মজা লাগল। তাই সে বরটিকে জাত্ত করতে লেগে গেল, তার করমর্দন করল, এক গেলাস মদ্য পান করে তাকে শুভকামনা জানাল।

ব্যাণ্ডের মঞ্চ থেকে একটা চেনা কণ্ঠ ডাক দিল, "এবার একটা গান শোনালে কেমন হয়, জনি ?" ওপরে তাকিয়ে জনি দেখল ওর দিকে চেয়ে নিনো ভ্যালেন্টি হাসছে। এক সময় দুজনের ছিল গলায়-গলায় ভাব, একসঙ্গে গান গাইত, মেয়েদের নিয়ে একসঙ্গে বেড়াত, যতদিন না জনি খুব নাম করতে শুরু করেছিল, রেডিওতে গাইতে আরম্ভ করেছিল। ছবি করতে জনি যখন হলিউড গেল, প্রথম প্রথম বার-দুই নিনোকে ফোন করেছিল, শুধু একটু গল্প করবার জন্য, কথা দিয়েছিল নিনোকে ও ক্লাবে গাইবার ব্যবস্থা করে দেবে। কিন্তু তা আর করেনি! এখন নিনোকে আর নিনোর হাসিখুশি, ব্যঙ্গ-ভরা, মোদো হাসি দেখে, পুরনো ভালো-বাসাটা আবার চাগিয়ে উঠল।

নিনো ম্যাণ্ডোলিনে একটু টুং-টাং শুরু করতেই, জনি ফণ্টেন ওর কাঁধে হাত দিয়ে বলল, "এ গানটা বিয়ের কনের জন্য!" বলেই পা ঠুকে সিসিলির পুরনো একটা অশ্লীল প্রেমের গান জুড়ে দিল: গানের সঙ্গে সঙ্গে নিনো যথোপযুক্ত অঙ্গভঙ্গী করতে লাগল। গর্বে কনের মুখ রাঙা হয়ে উঠল, অতিথির দল চিৎকার করে জয়ধ্বনি দিতে লাগল। গান শেষ হবার আগে সবাই উঠে পড়ে, পা ঠুকে প্রতি চরণের শেষের চতুর দ্ব্যর্থব্যঞ্জক পদটি সমস্বরে গর্জন করে গাইতে শুরু করে দিল। গান শেষ হলে করতালি আর থামে না, যতক্ষণ না জনি আরেকটা গান ধরল।

ওর জন্য ওদের গর্ব কত। ও ছিল ওদেরই একজন, এখন সে বিখ্যাত গাইয়ে হয়েছে, চলচ্চিত্রের তারকা হয়েছে, দুনিয়ার সব চাইতে লোভ-

নীয় নারীদের সঙ্গে ও ঘুমোয়। অথচ ওর ধর্মবাপকে যথাযোগ্য সম্মান দেখিয়ে, তিন হাজার মাইল দূর থেকে বিয়ের উৎসবে যোগ দিতে এসেছে। নিনো ভ্যালেন্টির মতো পুরনো বন্ধুদের ও এখনো ভালোবাসে। জনি আর নিনো যখন ছেলেমানুষ ছিল, তখন ওদের একসঙ্গে গান গাইতে এদের অনেকেই দেখেছিল। তখন কেউ স্বপ্নেও ভাবেনি যে জনি একদিন হাতের মুঠোর মধ্যে পাঁচ কোটি নারীর হৃদয় ধরে রাখবে।

জনি ফণ্টেন হাত বাড়িয়ে কনেকেও মঞ্চে তুলে নিল, কনি জনির আর নিনোর মাঝখানে দাঁড়াল। ওরা দুজনে নিচু হয়ে মুখোমুখি দাঁড়াল, নিনো ম্যাণ্ডোলিনের তার থেকে কয়েকটা কর্কশ পদ বের করল। এটা ওদের একটা পুরনো রুটিন, নকলযুদ্ধ আর প্রেম নিবেদন। কণ্ঠস্বর যেন তলোয়ারের মতো, পালা করে একেকজন কোরাস ধরছিল। অতি সূক্ষ্ম সৌজন্যের সঙ্গে নিনোর কণ্ঠকে জনি নিজের গলাকে ছাপিয়ে উঠতে দিল, ওর হাত থেকে কনে হরণ করে নিতে দিল, নিনোকেই বিজয়ীর শেষ চরণটি গাইতে দিল, জনির গলা আস্তে আস্তে মিলিয়ে গেল। বিয়েবাড়ির সকলের সে কি উচ্ছ্বসিত জয়ধ্বনি! একেবারে শেষে ওরা তিনজন পরস্পরকে আলিঙ্গন করল। অতিথিরা আরেকটা গান দাবি করতে লাগল।

কেবলমাত্র ডন কর্লিয়নি, কোনার ঘরের দরজার কাছে দাঁড়িয়ে আঁচ করেছিলেন যে কোথাও একটা গোলমাল আছে। প্রফুল্লকণ্ঠে, সানন্দ অমায়িকভাবে, অতিথিদের কারো মনে কষ্ট না দিয়ে, তিনি ডেকে বললেন, "আমার ধর্মপুত্র আমাদের সম্মানিত করবার জন্য তিন হাজার মাইল দূর থেকে ছুটে এল আর ওকে একটু গলা ভেজাবার কিছু দেবার কথা কারো মনে পড়ল না?" সঙ্গে সঙ্গে গোটা বারো পূর্ণ পাত্র জনির দিকে তুলে ধরা হল। প্রত্যেক গেলাসে একটি করে চুমুক দিয়ে, জনি ধর্মবাপকে আলিঙ্গন করতে ছুটে এল। তারই মধ্যে তাঁর কানে কানে কি যেন বলল জনি, তিনি তাকে সঙ্গে করে বাড়ির মধ্যে নিয়ে গেলেন।

জনি ঘরে ঢুকতেই টম হেগেন তার হাতখানি বাড়িয়ে দিল। জনি তার করমর্দন করে বলল, "কেমন আছ, টম ?" কিন্তু সকলের প্রতি যে উষ্ম অন্তরঙ্গতা ছিল জনির প্রধান আকর্ষণীয়তা, ঐ কথার সুরে তার অভাব দেখা গেল। ডনের সব অপ্রিয় কাজ যাকে করতে হয়, এটুকু শাস্তি তাকে বহন করতেই হবে।

জনি ফন্টেন ডনকে বলল, "বিয়ের চিঠি পেয়েই ভাবলাম তাহলে আমার ধর্মবাপ আর আমার ওপর রাগ করে নেই। আমার ডিভোর্সের পর আপনাকে পাঁচবার ফোন করেছিলাম, প্রত্যেকবার টম বলেছিল হয় আপনি বেরিয়ে গেছেন, নয়তো বড্ড ব্যস্ত আছেন। কাজেই বুঝতে পেরেছিলাম আপনি অসন্তুষ্ট হয়েছেন।"

স্ট্রিগার হলদে বোতল থেকে পানীয় ঢেলে গেলাস ভরে দিলেন ডন। "ও সব ভুলে গেছি এখন। তোমার জন্য এখনো কিছু করতে পারি নাকি ? এত বিখ্যাত, এত বড়লোক হয়ে যাওনি তো যে আমি কিছু করতে পারব না ?"

আগুনের মতো হলদে পানীয়টুকু গিলে ফেলে, জনি আবার গেলাস বাড়িয়ে ধরল। গলার স্বরে একটা ফুর্তির ভাব আনার চেষ্টা করে সে বলল, "আমি তো বড়লোক নই, ধর্মবাপ, আমি পড়ে যাচ্ছি। আপনি ঠিকই বলেছিলেন। ঐ যে দুশ্চরিত্রা মেয়েটাকে বিয়ে করলাম, তার জন্য স্ত্রীকে আর মেয়েদের ত্যাগ করা আমার উচিত হয়নি। আপনি আমার ওপর অসন্তুষ্ট হয়ে কিছু অন্যায় করেননি।"

ডন কাঁধ তুললেন, "তোমার জন্য ভাবনা হচ্ছিল, হাজার হোক তুমি আমার ধর্মপুত্র তো। এই আর কি।"

জনি ঘরের মধ্যে পায়চারি করতে লাগল, "ঐ বদ মেয়েমানুষটার জন্য একেবারে ক্ষেপে গেছিলাম। হলিউডের শ্রেষ্ঠ তারকা। দেখতে যেন দেববালা। একটা ছবি শেষ হলে কি করে জানেন ? যে লোকটা ওর মেক-আপ করে দেয়, তার কাজ যদি ভালো হয়, অমনি তার সঙ্গে আসঙ্গ করে। ক্যামেরা-ম্যান যদি সুন্দর করে ওর ছবি তোলে, তাকে

ওর কাপড় ছাড়ার ঘরে এনে, তার সঙ্গে শোয়। কাউকে বখশিশ দিতে হলে আমি যেমন পকেট থেকে রেজ্‌কি দিই, ও অমনি নিজের দেহ-টাকে দেয়। শয়তানের উপযুক্ত একটা বেশ্যা ছাড়া কিচ্ছু নয়।"

সংক্ষিপ্ত স্বরে ডন কর্লিয়নি বললেন, "তোমার পরিবার কেমন আছে?"

জনি দীর্ঘনিশ্বাস ত্যাগ করে বলল, "ওদের ভালো বন্দোবস্ত করেছি। ডিভোর্সের পর আদালত যা দিতে বলেছিল, তার চাইতেও বেশি দিয়েছি! সপ্তাহে একবার দেখা করতে যাই। ওদের জন্য মন কেমন করে। মাঝে মাঝে মনে হয় আমি বোধ হয় পাগল হয়ে যাচ্ছি।" আরেক বার গেলাস ভরল জনি। "আমার দ্বিতীয় পক্ষের স্ত্রী আজকাল আমাকে নিয়ে হাসে। আমার কেন ঈর্ষা হয় বুঝতে পারে না। বলে আমি সেকেলে, আনাড়ি, আমার গান নিয়ে বিদ্রূপ করে। আসবার আগে বেশ করে পিটুনি দিয়ে এসেছি। তবে মুখে মারিনি, ছবি করছে কি না। গায়ে খিল ধরিয়ে দিয়েছি, ছোট ছেলের মতো হাতে পায়ে মেরেছি আর ও তাই নিয়ে কেবলই হেসেছে।" একটা সিগারেট ধরাল জনি। "কাজে কাজেই, ধর্মবাপ, বেঁচে থাকায় এখন কোনো সুখ নেই।"

ডন কর্লিয়নি সরলভাবে বললেন, "এ-সব ব্যাপারে আমি কোনো সাহায্যই করতে পারি না।" একটু থেমে, জিজ্ঞাসা করলেন, "তোমার গলায় কি হয়েছে?"

সমস্ত আত্মপ্রত্যয়, মাধুর্য, নিজেকে নিয়ে পরিহাস জনির মুখ থেকে খসে পড়ল। প্রায় ভগ্নকণ্ঠে জনি বলল, "ধর্মবাপ, আমি আর গাইতে পারি না, আমার গলায় কিছু হয়েছে, ডাক্তাররা ধরতে পারছে না।" চমকে গিয়ে হেগেন আর ডন ওর দিকে চাইলেন, জনি সর্বদাই এত জবর-দস্ত। জনি বলে চলল, "দুটো ছবিতে অনেক টাকা করেছিলাম। মস্ত তারকা হয়ে গেছিলাম। এখন ওরা আমাকে ভাগাতে চাইছে। স্টুডিওর মালিক বরাবর আমার ওপর হাড়ে চটা, এবার তার শোধ তুলছে।"

ধর্মপুত্রের সামনে দাঁড়িয়ে গম্ভীর গলায় ডন কর্লিয়নি জিজ্ঞাসা

করলেন, "কেন সে তোমার ওপর হাড়ে চটা ?"

"আমি ঐসব প্রগতি সংস্থার জন্য গান গাইতাম, বুঝলেন, ঐ যেগুলো আপনিও পছন্দ করতেন না। জ্যাক য়োল্‌ট্‌স্‌ও সে-সব ভালোবাসে না। বলত আমি নাকি কমিউনিস্ট, কিন্তু কিছু প্রমাণ করতে পারেনি। তারপর একটা মেয়েকে ও নিজের জন্য বাগিয়েছিল, তাকে আমি ছিনিয়ে নিলাম। মাত্র এক রাতের ব্যাপার আর ঐ মেয়েটাই আমাকে ধাওয়া করেছিল। আমি আর কি করতে পারি ? তারপর আমার বেশ্যা বৌ আমাকে দূর করে দিল। আর জিনি আর আমার মেয়েরা আমাকে ফিরিয়ে নেবে না, এক যদি না আমি হাতে পায়ে হামা দিয়ে ক্ষমা চাই। এদিকে আমি আজকাল গাইতে পারছি না। ধর্মবাপ, এখন আমি কি করব ?"

ডন কর্লিয়নির মুখটা বরফের মতো হয়ে গেছিল. এতটুকু সহানুভূতির চিহ্ন দেখা যাচ্ছিল না। তাচ্ছিল্যের সঙ্গে তিনি বললেন, "প্রথমে পুরুষ-মানুষের মতো আচরণ করতে পার।" হঠাৎ রাগে মুখটা বিকৃত হল. চেঁচিয়ে বললেন, "পুরুষমানুষের মতো!" ডেস্কের ওপর দিয়ে হাত বাড়িয়ে ডন জনির চুলের মুঠি ধরলেন, ভীষণ হিংস্র স্নেহের ভঙ্গীতে। "হায় যীশু! এও কি সম্ভব যে তুমি আমার কাছে এতকাল কাটিয়েও শেষ পর্যন্ত এর বেশি কিছু হলে না! হলিউডের একটা নষ্ট মেয়ে, কেঁদে কেঁদে দয়া ভিক্ষা করে! মেয়েমানুষের মতো ইনিয়ে-বিনিয়ে বলে— 'আমি কি করব ? আমি কি করব ?' "

এত চমৎকার অনুকরণ করলেন ডন, এতই অপ্রত্যাশিত ভাবে যে হেগেন আর জনি দুজনেই চমকে হেসে ফেলল। ডন কর্লিয়নি খুশি হলেন। এক মুহূর্তের জন্য মনে পড়ল ধর্মপুত্রকে তিনি কত ভালোবাসেন। এই ভাবে যাচ্ছেতাই করে বকাবকি করলে ওঁর নিজের ছেলেদের কি প্রতিক্রিয়া হত ? সান্তিনোর মুখ হাঁড়ি হত, সপ্তাহের পর সপ্তাহ ধরে ভালো করে কথা বলত না। ফ্রিডো কেঁচো বনে যেত। মাইকেল বরফের মতো হেসে বাড়ি থেকে বেরিয়ে যেত, মাসের পর মাস তার দেখা

পাওয়া যেত না। কিন্তু জনি? বাঃ, খাসা ছেলে জনি, এরই মধ্যে হাসছে, মনে জোর পাচ্ছে, ধর্মবাপের মতলবটি ঠিক ধরে ফেলেছে।

ডন কর্লিয়নি বলে চললেন, "তোমার ওপরওয়ালার মেয়েমানুষ ভাগিয়ে নিলে, তোমার চাইতে ও লোকটার ক্ষমতা বেশি, তারপর আবার অনুযোগ করছ ও তোমাকে কেন সাহায্য করছে না! এ কি রকম বাজে কথা। তোমার পরিবারকে ফেলে গেলে, সন্তানদের পিতৃ-হীন করলে, একটা বেশ্যাকে বিয়ে করবার জন্য! আবার কাঁদছ কেন, না ওরা কেন দু বাহু বাড়িয়ে তোমাকে স্বাগত জানাচ্ছে না! ঐ যে বেশ্যাটা, ওর মুখে মারনি কেন, না ও যে ছবি করছে! তারপর ও তোমাকে বিদ্রূপ করল বলে অবাক হচ্ছ! একটা নির্বোধের মতো জীবন কাটিয়েছ ; নির্বোধের যা পরিণাম হয়, তোমারও তাই হয়েছে।"

এবার থামলেন ডন কর্লিয়নি, সহিষ্ণু কণ্ঠে বললেন, "এবার থেকে আমার পরামর্শমতো চলবে তো?"

জনি ফন্টেন কাঁধ তুলে বলল, "জিনিকে আবার বিয়ে করতে পারব না, ও যে-ভাবে চায় সে-ভাবে তো আর চলতে পারব না। আমাকে জুয়োও খেলতে হত, মদও খেতে হত, বন্ধুদের সঙ্গে হৈ-চৈও করতে হত। সুন্দরী মাগীরা আমার পিছনে ছুটত আর আমি কখনও লোভ সামলাতে পারতাম না। তারপর জিনির কাছে যখন ফিরে যেতাম, মনে সে কি গ্লানি! ও-সবের মধ্যে আবার গিয়ে ঢুকতে পারব না।"

কদাচিৎ ডন কর্লিয়নি অসহিষ্ণুতা প্রকাশ করতেন। "আমি তো বলিনি আবার ওকে বিয়ে করতে হবে। তুমি যা চাও, তাই কর। সন্তানদের বাপের কর্তব্য করতে চাও সে তো ভালো কথা। যে পুরুষ-মানুষ সন্তানের বাপের কর্তব্য করে না, সে তো পুরুষমানুষই নয়। তা হলে কিন্তু ওদের মার কাছেও গ্রহণযোগ্য হতে হবে। কে বলেছে ওদের কাছে রোজ যেতে পাবে না? কে বলেছে এক বাড়িতে বাস করতে পাবে না? কে বলেছে তুমি যেমন চাও, সে-ভাবে জীবন কাটাতে পাবে না?"

জনি ফন্টেন হেসে বলল, "ধর্মবাপ, সবাই তো আর সেকালের ইতালীয় স্ত্রীদের মতো নয়। জিনি ও-সব সহ্য করবে না।"

এবার ডন বিদ্রূপ করতে লাগলেন, "তার কারণ তুমি যে নাটুকে ব্যবহার করেছিলে। আদালত যা বলল, তার বেশি দিলে। ঐ অভ্যটার মুখে মারলে না কেন, না ও যে ছবি করছে। মেয়েদের কথামতো চল তুমি। আরে ওরা তো দুনিয়ার কাজ চালাতে অপটু অক্ষম, যদিও স্বর্গে গিয়ে ওরা 'সেণ্ট' বনে যাবে আর আমরা পুরুষমানুষরা নরকে পুড়ব। তাছাড়া এত কাল ধরে তোমার ওপর আমি নজর রেখেছি।"

তারপর ডনের কণ্ঠে গাম্ভীর্য এল, "তুমি আমার সৎ ধর্মপুত্র, সর্বদা আমাকে শ্রদ্ধা করে এসেছ : কিন্তু তোমার অন্যান্য পুরনো বন্ধুদের জন্য কি করেছ ? এক বছর এর সঙ্গে বেজায় ভাব, পরের বছর অন্য কারো সঙ্গে বেজায় ভাব ' ঐ যে ইতালীয় ছেলেটা, বেজায় মজার ফিল্ম করত, তার কি একটা দুর্ভাগ্য হতেই তার সঙ্গে দেখাশুনো বন্ধ করে দিলে, তোমার কি না তখন ওর চাইতে বেশি নাম-ডাক ! তারপর তোমার আরো বেশি পুরনো বন্ধু, যার সঙ্গে স্কুলে পড়তে, যে তোমার গানের পার্টনার ছিল ? নিনো। হতাশ হয়ে সে মদ ধরেছে, তবু মুখে কিছু বলে না। ভীষণ খাটে, আমাদের কাঁকরের ট্রাক চালায়, শনি রবিবার গান গেয়ে কয়েক ডলার পায় ! তোমারো বিরুদ্ধে একটি কথা বলে না। তাকে একটু সাহায্য করতে পার না ? কেন পার না ? ভালো গায় তো !"

জনি ফন্টেন ধৈর্য ধরে ক্লান্তভাবে বলল, "ধর্মবাপ, ওর যে যথেষ্ট প্রতিভা নেই। এমনিতে ভালো, কিন্তু সেরকম সাফল্য করতে পারবে না।"

ডন কর্লিয়নির চোখের ওপর পল্লব নেমে এল, চোখ প্রায় বোজা, বললেন, "আর তুমি, ধর্মপুত্র, তোমারও তো এখন যথেষ্ট প্রতিভা নেই। ওর সঙ্গে কাঁকরের ট্রাকে তোমার জন্যেও একটা কাজ ঠিক করে দেব নাকি ?"

জনির কাছ থেকে কোনো উত্তর না পেয়ে, ডন বলে চললেন, "বন্ধুত্বই সব। প্রতিভার চাইতে অনেক বেশি। সরকারের চাইতে বেশি। প্রায় পরিবারের সমান সমান। এটা কখনো ভুলো না। তুমি যদি একটা বন্ধুত্বের প্রাচীর গড়ে তুলতে, তাহলে আর আমার কাছে সাহায্য চাইতে হত না। এবার বল, গাইতে পারছ না কেন? বাগানে তো বেশ গাইলে। নিনোর মতোই ভালো।"

এই সূক্ষ্ম খোঁচায় হেগেন আর জনি দুজনেই মৃদু হাসল। জনির এবার ভারিক্কিভাবে ধৈর্য ধরে থাকার পালা। "আমার গলার জোর চলে গেছে। দুটো-একটা গান গাইলে, তারপর ঘণ্টার পর ঘণ্টা, এমন কি দিনের পর দিন গাইতে পারি না। রিহার্সাল আছে, দু-তিন বার করে গান রেকর্ড করতে হয়, সে আর পারি না। গলাটা দুর্বল হয়ে গেছে, গলায় কোনো রোগে ধরেছে।"

"তাহলে তোমার মেয়েমানুষ নিয়ে সমস্যা। গলায় রোগ। এবার বল ঐ যে হলিউডের কর্তাব্যক্তি, যে তোমাকে কাজ দিতে চাইছে না, তার সঙ্গে ঝগড়াটা কি নিয়ে।" এবার ডন হাতে-কলমে কাজে নামছিলেন।

জনি বলল, "আপনার কাপ্তানদের চাইতে ওর ক্ষমতা বেশি। ও-ই স্টুডিওটার মালিক। যুদ্ধের সময় চলচ্চিত্রে যত প্রপাগাণ্ডা হল, সে বিষয়ে প্রেসিডেণ্টের পরামর্শদাতা ছিল ও-ই। মাত্র এক মাস আগে, এ বছরের শ্রেষ্ঠ উপন্যাসের চিত্রাধিকার কিনে নিয়েছে ও। বইটা একটা বেস্ট-সেলার। গল্পের নায়ক অবিকল আমার মতো একটা লোক। আমাকে অভিনয়ই করতে হবে না, স্বাভাবিকভাবে চলাফেরা করলেই হবে। গান পর্যন্ত গাইতে হবে না। সবাই জানে ও পার্ট আমাকেই মানাবে, আবার আমার নাম হবে। এবার অভিনেতা হিসাবে। কিন্তু জ্যাক য়োলট্স্ হারামজাদা আমার ওপর এক হাত নিচ্ছে, কিছুতেই ও পার্ট আমাকে দেবে না। বলে পাঠিয়েছে স্টুডিওর কমিসারিতে সকলের সামনে যদি আমি গিয়ে ওর পশ্চাদ্ভাগে চুমো খাই, তাহলে ব্যাপারটা

ভেবে দেখতে পারে।"

হাত নেড়ে ডন কর্লিয়নি এ-সব ন্যাকামি উড়িয়ে দিলেন। যারা যুক্তি মেনে চলে, তারা কাজ-সংক্রান্ত যে-কোনো সমস্যার সমাধান করতে পারে। ধর্মপুত্রের কাঁধ চাপড়ে ডন বললেন, "তুমি একেবারে নিরুৎসাহ হয়ে পড়েছ। ভেবেছ তোমার জন্য কেউ কেয়ার করে না। অনেকখানি ঝরেও গেছ দেখছি। বোধ হয় খুব মদ খাচ্ছ? ঘুম আসে না, তাই বোধ হয় বড়ি খাও?" মাথা নেড়ে ডন জানালেন যে এ-সবে তাঁর সমর্থন নেই।

বললেন, "আমি চাই এবার তুমি আমার হুকুম-মাফিক চল। আমি চাই আমার কাছে তুমি এক মাস থাক। আমি চাই তুমি ভালো করে খাও, বিশ্রাম নাও, ঘুমোও। আমি চাই তুমি আমার সঙ্গে সঙ্গে থাক, তোমার সঙ্গ আমি উপভোগ করি। আর তুমিও হয়তো তোমার ধর্মবাপের কাছ থেকে দুনিয়া সম্বন্ধে এমন কিছু শিখতে পার, যাতে তোমাদের ঐ বিখ্যাত হলিউডেও কিছু সুবিধা হয়ে যেতে পারে। কিন্তু গান গাইবে না, মদ খাবে না, মেয়েমানুষদের কাছে যাবে না। এক মাস পরে হলিউডে ফিরে যেতে পার আর তখন তোমার ঐ '৯০ ক্যালিবারের কাপ্তানটি তুমি যে কাজটি চাও, তোমাকে সেইটিই দিয়ে দেবে। রাজী আছ?"

জনি ফন্টেন ঠিক বিশ্বাস করতে পারছিল না যে ডনের এত ক্ষমতা আছে। কিন্তু ওর ধর্মবাপ কখনো যে-কাজ করতে পারতেন না, সে-কাজ করবেন বলতেন না। জনি বলল, "ও ব্যাটা জে এডগার হুভারের ব্যক্তিগত বন্ধু। ওর সমান গলা তুলে কথাই বলা যায় না।"

অম্লানবদনে ডন বললেন, "ও তো একজন ব্যবসাদার। আমি ওকে এমন প্রস্তাব দেব যে ও 'না' বলতে পারবে না।"

জনি বলল, "বড্ড দেরি হয়ে গেছে। সব কনট্র্যাক্ট সই হয়ে গেছে। এক হপ্তার মধ্যে শুটিং শুরু হবে। একেবারে অসম্ভব ব্যাপার।"

ডন কর্লিয়নি বললেন, "তুমি যাও, পার্টিতে যোগ দাও গে। তোমার

বন্ধুরা তোমার আশায় বসে আছে। আমার হাতে সব ছেড়ে দাও।"
জনিকে ঠেলে তিনি ঘর থেকে বের করে দিলেন।

হেগেন তার ডেস্কের পিছনে বসে সব নোট করে নিল। ডন একটা দীর্ঘনিশ্বাস ছেড়ে বললেন, "আর কিছু আছে?"

ক্যালেণ্ডারের উপর কলম রেখে হেগেন বলল, "সলট্‌সোকে তো আর ঠেকিয়ে রাখা যাচ্ছে না। এই সপ্তাহের মধ্যেই তার সঙ্গে আপনাকে দেখা করতে হবে।"

কাঁধ তুলে ডন বললেন, "বিয়ের ব্যাপার চুকল, এখন তুমি যেদিন বল।"

এই উত্তর থেকে হেগেন দুটি জিনিস বুঝল। সব চাইতে গুরুতর কথা হল যে ভার্জিল সলট্‌সোকে 'না' বলা হবে। দ্বিতীয় কথা হল যে মেয়ের বিয়ের আগে কোনো কথা না বলার মানেই হল ডন কর্লিয়নি মনে করছেন এর ফলে কিছু গোলমাল হবে।

সতর্কভাবে হেগেন বলল, "ক্লেমেন্‌জাকে বলব কয়েকটা লোক এনে এ-বাড়িতে রাখতে?"

অসহিষ্ণু ভাবে ডন বললেন, "কিসের জন্য? বিয়ের আগে উত্তর দিইনি, কারণ আমার ইচ্ছা ছিল না যে এমন একটা বিশেষ দিনে, দূরের আকাশেও এতটুকু মেঘ দেখা যায়। তাছাড়া আমি জানতে চাই-ছিলাম ও আমার সঙ্গে কি বিষয়ে কথা বলতে চায়। সেটা এখন জানা গেছে। ও যা প্রস্তাব করবে সে বড় জঘন্য ব্যাপার।"

হেগেন বলল, "তবে কি আপনি অসম্মত হবেন?" ডন মাথা দুলিয়ে সায় দিলেন। হেগেন বলল, "আমার কিন্তু মনে হয় সকলে মিলে—পরিবারের সকলে মিলে ভালো করে ব্যাপারটা আলোচনা করে তারপর উত্তর দিলে ভালো।"

ডন মৃদু হাসলেন। "তোমার তাই মনে হয় বুঝি? ভালো কথা, আলোচনাই করা যাবে। তুমি কাল ক্যালিফর্নিয়া থেকে ফিরে এলে পর। আমার ইচ্ছা তুমি প্লেনে করে গিয়ে জনির ব্যাপারটা মিটিয়ে দিয়ে

আস। ঐ চলচ্চিত্রের কর্তাটির সঙ্গে দেখা কর। সলট্সোকে বল যে তুমি ক্যালিফর্নিয়া থেকে ফিরলেই তার সঙ্গে দেখা করব। আর কিছু আছে?"

হেগেন তখন নিষ্প্রাণ ভাবে বলল, "হাসপাতাল থেকে ফোন এসেছিল। কন্‌সিলিয়রি আবানদাণ্ডো মৃত্যুশয্যায়, রাত কাটবে না। ওঁর বাড়ির লোকদের ওখানে গিয়ে অপেক্ষা করতে বলা হয়েছে।"

গত এক বছর ধরে হেগেনই 'কন্‌সিলিয়রি' অর্থাৎ মন্ত্রণাদাতার পদে নিযুক্ত ছিল, গেন্‌কো আবানদাণ্ডো ক্যান্সার রোগে আক্রান্ত হয়ে হাসপাতালে বন্দী হওয়া অবধি। ডন কর্লিয়নি কখন বলবেন ঐ পদই ওর স্থায়ী হল, এই আশাতে হেগেন বসে ছিল। সেটা না হবারই সম্ভাবনা বেশি ছিল। এত উঁচু পদ কেবলমাত্র তাদেরই দেওয়া হত যাদের মা-বাবা উভয়ই ইতালীয়। এরই মধ্যে সাময়িকভাবেও ঐ পদের জন্য হেগেন নির্বাচিত হওয়াতে কিছু আপত্তি উঠেছিল। তাছাড়া ওর মাত্র পঁয়ত্রিশ বছর বয়স; অনেকে মনে করতে পারত যে কন্‌সি-লিয়রির কাজে সাফল্যলাভ করতে হলে যে অভিজ্ঞতা আর চাতুরির দরকার হয়, অত কম বয়সে সেটা সম্ভব নয়।

কিন্তু ডন ওকে কোনো উৎসাহই দিলেন না। শুধু জিজ্ঞাসা করলেন, "আমার মেয়ে-জামাই কখন রওনা হবে?"

হেগেন হাতঘড়ি দেখল, "কয়েক মিনিটের মধ্যেই ওরা কেক কাটবে, তারপর আর আধঘণ্টা।" তাতে আরেকটা কথা মনে পড়ে গেল। "আপনার নতুন জামাইকে কি পরিবারের মধ্যে কোনো বড় পদ দেওয়া হবে?"

ডন কর্লিয়নি এমন দৃঢ়তার সঙ্গে উত্তর দিলেন যে হেগেন চমকে উঠল। "না, কখনো না।" হাতের তেলো দিয়ে টেবিল চাপড়ে ডন আরো বললেন, "কখনো না। এমন কিছু দিও যাতে ওদের খাওয়া-পরা চলে, বেশ ভালো ভাবেই চলে। কিন্তু আমাদের পারিবারিক ব্যবসার কথা কখনো জানতে দিও না। অন্যদেরও এ-কথা বলে দিও, সনি,

ক্রিন্ডো, ক্লেমেন্জাকে।”

একটু থেমে, আবার বললেন, “আমার ছেলেদের বল, তিনজনকেই বল যে ওরা আমার সঙ্গে গেন্‌কো বেচারিকে দেখতে হাসপাতালে যাবে। আমি চাই যে ওরা তাকে ওদের শেষ নমস্কার জানায়। ফ্রেডিকে বড় গাড়িটা চালাতে বল, জনিকে জিজ্ঞাসা কর, আমাকে খুশী করার জন্য ও আমাদের সঙ্গে যাবে কিনা।” জিজ্ঞাসু ভাবে তাকাল হেগেন। ডন বললেন, “আমার ইচ্ছা তুমি আজ রাতেই ক্যালিফর্নিয়া যাও। গেন্‌কোর সঙ্গে দেখা করবার সময় পাবে না। কিন্তু আমি হাসপাতাল থেকে ফিরে এসে তোমার সঙ্গে কিছু কথা বলবার আগেই রওনা হয়ে যেও না। বুঝেছ?”

হেগেন বলল, “বুঝেছি। ফ্রেড কখন গাড়ি নিয়ে আসবে?”

ডন কর্লিয়নি বললেন, “অতিথিরা বিদায় নিলে পর। গেন্‌কো আমার জন্য অপেক্ষা করবে।”

হেগেন বলল, “সেনেটর ফোন করেছিলেন। নিজে আসতে পারেননি বলে ক্ষমা চাইলেন, বললেন আপনি ঠিক বুঝবেন। ঐ দুজন এফ. বি. আই-এর লোক যে রাস্তার ওধার থেকে গাড়ির নম্বর নিচ্ছিল বোধহয় তাদের বিষয় ইঙ্গিত করলেন। লোক দিয়ে ওঁর উপহার পাঠিয়ে দিয়েছেন।”

ডন মাথা দোলালেন। এ-কথা বলা প্রয়োজন মনে করলেন না যে তিনি নিজেই সেনেটরকে আসতে বারণ করে দিয়েছিলেন। “ভালো উপহার পাঠিয়েছেন?”

প্রভাবিত সমর্থনের এমন একটা মুখ করল হেগেন, যাকে খাঁটি ইতালীয় বলা চলে, ওর ঐ আধা-জর্মান আধা-আইরিশ মুখে ভাবটা ঠিক মানাল না। “প্রাচীন রূপোর জিনিস, খুব দামী। বেচলে ওরা অন্তত হাজার ডলার পাবে। সেনেটর অনেক সময় খরচ করে ঠিক উপযুক্ত জিনিসটিই খুঁজে বের করেছেন। ঐ ধরনের লোকের কাছে দামের চাইতে তারই গুরুত্ব বেশি।”

সেনেটরের মতো একজন উচ্চপদস্থ ব্যক্তি ওঁকে এতখানি সম্মানিত করেছে দেখে ডন কর্লিয়নি আনন্দ রাখার জায়গা পেলেন না। লুকা ব্রাসির মতো এই সেনেটরটিও ডন কর্লিয়নির ক্ষমতার প্রাসাদের ভিতের একখানি বড় প্রস্তর। এই উপহার দিয়ে তিনিও নতুন করে তাঁর আনুগত্য প্রকাশ করলেন।

জনি ফন্টেন বাগানে দেখা দেবামাত্র কে অ্যাডাম্‌স্ ওকে চিনতে পেরে, বাস্তবিক আশ্চর্য হয়ে বলল, "তুমি তো কখনো বলনি তোমরা জনি ফন্টেনকে চেন। এবার মন ঠিক করে ফেলেছি তোমাকে বিয়ে করব।"

মাইকেল জিজ্ঞাসা করল, "ওর সঙ্গে আলাপ করবে?"

কে বলল, "এখন না।" তারপর একটা দীর্ঘনিশ্বাস ফেলে বলল, "তিন বছর ধরে ওর সঙ্গে বেজায় প্রেমে পড়েছিলাম। যখনই ক্যাপিটলে ও গান গাইত, আমি নিউ ইয়র্কে এসে চেঁচিয়ে চেঁচিয়ে গলা চিরে ফেলতাম। কি আশ্চর্য মানুষ ও।"

মাইকেল বলল, "পরে দেখা করা যাবে।"

গান শেষ করে জনি যেই ডন কর্লিয়নির সঙ্গে বাড়ির ভিতর গেল, কে মাইকেলের দিকে অপাঙ্গে চেয়ে বলল, "এ-কথা বল না যে জনি ফন্টেনের মতো একজন বিখ্যাত চিত্রতারকাকেও তোমার বাবার অনুগ্রহ চাইতে হয়?"

মাইকেল বলল, "ও আমার বাবার ধর্মপুত্র। বাবা না থাকলে ও হয়তো আজ এত বড় চিত্রতারকা হয়ে উঠত না।"

আনন্দে হেসে উঠল কে। "মনে হচ্ছে ও-কথার মধ্যেও একটা রহস্যময় গল্প আছে।"

মাইকেল মাথা নাড়ল, "সে গল্প বলা যায় না।"

কে বলল, "আমাকে বিশ্বাস করতে পার।"

মাইক বলল গল্প। বলল যখন একটুও হাস্যকর শোনাল না।

একটুও গর্বের সঙ্গে বলল না। কোনো রকম কৈফিয়ৎ না দিয়ে বলল যে বছর আষ্টেক আগে বাবা আরো খেয়ালমতো চলতেন এবং ঘটনার কেন্দ্রে তাঁর ধর্মপুত্র থাকাতে, সেটাকে একটা আত্মসম্মানের ব্যাপার বলে ধরে নিয়েছিলেন।

গল্প বলতে বেশি সময় লাগল না। আট বছর আগে একটা জন-প্রিয় ডান্স ব্যাণ্ডের সঙ্গে গান গেয়ে জনি ফণ্টেনের অদ্ভুত নামডাক হয়েছিল। ক্রমে সে রেডিয়োর একটি শ্রেষ্ঠ আকর্ষণ হয়ে উঠেছিল। দুঃখের বিষয় ঐ ব্যাণ্ড পার্টির কর্তার নাম লেস হ্যালি—সেও ঐ-সব ক্ষেত্রে ব্যবসাদার হিসাবে খুবই নাম করেছিল—সে জনিকে দিয়ে একটা পাঁচ বছরের ব্যক্তিগত কনট্র্যাক্ট সই করিয়ে নিয়েছিল। নাচ-গানের ব্যবসায় এ-রকম হামেশাই হত। এতে লেস হ্যালির জনিকে এখানে ওখানে খাটিয়ে, মুনাফাটার বেশির ভাগ পকেটস্থ করার অধিকার ছিল।

ডন কর্লিয়নি নিজেই মধ্যস্থ হয়ে একটা মীমাংসা করে দেবার চেষ্টা করলেন। প্রস্তাব করলেন ঐ ব্যক্তিগত কনট্র্যাক্ট থেকে জনিকে অব্যাহতি দিলে তিনি লেস হ্যালিকে কুড়ি হাজার ডলার দেবেন; হ্যালি বলল জনির রোজগারের মাত্র শতকরা পঞ্চাশ ভাগ সে দাবি করছে। ডন কর্লিয়নির হাসি পেল। তিনি তখন প্রস্তাবটাকে কুড়ি হাজার থেকে দশ হাজারে নামিয়ে দিলেন। বোঝাই যাচ্ছে ব্যাণ্ড পার্টির মালিক নিজের পেটোয়া নাচ-গানের ব্যবসার বাইরের দুনিয়ার কোনো খবর রাখত না, কাজেই সে মুনাফা কমাবার অর্থটা বুঝতে পারল না। সে এতে রাজী হল না।

পরদিন ডন কর্লিয়নি নিজে তার সঙ্গে দেখা করতে গেলেন। সঙ্গে নিজের দুজন সব চাইতে অন্তরঙ্গ বন্ধু নিয়ে গেলেন; একজন হল তাঁর মন্ত্রী গেন্‌কো আবানদাণ্ডো, অন্য জন লুকা ব্রাসি। অন্য কোনো সাক্ষীর অনুপস্থিতিতেই ডন কর্লিয়নি লেস হ্যালিকে একটা দলিলে সই দিতে রাজী করালেন। তাতে করে দশ হাজার ডলারের একটা সার্টিফাই করা চেকের বিনিময়ে লেস হ্যালি জনি ফণ্টেনের ব্যক্তিগত কাজের ওপর থেকে

তার সমস্ত দাবি তুলে নিল। ডন কর্লিয়নি ব্যাণ্ড লীডারের কপালের কাছে একটা পিস্তল ধরে অতিশয় গাম্ভীর্যের সঙ্গে বলেছিলেন যে ঠিক এক মিনিটের মধ্যে ঐ দলিলটার ওপর হয় হ্যালির সই নয় হ্যালির মাথার ঘিলু পড়বে। লেস হ্যালি সই দিয়েছিল। ডন কর্লিয়নি তখন পিস্তলটি পকেটে পুরে, সার্টিফাই করা চেকটি ওর হাতে দিয়েছিলেন।

বাকিটুকু ইতিহাস। ক্রমে জনি ফন্টেন অ্যামেরিকার সব চাইতে চাঞ্চল্যকর গাইয়ে বলে প্রখ্যাত হল। হলউডে সে এমন সব সঙ্গীতকর্ম রচনা করেছিল যার ফলে ওর স্টুডিও বড়লোক হয়ে গেছিল। ওর গানের রেকর্ড থেকে লক্ষ লক্ষ ডলার আয় হত। তারপর জনি তার ছোটবেলাকার প্রেয়সী ও বিয়ে-করা বৌকে ডিভোর্স করে, দুটি সন্তানকে ত্যাগ করে চলে গেল চলচ্চিত্রের সব চাইতে মনমোহিনী তারকাকে বিয়ে করতে। অল্প দিনের মধ্যেই জনি টের পেল স্ত্রীটি স্রেফ 'বেশ্যা'। জনি মদ খেতে, জুয়ো খেলতে, অন্য মেয়েদের পিছনে ছুটতে আরম্ভ করল। ওর রেকর্ড আর বিক্রি হত না। স্টুডিও ওকে নতুন কনট্র্যাক্ট দিল না। কাজে কাজেই শেষ পর্যন্ত সে তার ধর্মবাপের কাছে ফিরে এল।

কে চিন্তিতভাবে বলল, "ঠিক জান যে তুমি তোমার বাবাকে ঈর্ষা কর না? আমাকে এখন পর্যন্ত যা যা বললে, তাতে দেখছি উনি সর্বদা পরের জন্য কিছু না কিছু করে থাকেন। ওঁর মনটা নিশ্চয় খুব ভালো।" বাঁকা হাসল কে। "অবিশ্যি ওঁর পদ্ধতিগুলো ঠিক বিধানানুমোদিত নয়।"

মাইকেল দীর্ঘনিশ্বাস ছেড়ে বলল, "বোধ হয় সেই রকমই শোনাচ্ছে, কিন্তু তোমাকে একটা কথা বলে রাখি। বোধ হয় মেরু-অভিযাত্রীদের কথা শুনেছ, যারা উত্তর-মেরু যাবার পথে এখানে ওখানে খাবারের পুঁজি লুকিয়ে রেখে দেয়, যদি কখনো দরকার হয়, এই মনে করে? আমার বাবার অনুগ্রহগুলোও সেই রকম। একদিন না একদিন প্রত্যেকের বাড়ি গিয়ে হানা দেবেন, তখন তারা এগিয়ে না এলেই মুশকিল!"

যতক্ষণে বিয়ের কেক বের করা হল, সকলে তারিফ করল, তারপর কেটে খাওয়া হল, ততক্ষণে গোধূলি আসন্ন। নাজোরিনি ঐ কেকটি বিশেষ যত্ন করে বেক করেছিল। কি সুন্দর তার সাজ, ওপরে ক্ষীরের ঝিনুক বসানো, তার স্বাদ এমন উপাদেয় যে সোনালী-চুল বরের সঙ্গে মধুচন্দ্রিমা যাপন করতে যাবার আগে, কনি তার গোটা কতক কেকের ওপর থেকে তুলে নিয়ে গেল। সৌজন্য সহকারে ডন তাঁর অতিথিদের বিদায় দিলেন। সে-সময়ে লক্ষ্য করলেন কালো বন্ধ গাড়িটাকে ও তার এফ. বি. আই. যাত্রীদের আর দেখা যাচ্ছে না।

শেষ পর্যন্ত গাড়ির রাস্তায় একটিমাত্র গাড়ি বাকি রইল, একটা লম্বা কালো ক্যাডিলাক, চালকের আসনে ফ্রেডি। ডন সামনের আসন নিলেন, তাঁর বয়স ও ওজনের অনুপাতে তাঁর চলাফেরা, আশ্চর্য রকম সাবলীল। সনি, মাইকেল আর জনি ফণ্টেন পিছনের সীটে বসল। ডন কর্লিয়নি তাঁর ছেলে মাইকেলকে বললেন, "তোমার বান্ধবীটি কি একা একা ঠিকমতো শহরে ফিরতে পারবে ?"

মাইকেল মাথা নেড়ে বলল, "টম বলেছে ব্যবস্থা করবে।" হেগেনের দক্ষতা দেখে ডন কর্লিয়নি প্রসন্ন হয়ে মাথা দোলালেন।

তখনও পেট্রল র‍্যাশন করা ছিল, তাই ম্যানহাটান যাবার পথে বেল্ট পার্কওয়েতে যানবাহন কম ছিল। ফ্রেঞ্চ হাসপাতালের রাস্তায় গাড়ি ঢুকতে এক ঘণ্টাও লাগল না। পথে ডন কর্লিয়নি তাঁর কনিষ্ঠ পুত্রকে জিজ্ঞাসা করেছিলেন কলেজের পড়াশুনো ভালো চলছে কি না। মাইকেল মাথা নেড়ে জানাল ভালোই চলছে। পিছনের সীট থেকে সনি বাপকে জিজ্ঞাসা করল, "জনি বলছে তুমি ওর ঐ হলিউডের গোলমালটা মিটিয়ে দিচ্ছ। তুমি কি চাও যে আমি গিয়ে সাহায্য করি ?"

সংক্ষিপ্ত স্বরে ডন বললেন, "টম আজ রাতে যাচ্ছে। সাহায্যের দরকার হবে না। সামান্য ব্যাপার।"

সনি কর্লিয়নি হেসে বলল, "জনির মনে হয় ব্যাপারটা তুমি

মেটাতে পারবে না। তাই ভাবছিলাম তুমি হয়তো আমাকে গিয়ে সাহায্যে করতে বলবে।”

ডন কর্লিয়নি মাথা ঘুরিয়ে জনি ফন্টেনকে জিজ্ঞাসা করলেন, “আমার ওপর তোমার আস্থা নেই কেন? তোমার ধর্মবাপ কি যখন যা বলেছেন, ঠিক তাই করেননি? কেউ কখনো আমাকে বোকা বানাতে পেরেছে?”

ভয়ে ভয়ে জনি ক্ষমা চাইল, “ধর্মবাপ, ঐ স্টুডিওর মালিকটি একটি ’৯০ ক্যালিবারের বদমায়েস। ওর কথার নড়চড় করানো যায় না, টাকা দিয়েও না। বড় বড় লোকের সঙ্গে ওর সম্বন্ধ। তাছাড়া ও আমাকে দেখতে পারে না। কি করে গোলমালটা মেটাবেন তাই ভেবে পাচ্ছি না।”

সকৌতুকে, সস্নেহে ডন বললেন, “আমি বলছি ওটা তোমার হয়ে যাবে।” তারপর কনুই দিয়ে মাইকেলের পাঁজরায় খোঁচা দিয়ে বললেন, “আমার ধর্মপুত্রকে তো আর নিরাশ করা যায় না, কি বল মাইকেল?”

মাইকেল কখনো মুহূর্তেকের জন্যও বাপকে অবিশ্বাস করত না, কাজেই ও মাথা নেড়ে সায় দিল।

হাসপাতালের ফটকের দিকে যাবার সময়, ডন কর্লিয়নি মাইকেলের বাহুতে হাত রাখলেন, কাজেই বাকিরা এগিয়ে গেল। ডন বললেন, “তোমার কলেজে পড়া শেষ হলে, আমার কাছে এসো, কথা আছে। আমার কতকগুলো পরিকল্পনা আছে, সেগুলো তোমার ভালোই লাগবে।”

মাইকেল কিছু বলল না। বিরক্ত হয়ে ডন হেঁড়ে গলায় বললেন, “তুমি কেমন ছেলে সে তো আমি জানি। তোমার যা পছন্দ নয়, এমন কিছু করতে বলব না। এটা একটা বিশেষ ব্যাপার। এখন যা ভালো লাগে কর, মানুষ তো হয়েছ। কিন্তু পড়াশুনো শেষ হলে, সব ছেলেরই যেমন উচিত, তুমিও একবার আমার কাছে এসো।”

হাসপাতালের দরদালানের সাদা টালির মেঝের ওপর, এক ঝাঁক

পুরুষ্টু কাকের মতো গেন্‌কো আবানদাগোর পরিবারের লোকরা জড়ো হয়েছিল, ওর স্ত্রী আর তিনটি কন্যা, সবার কালো পোশাক পরনে। লিফ্‌ট থেকে ডন কর্লিয়নিকে নামতে দেখে, ওরা সাদা টালির ওপর থেকে ঠিক যেন ডানা ঝাপটে, আপনা থেকেই আশ্রয়ের জন্য ওঁর কাছে উড়ে এল। মায়ের কালো পোশাক পরা দশাসই চেহারা, মেয়েগুলো মোটাসোটা সাদা-মাটা। কাঁদতে কাঁদতে আবানদাগোর স্ত্রী ডনের গাল স্পর্শ করে বিলাপের সুরে বলল, "তুমি দেবতার মতো, নিজের মেয়ের বিয়ে ফেলে এখানে এলে!"

ও-সব কৃতজ্ঞতার কথা ডন কর্লিয়নি গায়ে মাখলেন না, "এমন একজন বন্ধু, যে আজ কুড়ি বছর ধরে আমার ডান হাতের মতো, তাকে আমার শ্রদ্ধা জানানো উচিত নয় কি?" সঙ্গে সঙ্গে ডন বুঝে নিয়েছিলেন যে এই মহিলা যার বৈধব্য আসন্ন, সে কিন্তু একটুও বুঝতে পারেনি যে আজ রাতে তার স্বামীর মৃত্যু হবে।

এক বছর ধরে এই হাসপাতালে শুয়ে গেন্‌কো আবানদাগো ক্যান্সার রোগে ক্রমে মৃত্যুর দিকে এগিয়ে যাচ্ছিল, ওর মর্মান্তিক রোগটাকে ওর স্ত্রী স্বাভাবিক জীবনযাত্রার অঙ্গ বলেই যেন মেনে নিয়েছিল। ভাবছিল আজ রাতে আরেকটা সঙ্কট-সময় উপস্থিত হয়েছে, তার বেশি নয়। সে বকে যাচ্ছিল, "ভিতরে যাও, গিয়ে আমার স্বামীকে দেখে এসো। তোমাকে ডাকছেন। তোমার মেয়ের বিয়েতে গিয়ে অভিনন্দন জানিয়ে আসবার ইচ্ছা ছিল বেচারির, তা ডাক্তার কিছুতেই মত দিলেন না। তারপর বললেন আজকের এই বিশেষ দিনে তুমি এসে ওঁকে দেখে যাবে। আমি কিন্তু ভাবতেও পারিনি সেটা সম্ভব হতে পারে। মেয়েদের চাইতে পুরুষদের মধ্যে বন্ধুত্বের মূল্য ঢের বেশি। ভিতরে যাও, উনি খুব খুশী হবেন।"

গেন্‌কো আবানদাগোর প্রাইভেট ঘর থেকে একজন নার্স আর একজন ডাক্তার বেরিয়ে এল। ডাক্তারের বয়স কম, মুখ গম্ভীর, ভাবখানা যেন প্রভুত্ব করবার জন্যই জন্মেছে, অর্থাৎ দেখে মনে হয় চিরকাল

বেজায় বড়লোক। মেয়েদের মধ্যে একজন ভয়ে ভয়ে জিজ্ঞাসা করল, "ডাঃ কেনেডি, এখন বাবাকে দেখতে যেতে পারি?"

বিরক্তির সঙ্গে ডাক্তার ওদের ঐ বড় দলটার দিকে তাকালেন। এরা কি সত্যি বুঝতে পারছে না যে ঘরের ঐ মানুষটি মৃত্যুর সম্মুখীন, অতি যন্ত্রণাময় মৃত্যুর সম্মুখীন? ওকে যদি এরা সবাই শান্তিতে মরতে দিত, তাহলে ঢের ভালো হত। অপূর্ব ভদ্র-কণ্ঠে ডাক্তার বললেন, "শুধু ওর বাড়ির লোকেরা।" তার পরেই অবাক হয়ে দেখলেন যে আনাড়ি ভাবে সান্ধ্য পোশাক পরা ভারি শরীরের একজন বেঁটে মানুষের দিকে রুগীর বাড়ির লোকেরা ফিরে দাঁড়াল, যেন তার মতামতের অপেক্ষায় আছে।

ভারি লোকটি কথা বললেন। কণ্ঠে সামান্য একটু ইতালীয় টান শোনা গেল। "ডাক্তার সাহেব, উনি কি সত্যি মারা যাচ্ছেন?"

ডাঃ কেনেডি বললেন, "হ্যাঁ।"

ডন কর্লিয়নি বললেন, "তাহলে আপনাদের আর কিছু করার নেই। আমরা এবার ভার নেব। ওকে সান্ত্বনা দেব, ওর চোখ বন্ধ করে দেব। ওঁকে সমাধিস্থ করবার সময় আমরাই চোখের জল ফেলব, তারপর ওঁর স্ত্রী-কন্যাদের দেখাশুনোও করব।" এমন স্পষ্ট কথা শুনে আবানদাণ্ডোর স্ত্রী প্রকৃত অবস্থা বুঝতে পেরে কাঁদতে লাগল।

ডাঃ কেনেডি কাঁধ তুললেন। এইসব চাষাভুষোদের কিছু বোঝানোই ঝকমারি। সেই সঙ্গে লোকটির কথার ন্যায্যতাও তাঁকে মানতে হল। সত্যিই ওঁর ভূমিকা শেষ হয়ে গেছে। তখনো অপূর্ব ভদ্রতার সঙ্গে ডাক্তার বললেন, "একটু অপেক্ষা করুন, নার্স আপনাদের ঘরে যেতে বলবে, ওর এখনো রুগীর কিছু কাজ বাকি আছে।" এই বলে দীর্ঘ দরদালান দিয়ে ডাক্তার চলে গেলেন, তাঁর সাদা কোটটি উড়তে লাগল।

নার্স আবার ঘরে ফিরে গেল, ওরা বাইরে অপেক্ষা করতে লাগল। অবশেষে বাইরে এসে ওদের জন্য সে দরজাটি খুলে ধরল। ফিসফিস করে বলল, "জ্বরে বেদনায় উনি ভুল বকছেন। দেখবেন ওঁকে বেশি

উত্তেজিত করবেন না। ওঁর স্ত্রী ছাড়া আর কেউ কয়েক মিনিটের বেশি ঘরে থাকবেন না।" বেরিয়ে যাবার সময় জনি ফন্টেনকে দেখে নার্স চিনতে পারল, অমনি তার চোখদুটি বিস্ফারিত হল। মৃদু হেসে স্বীকৃতি জানাল জনি, মেয়েটি প্রকাশ্যভাবে তাকে আহ্বান জানাল। জনি ভবিষ্যতের প্রয়োজনের জন্য ওর কথা মনে রেখে দিয়ে, অন্যদের সঙ্গে রুগীর ঘরে ঢুকল।

মৃত্যুর সঙ্গে লম্বা দৌড়বাজি খেলেছিল গেন্‌কো আবানদাণ্ডো, এখন হেরে গিয়ে, উঁচু করা খাটটিতে হয়রান হয়ে শুয়ে পড়েছিল। মাংস ঝরে গিয়ে গেন্‌কোর দেহ কঙ্কালসার হয়ে গেছিল। এক সময় মাথাভরা সতেজ কালো চুল ছিল, এখন সেগুলো বিশ্রী পাকানো দড়ির মতো হয়ে গেছিল। প্রফুল্লকণ্ঠে ডন কর্লিয়নি বললেন, "গেন্‌কো, ভাই, এই দেখ, আমার ছেলেদের এনেছি তোমাকে নমস্কার জানাবার জন্য, আর দেখ, কোথায় কোন দূরে হলিউড, সেখান থেকে জনিও এসেছে।"

মরণোন্মুখ মানুষটি জ্বরগ্রস্ত চোখ খুলে কৃতজ্ঞতাভরে ডনের দিকে তাকাল। ছেলেদের বলিষ্ঠ হাতে ওর কেঠো হাত চেপে ধরতে দিল। ওর স্ত্রী আর মেয়েরা খাটের পাশে সারি দিয়ে দাঁড়াল ; ওর গালে চুমো খেয়ে, একে একে ওরা ওর অন্য হাতটি ধরল।

ডনও তাঁর পুরনো বন্ধুর হাত ধরলেন। তাকে সান্ত্বনা দিয়ে বললেন, "তাড়াতাড়ি সেরে ওঠ, আমরা দুজনে ইতালীতে আমাদের গ্রামে একবার বেড়াতে যাব। আমাদের বাবারা যেমন মদের দোকানের সামনে 'বক্কি' খেলতেন, এবার আমরাও খেলব।"

মৃত্যুপথযাত্রী মাথা নেড়ে, এক হাতে ছেলেদের আর ওর নিজের বাড়ির লোকদের সরে যেতে ইশারা করল, পাখির নখের মতো অন্য হাতটা দিয়ে ডন কর্লিয়নিকে আঁকড়ে ধরল। কথা বলবার চেষ্টা করল গেন্‌কো। ডন ওর মাথাটা নামিয়ে দিয়ে, ওর খাটের পাশের চেয়ারে বসলেন। গেন্‌কো আবানদাণ্ডো ওঁদের ছোটবেলাকার বিষয়ে বকে যাচ্ছিল। তার কুচকুচে কালো চোখ চতুর হয়ে উঠল। ফিসফিস করে

কি যেন বলল সে। ডন আরেকটু নিচু হলেন। ঘরের মধ্যে আর যারা ছিল, তারা অবাক হয়ে দেখল, ডন কর্লিয়নি মাথা নাড়ছেন আর তাঁর চোখ দিয়ে জল পড়ছে। রুগীর কম্পিত কণ্ঠে আরো জোর এল, ঘরের সবাই শুনতে পেল। একটা ক্লিষ্ট অমানুষিক চেষ্টা দিয়ে আবানদাণ্ডো মাথাটাকে বালিশ থেকে তুলে ফেলে, দৃষ্টিহীন চোখে, কাঠির মতো একটা আঙুল দিয়ে ডনকে দেখিয়ে, অন্ধের মতো বলে উঠল, 'ধর্মবাপ, ও ধর্মবাপ, মরার হাত থেকে আমাকে বাঁচাও। তোমার পায়ে পড়ি। হাড় থেকে গায়ের মাংসগুলো জ্বলে যাচ্ছে, মগজে পোকা খাচ্ছে, সব আমি টের পাচ্ছি। ধর্মবাপ, তুমি আমাকে ভালো করে দাও, তোমার, সে ক্ষমতা আছে, আমার হতভাগিনী স্ত্রীর চোখের জল মুছিয়ে দাও। কর্লিয়নিতে ছোটবেলায় আমরা একসঙ্গে খেলা করতাম, আর এখন তুমি আমাকে মরে যেতে দেবে? পাপ করেছি তাই নরকে আমার বড় ভয়।"

ডন চুপ করে রইলেন। আবানদাণ্ডো বলল, "আজ তোমার মেয়ের বিয়ের দিন, আজ তো তুমি আমাকে 'না' বলতে পারবে না।"

গম্ভীর ভাবে, শান্ত কণ্ঠে কথা বলতে আরম্ভ করলেন ডন, যাতে অবিশ্বাসীর প্রলাপ ভেদ করে কথাগুলো গেন্‌কোর কানে পৌঁছয়। "ভাই, তুমি আমার কত দিনের বন্ধু, তেমন ক্ষমতা আমার নেই। যদি থাকত, বিশ্বাস কর, ভগবানের চাইতে আমি বেশি দয়া দেখাতাম। কিন্তু মরাকে ভয় কর না, নরককেও ভয় কর না। প্রত্যেক দিন, সকালে আর রাতে আমি তোমার আত্মার কল্যাণের জন্য উপাসনার ব্যবস্থা করব। তোমার স্ত্রী আর মেয়েরা তোমার জন্য প্রার্থনা করবে। এত লোকে তোমার জন্য ভগবানের কাছে দয়া ভিক্ষা করলে, তিনি কি আর তোমাকে সাজা দিতে পারবেন?"

কঙ্কালসার মুখে এমন একটা ধূর্ত ভাব প্রকাশ পেল যে দেখতে বিশ্রী লাগল। আবানদাণ্ডো বলল, "তাহলে সব ব্যবস্থা করা হয়ে গেছে?"

ডন যখন এর উত্তর দিলেন, কথাগুলো বরফের মতো ঠাণ্ডা,

সান্ত্বনাহীন শোনাল. "অবিশ্বাসীর মতো কথা বলছ তুমি। আত্মসমর্পণ কর।"

বালিশের ওপর মাথাটা নেমে পড়ল। চোখ থেকে উন্মত্ত আশার আলো নিবে গেল। সেই সময় নার্সও ঘরে ফিরে এসে সবাইকে ভারি কাটখোট্টা ভাবে বের করে দিতে লাগল। ডনও উঠে পড়েছিলেন, কিন্তু আবানদাণ্ডো হাত বাড়িয়ে বলল, "ধর্মবাপ, তুমি আমার কাছে থাক, মৃত্যুর সম্মুখীন হতে আমাকে সাহায্য কর। হয়তো আমার কাছে তোমাকে দেখলে ভয় পেয়ে সে আমাকে শান্তিতে থাকতে দেবে। হয়তো তুমি দু-একটা কথা বলে একটু ব্যবস্থা করে দিতে পারবে, কি বল?" মৃত্যুপথযাত্রী চোখ টিপল, যেন ডনকে ব্যঙ্গ করছে, এবার অবশ্য বাস্তবিকই ঠাট্টা করে কথাগুলো বলেছিল। "আর যাই হোক, আমাদের তো রক্তের সম্বন্ধ।" তারপর বোধ হয় ভয় হল ডন বুঝি অসন্তুষ্ট হবেন, তাই তাঁর হাত আঁকড়ে ধরে বলল, "থাক আমার কাছে, তোমার হাতটা ধরতে দাও। কত লোককে আমরা জব্দ করেছি, ও ব্যাটাকেও করব। ধর্মবাপ, আমাকে ছেড়ে যেও না।"

ডন বাকিদের ঘর থেকে যেতে ইশারা করলেন। তারপর গেন্‌কো আবানদাণ্ডোর শুকনো হাতটি নিজের দুটি প্রশস্ত হাতে তুলে নিলেন। দুজনে তখন মৃত্যুর জন্য প্রতীক্ষা করতে লাগলেন, কত কোমল আশ্বাসের কথা বলে ডন বন্ধুকে সান্ত্বনা দিতে লাগলেন। যেন মানুষের জীবনের সব চাইতে বীভৎস ও পাপিষ্ঠ বিশ্বাসঘাতকের হাত থেকে ডন সত্যি সত্যি গেন্‌কো আবানদাণ্ডোর প্রাণটাকে ছিনিয়ে নিয়ে আসতে পারেন।

কনি কর্লিয়নির পক্ষে তার বিয়ের দিনটি ভালো ভাবেই শেষ হয়েছিল। কার্লো রিটসি দক্ষতা ও বলিষ্ঠতা সহকারে তার স্বামীর কর্তব্য সম্পাদন করেছিল। বিয়ের কনের টাকার থলির চিন্তায় তার উৎসাহ আরো বেড়ে গেছিল; থলিতে কুড়ি হাজার ডলারের বেশি জমেছিল। কনে তার কুমারীত্ব যতটা আগ্রহে সমর্পণ করেছিল, থলিটাকে ততটা

আগ্রহে করেনি। সেটার জন্য কার্লোকে বৌয়ের চোখে কালাশটে পড়িয়ে দিতে হয়েছিল।

এদিকে লুসি ম্যানচিনি বাড়িতে বসেছিল, সনি কর্লিয়নি কখন টেলিফোন করে, তার দৃঢ় বিশ্বাস ছিল সনি আবার দেখা করার ব্যবস্থা করবে। শেষ পর্যন্ত সনিদের বাড়িতে ফোন করতে যখন একজন মহিলা উত্তর দিল, লুসি ফোন নামিয়ে রাখল। লুসির জানার কোনো উপায়ই ছিল না ঐ মারাত্মক আধ ঘণ্টার জন্য ও আর সনি দুজনেই যে অদৃশ্য হয়ে গেছিল, সেটা বিয়ে-বাড়ির প্রায় প্রত্যেকটি মানুষের চোখে পড়েছিল। চারদিকে কানাকানি শুরু হয়ে গেছিল যে সনি কর্লিয়নি আরেকটি শিকার খুঁজে পেয়েছে। এবং নিজের বোনের নীত-কনের সঙ্গে সে আসঙ্গ করেছে।

আমেরিগো বনাসেরা ভয়ঙ্কর দুঃস্বপ্ন দেখেছিল। স্বপ্নে দেখেছিল ডন কর্লিয়নি যেন নাক-তোলা টুপি, ওভার-অল আর ভারি দস্তানা পরে, ওর সমাধির দোকানের সামনে গুলিবিদ্ধ কয়েকটা মড়া নামাচ্ছেন আর চিৎকার করে বলছেন, "মনে থাকে যেন, আমেরিগো, কাউকে একটি কথা নয়। এগুলো তাড়াতাড়ি পুঁতে ফেল।" এত জোরে এতক্ষণ ধরে আমেরিগো ঘুমের মধ্যে গোঙাতে লাগল যে ওর স্ত্রী ওকে ঝাঁকিয়ে জাগিয়ে দিয়ে, গজগজ করে বলতে লাগল, "তুমি কেমন মানুষ গো, বিয়ের নেমন্তন্ন খেয়ে এসে দুঃস্বপ্ন দেখ!"

পলি গাটো আর ক্লেমেনজা কে অ্যাডাম্স্‌কে তার নিউ ইয়র্ক সিটির হোটেলে পৌঁছে দিয়ে এল। ভারি সৌখীন মস্ত গাড়িটা গাটো চালাচ্ছিল। চালকের পাশে সামনের আসনে কে-কে বসতে দিয়ে, ক্লেমেনজা পিছনে বসল। ওর চোখে এরা দুজনেই পরম রোমাঞ্চময়। বড় বেশি ব্রুক্লিনের ভাষা ওদের মুখে, ওর সঙ্গে ওদের ব্যবহারেও যেন অতিরিক্ত সমীহ। যেতে যেতে ওদের সঙ্গে কে নানা বিষয়ে গল্প করতে লাগল এবং অবাক হয়ে লক্ষ্য করল মাইকেলের সম্বন্ধে ওরা যা বলল, তাতে স্নেহ ও শ্রদ্ধা স্পষ্ট প্রকাশ পেল। মাইকেলের কথা শুনে এত দিন কে-র ধারণা ছিল

পৈতৃক পরিবেশে ও একটি বাইরের লোকের মতো। এখন কিন্তু হেঁড়ে হেঁপো গলায় ক্লেমেন্‌জা ওকে আশ্বাস দিল যে বুড়ো ভদ্রলোকের মতে তাঁর ছেলেদের মধ্যে মাইকেল সবার সেরা, ও-ই নিশ্চয় পৈতৃিক ব্যবসার ওয়ারিশ হবে।

অতি স্বাভাবিক ভাবে কে জিজ্ঞাসা করল, "ওদের পৈতৃক ব্যবসাটা কি ?"

গাড়ির চাকা ঘোরাতে ঘোরাতে পল একবার ওর দিকে চকিতে চাইল। পিছন থেকে আশ্চর্য হয়ে ক্লেমেন্‌জা বলল, "মাইক বলেনি ? মিঃ কর্লিয়নি হলেন যুক্তরাষ্ট্রের সব চাইতে বড় ইতালীয় জলপাই তেলের আমদানিকার। যুদ্ধ থেমে যাওয়াতে এবার ব্যবসা একেবারে ফেঁপে উঠবে। মাইকের মতো চালাক ছেলেরই ওঁর দরকার।"

হোটেলে পৌঁছে, ক্লেমেন্‌জা জোর করে ওর সঙ্গে ডেস্ক পর্যন্ত এল। কে আপত্তি করাতে, সরলভাবে বলল, "কর্তা বলে দিয়েছেন যে আপনি নিরাপদে বাড়ি পৌঁছেছেন কিনা সেটা দেখে যেতে হবে। তাই দেখে যেতেই হবে।"

কে তার ঘরের চাবি পেলে, ক্লেমেন্‌জা ওর সঙ্গে লিফ্‌ট অবধি গিয়ে, কে লিফ্‌টে ওঠা পর্যন্ত অপেক্ষা করল। মৃদু হেসে কে ওর দিকে হাত নেড়ে অবাক হয়ে লক্ষ্য করল, তার উত্তরে ক্লেমেন্‌জার মুখে বাস্তবিক প্রসন্ন হাসি দেখা দিল। ভাগ্যিস তারপর হোটেলের ক্লার্কের কাছে ফিরে গিয়ে কে ওকে জিজ্ঞাসা করতে শোনেনি, "কি নামে উনি ঘর নিয়েছেন ?"

হোটেলের ক্লার্ক অপ্রসন্ন ভাবে ক্লেমেন্‌জার দিকে তাকাল। ক্লেমেন্‌জার হাতে ছোট্ট একটা সবুজ কাগজের গুলি ছিল, সেটি ক্লার্কের দিকে গড়িয়ে দিতেই, সেটি কুড়িয়ে নিয়ে ক্লার্ক বলল, "মিঃ আর মিসেস মাইকেল কর্লিয়নি।"

গাড়িতে ফিরতেই পলি গাটো বলল, "বেশ ভদ্রমহিলা।" ঘোঁৎ ঘোঁৎ করে ক্লেমেন্‌জা বলল, "মাইকেল ওর সঙ্গে সহবাস করে।" মনে

মনে ভাবল, যদি না ওকে সত্যি সত্যি বিয়ে করে থাকে।

তারপর পলি গাটোকে বলল, "কাল সকাল সকাল আমাকে তুলো। হেগেন আমাদের একটা কাজ দিচ্ছে, সেটি তাড়াতাড়ি সারতে হবে।"

রবিবার অনেক রাত হলে পর তবে টম হেগেন স্ত্রীকে চুমো খেয়ে বিদায় নিয়ে, এয়ারপোর্টের দিকে রওনা দেবার সময় পেল। ওর বিশেষ এক নম্বর জরুরী অনুমতিপত্র থাকাতে—পেন্টাগনের একজন স্টাফ জেনারেল অফিসার তাঁর কৃতজ্ঞতার চিহ্নস্বরূপ ওটি দিয়েছিলেন—লস অ্যাঞ্জেলেসের প্লেনে জায়গা পেতে কোনো অসুবিধা হল না।

টম হেগেনের পক্ষে দিনটা খুবই ক্লান্তিকর হলেও, সন্তোষজনক বলতে হবে। ভোর তিনটের সময় গেন্‌কো আবানদাণ্ডো মারা গেল; ডন কর্লিয়নি হাসপাতাল থেকে বাড়ি ফিরেই টমকে জানিয়েছিলেন এখন থেকে সে-ই সরকারী ভাবে ওদের পরিবারের কনসিলিওরি, অর্থাৎ মন্ত্রণাদাতা হল। তার মানেই হল হেগেন এবার নিশ্চয় বিস্তর টাকা-কড়ির মালিক হবে এবং বলা বাহুল্য ক্ষমতাও তার কম হবে না।

ডন এ ক্ষেত্রে পুরনো একটা প্রচলিত রীতির ব্যতিক্রম করেছিলেন। এতাবৎ কনসিলিওরির পদ সর্বদা একজন খাঁটি সিসিলীয়কেই দেওয়া হয়েছে। টম যে ডনের পরিবারের একজনের মতোই মানুষ হয়ে উঠেছে তাতে কোনো তফাত করে না। প্রশ্নটা হচ্ছে রক্তের। কনসিলিওরির মতো একটা বিশ্বস্ত পদে কেবলমাত্র একজন সিসিলীয়কেই বিশ্বাস করা যায়, কারণ 'ওমের্ত্যার' নিয়ম শুধু তারই জানা থাকবে। ওমের্তার নিয়ম হল মুখ বন্ধ রাখার নিয়ম।

সবার ওপরে ছিলেন গৃহকর্তা ডন কর্লিয়নি, তিনি সমস্ত সিদ্ধান্ত নিরূপণ করতেন; একেবারে নিচে ছিল একদল লোক তারা হাতে কলমে কাজ করে ডনের আদেশ পালন করত; এই দুই পক্ষের মাঝ-খানে ছিল তিনটি স্তরের কর্মী, তারা সর্বদা মধ্যস্থ থাকত। এই ভাবে

কোনো কাজের সূত্র ধরে একেবারে ওপরে পৌঁছনো সম্ভব হত না। যদি না কনসিলিওরিরা বিশ্বাসঘাতকতা করত। সেই রবিবার সকালে আমেরিগো বনাসেরার মেয়েকে যে দুই ছোকরা মেরেছিল, তাদের কি ব্যবস্থা করা হবে, সে-বিষয়ে ডন কর্লিয়নি বিস্তারিত বিধান দিয়েছিলেন। কিন্তু আদেশটি তিনি টম হেগেনকে গোপনে দিয়েছিলেন। সে দিন আরেকটু বেলা হলে হেগেন কোনো তৃতীয় শ্রোতার অসাক্ষাতে ক্লেমেন্‌জাকে আদেশ দিয়েছিল। ক্লেমেন্‌জা আবার পলি গাটোকে কাজটা সম্পন্ন করতে বলেছিল।

এবার পলি গাটো প্রয়োজনীয় লোকজন সংগ্রহ করে কাজটা সারবে। এ কাজের কারণটা কি, কিংবা গোড়ায় কে এই আদেশ দিয়েছে, এ সব কথা পলি গাটো কিংবা তার লোকদের জানা থাকবে না। ডনকে কোনো ব্যাপারে জড়াতে হলে, শিকলের প্রত্যেকটি গিঁটকে, অর্থাৎ প্রত্যেক ধাপের কর্মীকে বিশ্বাসঘাতকতা করতে হবে। এমন অবস্থা কখনো ঘটেনি বটে, কিন্তু সর্বদাই ঘটবার সম্ভাবনা থাকে। সেই সম্ভাবনার ওষুধটিও সকলের জানা ছিল। শিকলের একটি মাত্র গিঁটকে কেটে বাদ দিলেই হল।

কনসিলিওরির নামের অর্থও যা, কাজও তাই। সে হল ডনের পরামর্শদাতা, ওঁর ডান হাত এবং দ্বিতীয় মগজ। তাছাড়া সে-ই ওঁর নিকটতম সঙ্গী এবং সব চাইতে অন্তরঙ্গ বন্ধু, কোনো গুরুত্বপূর্ণ যাত্রাকালে সে-ই ডনের গাড়ি চালাত, কোনো অধিবেশনের সময় সে-ই ডনের খাবারদাবার, পানীয়, কফি, স্যাণ্ডউইচ্, নতুন চুরুট এনে দিত। ডন যে বিষয়ে যতখানি জানতেন, সেও ততখানি না হলেও অন্ততঃ কাছাকাছি জানত, কোথায় কোন্ শক্তির কেন্দ্র সব বুঝত। পৃথিবীতে একমাত্র সে-ই ডনের সর্বনাশ সাধন করতে পারত। কিন্তু কোনো কনসিলিওরি কখনো তার ডনের প্রতি বিশ্বাসঘাতকতা করেনি, অন্ততঃ যে সব প্রতাপশালী সিসিলীয় পরিবার অ্যামেরিকায় এসে প্রতিষ্ঠিত হয়েছিল, তারা কেউ কখনো এমন কথা শোনেনি। তাতে কোনো

লাভের আশাও ছিল না। প্রত্যেক কনসিলিওরি জানত বিশ্বাস রক্ষা করলে সে ধন, ক্ষমতা, মর্যাদা, সবই পাবে। যদি তার কোনো দুর্ঘটনা ঘটে, তার স্ত্রী পুত্র পরিবার সে বেঁচে থাকলে, কিংবা মুক্ত থাকলে যেমন পেত, তেমনি আশ্রয় এবং যত্ন পাবে। যদি সে বিশ্বাস রক্ষা করে।

কোনো কোনো ক্ষেত্রে কনসিলিওরিকে আরো প্রকাশ্যভাবে তার ডনের প্রতিনিধিত্ব করতে হত, অথচ তাঁকে জড়ালে চলত না। এই রকম একটা উদ্দেশ্যেই হেগেন প্লেনে করে ক্যালিফর্নিয়া যাচ্ছিল। হেগেন বুঝেছিল যে এই ব্যাপারের সাফল্য কিংবা বিফলতার ওপরে কনসিলিওরি-রূপে তার ভবিষ্যৎ কর্মজীবনের সাফল্যও নির্ভর করছিল। ওদের পারিবারিক ব্যবসার দিক থেকে দেখলে, ঐ যুদ্ধের চলচ্চিত্রে জনি ফন্টেন তার বাঞ্ছিত ভূমিকা পেল কি পেল না, সেটা অতি তুচ্ছ ব্যাপার। তার চাইতে আগামী শুক্রবার ভার্জিল সলট্সোর সঙ্গে যে সাক্ষাৎকারের বন্দোবস্ত সে করেছিল, তার গুরুত্ব ঢের বেশি। কিন্তু হেগেন এও জানত ডনের কাছে উভয়েরই সমান মূল্য, যে কোনো উত্তম কনসিলিওরির পক্ষে সে-ই যথেষ্ট।

এমনিতেই টম হেগেনের পেটের ভিতর খানিকটা কাঁপ ছিল, পিস্টন প্লেনের ঝাঁকুনির চোটে সেটা আরো বেড়ে গেল, কাঁপুনি ঠাণ্ডা করবার জন্য এয়ার-হোস্টেসের কাছে একটা মার্টিনি চাইতে হল। চিত্র-প্রযোজক জ্যাক যোলট্সের স্বভাবচরিত্র সম্বন্ধে ডন আর জনি দুজনেই ওকে জ্ঞান দিয়েছিল। জনির কাছে যা যা শুনেছিল, তার থেকে হেগেন বুঝেছিল যে সে কখনোই য়োলট্স্‌কে রাজী করাতে পারবে না। কিন্তু এ বিষয়েও তার বিন্দুমাত্র সন্দেহ ছিল না যে ডন জনিকে যে প্রতিশ্রুতি দিয়েছিলেন, সেটি তিনি রক্ষা করবেন। হেগেনের হল ব্যবস্থাপকের ও মধ্যস্থের ভূমিকা।

সেদিন ওকে যে সব তথ্য জোগান দেওয়া হয়েছিল, সীটে ঠেস দিয়ে বসে, হেগেন সেগুলিকে পর্যবেক্ষণ করতে লাগল। হলিউডের প্রধান তিনজন প্রযোজকের মধ্যে য়োলট্স্‌ একজন; সে নিজের

স্টুডিওর মালিক, ডজন ডজন তারকাকে সে কন্‌ট্র্যাক্ট দিয়ে রাখে। যুক্তরাষ্ট্রের প্রেসিডেন্টের যে সামরিক তথ্যের উপদেষ্টা সমিতি ছিল ও তার চলচ্চিত্র বিভাগের একজন সদস্য, তার সোজা অর্থ হল যে প্রপাগ্যাণ্ডা ছবি করতে ও সাহায্য করত। হোয়াইট হাউসে লোকটা ডিনার খেত। হলিউডে নিজের বাড়িতে জে এডগার হুভারকে ও আতিথ্যদান করত। কিন্তু এ সব জিনিস শুনতে যতটা গুরুত্বপূর্ণ, আসলে তা নয়। সবই সরকারী সম্বন্ধ। লোকটার নিজের কোনো রাজনৈতিক ক্ষমতা ছিল না, তার প্রধান কারণ হল য়োলট্‌স্ অত্যন্ত প্রতিক্রিয়াশীল; আরেকটা কারণ হল তার এমনি আত্মম্ভরি অহঙ্কার যে উন্মাদের মতো সে নিজের ক্ষমতা প্রয়োগ করতে ভালোবাসত; তার ফলে যে ভুঁইফোঁড়ের মতো লক্ষ লক্ষ শত্রু গজাত, সেদিকে তার ভ্রূক্ষেপ ছিল না।

হেগেন দীর্ঘনিশ্বাস ছাড়ল। জ্যাক য়োলট্‌স্‌কে হস্তগত করবার কোনো উপায় ছিল না। ব্রীফ-কেস খুলে টম কিছু লেখাপড়ার কাজ সারবার চেষ্টা করল, কিন্তু শরীর বড় ক্লান্ত। আরেকটা মার্টিনি ফরমায়েস দিয়ে, নিজের জীবন সম্বন্ধে চিন্তা করতে লাগল। মনে কোনো খেদ ছিল না। এমন কি ওর মতে ওর কপালটা খুবই ভালো। যে কারণেই হোক, দশ বছর আগে হেগেন যে কর্ম-পথ বেছে নিয়েছিল, দেখা যাচ্ছে ওর পক্ষে সেটাই উপযুক্ত। যথেষ্ট সাফল্য লাভও করেছিল, একজন পূর্ণবয়স্ক পুরুষমানুষের পক্ষে যতটা সুখী হওয়া সম্ভব, ও-ও ততটা সুখী, তাছাড়া এ জীবনটা ওর কাছে ভারি চিত্তাকর্ষক।

টম হেগেনের বয়স পঁয়ত্রিশ, মানুষটা লম্বা, ছোট ছোট করে চুল ছাঁটা, পাতলা ছিপছিপে, চেহারাটা খুবই সাধারণ গোছের। হেগেন একজন উকিল, কিন্তু 'বার' পরীক্ষা পাস করার পর তিন বছর ওকালতি করলেও, আপাতত কর্লিয়নিদের পারিবারিক ব্যবসার খুঁটিনাটি আইনের ব্যাপারগুলো ওকে হাতে-কলমে করতে হত না।

এগারো বছর বয়সে হেগেন সনি কর্লিয়নির খেলার সাথী ছিল,

তারও তখন এগারো বছর বয়স। হেগেনের মা অন্ধ হয়ে গেছিলেন, তারপর ছেলের দশ বছর পূরতেই মারাও গেছিলেন। হেগেনের বাবা চিরকালই মদ খেতেন, স্ত্রী যাবার পর একেবারে মাতাল হয়ে উঠলেন। ছুতোর-মিস্ত্রীর কাজ করতেন, খাটতেন খুব। কিন্তু মদের অভ্যাসের জন্য পরিবারটির সর্বনাশ হয়ে গেল, শেষ পর্যন্ত তিনিও মারা গেলেন। অনাথ টম হেগেন পথে পথে ঘুরে বেড়াত, লোকের বাড়ির দোরগোড়ায় ঘুমোত। ওর একটি ছোট বোন ছিল, তাকে একজনদের বাড়িতে আশ্রয় দেওয়া হয়েছিল; কিন্তু ১৯২০ সালে যে-সব বারো বছরের ছেলেরা এতই অকৃতজ্ঞ যে সামাজিক প্রতিষ্ঠানগুলোর দয়ার কাছ থেকে পালিয়ে বেড়াত, তারাও তাদের নিয়ে মাথা ঘামাত না। হেগেনেরও চোখের ব্যারাম ছিল। পাড়াপড়শীরা বলত মার ছোঁয়াচ লেগেই হোক, কিম্বা জন্ম থেকেই হোক, রোগটা ছেলে উত্তরাধিকারসূত্রে পেয়েছিল, অর্থাৎ অসুখটা ছোঁয়াচে। সবাই ওকে এড়িয়ে চলত। সনি কর্লিয়নির তখন এগারো বছর বয়স, মনে বড় দয়া, মেজাজীও বটে; সে-ই একদিন বন্ধুকে বাড়ি এনে, জোরজার করতে লাগল ওকে আশ্রয় দিতেই হবে। তখন টম হেগেনকে এক বাটি তেলতেলে টোমাটো সস্ দিয়ে তৈরি গরম স্প্যাগেটি খেতে দেওয়া হল; তার স্বাদ চিরকাল ওর মুখে লেগে রইল। তারপর শোবার জন্য ধাতুর তৈরি একটা ভাঁজ-করা খাটও দেওয়া হল।

অতি স্বাভাবিক ভাবে, সে বিষয়ে কোনো কথা না বলেই, কিম্বা আলোচনা না করেই ডন কর্লিয়নি ছেলেটাকে তাঁর বাড়িতে থাকতে দিয়েছিলেন। তিনি নিজে ওকে একজন বিশেষজ্ঞর কাছে নিয়ে গিয়ে চোখের ব্যারামও সারিয়ে দিয়েছিলেন। তাকে স্কুলে ও আইনের কলেজে পড়িয়েছিলেন। এ-সব ব্যাপারে তিনি বাপের স্থান না নিয়ে বরং অভিভাবকের মতো করেছিলেন। বাইরে কোনো স্নেহের প্রকাশ ছিল না, কিন্তু আশ্চর্যের বিষয়, নিজের ছেলেদের চাইতে ওর ওপর ডন বেশি সৌজন্য দেখাতেন, ওর ওপর কখনো বাপের কর্তৃত্ব চালাতেন না।

স্কুলের পড়া শেষ করে আইন পড়ার সিদ্ধান্ত টম নিজেই নিয়েছিল। একবার সে ডনকে বলতে শুনেছিল বন্দুক হাতে একশোজন লোকের চাইতে ব্রীফকেস হাতে একটা উকীল বেশি টাকা চুরি করতে পারে। ওদিকে বাপের যথেষ্ট বিরক্তি সত্ত্বেও, সনি আর ফ্রেডি হাই স্কুল থেকে পাস করে বেরিয়েই জোরজার করে পারিবারিক ব্যবসাতে ঢুকেছিল। একমাত্র মাইকেল স্কুলের পর কলেজে ভরতি হয়েছিল। তারপর পার্ল হারবারে দুর্ঘটনার পর সে গিয়ে মেরিন্‌সে নাম লিখিয়েছিল।

'বার' পরীক্ষা পাস করে, হেগেন বিয়ে করে নিজের পরিবার প্রতিষ্ঠা করল। বৌটি হল নিউ জার্সির একজন ইতালীয় তরুণী। সেও কলেজ থেকে পাস করা গ্র্যাজুয়েট, সে-সময় অমন খুব বেশি দেখা যেত না। বলা বাহুল্য বিয়ের অনুষ্ঠান ডন কর্লিয়নির বাড়ি থেকেই হয়েছিল; বিয়ের পর ডন কর্লিয়নি প্রস্তাব করেছিলেন যে হেগেন যেখানে খুশি ব্যবসা করতে পারে, উনি তার পৃষ্ঠপোষকতা করবেন, তাকে মক্কেল পাঠাবেন, আপিস সাজিয়ে দেবেন, জমিজমার কাজের গোড়াপত্তন করিয়ে দেবেন।

টম হেগেন মাথা নিচু করে ডনকে বলেছিল, "আমি আপনার কোনো কাজ করতে চাই।"

ডন যেমনি অবাক হয়েছিলেন, তেমনি খুশীও হয়েছিলেন। জিজ্ঞাসা করেছিলেন, "আমি কি, তা তুমি জান?"

হেগেন মাথা নেড়ে জানিয়েছিল তা জানে। ডনের ক্ষমতার বিস্তার অবশ্য সে জানত না, অন্ততঃ তখনো জানত না। তারপর যে দশ বছর কেটেছিল তার মধ্যেও সম্পূর্ণ জানত না, যত দিন না গেন্‌কো আবানদাণ্ডো অসুস্থ হয়ে পড়াতে ওকে অস্থায়ী কনসিলিওরির পদে বহাল করা হল। যাই হোক, সেই সময়ে মাথা নেড়ে, ডনের চোখে চোখ রেখে ও বলেছিল, "আপনার ছেলেদের মতো আমিও আপনার কাজ করতে চাই।" হেগেন বলতে চেয়েছিল ছেলেদের মতোই পরিপূর্ণ বিশ্বাস রেখে ডনের পৈতৃক প্রভুত্বের প্রতি পরিপূর্ণ আত্মসমর্পণ করে কাজ করবে।

মানুষের মন জানার যে ক্ষমতা তখন থেকেই ডনের মাহমার মূলে ছিল, তারই প্রভাবের বশ হয়ে টম হেগেন তাঁর বাড়িতে এসে অবধি এই প্রথম ডন তার প্রতি পিতৃস্নেহ প্রকাশ করলেন। হেগেনকে তিনি বুকে জড়িয়ে ধরে দ্রুত আলিঙ্গন করলেন এবং সেই অবধি তার সঙ্গে আরো বেশি করে নিজের সন্তানের মতো ব্যবহার করতে লাগলেন। তবু মাঝে মাঝে তিনি বলতেন, "টম, নিজের মা-বাপের কথা ভুলে যেও না।" মনে হত শুধু টমকে নয়, নিজেকেও তিনি সে-কথা মনে করিয়ে দিচ্ছেন।

অবশ্য টমের সে-কথা ভুলবার কোনো সম্ভাবনাই ছিল না। ওর মা ছিলেন অল্পবুদ্ধি, আনাড়ি, রক্তশূন্যতায় এত ভুগতেন যে নিজের সন্তান-দের প্রতিও এতটুকু স্নেহ অনুভব করতে, কিংবা তার ভান করতেও পারতেন না। বাপকে হেগেন দুচক্ষে দেখতে পারত না। মৃত্যুর আগে ওর মার অন্ধ হয়ে যাওয়া দেখে টম আতঙ্কিত হয়েছিল; তারপর নিজের যখন চোখের ব্যারাম হয়েছিল সেটাকে বিধাতার অভিশাপ বলে মনে হয়েছিল। ওর দৃঢ় বিশ্বাস ছিল ও-ও অন্ধ হয়ে যাবে। বাপ মারা গেলে, এগারো বছরের ছেলেটার মনটা কি অদ্ভুতভাবে ভেঙে পড়েছিল। জানোয়ারের মতো পথে পথে ঘুরে বেড়াত, মৃত্যুর অপেক্ষায়, যতক্ষণ না এক শুভদিনে সনি কর্লিয়নি ওকে একটা বাড়ির দোরগোড়ার পিছনে ঘুমিয়ে থাকতে দেখে, ওকে বাড়ি নিয়ে এসেছিল। তারপর যা-যা হয়েছিল, সবই অলৌকিক ঘটনার মতো। তবু বহু বছর ধরে হেগেন রাতে দুঃস্বপ্ন দেখত; মনে হত ও বড় হয়ে অন্ধ হয়ে গেছে, হাতে একটা সাদা লাঠি নিয়ে ঠুকঠুক করে চলেছে আর ওর পিছন পিছন ওর অন্ধ ছেলেমেয়েরাও তাদের ছোট ছোট সাদা লাঠি নিয়ে ঠুকঠুক করে সবাই মিলে ভিক্ষা করতে চলেছে। এক একদিন সকালে ঘুম ভাঙার প্রথম সজাগ মুহূর্তটিতে মনের মধ্যে ডন কর্লিয়নির মুখখানি ভেসে উঠত, অমনি সব ভয় দূর হয়ে যেত।

কিন্তু ডন একটা বিষয়ে জোর করেছিলেন, পারিবারিক ব্যবসার কাজের ওপরে ওকে তিন বছর আইন ব্যবসাও চালাতে হবে। এই

অভিজ্ঞতা পরে অশেষ কাজে লেগেছিল, তাছাড়া ডন কর্লিয়নির জন্য কাজ করা সম্বন্ধে হেগেনের মনে যদি কোনো অনিশ্চয়তা থাকত, এরই ফলে তাও দূর হয়ে গেছিল। এর পর হেগেন ঐ অঞ্চলের সব চাইতে নাম করা ফৌজদারি উকীলদের আপিসে দু বছর প্রশিক্ষণ নিয়েছিল ; ঐ আপিসে ডনেরও কিছু প্রতিপত্তি ছিল।

অল্প দিনের মধ্যে সকলেই বুঝেছিল যে আইনের এই বিশেষ ক্ষেত্রে হেগেনের খুব প্রতিভা। ভালো কাজ করেছিল সে এবং পরে যখন ডন কর্লিয়নির পারিবারিক ব্যবসার একজন সব সময়ের কর্মী হল, পরবর্তী ছয় বছরের মধ্যে একবারও ডনের কোনো অনুযোগ করবার প্রয়োজন হয়নি।

হেগেন যখন অস্থায়ী ভাবে কনসিলিওরির কাজ করছিল অন্যান্য ক্ষমতাশালী সিসিলীয় পরিবারের সদস্যরা তাচ্ছিল্যের সঙ্গে কর্লিয়নি পরিবারের উল্লেখ করে বলত "ঐ আইরিশ দঙ্গল"। তাই শুনে হেগেনের হাসি পেত। তবে এ শিক্ষাও হল যে ডন কর্লিয়নির পর পারিবারিক ব্যবসার কর্তৃত্ব করার ওর কোনো আশাই নেই। কিন্তু তাতেই ও সন্তুষ্ট ছিল। সে-রকম অভিপ্রায় ওর কোনো দিনই ছিল না ; এমন উচ্চাশা পোষণ করার মানে ওর পরম উপকারীর এবং তাঁর রক্তসম্পর্কীয়দের অসম্মান করা।

লস অ্যাঞ্জেলেসে যখন প্লেন নামল, তখনো চারদিকে অন্ধকার। হেগেন গিয়ে তার হোটেলে উঠে, স্নান করে, দাড়ি কামিয়ে, শহরের ওপর দিয়ে উষার আগমন দেখতে লাগল। তারপর ওর ঘরে ব্রেকফাস্ট আর খবরের কাগজ পাঠাতে বলে, একটু আয়েস করে নিল, যতক্ষণ না দশটা বাজল এবং জ্যাক য়োলট্সের সঙ্গে সাক্ষাতের নির্ধারিত সময় হল। সাক্ষাৎকারের ব্যবস্থা আশ্চর্য রকম সহজেই হয়ে গেছিল।

আগের দিন ডন কর্লিয়নির আদেশে হেগেন বিলি গফ্ বলে একটি লোককে ফোন করেছিল। চলচ্চিত্র শ্রমিক সঙ্ঘে তার ছিল সব চাইতে

বেশি প্রতিপত্তি। হেগেন গফ্‌কে বলেছিল পরদিন জ্যাক য়োলট্‌সের সঙ্গে একবার দেখা করার বন্দোবস্ত করে দিতে। য়োলট্‌স্‌কে ইঙ্গিতে এ-কথাও জানাতে হবে যে হেগেনকে খুশি করতে না পারলে স্টুডিওতে একটা শ্রমিক ধর্মঘটের সম্ভাবনা আছে। এক ঘণ্টা পর গফ্‌ টেলিফোন করেছিল। বেলা দশটায় সাক্ষাৎ। শ্রমিক ধর্মঘটের কথাও য়োলট্‌স্‌কে জানানো হয়েছে, কিন্তু তাতে সে যে খুব প্রভাবিত হয়েছে এমন মনে হয় না। এ-কথা বলে গফ্‌ আরো বলেছিল, "শেষ পর্যন্ত যদি ধর্মঘটই করতে হয়, তাহলে আমি নিজে ডনের সঙ্গে একটু কথা বলে নেব।"

উত্তরে হেগেনও বলেছিল, "তেমন তেমন হলে ডনও কথা বলতে চাইবেন।" এই ভাবে হেগেন কোনো প্রতিশ্রুতি দেওয়ার ব্যাপার এড়িয়ে গেছিল। গফ্‌ যে ডনের ইচ্ছার প্রতি এতটা সহানুভূতিশীল হবে তাতে হেগেন একটুও আশ্চর্য হয়নি। সরকারী ভাবে কর্লিয়নিদের ক্ষমতা নিউ ইয়র্কের সীমানার মধ্যে আবদ্ধ থাকলেও, ডন কর্লিয়নি শ্রমিক নেতাদের সাহায্য করেই ক্রমে শক্তিশালী হয়ে উঠেছিলেন। তাদের মধ্যে অনেকেই তখনো পর্যন্ত তাঁর বন্ধুত্বের কাছে ঋণী ছিল।

কিন্তু ঐ বেলা দশটার সময়টা খুব ভালো লক্ষণ ছিল না। তার মানে সেদিন সবার আগে হেগেনের সঙ্গে য়োলট্‌স্‌ দেখা করবে, তাকে ছুপুরের লাঞ্চ খেতে বলবে না। অর্থাৎ য়োলট্‌স্‌ তাকে সে-রকম মূল্য দিচ্ছে না। গফ্‌ তাকে যথেষ্ট ভয় দেখায়নি, হয়তো তার কাছে ঘুস খায়। ডন যে সর্বদা নিজেকে লোকচক্ষুর অন্তরালে রাখতেন তাতে মাঝে মাঝে পারিবারিক ব্যবসার ক্ষতি হত। বাইরের লোকে তাঁর নাম-টাকে কোনো গুরুত্বই দিত না।

দেখা গেল এই বিশ্লেষণটাই ঠিক। নির্ধারিত সময়ের পর য়োলট্‌স্‌ হেগেনকে আধ ঘণ্টা বসিয়ে রাখল। তাতে হেগেনের কিছু এসে গেল না। অতিথিদের বসবার ঘরটি মখমলের গদী দিয়ে মোড়া, ভারি আরামের ; হেগেনের সামনে একটা গাঢ় রঙের কৌচে একটা এগারো বারো বছরের পরমাসুন্দরী মেয়ে বসেছিল। অথচ তার দামী কিন্তু সরল

সাজসজ্জা একজন বয়স্কা মহিলার যোগ্য ছিল। অবিশ্বাস্য রকম সোনালী চুল, গভীর আয়ত চোখ, তাজা রাস্প্‌বেরি ফলের মতো রাঙা ঠোঁট। তাকে যে পাহারা দিচ্ছিল তাকে দেখেই ওর মা বলে মনে হচ্ছিল। সে ভদ্রমহিলা এমন অসহ্য ঔদ্ধত্যের সঙ্গে হেগেনের দিকে তাকিয়ে তার দৃষ্টি অন্যত্র ফেরাবার চেষ্টা করছিল যে হেগেনের ইচ্ছা করছিল তার মুখে এক ঘুঁষি লাগিয়ে দেয়।

শেষ পর্যন্ত অপূর্ব সাজপোশাক পরা, কিন্তু মোটাসোটা আধাবয়সী এক মহিলা এসে, হেগেনকে একটার পর একটা আপিসের ভিতর দিয়ে, চলচ্চিত্র প্রযোজকের আপিস এবং ফ্ল্যাটে নিয়ে গেল। ঘরের এবং সেখানে যারা কাজ করছিল তাদের রূপ দেখে হেগেন প্রভাবিত হল। একটু হাসল সে। এরা সব ভারি চতুর, আপিসে চাকরি নিয়ে চলচ্চিত্রের দরজায় পা দেবার জায়গা করে নেবার তালে থাকে। অথচ এদের বেশির ভাগেরই বাকি জীবনটা আপিসে কাটবে, কিংবা হয়তো হার মেনে যে-যার বাড়ি ফিরে যাবে।

জ্যাক য়োলট্‌স্‌ লোকটি মাথায় লম্বা, বলিষ্ঠ শরীর, প্রকাণ্ড ভুঁড়িটা তার নিখুঁতভাবে তৈরি স্যুটে প্রায় ঢাকাই পড়ে গেছিল। হেগেন ওর ইতিবৃত্ত ভালো করেই জানত। দশ বছর বয়সে য়োলট্‌স্‌ ঈস্ট সাইডে খালি মদের পিপে আর ঠেলাগাড়ি গড়িয়ে নিয়ে যেত। কুড়ি বছর বয়সে বাপের তৈরি জামার দোকানের কর্মীদের ওপর চোটপাট করত। ত্রিশ বছর বয়সে নিউ নিয়র্ক ছেড়ে পশ্চিমে পাঁচ-সেণ্ট থিয়েটারে টাকা খাটাত, আর চলচ্চিত্রের পথিকৃৎদের সঙ্গে কাজ করত। আটচল্লিশ বছর বয়সে জ্যাক হলিউডের সব চাইতে ক্ষমতাশালী চলচ্চিত্রপতি হয়ে উঠেছিল। তখনো সে কর্কশভাষী, কামাতুর, অসহায় হবু-তারকাদের দলের ওপর হিংস্র নেকড়ের মতো উৎপাত করত। পঞ্চাশ বছর বয়সে লোকটা নিজেকে বদলে ফেলল।

ভাষা প্রশিক্ষণ নিল, একজন ইংরেজ 'ভ্যালে'র কাছ থেকে সাজ-পোশাক পরতে শিখল; একজন ইংরেজ 'বাট্‌লারে'র কাছে সামাজিক

আচরণ শিখল। প্রথম স্ত্রী মারা গেলে পর একজন জগদ্বিখ্যাত রূপসী অভিনেত্রীকে বিয়ে করল, সে মেয়েটির অভিনয় করতে ভালো লাগত না। এখন য়োলট্সের ষাট বছর বয়স, সেকালের বিখ্যাত শিল্পীদের আঁকা ছবি সংগ্রহ করত, প্রেসিডেন্টের উপদেষ্টা সমিতির সদস্য ছিল এবং চলচ্চিত্রে শিল্পের উন্নয়নের জন্য বহু কোটি টাকা দান করে একটা স্থায়ী তহবিলের বন্দোবস্ত করেছিল।

ওর মেয়ের সঙ্গে একজন ইংরেজ লর্ডের আর ছেলের সঙ্গে একজন ইতালীয় রাজকুমারীর বিয়ে হয়েছিল।

অ্যামেরিকার সমস্ত চলচ্চিত্র পত্রিকার সংবাদদাতাদের মতে য়োলট্সের নবতম শখ হল তার নিজস্ব ঘোড়দৌড়ের আস্তাবল ; তার জন্য গত এক বছরে লোকটা দশ লক্ষ ডলার খরচ করেছিল। অবিশ্বাস্য দাম, ছ লক্ষ ডলার দিয়ে যখন য়োলট্স্ বিখ্যাত ইংলিশ রেসিং ঘোড়া 'খারটুম'কে কিনে সবাইকে জানিয়েছিল ও ঘোড়া আর দৌড়বে না, য়োলট্স্ আস্তাবলে স্টাডের জন্য থাকবে, সমস্ত কাগজে বড় বড় শিরোনামায় তখন খবরটা প্রকাশিত হয়েছিল।

সৌজন্যের সঙ্গেই হেগেনকে সে অভ্যর্থনা জানিয়েছিল। চমৎকার ভাবে, মসৃণ, রোদে-রাঙা, নিখুঁতভাবে কামানো মুখখানা একটু বিকৃত হয়েছিল, ঐটাই ওর হাসি। এত টাকা খরচ করা সত্ত্বেও, অতি দক্ষ বিশেষজ্ঞদের এত যত্ন সত্ত্বেও, বয়সটা কিন্তু বোঝা যাচ্ছিল। মনে হচ্ছিল মুখের মাংসপেশীগুলোকে সেলাই করে একসঙ্গে জোড়া হয়েছে। তবু ওর নড়াচড়ার মধ্যে একটা প্রচণ্ড জীবনীশক্তি প্রকাশ পাচ্ছিল এবং তার সেই গুণটি ছিল, ডন কর্লিয়নি যাকে বলতেন নিজের ক্ষেত্রে সর্বময় প্রভুত্ব করার গুণ।

শুরুতেই হেগেন তার বক্তব্য পেশ করল। বলল ও জনি ফন্টেনের এক বিশেষ বন্ধুর প্রতিনিধি। এই বন্ধুটি অতিশয় ক্ষমতাশালী এবং তিনি মিঃ য়োলট্স্কে তাঁর কৃতজ্ঞতা ও চিরকালের বন্ধুত্বের প্রতিশ্রুতি দিচ্ছেন, যদি মিঃ য়োলট্স্ তাঁর একটি ছোট উপকার করেন।

উপকারটি হল আসছে সপ্তাহ থেকে মিঃ য়োলট্সের স্টুডিওতে যে যুদ্ধের ছবি শুরু হবে, তাতে জনি ফন্টেনকে একটি বিশেষ ভূমিকা দিতে হবে।

সেলাই-করা মুখটাকে তেমনি ভাবশূন্য ও ভদ্র দেখাতে লাগল। য়োলট্স্ জিজ্ঞাসা করল, "আপনার বন্ধু আমার কি উপকার করতে পারেন?" গলার স্বরে সামান্য একটু দাক্ষিণ্যের সুর ছিল।

হেগেন সেটাকে উপেক্ষা করে বুঝিয়ে বলল, "আপনাদের কিছু শ্রমিক আন্দোলন শুরু হবে। আমার বন্ধু সেটি মিটিয়ে দূর করে দেবেন বলে কথা দিচ্ছেন। আপনাদের একজন সেরা পুরুষ তারকা আছে, যে আপনাদের স্টুডিওর জন্য অনেক টাকা কামায়, কিন্তু সে সম্প্রতি মারিহুয়ানা ছেড়ে হেরোইন ধরেছে। আমার বন্ধু কথা দিচ্ছেন সে আর হেরোইন যোগাড় করতে পারবে না। তারপর আগামী বছরগুলোতে যদি অন্য কোনো ছোটখাটো অসুবিধা দেখা দেয়, আমাকে একবার ফোন করে জানালেই সব মিটে যাবে।"

জ্যাক য়োলট্স্ এ-সব কথা শুনল এমন ভাবে যেন কোনো ছোট ছেলের বড়াই করা শুনছে। তারপর কর্কশ কণ্ঠে কথা বলল, ইচ্ছা করে ঈস্ট সাইডের ভাষায়, "তুমি কি আমার ওপর মাস্ল্ দিচ্ছ নাকি?"

হেগেন অম্লান বদনে বলল, "মোটেই না। আমি এসেছি একজন বন্ধুর হয়ে একটা অনুগ্রহ চাইতে। আমি বোঝাতে চেষ্টা করেছি এতে আপনার কোনো ক্ষতি হবে না।"

প্রায় যেন ইচ্ছা করেই য়োলট্স্ তার মুখটাকে একটা রাগের মুখোশ বানিয়ে ফেলল। মুখটা বিকৃত হল, কালো রঙ করা ঘন ভুরু কুঁচকে গিয়ে চকচকে চোখের ওপর একটা পুরু রেখার মতো হয়ে গেল। ডেস্কের ওপর দিয়ে হেগেনের দিকে ঝুঁকে সে বলল, "তবে শোন, মেনিমুখো হারামজাদা, তোমাকে আর তোমার মুনিব যে-ই হোক তাকে, এই স্পষ্টাস্পষ্টি বলে দিলাম, জনি ফন্টেন কোনো জন্মেও ঐ ছবি করতে পাবে না। তা যতগুলো জঘন্য বুনো মাফিয়া গুণ্ডাই গর্ত থেকে বেরিয়ে আসুক না কেন।" চেয়ারে ঠেস দিয়ে বসে য়োলট্স্ আরো বলল,

"এবার তোমাকে খানিকটা জ্ঞান দিই, বন্ধু। জে এডগার হুভার—ধরে নিচ্ছি তার নামটা শুনেছ—" এই বলে একটু ব্যঙ্গের হাসি হাসল য়োলট্‌স্—"আমার একজন ব্যক্তিগত বন্ধু। তাকে যদি একবার জানাই তোমরা আমাকে হুড়ো দিচ্ছ, তাহলে আর পালাবার পথ পাবে না।"

ধৈর্য ধরে শুনল হেগেন। য়োলট্‌সের মতো একজন বিশিষ্ট ব্যক্তির কাছ থেকে সে এর বেশি আশা করেছিল। এও কি সম্ভব, যে-মানুষটা এমন আহাম্মুকের মতো কাজ করতে পারে, সে নিজের চেষ্টায় কোটি কোটি টাকার একটা কোম্পানির মালিক হয়ে উঠতে পেরেছে? এ-ও একটা ভাববার বিষয়, কারণ ডন টাকা খাটাবার নতুন পন্থা খুঁজছিলেন আর চলচ্চিত্র ব্যবসার কর্তারাই যদি এত গাধা হয়, এদিকেই নজর দেওয়া চলে। গালাগালিতে হেগেনের কিছুই এসে যায়নি। কেমন করে কারবার করতে হয়, সে-বিদ্যা হেগেন স্বয়ং ডনের কাছে শিখেছিল। ডন বলেছিলেন, "কখনো রেগে যাবে না। কখনো ভয় দেখাবে না। যুক্তি দেখিয়ে বোঝাবে।" যুক্তি শব্দটা ইতালীয় ভাষায় আরো ভালো শোনায়, 'রাজুনা', তার মানে 'জোড়া দেওয়া।' তার নিয়ম হল কোনো অপমান বা ভীতি প্রদর্শন গ্রাহ্য করবে না; অন্য গালটা ফিরিয়ে দেবে। হেগেন নিজের চোখে দেখেছিল ডন কেমন আট ঘণ্টা ধরে আলোচনায় বসে, সমস্ত অপমান গিলে, একজন কুখ্যাত, অহংসর্বস্ব গুণ্ডাকে তার স্বভাব বদলাতে রাজী করাবার চেষ্টা করেছেন। আট ঘণ্টা বাদে, হতাশার ভঙ্গিতে ডন কর্লিয়নি দুই হাত শূন্যে তুলে, ঐ টেবিলে আর যারা বসে ছিল, তাদের বলেছিলেন, "এর সঙ্গে কোনো যুক্তি চলে না, দেখছি।" এই বলে জোরে জোরে পা ফেলে বেরিয়ে গেছিলেন। গুণ্ডাটার মুখ তাই শুনে ভয়ে রক্তশূন্য হয়ে গেছিল। তখুনি দূত পাঠিয়ে ডনকে ঐ ঘরে ফিরিয়ে আনা হয়েছিল। একটা মীমাংসাও হয়ে গেছিল; কিন্তু এই ঘটনার দু মাস পরে ঐ লোকটাকে তার পেটোয়া নাপিতের দোকানে এসে কেউ গুলি করে মেরে ফেলেছিল।

কাজেই হেগেন আবার গোড়া থেকে শুরু করে, অত্যন্ত স্বাভাবিক গলায় বলেছিল, "আমার কার্ড দেখুন, আমি একজন উকীল। আমি কি নিজেকে বিপন্ন করতে পারি? একটিও ভয় দেখাবার কথা বলেছি কি? শুধু এইটুকু বলতে দিন যে জনি ফন্টেনকে ঐ ছবিতে নেওয়ার বিনিময়ে, আপনার যে-কোনো সর্তে আমরা সম্মত আছি। আমার বিশ্বাস, এত ছোট একটা অনুরোধের জন্য আমি এর মধ্যেই যথেষ্ট দিতে রাজী হয়েছি। এই অনুরোধ রক্ষা করলে, যতদূর বুঝতে পারছি, আপনার নিজেরও যথেষ্ট লাভ হবে। জনি বলেছে আপনি নিজেই স্বীকার করেছেন যে ঐ ভূমিকার পক্ষে জনিই সব চাইতে উপযুক্ত। এইটুকু বলে রাখি, তা যদি না হত, তাহলে আপনাকে এমন অনুরোধ করাই হত না। আপনি যদি আপনার টাকার বিনিয়োগ সম্বন্ধে বাস্তবিকই চিন্তিত থাকেন, আমার মক্কেল ছবি করবার টাকা জোগাতে প্রস্তুত আছে। কিন্তু দয়া করে সব কথা খোলাখুলি বলতে দিন। বুঝলাম যে আপনার 'না' মানেই 'না'। কেউ আপনার ওপর জোর খাটাতে পারে না, খাটাবার চেষ্টাও করছে না। মিঃ হুভারের সঙ্গে আপনার বন্ধুত্বের কথাও আমরা জানি। এ-ও বলি যে সেজন্য আমার মুনিব আপনাকে শ্রদ্ধাও করেন। ঐ সম্পর্কটার ওপর ওঁর প্রচুর শ্রদ্ধা আছে।"

এতক্ষণ য়োলট্স্ একটা মস্ত লাল-পালক-দেওয়া কলম দিয়ে আঁকিবুঁকি কাটছিল। টাকার কথা শুনেই তার কৌতূহল জাগ্রত হল। আঁকিবুঁকি বন্ধ হল। ভারিক্কে চালে সে বলল, "এই ছবিটার জন্য পঞ্চাশ লক্ষ ডলার খরচ ধরা হয়েছে।"

সংখ্যাটা শুনে ও কত প্রভাবিত হয়েছে জানাবার জন্য হেগেন শিস দিয়ে উঠল। তারপর যেন প্রসঙ্গক্রমে বলল, "আমার মুনিবের অনেক বন্ধু আছে, তারা ওঁর বিচারের অনুমোদন করে থাকে।"

মনে হল য়োলট্স্ এই প্রথম প্রস্তাবটাতে একটু গুরুত্ব দিল। হেগেনের কার্ডটাকে ভালো করে দেখে সে বলল, "কই, তোমার নাম তো কখনো শুনিনি। নিউ ইয়র্কের নাম-করা উকীলদের প্রায় সকলকেই

আমি চিনি, তুমি কোথাকার কে ?”

নীরসভাবে হেগেন বলল, “ওখানে যে-সমস্ত অভিজাত কর্পোরেট প্র্যাক্‌টিস আছে, তার একটি হল আমার। এই একটা কাজের দায়িত্বই নিয়েছিলাম। যাক, আপনার আর সময় নষ্ট করব না।”

হাত বাড়িয়ে দিল হেগেন, য়োলট্‌স্‌ করমর্দন করল। দরজার দিকে কয়েক পা এগিয়ে, ঘুরে দাঁড়িয়ে হেগেন আবার বলল, “আমার বিশ্বাস আপনাকে এমন অনেক লোকের সঙ্গে কারবার করতে হয়, যাদের যত না সত্যিকার মূল্য, তার চাইতে তারা বেশি করে দেখাতে চায়। আমার বেলা ঠিক তার উল্টোটি হচ্ছে। আমাদের মধ্যস্থ বন্ধুর কাছে আমাদের কথা জিজ্ঞাসা করে দেখুন না। যদি মত বদলায়, আমার হোটেলে ফোন করবেন।” একটু থেমে আরো বলল, “শুনতে হয়তো পবিত্র জিনিস নিয়ে ঠাট্টা মনে হতে পারে, কিন্তু আমার মক্কেল আপনার জন্য এমন কাজও করে দিতে পারেন, যা স্বয়ং মিঃ হুভারেরও সাধ্যের বাইরে।”

হেগেন দেখল চিত্রপ্রযোজকের চোখ দুটো যেন ছোট হয়ে এল। এতক্ষণ বাদে বোধহয় ব্যাপারটা তার বোধগম্য হল। যতটা পারে খোশামুদে গলায় হেগেন বলল, “ভালো কথা, আপনার ছবিগুলোর তারিফ না করে পারলাম না। আশা করি এমন ভালো কাজ চালিয়ে যেতে পারবেন। দেশের এ-সব জিনিসের দরকার।”

সেদিন সন্ধ্যার দিকে হেগেনকে য়োলট্‌সের সেক্রেটারি জানাল যে এক ঘণ্টার মধ্যে ওকে শহরের বাইরে মিঃ য়োলট্‌সের বাড়িতে ডিনার খেতে নিয়ে যাবার জন্য গাড়ি যাবে। ভদ্রমহিলা বলল, ঘণ্টা তিনেকের পথ, কিন্তু গাড়িতেই ‘বার’ আছে, কিছু টুকিটাকি জলখাবারও পাওয়া যাবে। হেগেন জানত য়োলট্‌স্‌ নিজের প্লেনে যাওয়া আসা করে, তাই ভাবছিল ওকেও কেন প্লেনে যেতে বলা হল না। সেক্রেটারি আরো বলল, “মিঃ য়োলট্‌স্‌ বলছিলেন একটা ব্যাগে করে রাতের দরকারি জিনিস নিয়ে যেতে পারেন, কাল সকালে উনি আপনাকে

এয়ারপোর্টে পৌঁছে দেবার ব্যবস্থা করবেন।”

হেগেন বলল, “বেশ, তাই করব।” এই আরেকটা ভাববার বিষয়। য়োলট্স্ কি করে জানল হেগেন কাল সকালের প্লেনে নিউ ইয়র্কে ফিরবে? এক মুহূর্ত ভাবল হেগেন। এর সবচাইতে সহজ ব্যাখ্যা হল, য়োলট্স্ ওর পিছনে প্রাইভেট গোয়েন্দা লাগিয়ে সমস্ত খবর নিয়েছে। তাহলে য়োলট্স্ নিশ্চয় এ-কথাও জানতে পেরেছে যে হেগেন হল ডনের প্রতিনিধি। তার মানে এবার ডনের বিষয়ও য়োলট্স্ কিছু জানতে পেরেছে এবং এতক্ষণে ব্যাপারটাকে গুরুত্ব দিতে প্রস্তুত হয়েছে। হয়তো শেষ পর্যন্ত কিছু কাজ হতে পারে। এবং হয়তো সকালে যতটা মনে হয়েছিল, তার চাইতে য়োলট্স্ অনেক বেশি চালাক।

জ্যাক য়োলট্সের বাড়িটা অনেকটা একটা মুভি সেটের নকল বাড়ির মতো। একটা প্ল্যান্টেশনের প্রাসাদের মতো বাড়ি; বিস্তীর্ণ জমি; তার চারদিকে কালো মাটি-ফেলা একটা ঘোড়া দৌড়বার পথ; আস্তাবল আর একপাল ঘোড়া চরবার জন্য ঘাসজমি। চিত্রতারকাদের নখ যে-রকম কেটেকটে পালিশ করে রাখা হয়, ঝোপঝাপ, ফুল-বাগিচা, ঘাস-জমিও তাই।

কাচ দিয়ে মোড়া, তাপনিয়ন্ত্রিত একটা বারান্দায় য়োলট্স্ হেগেনকে অভিবাদন করল। প্রযোজক নীল রেশমী গলা-খোলা শার্ট, হলদে সরষে-বাটা রঙের স্ল্যাক্স্ আর নরম চামড়ার স্যাণ্ডাল পরে ছিল। এই সব রঙের ও মূল্যবান বস্ত্রের পটভূমিকায় ওর দাগা দেওয়া, কর্কশ মুখটাকে কেমন বেমানান লাগছিল। হেগেনকে প্রকাণ্ড এক গেলাস মার্টিনি দিয়ে ট্রের ওপরকার তৈরি করা সামগ্রী থেকে নিজেও একটা নিল। আগের চাইতে এখন অনেক বেশি অমায়িক মনে হল। হেগেনের কাঁধের ওপর হাত রেখে য়োলট্স্ বলল, “ডিনার খাবার আগে একটু সময় আছে। চল আমার ঘোড়াগুলো দেখে আসি।” আস্তাবলে যাবার পথে আরো বলল, “তোমার সম্বন্ধে খবর নিয়েছি, টম, বলনি তোমার

কর্তা একথা তোমার বলা উচিত ছিল। আমি ভেবেছিলাম তুমি একটা থার্ড ক্লাস গুণ্ডা, আমাকে ধাপ্পা দেবার জন্য জনি তোমাকে পাঠিয়েছে। আমি কাকেও ধাপ্পা দিই না। তাই বলে শত্রু বানাতেও চাই না, ওসবে আমার বিশ্বাস নেই। এসো, আপাতত একটু আমোদ করা যাক। ডিনারের পর কাজের কথা হবে।"

আশ্চর্যের বিষয়, দেখা গেল য়োলট্‌স্ বাস্তবিকই অতিথি আপ্যায়নে পটু। অ্যামেরিকায় তার আস্তাবলটি যাতে সব চাইতে সাফল্যময় হয়ে উঠতে পারে, এই আশায় ও কি কি নতুন পদ্ধতি ও ব্যবস্থাপনা কাজে লাগিয়েছে, য়োলট্‌স্ সে সব বুঝিয়ে বলল। আস্তাবলগুলি অগ্নি-নিবারক, সেখানকার নিষ্কাশন ও স্বাস্থ্যব্যবস্থা নিখুঁত, এক প্রাইভেট গোয়েন্দা দলের রক্ষীদের হাতে পাহারার ব্যবস্থা। শেষে য়োলট্‌স্ ওকে একটা স্টলে নিয়ে গেল, তার বাইরের দেয়ালে প্রকাণ্ড একটা তামার ফলক ঝুলছিল। ফলকে ঘোড়ার নাম লেখা ছিল, 'খারটুম'।

এমন কি হেগেনের অনভিজ্ঞ চোখেও, স্টলের ভিতরের ঘোড়াটিকে অপূর্ব সুন্দর লাগল। কুচকুচে কালো শরীর, বিশাল ললাটের মধ্যিখানে একটা সাদা রুহিতন আঁকা। আয়ত পাটকিলে চোখ সোনার আপেলের মতো উজ্জ্বল, আঁটো শরীরের ওপরকার কালো চামড়াটি যেন রেশম। ছেলেমানুষের মতো গর্ব করে, য়োলট্‌স্ বলল, "পৃথিবীর শ্রেষ্ঠ ঘোড়-দৌড়ের ঘোড়া। ছ লাখ ডলার দিয়ে গত বছর ইংল্যাণ্ডে কিনেছি। বাজি ধরতে পারি রুশের জাররাও কখনো একটা ঘোড়ার জন্য অত টাকা খরচ করেনি। কিন্তু আমি ওকে দৌড় করাব না। প্রজননের কাজে লাগাব। এত বড় ঘোড়দৌড়ের আস্তাবল গড়ে তুলব, যেমন এ-দেশে কেউ কখনো চোখে দেখেনি।" ঘোড়ার চুলে আস্তে আস্তে হাত বুলিয়ে, কোমল কণ্ঠে য়োলট্‌স্ ডাকতে লাগল, "খারটুম! খারটুম!" ওর কণ্ঠে সত্যিকার ভালোবাসা ফুটে উঠল। ঘোড়াটাও যেন তার প্রত্যুত্তর দিতে লাগল। য়োলট্‌স্ হেগেনকে বলল, "জান আমি খুব

ওস্তাদ ঘোড় সওয়ার, অথচ পঞ্চাশ বছর বয়সের আগে কখনো ঘোড়ায় চড়িনি।” হাসল লোকটা। “কে জানে হয়তো রাশিয়াতে আমার দিদিমা-ঠাকুমা কাউকে কোনো কস্যাক বলাৎকার করেছিল, আমার গায়ে তারি রক্ত।” খারটুমের পেটে সুড়সুড়ি দিয়ে য়োলট্স্ বলল, “লিঙ্গটা দেখেছ? আমারও ও-রকম থাকা উচিত ছিল।”

ডিনার খাবার জন্য বাড়িতে ফিরে এল ওরা। একজন বাটলারের তত্ত্বাবধানে তিনজন ওয়েটার খাবার পরিবেশন করল। টেবিলের চাদর ইত্যাদিতে সোনার সুতো বোনা ছিল, বাসনপত্র রূপোর। কিন্তু হেগেনের মনে হল ভোজ্যবস্তুগুলো দ্বিতীয় শ্রেণীর। বোঝাই যাচ্ছিল য়োলট্স্ একা থাকত আর খাবারদাবার নিয়ে মাথা ঘামাবার মতো লোক সে ছিল না। খাওয়া হয়ে গেলে দুজনে দুটি বড় বড় চুরুট ধরাল, তারপর হেগেন জিজ্ঞাসা করল, “তাহলে জনি ওটা পাচ্ছে কি না?”

য়োলট্স্ বলল, “ওটা করতে পারলাম না। ইচ্ছা থাকলেও এখন আর জনিকে নেওয়া যায় না। সব কনট্র্যাক্ট সই হয়ে গেছে, আসছে হপ্তা থেকেই ক্যামেরার কাজ শুরু হয়ে যাবে। কোনো মতেই ওটা করে ওঠা যায় না।”

অসহিষ্ণু ভাবে হেগেন বলল, “মিঃ য়োলট্স্, একেবারে খোদ কর্তার সঙ্গে কারবার করার একটা সুবিধা হল যে ও-সব কৈফিয়ৎ খাটে না। আপনি যা খুশি তাই করতে পারেন।” তারপর চুরুটে কয়েকটা টান দিয়ে বলল, “আপনি কি বিশ্বাস করছেন না আমার মক্কেল তাঁর কথা রাখবেন?”

য়োলট্স্ নীরস কণ্ঠে বলল, “মনে হচ্ছে আমাদের কিঞ্চিৎ শ্রমিক আন্দোলন হবে। গফ্ সেই বিষয়ে টেলিফোন করেছিল, ব্যাটা বেল্লিক, যে-ভাবে কথা বলতে লাগল, কে বলবে যে প্রতি বছর টেবিলের তলা দিয়ে ওকে আমি এক লাখ ডলার দিই! আর যতদূর বুঝছি, তুমি আমার ঐ পৌরুষের প্রতিমূর্তি তারকাটির হেরোইন রোগ ছাড়াতে পার। কিন্তু তার জন্য আমি কেয়ার করি না আর নিজের ছবির খরচও

নিজেই চালাতে পারি। কারণ ফন্টেন হারামজাদা আমার দু চোখের বিষ। তোমার মালিককে বল যে তাঁর এই একটা অনুরোধ রাখতে পারলাম না। এছাড়া তিনি আমাকে যখন যা বলবেন তাই করব। সে যাই হোক না কেন।"

হেগেন ভাবছিল, ব্যাটা ধড়িবাজ, তাহলে আমাকে এত দূরে টেনে আনলি কেন। ছুঁচোটার নিশ্চয় কোনো মতলব আছে। বরফের মতো ঠাণ্ডা গলায় হেগেন বলল, "আপনি ঠিক অবস্থাটা বুঝতে পারলেন বলে মনে হচ্ছে না। মিঃ কর্লিয়নি হলেন জনির ধর্মবাপ। ঐ সম্বন্ধটি ভারি অন্তরঙ্গ, ভারি পবিত্র একটা ধর্মীয় সম্পর্ক।" ধর্মের কথা তোলাতে য়োলট্‌স্ সশ্রদ্ধ ভাবে মাথা নোয়াল। হেগেন বলে চলল, "সেই জন্য ইতালির লোকরা ঠাট্টা করে বলে, পৃথিবীটা এমনি কঠিন স্থান যে একটা মানুষের দেখাশুনোর জন্য দুজন বাপের দরকার হয়, তাই ওদের একজন করে ধর্মবাপ থাকে। জনির বাপ মারা যাওয়াতে, মিঃ কর্লিয়নি তাঁর নিজের দায়িত্বটাকে আরো বেশি গুরুত্ব দেন। আর আপনাকে আর কিছু অনুরোধ করা সম্বন্ধে যা বললেন, মিঃ কর্লিয়নির মনটা ভারি স্পর্শকাতর। প্রথম অনুরোধ না রাখলে, তিনি কখনো দ্বিতীয় বার অনুরোধ করেন না।"

য়োলট্‌স্ কাঁধ তুলে বলল, "আমি বড়ই দুঃখিত। তবু 'না' বলতে হল। কিন্তু তুমি যখন এখানেই উপস্থিত আছ, ঐ শ্রমিকদের ব্যাপারটা মিটিয়ে দিতে কত টাকা লাগবে? নগদ দেব। এখনি দেব।"

তাহলে একটা সমস্যার উত্তর পাওয়া গেল। জনিকে ঐ পার্টটা দিতে পারবে না এ বিষয়ে যখন য়োলট্‌স্ মনস্থির করে ফেলেছে, তখন হেগেনকে নিয়ে কেন সে এত সময় নষ্ট করছে, সেটা বোঝা গেল। এই সাক্ষাৎকারের ফলে তার কোনো পরিবর্তন হতে পারে না। য়োলট্‌স্ ভারি নিশ্চিন্ত ছিল, ডন কর্লিয়নির ক্ষমতাকে সে ভয় করত না। বাস্তবিকই য়োলট্‌সের এতগুলি রাজনৈতিক পৃষ্ঠপোষক, এফ.বি. আই-এর কর্তার সঙ্গে এত দহরম-মহরম, এত টাকাকড়ির মালিক সে,

চলচ্চিত্র জগতের সে এক রকম একচ্ছত্র অধিপতি, কেনই বা সে ডন কর্লিয়নিকে ডরাবে? যে-কোনো বুদ্ধিমান লোকের বিচারে, হেগেনের বিচারেও, য়োলট্‌স্‌ নিজের প্রতিষ্ঠার ঠিক মাপই নিয়েছে। শ্রমিক আন্দোলনের ক্ষতি যদি সে স্বীকার করে নেয়, ডন কর্লিয়নি তাকে ছুঁতেও পারবেন না। তবে এই সমীকরণের ব্যাপারে একটি মাত্র খুঁত ছিল। ডন কর্লিয়নি তাঁর ধর্মপুত্রকে কথা দিয়েছিলেন ঐ পার্ট সে পাবে আর হেগেন যতদূর জানত এসব ব্যাপারে তিনি কখনো কথার খেলাপ করতেন না।

শান্ত কণ্ঠে হেগেন বলল, "আপনি ইচ্ছে করেই আমাকে ভুল বুঝছেন। আপনি আমাকে ঘুস খাওয়ার ভাগিদার বানাচ্ছেন। শুধু বন্ধুত্বের খাতিরে মিঃ কর্লিয়নি এই শ্রমিক বিক্ষোভের ব্যাপারে আপনার পক্ষ অবলম্বন করবার প্রতিশ্রুতি দিচ্ছেন, তার বদলে আপনিও ওঁর মক্কেলের পক্ষ নেবেন। দুই বন্ধুর মধ্যে একটু প্রভাবের আদান-প্রদান, আর কিছু নয়। কিন্তু দেখতেই পাচ্ছি আপনি আমার কথাতে গুরুত্ব দিচ্ছেন না। আমার মনে হয় আপনি ভুল করছেন।"

মনে হল ক্রুদ্ধ হয়ে ওঠার এই সুযোগটির জন্যই য়োলট্‌স্‌ অপেক্ষা করছিল। সে বলল, "খুব ভালো করেই বুঝতে পারছি। ঐটাই মাফিয়া কায়দা নয় কি? একেবারে যেন জলপাই-তেল আর মিষ্টি কথা, আসলে যা করছ সেটা হল ভীতি-প্রদর্শন, কাজেই আমিও প্রকটভাবে বলে দিচ্ছি। জনি ফন্টেন ঐ পার্ট কোনো জন্মে পাবে না, যদিও পার্টটাতে ওকেই সব চাইতে মানাত। তার জোরে ও একজন বিখ্যাত তারকা হয়ে যেত। কিন্তু সে আর ওকে হতে হবে না, কারণ ঐ বাজে কার্তিকটি আমার দু চোখের বিষ, ওকে আমি চিত্রজগৎ থেকে ভাগিয়ে তবে ছাড়ব। কেন তাও বলে দিচ্ছি; ও আমার সব চাইতে গুণী আশ্রিতা-দের একজনের সর্বনাশ করেছে। পাঁচ বছর ধরে মেয়েটাকে আমি নাচতে, গাইতে, অভিনয় করতে শিখিয়ে তৈরি করেছিলাম। লক্ষ লক্ষ ডলার খরচ করেছিলাম। ওকে আমি তারকার পর্যায়ে তুলে দিতাম।

আরো স্পষ্ট করেই বলছি, তাতেই বুঝবে আমি একটা হৃদয়হীন পিশাচ নই, শুধু টাকাকড়ির ব্যাপার নয়। ভারি সুন্দরী মেয়ে, এমন নিতম্বিনী আমি কোথাও দেখিনি, সারা দুনিয়া ঢুঁড়েও। জলের পাম্পের মতো মানুষকে ও শুষে বের করে নিতে পারত। তারপর জনি হারামজাদা এল, ওর ঐ জলপাই-তেল গলা আর খেলো জাদু নিয়ে, অমনি মেয়েটা কিনা ভেগে পড়ল! আমাকে বোকা বানাবার জন্যেই সমস্ত সুযোগ ছেড়ে দিয়ে চলে গেল। আমার মতো অবস্থার কারো পক্ষে, লোকের কাছে হাস্যাস্পদ হলে চলে না, মিঃ হেগেন। জনিকে জব্দ করতে হবে।"

এই প্রথম য়োলট্স্ হেগেনকে স্তম্ভিত করে দিতে পারল। সে ভেবেই পেল না একজন প্রৌঢ় সুপ্রতিষ্ঠিত মানুষ এমন একটা তুচ্ছ ব্যাপারের জন্য নিজের বিষয়-বুদ্ধিকে কি করে একটা গুরুত্বপূর্ণ ব্যাপার সম্বন্ধে এতটা বিভ্রান্ত হতে দিতে পারে। হেগেনের জগতে, কর্লিয়নিদের জগতে, বৈষয়িক ব্যাপারে মেয়েমানুষদের রূপ কিংবা যৌন আকর্ষণের এক কানাকড়িও দাম ছিল না। ও-সব হল গিয়ে ব্যক্তিগত ব্যাপার : অবশ্য বিয়ের কথা, কিংবা পারিবারিক অসম্মানের কথা আলাদা। হেগেন স্থির করল একটা শেষ চেষ্টা দেবে।

সে বলল, "যা বলেছেন, মিঃ য়োলট্স্, কিন্তু আপনার ক্ষোভগুলোকে কি অতটা প্রাধান্য দেবেন? আমার মনে হয় না আপনি বুঝতে পেরেছেন এই সামান্য অনুরোধটার মূল্য আমার মক্কেলের কাছে কত বেশি। ব্যাপতাইজ হবার সময়ে মিঃ কর্লিয়নিই জনিকে কোলে করে ছিলেন। জনির বাবা মলে, মিঃ কর্লিয়নিই বাপের কাজ করেছিলেন। বাস্তবিকই বহু লোককে মিঃ কর্লিয়নি সাহায্য করেছেন; তারাও শ্রদ্ধা ও কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করে ওঁকে ধর্মবাপ বলে ডাকে। উনি কখনো ওঁর বন্ধুদের নিরাশ করেন না।"

হঠাৎ য়োলট্স্ উঠে দাঁড়িয়ে বলল, "যথেষ্ট শুনেছি। খুনে গুণ্ডারা আমাকে হুকুম দেয় না, আমিই তাদের হুকুম দিই। একবার যদি এই ফোনটা তুলি, তুমি আজ রাতটা ফাটকে কাটাবে। আর ঐ মাফিয়া

মাস্তান যদি মারপিট করার তালে থাকে, ও টের পাবে যে আমি একটা ব্যাণ্ড-লীডার নই। হ্যাঁ, হ্যাঁ, সে কাহিনীও শুনেছি। শোন, তোমার মিঃ কর্লিয়নি তার আক্রমণকারীকে চোখেও দেখতে পাবে না। তার জন্য যদি আমাকে হোয়াইট হাউসে গিয়ে ধরণা দিতে হয় তো তাই সই।"

নির্বোধ, আহাম্মুক, হারামজাদী কোথাকার। হেগেন ভাবছিল এ ব্যাটা এত বড় কর্তাব্যক্তি হয়ে উঠল কি করে? প্রেসিডেণ্টের উপদেষ্টা, পৃথিবীর বৃহত্তম চলচ্চিত্র স্টুডিওর মালিক। ডনের উচিত এই ব্যবসায় নেমে পড়া, সে বিষয়ে সন্দেহ নেই। আর এই লোকটা কিনা ওর কথার বাইরের অর্থটাই ধরছে, ভিতরকার মর্মটা বুঝতে পারছে না!

হেগেন বলল, "আপনার ডিনার আর একটা আনন্দময় সন্ধ্যার জন্য ধন্যবাদ জানাচ্ছি। এয়ার-পোর্ট অবধি গাড়ির ব্যবস্থা করে দিতে পারবেন? রাতটা আর এখানে কাটাব না।" শীতল একটা হাসি দিল হেগেন, "মিঃ কর্লিয়নি অবিলম্বে দুঃসংবাদ শুনতে ভালোবাসেন।"

বিশাল বাড়িটার থাম দেওয়া আলোকিত চত্বরে, গাড়ির জন্য হেগেন যখন অপেক্ষা করছিল, হঠাৎ চোখে পড়ল গাড়ির রাস্তায় দাঁড় করানো লম্বা একটা লিমুসিনে দুজন মেয়ে উঠছে। তারা হল সেই সুন্দরী বারো বছরের মেয়েটি আর তার মা, যাদের য়োলট্‌সের আপিসে সকাল বেলায় হেগেন দেখেছিল। এখন কিন্তু মেয়েটির নিখুঁত গড়নের মুখটি ধেবড়ে গিয়ে একটা গোলাপী পুরু পিণ্ডের মতো দেখাচ্ছে। নীল সমুদ্রের মতো চোখ দুটির ওপরে যেন একটা সর পড়েছে, খোলা গাড়ির দিকে হেঁটে যাবার সময় লম্বা লম্বা পা দুটি পঙ্গু ঘোড়ার বাচ্চার পায়ের মতো টলছিল। মেয়েটাকে তার মা ধরে রেখেছিল, গাড়িতে উঠতে সাহায্য করবার সময় দাঁতের ফাঁক দিয়ে কানে কানে কি যেন আদেশ করছিল। চকিতে একবার মাথা ঘুরিয়ে মা হেগেনের দিকে তাকিয়েছিল, তার চোখে হেগেন দেখতে পেল বাজপাখির উগ্র উল্লাস। তারপর সেও গাড়িতে উঠে পড়ল।

হেগেন ভাবল তাহলে এই জন্য ওকে প্লেনে করে নিয়ে যাওয়া হয়নি। চিত্রপ্রযোজকের সঙ্গে এই মা-মেয়ে গেছিল। তাতে ডিনার খাবার আগে য়োলট্স্ খানিকটা বিশ্রাম করবার আর ঐ ছোট মেয়েটার সঙ্গ করবার সময় পেয়েছিল। আর জনি এই জগতে বাস করতে চায়? তার কপাল খুলুক, য়োলট্সের কপাল খুলুক।

তাড়াহুড়োর কাজ পলি গাটো ভালোবাসত না, বিশেষত কাজটা যদি হিংসাত্মক হয়। আগে থাকতে গুছিয়ে কাজ করতে সে ভালোবাসত। তাছাড়া আজকের এই কাজটা নেহাৎ বাজে কাজ হলেও, কেউ কোনো ভুল করে ফেললেই, একটা গুরুত্বপূর্ণ ব্যাপারে পরিণত হতে পারত। এখন বীয়রে চুমুক দিতে দিতে চারদিকে চেয়ে, পলি দেখে নিল বারের কাছে বসা রদ্দি ছোকরা দুটো খেলো মেয়েমানুষ দুটোর সঙ্গে কেমন জমিয়ে তুলছে।

ছোকরা দুটোর সম্বন্ধে যা জানবার ছিল, পলি সবই জানত। ওদের নাম জেরি ওয়াগনার আর কেভিন মুনান। দুজনারই বছর কুড়ি বয়স, দেখতে ভালোই, বাদামী রঙের চুল, লম্বা, বলিষ্ঠ গড়ন। দু সপ্তাহের মধ্যে দুজনারই শহরের বাইরে কলেজে ফিরে যাবার কথা। দুজনারই বাপের রাজনৈতিক প্রতিপত্তি ছিল এবং সেই জন্য আর কলেজে পড়ছে বলে বাধ্যকরি সামরিক কর্তব্যের জন্য ওদের যেতে হয়নি। আমেরিগো বনাসেরার মেয়েকে আক্রমণ করার জন্য দুজনার দণ্ডই মকুফ হয়েছে, পলি তাও জানত। পলি গাটো ভাবছিল যত সব পাজি বজ্জাত, সামরিক কর্তব্য এড়িয়ে, আইন ভেঙে, রাত বারোটার পর বারে বসে মদ খাওয়া আর বেশ্যাদের পিছনে ঘোরা হচ্ছে!

পলি শুনতে পাচ্ছিল একটা মেয়ে হাসছে আর বলছে, "ক্ষেপেছ, জেরি? তোমার সঙ্গে এক গাড়িতে কোথাও যাচ্ছি নে। ঐ বেচারার মতো শেষ পর্যন্ত হাসপাতালে গিয়ে উঠতে পারব না।" হিংসে আর আত্মপ্রসাদে গলার স্বর মকমক্ করছিল। গাটোর পক্ষে ঐ যথেষ্ট।

বীয়রটুকু শেষ করে সে অন্ধকার পথে বেরিয়ে পড়ল। চমৎকার। রাত বারোটা বেজে গেছিল। আর একটি মাত্র বারে আলো দেখা যাচ্ছিল। বাকি সব দোকানপাট বন্ধ। থানার টহলদার গাড়ির ব্যবস্থা ক্লেমেন্জা আগেই করে রেখেছিল। রেডিওতে ডাক না পড়া অবধি তারা এদিক পানে ঘেঁষবে না, তারপর আসবে যতটা আস্তে সম্ভব।

চার-দরজা-ওয়ালা শেভ্রলে সিডানের দরজা ঠেস দিয়ে পলি দাঁড়িয়ে থাকল। পিছনের সীটে যে দুজন লোক বসে ছিল, তারা খুব লম্বা চওড়া হলেও, এক রকম অদৃশ্য। পলি বলল, "বেরুলেই লেগে যাবে।"

তখনো ওর মনে হচ্ছিল যে বড় তাড়াতাড়ি ব্যবস্থা করা হয়েছে। ক্লেমেন্জা ওকে ছোঁড়া দুটোর পুলিসের তৈরি ছবির কপি দিয়েছিল, বলে দিয়েছিল রোজ রাতে তারা কোথায় মদ খেতে গিয়ে, বার থেকে মেয়েমানুষ সংগ্রহ করে। পলি পারিবারিক ব্যবসার দুজন গুণ্ডা এনে, ছোঁড়া দুটোকে দেখিয়ে দিয়েছিল। কি ভাবে কাজ করতে হবে তাও বলে দিয়েছিল। মাথার ওপর কিংবা পিছনে মারবে না, দৈবাৎ কেউ মারা পড়লে চলবে না। তা ছাড়া যদ্দুর যা খুশি করতে পারে। সেই সঙ্গে কানে শুধু একটা সতর্কবাণীও দিয়েছিল, "ব্যাটারা যদি হাসপাতাল থেকে এক মাসের আগে ছাড়া পায়, তোমাদেরও ফের সেই ট্রাক চালানোর কাজে লাগানো হবে।"

বিশাল মানুষ দুটো গাড়ি থেকে নামছিল। দুজনেই ছিল প্রাক্তন মুষ্টিযোদ্ধা, তবে ছোট ছোট ক্লাবে খেলা দেখানোর বেশি গড়ায়নি, সনি কর্লিয়নি কিঞ্চিৎ টাকা ধার দেওয়ার কারচুপি করে ওদের এমন বন্দোবস্ত করে দিয়েছিল যে ভদ্রভাবে খাওয়া-পরা চলে যেত। কাজেই ওদের পক্ষেও খানিকটা কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করতে চাওয়াটাই স্বাভাবিক।

জেরি ওয়াগনার আর কেভিন মুনান যখন মদের আড্ডা থেকে বেরিয়ে এল, তাদের অবস্থাটা একটা গণ্ডগোলেরি উপযুক্ত। বারের মেয়েটার টিটকিরিতে তাদের কাঁচা বয়সের আত্মসম্মানে খোঁচা লেগেছিল। পলি গাটো তার গাড়ির ফেণ্ডারে ঠেস দিয়ে, বিদ্রূপের

হাসির সঙ্গে ডেকে বলল, "কই হে ক্যাসানোভা, মেয়েগুলোর কাছে কেমন ধাঁ্যাতানি খেলে ?"

ছোকরা দুজন মহা আনন্দে ওর দিকে ফিরে দাঁড়াল। পলিকে দেখেই মনে হল নিজেদের অপমানের শোধ তুলবার এই তো সুযোগ। বেজিমুখো, বেঁটে, পাতলা, তার ওপর চালিয়াতের একশেষ। সাগ্রহে ওরা পলির ওপর ঝাঁপিয়ে পড়ল ; সঙ্গে সঙ্গে দুটো লোক এসে ওদের হাত কষে চেপে ধরল। সেই মুহূর্তে পলি গাটোও ডান হাতে ১/১৬ ইঞ্চি লোহার কাঁটা বসানো, পিতল দিয়ে বিশেষ ভাবে তৈরি, আঙুলের গাঁট-ঢাকা, অর্থাৎ নাক্‌ল্ ডাস্টার পরে নিল। ওর সময়জ্ঞান ছিল নিখুঁৎ, সপ্তাহে তিন বার জিমনেসিয়মে গিয়ে মহড়া দিত। ওয়াগনার নামক ছোকরার নাকে প্রথমেই পলি প্রচণ্ড এক বাড়ি বসিয়ে দিল। যে লোকটা ওয়াগনারকে ধরে রেখেছিল, সে ওকে এবার শূন্যে তুলে ফেলল, তার কুঁচকিটা হাতের কাছে পাওয়াতে, পলি হাত ঘুরিয়ে লাগাল একটা মোক্ষম আপার-কাট। ন্যাতার মতো ঝুলে পড়ল ওয়াগনার, লম্বা চওড়া লোকটা তাকে মাটিতে ছেড়ে দিল। সমস্ত ব্যাপারটাতে সময় লেগেছিল বড় জোর ছয় সেকণ্ড।

এবার দুজনে মিলে কেভিন মুনানের দিকে নজর দিল। সে ব্যাটা চ্যাঁচাবার চেষ্টা করছিল। তাকে যে লোকটা পিছন থেকে ধরে রেখেছিল, সে পেশীবহুল বিশাল একটি হাতই কাজে লাগিয়েছিল। অন্য হাতটা দিয়ে এবার সে মুনানের গলা টিপে ধরল, যাতে এতটুকু শব্দ না বেরোয়।

পলি গাটো এক লাফে গাড়িতে উঠে স্টার্ট দিল। লম্বা চওড়া লোক দুটো মুনানকে পিটিয়ে ছাতু করে দিচ্ছিল। ভয়াবহ রকম সুচিন্তিত ভাবে ওকে পেটাচ্ছিল, যেন হাতে এন্তার সময় রয়েছে। এলোপাতাড়ি দমাদম পেটাচ্ছিল না, ধীরেসুস্থে একের পর এক বাড়ি দিচ্ছিল, বিশাল দেহের সমস্ত শক্তি দিয়ে। থ্যাপ্ করে প্রত্যেকটা বাড়ি লাগতেই সেখানকার চামড়া ফেটে যাচ্ছিল। একবার মুনানের

মুখটা গাটোর চোখে পড়ল। চিনবার জো ছিল না। তারপর ফুটপাথে মুনানকে ফেলে রেখে লোক দুটো আবার ওয়াগনারের দিকে ফিরল। সে ছোকরা উঠে দাঁড়াবার চেষ্টা করছিল, চেঁচিয়ে সাহায্য ডাকতে শুরু করেছিল। কে একজন মদের আড্ডা থেকে বেরিয়ে আসাতে, ওদের আরো তাড়াতাড়ি কাজ করতে হল। ঘুষি মেরে ওয়াগনারকে ওরা হাঁটু গেড়ে বসিয়ে দিল। একজন ওর হাত ধরে পেঁচিয়ে দিল, তারপর শিরদাঁড়ায় এক লাথি কষাল। একটা কিছু মটকাবার শব্দ হল, ওয়াগনারের বিকট আর্তনাদের ফলে রাস্তার সব বন্ধ জানলা খুলে যেতে লাগল। ওরা খুব তাড়াতাড়ি কাজ করতে লাগল। একজন দু হাতে ওয়াগনারের মাথাটা তুলে ধরল, অন্যজন নির্দিষ্ট লক্ষ্যে প্রচণ্ড এক কিল মারল। মদের আড্ডা থেকে আরো লোক বেরিয়ে আসতে লাগল, কিন্তু কেউ বাধা দিল না। পলি গাটো চেঁচিয়ে বলল, "চলে এসো, ঢের হয়েছে।" লম্বা-চওড়া লোক দুটোও এক লাফে গাড়িতে উঠে পড়তেই, পলি গাড়ি নিয়ে সবেগে প্রস্থান করল। পরে কেউ নিশ্চয় গাড়িটার বর্ণনা দেবে, লাইসেন্স প্লেটের নম্বর বলবে। তাতে কিছু এসে-যাবে না। চুরি করা ক্যালিফর্নিয়ার প্লেট। আর নিউ ইয়র্ক শহরে এক লাখ শেভ্রলে সিডান আছে।

দুই

বৃহস্পতিবার সকালে টম হেগেন শহরে তার আইন আপিসে এসে পৌঁছল। তার ইচ্ছা ছিল শুক্রবার ভার্জিল সলট্‌সোর সঙ্গে সাক্ষাৎ-কারের আগে কাগজ-কলমের বাকি কাজ সব সেরে ফেলে, গুছিয়ে তুলে রাখবে। এই সাক্ষাৎকারের এতই গুরুত্ব যে টম ডনকে বলেছিল পারিবারিক ব্যবসার জন্য সলট্‌সো যে প্রস্তাব দেবে, তার প্রস্তুতির জন্য একটা গোটা সন্ধ্যা লেগে যাবে। হেগেন সমস্ত খুঁটিনাটি গুছিয়ে নিতে চাইছিল, তাহলে একেবারে ভারশূন্য মনে ও প্রস্তুতি-পর্বের মিটিংটাতে

যেতে পারবে।

মঙ্গলবার অনেক রাতে হেগেন যখন ক্যালিফর্নিয়া থেকে ফিরে য়োলট্‌সের সঙ্গে কথাবার্তার ফলাফল জানিয়েছিল, তখন ডন এতটুকু আশ্চর্য হয়েছেন বলে মনে হয়নি। হেগেনের কাছ থেকে তিনি বিস্তারিত বিবরণী শুনেছিলেন, সেই সুন্দর ছোট মেয়েটি আর তার মা'র কথা শুনে বিরূপতায় তাঁর মুখ বিকৃত হয়েছিল। বিড়বিড় করে মন্তব্য করেছিলেন, "কি জঘন্য!" তাঁর সব চাইতে আপত্তিব্যঞ্জক কথা। শেষে হেগেনকে একটি মাত্র প্রশ্ন করেছিলেন, "লোকটার কি সত্যি-কার পৌরুষ আছে?"

প্রশ্নটার কি মানে হতে পারে, তাই নিয়ে হেগেন অনেক ভেবে-ছিল। এক সঙ্গে অনেক বছর থাকার ফলে ও জানত যে সাধারণ লোকের চাইতে ডনের মূল্যবোধ এত আলাদা যে তাঁর কথারও অন্য মানে হতে পারে। য়োলট্সের কি ব্যক্তিত্ব আছে?

তার কি মনের জোর আছে? আছে বৈকি, কিন্তু সে-কথা ডন জানতে চাননি। ঐ চলচ্চিত্র প্রযোজকের কি এতটা মুরোদ আছে যে ধাপ্পায় ঘাবড়ায় না? ছবি করতে দেরি হলে যে বিস্তর আর্থিক ক্ষতি স্বীকার করতে হবে, তার প্রধান তারকার হেরোইনের নেশা এই গুজব রাষ্ট্র হলে যে নিন্দার ঝড় উঠবে, সে-সব কি সে বহন করতে রাজী আছে? আবার এর উত্তর হল, হ্যাঁ, আছে। কিন্তু ডন তাও জিজ্ঞাসা করেননি। শেষ পর্যন্ত মনে মনে হেগেন প্রশ্নটার প্রকৃত ব্যাখ্যাটাই ঠিক করে ফেলল। জ্যাক য়োলট্‌সের কি এতখানি পৌরুষ আছে যে আত্মসম্মানের জন্য, প্রতিশোধের জন্য, সব কিছু বিপন্ন করবার, সমস্ত হারাবার ঝুঁকি নিতে সে প্রস্তুত?

হেগেন একটু হাসল। সে খুব ক্বচিৎ হাসত, এখন কিন্তু সে ডনের সঙ্গে একটু পরিহাস না করে পারল না। "আপনি জানতে চাইছেন ও একজন সিসিলীয় কি না।" প্রসন্নভাবে মাথা দোলালেন ডন, পরিহাসটার মধ্যে যে আত্মপ্রসাদ ছিল সেটাকে আর তার যাথার্থ্যটাকে

মেনে নিলেন।

ব্যস্, ঐ পর্যন্ত। পরদিন পর্যন্ত প্রশ্নটা নিয়ে চিন্তা করেছিলেন ডন। বুধবার বিকেলে হেগেনকে তাঁর বাড়িতে ডেকে, তাকে কিছু আদেশ দিয়েছিলেন। সেই আদেশ পালন করতেই হেগেনের বাকি দিনটা কেটেছিল ; শ্রদ্ধায় অভিভূত হয়ে গেছিল সে। ডন যে সমস্যার সমাধান করে ফেলেছেন, সে-বিষয়ে হেগেনের মনে কোনো সন্দেহই ছিল না ; য়োলট্স্ নিশ্চয়ই কাল সকালে টেলিফোন করে জানিয়ে দেবে যে তার নতুন যুদ্ধের ছবিতে, প্রধান ভূমিকায় নামবে জনি ফণ্টেন।

ঠিক সেই মুহূর্তে সত্যিই ফোন বেজেছিল, কিন্তু কথা বলছিল আমেরিগো বনাসেরা। কৃতজ্ঞতায় তার গলা কাঁপছিল। হেগেনকে সে অনুরোধ করল ডনের কাছে তার চিরকৃতজ্ঞতা নিবেদন করতে। তিনি তাকে একবার খবর দিলেই হল। দেবতুল্য ধর্মবাপের জন্য বনাসেরা প্রাণ পর্যন্ত দিতে প্রস্তুত। হেগেন কথা দিল সে অবশ্যই ডনকে জানাবে।

ডেলি নিউজ কাগজের মাঝের পাতায় বড় করে একটা ছবি বেরিয়েছিল, রাস্তার মধ্যিখানে জেরি ওয়াগনার আর কেভিন মুনান পড়ে আছে। অতি সুপটু বীভৎস ছবি, দেখে মনে হচ্ছিল ওরা মানুষের থেঁতলানো দেহাবশেষ। নিউজে লিখেছিল যে আশ্চর্যের বিষয় হল যে কেউ মরেনি, যদিও তাদের অনেক মাস হাসপাতালে পড়ে থাকতে হবে, এবং মুখ মেরামতের জন্য প্ল্যাস্টিক সার্জারির দরকার হবে।

হেগেন একটু লিখে নিল যে ক্লেমেন্জাকে বলতে হবে পলি গাটোর জন্য কিছু করা উচিত। মনে হচ্ছে লোকটা খুব দক্ষ।

এর পর ঝাড়া তিন ঘণ্টা ধরে হেগেন অতি দ্রুত সুপটু ভাবে কাজ করে গেল, ডনের জমিজমার আয়ের পাকা হিসাব, জলপাই-তেল আমদানির আর স্থাপত্য কোম্পানির আয়-ব্যয়ের হিসাব ইত্যাদি। আপাততঃ কোনোটা থেকেই খুব একটা লাভ হচ্ছিল না, কিন্তু যুদ্ধ শেষ

হয়ে যাওয়াতে সবগুলো থেকেই মোটা মুনাফা আশা করা যেতে পারে।

জনি ফন্টেনের সমস্যাটা হেগেন প্রায় ভুলেই গেছিল, এমন সময় ওর সেক্রেটারি জানাল ক্যালিফর্নিয়া থেকে ফোন এসেছে। ফোন তুলে হেগেন বলল, "হেগেন বলছি।" মনে প্রত্যাশার শিহরণ লেগে গেছিল।

রাগে বিদ্বেষে বিকৃত, প্রায় চেনা যায় না এমন স্বরে য়োলট্‌স্‌ চেঁচিয়ে বলল, "বেল্লিক হারামজাদা, একশো বছরের জন্য তোমাদের জেলে পুরব। তোমাকে আমি দেখে নেব, তাতে আমি দেউলে হই আর যাই হই। তোমার ঐ জনি ফন্টেনের অঙ্গচ্ছেদ করব; শুনতে পাচ্ছ, শালার ইতালীয় গর্ভস্রাব!"

হেগেন নরম গলায় বলল, "আমি আধা জর্মান, আধা আইরিশ।" অনেকক্ষণ চুপচাপের পর ফোন কেটে দেবার শব্দ হল। হেগেন মৃদু হাসল। এর মধ্যে একবারও য়োলট্‌স্‌ স্বয়ং ডন কর্লিয়নির বাপান্ত করেনি। প্রতিভার খাতির আছে।

জ্যাক য়োলট্‌স্‌ সর্বদা একা ঘুমোত। ওর খাটটা ছিল এত বড় যে দশজন লোক ধরে যেত, শোবার ঘরটা এত প্রকাণ্ড যে চলচ্চিত্রের একটা বল-রুমের দৃশ্য তোলা যেত। কিন্তু দশ বছর আগে ওর প্রথম স্ত্রীর মৃত্যুর পর থেকে ও একাই শুত। তার মানে নয় যে মেয়েদের সঙ্গে ওর কোনো দৈহিক সম্পর্ক ছিল না। এতটা বয়স হওয়া সত্ত্বেও, ওর শারীরিক উদ্যম ছিল প্রচুর, কিন্তু আজকাল একমাত্র তরুণী কিশোরী ছাড়া কেউ ওকে উত্তেজিত করতে পারত না। এবং সন্ধ্যা বেলায় কয়েক ঘণ্টার মধ্যেই দেহের আর ধৈর্যের সহ্যসীমা অতিক্রান্ত হত।

যে কারণেই হোক এই বিশেষ বৃহস্পতিবারটিতে খুব ভোরে ওর ঘুম ভেঙে গেছিল। ভোরের আবছায়া আলোতে বিশাল শোবার ঘরটাকে কুয়াশা-মাখা ঘাসজমির মতো মনে হচ্ছিল। অনেক নিচে পায়ের কাছে একটা পরিচিত আকৃতি চোখে পড়তেই ধড়মড় করে য়োলট্‌স্‌ উঠে বসল, আরেকটু ভালো করে দেখবার জন্য। আকৃতিটা একটা ঘোড়ার

মাথার মতো। তখনো শরীরটা ধাতস্থ না হওয়াতে, হাত বাড়িয়ে য়োলট্স্ টেবিলের ওপরকার রাত-বাতিটা জ্বালল।

যা দেখল তাতে ওর শরীর অপ্রকৃতিস্থ হয়ে উঠল। বুকের ওপর যেন বিশাল হাতুড়ির ঘা পড়ল, হৃৎপিণ্ড ধড়ফড় করতে লাগল, গা গুলিয়ে উঠল। পুরু দামী গালচের ওপর বমি ছিটকে পড়ল।

বিশাল ঘোড়া খারটুমের কালো রেশমের মতো কালো কাটা মুণ্ডুটা এক দলা ঘনীভূত রক্তের ওপর বসানো। সাদা দড়ির মতো স্নায়ুগুলো দেখা যাচ্ছিল। মুখে ফেনা; আপেলের মতো বড় বড় চোখ দুটি সোনার মতো উজ্জ্বল ছিল, এখন সেগুলি বাসি জমাট-বাঁধা রক্তপাতে পচা ফলের রঙ ধরেছে। বিকট জান্তব ভীতিতে য়োলট্সের মন সহসা ভরে গেল, সেই আতঙ্কের চোটে চিৎকার করে চাকরদের ডাক দিল আর সেই আতঙ্কেরই বশবর্তী হয়ে হেগেনকে ফোনে ডেকে য়োল্ট্সের ঐ অসংযত শাসানি।

য়োলট্সের বাটলার ওর ঐ উন্মাদের প্রলাপ শুনে ঘাবড়ে গিয়ে ওর নিজের চিকিৎসককে আর স্টুডিওর প্রধান সহকারীকে ডেকেছিল। কিন্তু তারা এসে পৌঁছবার আগেই য়োলট্স্ নিজেকে সামলে নিয়েছিল।

য়োলট্স্ একেবারে স্তম্ভিত হয়ে গেছিল। এ কি রকম লোক যে ছয় লক্ষ টাকা দামের একটা ঘোড়াকে বিনাশ করতে পারে? একটা সতর্কবাণী নয়। কাজটাকে, কাজটার হুকুমটাকে রদ্ করবার জন্য কোনো আলোচনা পর্যন্ত নয়। এই নির্মমতা, মূল্য সম্বন্ধে এই নিছক অবজ্ঞা এমন একটা মানুষের পরিচয় দিচ্ছে যে নিজেই নিজের আইন, এমন কি নিজের ঈশ্বর। এমন একটি লোক, যার এই রকম স্বেচ্ছাচারের পিছনে একটা প্রচণ্ড ক্ষমতা আর চাতুর্য কাজ করছে, তার ফলে য়োলট্সের আস্তাবলের নিরাপত্তা ব্যবস্থা একেবারে নস্যাৎ হয়ে গেছে। ততক্ষণে য়োলট্স্ খবর পেয়েছিল ঘোড়াটাকে আগে ওষুধ খাইয়ে একেবারে বেহুঁস করে ফেলে, তারপর ধীরেসুস্থে একটা কুড়ুল দিয়ে ঐ বিরাট তিনকোণা মুণ্ডুটাকে আলাদা করে ফেলা হয়েছিল। রাতে যাদের

পাহারার ডিউটি ছিল তারা বলছে তারা কোনো শব্দই শুনতে পায়নি। য়োল্টস্‌সের মতে সেটা অসম্ভব। ওদের দিয়ে কথা বলানো যেতে পারে। ওদের টাকা দিয়ে কিনে রাখা হয়েছিল, কে কিনেছিল সেটা স্বীকার করতে ওদের বাধ্য করা যেতে পারে।

য়োলট্‌স্‌ মোটেই নির্বোধ ছিল না। তবে বড় বেশি দাম্ভিক। ও ভেবেছিল ওর নিজের এলাকায় ওর যা ক্ষমতা, সেটা বুঝি ডন কর্লিয়নির ক্ষমতার চাইতে প্রবল। সে-কথা যে সত্যি নয়, তার একটু প্রমাণ পাবার ওর দরকার ছিল। বার্তাটা ওর হৃদয়ঙ্গম হয়েছিল। বার্তাটা হল যে ওর যতই না ধনসম্পদ, যুক্তরাষ্ট্রের প্রেসিডেন্টের পৃষ্ঠপোষকতা এবং এফ.বি. আইয়ের পরিচালকের বন্ধুত্বের ওপর দাবি থাকুক, অখ্যাত একটা ইতালীয় তেল আমদানিকার ওর হত্যার ব্যবস্থা করবে। বাস্তবিকই তাই করবে। কেন না একটা চলচ্চিত্রে জনি ফন্টেনকে তার ইপ্সিত ভূমিকা দেওয়া হচ্ছে না। ব্যাপারটা একেবারে অবিশ্বাস্য। ও রকম আচরণ করবার কারো অধিকার নেই। লোকে ওরকম আচরণ করলে, পৃথিবীটার আর বাকি থাকল কি? স্রেফ পাগলামি। ওর মানেটা দাঁড়ায় যে নিজের ব্যবসায়ে, নিজের টাকা খরচ করে নিজের হুকুম চালাবার ক্ষমতা থাকা সত্ত্বেও, নিজের ইচ্ছামতো কাজ করা যায় না। এ যে কমিউনিস্টবাদের চাইতেও দশগুণ খারাপ। এ সব ভেঙে দেওয়া উচিত। এ সব চলতে দেওয়া কখনোই ঠিক নয়।

ডাক্তার ওকে মৃদু সেডেটিভ্‌ দিতে চাইলে য়োলট্‌স্‌ আপত্তি করেনি। এতে শরীরটা কিছুটা ঠাণ্ডা হওয়াতে, যুক্তিযুক্ত ভাবে চিন্তা করার সুবিধা হল। আসলে যাতে ও স্তম্ভিত হয়ে গেছিল, সেটি হল ঐ কর্লিয়নি লোকটা কেমন অবলীলাক্রমে ছয় লক্ষ ডলার দামের একটা বিশ্ববিখ্যাত ঘোড়াকে বিনাশ করার আদেশ দিয়ে দিল। ছয় লক্ষ ডলার। আর এ তো সবে কলির সন্ধ্যে! য়োলট্‌স্‌ শিউরে উঠল। নিজের চেষ্টায় কেমন একটা জীবন গড়ে তুলেছে সে বিষয়ে সে ভাবতে লাগল। দস্তুর মতো বড়লোক। তর্জনী হেলনে এবং কনট্র্যাক্টের

প্রতিশ্রুতি দিলেই, বিশ্বের সেরা সুন্দরীরা ওর হাতের মুঠোয়। রাজা-রানীদের বাড়িতে ও অতিথি হয়। টাকা ও ক্ষমতার সাহায্যে যতটা সম্ভব নিখুঁত জীবন যাপন করে। একটা খেয়ালের জন্য এসব বিপন্ন করা পাগলামি। হয়তো কর্লিয়নির নাগাল পাওয়া যেতে পারে। ঘোড়-দৌড়ের ঘোড়া মারলে, আইন কি শাস্তির ব্যবস্থা করেছে? পাগলের মতো হাসতে লাগল য়োলট্স্, ওর ডাক্তার আর চাকররা ভয় ও উদ্বেগের সঙ্গে চেয়ে রইল। হঠাৎ একটা খেয়াল হল। একজন লোক তাচ্ছিল্যের সঙ্গে এরকম দাম্ভিকভাবে ওর ক্ষমতাকে কাঁচকলা দেখিয়েছে বলে ও যে সারা ক্যালিফর্নিয়ার কাছে হাস্যাস্পদ হবে; তার ফলে য়োলট্স্ মন ঠিক করে ফেলল। ঐ কারণে এবং হয়তো তাহলে ওরা ওকে নাও মারতে পারে এই ভেবে। হয়তো এর চাইতেও ধূর্ত আর বেদনাদায়ক কোনো মৎলব জমা আছে ওদের।

প্রয়োজনীয় আদেশ দিয়েছিল য়োলট্স্। সঙ্গে সঙ্গে ওর বিশ্বস্ত ব্যক্তিগত কর্মচারীরা কাজে লেগে গেল। স্টুডিওর আর য়োলট্সের নিজের চিরন্তন আক্রোশের ভয় দেখিয়ে, চাকরদের আর ডাক্তারকে প্রতিজ্ঞা করিয়ে নেওয়া হল যে কাউকে কিছু বলবে না। সংবাদপত্রে খবর দেওয়া হল, ঘোড়দৌড়ের ঘোড়া খারটুমের কোনো কঠিন রোগের দরুন মৃত্যু হয়েছে, ইংল্যাণ্ড থেকে আসবার পথে জাহাজেই ব্যাধির সংক্রমণ হয়ে থাকবে। য়োলট্সের সম্পত্তির একটি গোপন স্থানে ঘোড়ার দেহ সমাধিস্থ হল।

এ সবের ছয় ঘণ্টা বাদে চলচ্চিত্রের কার্যকরী প্রযোজক জনি ফন্টেনকে টেলিফোন করে জানাল সে যেন আগামী সোমবার কাজের জন্য স্টুডিওতে উপস্থিত থাকে।

সেদিন সন্ধ্যায় হেগেন ডনের বাড়ি গিয়েছিল, পরদিন ভার্জিল সলট্সোর সঙ্গে জরুরী বৈঠকের জন্য তাঁকে প্রস্তুত করে নিতে। ডন তাঁর বড় ছেলেকে উপস্থিত থাকতে বলেছিলেন; সনি কর্লিয়নির ভারি

কিউপিড মুখটা ক্লান্তিতে অবসন্ন, থেকে থেকে সে এক গেলাস জলে চুমুক দিচ্ছিল। হেগেনের মনে হল নিশ্চয় ঐ নীত-কনের সঙ্গে এখনো খুব চালাচ্ছে। এ আরেকটা দুশ্চিন্তার কারণ।

তাঁর ডি নোবিলি চুরুটটি টানতে টানতে ডন কর্লিয়নি আরাম-কেদারায় বসলেন। ঐ রকম এক বাক্স চুরুট হেগেন সর্বদা তার ঘরে রাখত। অনেক চেষ্টা করেছিল ডনকে ওটা ছেড়ে হাভানা ধরাতে, কিন্তু তিনি বলতেন হাভানা তাঁর গলায় ধরে।

ডন জিজ্ঞাসা করলেন, "যা যা জানা দরকার, সব আমাদের জানা হয়ে গেছে কি?"

হেগেন একটা মোড়ক খুলল, তার মধ্যে ওর সব প্রয়োজনীয় তথ্য লেখা ছিল। ঐ নোটগুলোর মধ্যে এমন কিছু ছিল না যার জন্য ওদের ওপর কোনো দোষারোপ করা চলে, খালি দু-একটি দুর্বোধ্য কথার স্মারক-লিপি, যাতে প্রয়োজনীয় কোনো তথ্য বাদ পড়ে না যায়। হেগেন বলল, "সলট্সো আমাদের সহযোগিতা চাইতে আসছেন। উনি আমাদের পক্ষ থেকে দশ লক্ষ ডলারের মূলধন প্রার্থনা করবেন এবং কথা দেবেন তার জন্য আমাদের আইনের কবলে পড়তে হবে না। তার বদলে আমরা ব্যবসার একটা অংশ পাব, কতখানি তা অবশ্য কেউ জানে না। টাটাগ্লিয়া পরিবার সলট্সোর জামিন হচ্ছে, তারাও হয়তো একটা অংশ নেবে। ব্যবসাটা হল মাদক দ্রব্যের। তুর্কিতে সলট্সোর যোগসূত্র আছে, সেখানে পপি ফুলের চাষ হয়। সেখান থেকে জিনিসটাকে সিসিলিতে পাঠানো হয়। কোনোই অসুবিধা নেই। সিসিলিতে ওঁর কারখানা আছে, তারা আফিং থেকে হেরোইন বানায়। ওঁর সব নিরাপত্তা ব্যবস্থা আছে, তাতে দরকার হলে কারবারটা মর্ফিনে নামিয়ে ফেলা যায়, আবার হেরোইনে তোলা যায়। যদ্দূর মনে হচ্ছে সিসিলির হেরোইন তৈরির কারখানার ভালো নিরাপত্তা ব্যবস্থা। একমাত্র অসুবিধা হল তৈরি জিনিসটা এ দেশে আনা এবং তার বিলি-ব্যবস্থা করা। তাছাড়া প্রাথমিক মূলধনও লাগবে। দশ লক্ষ ডলার তো আর গাছে

হয় না।” হেগেন দেখল ডন কর্লিয়নি মুখ বিকৃত করছেন। ব্যবসা-বাণিজ্যের মধ্যে নিষ্প্রয়োজন চাল দেওয়াটা বুড়ো ভদ্রলোকের পছন্দ ছিল না। তাড়াতাড়ি হেগেন বলে চলল “ওরা সলট্‌সোকে ‘তুর্ক’ বলে ডাকে। তার দুটো কারণ। প্রথম কথা, উনি দীর্ঘকাল ঐ দেশে কাটিয়েছেন আর শোনা যায় ওঁর নাকি তুর্কী স্ত্রী আর ছেলেমেয়ে আছে। দ্বিতীয় কথা ছোরা খেলাতে উনি ওস্তাদ, অন্ততঃ কম বয়সে তাই ছিলেন। তবে শুধ্‌ ব্যবসা সংক্রান্ত ঝামেলায় এবং তাও যদি কোনো ন্যায্য অভিযোগ থাকত। ভারি দক্ষ লোক, নিজের মুনিব নিজে। তবে ওঁর রেকর্ড আছে, দুবার জেল খেটেছেন, একবার ইতালীতে, একবার যুক্তরাষ্ট্রে, কর্তৃপক্ষ ওঁকে মাদক ব্যবসায়ী বলে চিনে রেখেছে। এতে আমাদের একটু সুবিধা হয়ে যেতে পারে। অর্থাৎ ওঁকে কখনো সাক্ষ্য দেবার অধিকার দেওয়া হবে না, কারণ উনি ঐ ব্যবসার পাণ্ডা বলে পরিচিত, তাছাড়া ওঁর জেল খাটার রেকর্ড আছে। তার ওপর ওঁর মার্কিনী স্ত্রীও আছেন, তিনটি ছেলেমেয়ে আছে, সৎ স্বামী ও বাপ বলে নামও আছে। যতক্ষণ উনি জানতে পারছেন যে ওদের জীবনযাত্রার জন্য টাকাকড়ির অভাব হবে না, ততক্ষণ উনি যে-কোনো ঝুঁকি ঘাড়ে নিতে প্রস্তুত আছেন।”

চুরুট ফুঁকতে ফুঁকতে ডন বললেন, “সনি, তোমার কি মত?” সনি কি বলবে হেগেনের জানা ছিল। ডনের বুড়ো আঙুলের তলায় থেকে সনি হাঁপিয়ে উঠছিল। ও নিজের একটা স্বাধীন দায়িত্ব চাইছিল। এই রকম একটা কিছু হলে তো কথাই নেই।

স্কচ্‌ হুইস্কিতে লম্বা চুমুক দিয়ে সনি বলল, “ঐ সাদা গুঁড়োতে মেলা টাকা। কিন্তু বিপদও আছে। কেউ কেউ কুড়ি বছরের মেয়াদের মামলায় পড়ে যেতে পারে। আমার মতে যদি হাতে-কলমে কাজ থেকে সরে থাকি এবং শুধু প্রশ্রয় আর অর্থ দিই, তাহলে ভালোই হয়।”

হেগেন সনির দিকে সপ্রশংস দৃষ্টি দিল। ব্যাটা ভালো করেই তাস

সাজিয়েছে। প্রকট ব্যবস্থার কথাই শুধু তুলেছে, ওর পক্ষে সে-ই ভালো। ডন চুরুট ফুঁকতে ফুঁকতে বললেন, "আর টম, তুমি কি বল?"

সম্পূর্ণ সততা রক্ষা করার জন্য হেগেন নিজেকে তৈরি করে নিল। সে ততক্ষণে এই সিদ্ধান্তে পৌঁছেছিল যে ডন কখনো সলট্‌সোর প্রস্তাবে সম্মত হবেন না। কিন্তু তার চাইতেও খারাপ হল, হেগেনের দৃঢ় বিশ্বাস ছিল যে তার অভিজ্ঞতায়, যেটা ক্বচিৎ হয়, এবার তাই হয়েছে, ডন ব্যাপারটাকে ভালো করে তলিয়ে দেখেননি। উনি যথেষ্ট দূরদৃষ্টি প্রয়োগ করছেন না।

ওকে উৎসাহ দিয়ে ডন বললেন, "বলেই ফেল, টম, সিসিলীয় কনসিলিওরিরাও সব সময় তাদের মালিকদের সঙ্গে একমত হয় না।" সকলে হেসে উঠল।

হেগেন বলল, "আমার মনে হয় আপনার রাজী হওয়াই উচিত। প্রকট কারণগুলো তো আপনি বুঝতেই পারছেন। কিন্তু সব চাইতে প্রধান কারণ হল এই: অন্য যে-কোনো ব্যবসার চাইতে মাদকের ব্যবসায় বেশি লাভের সম্ভাবনা। আমরা এর মধ্যে না ঢুকলে আর কেউ ঢুকে যাবে। হয়তো টাটাগ্লিয়া পরিবার ঢুকবে। ব্যবসা থেকে যে মুনাফা পাবে, তাই নিয়ে ওরা আরো বেশি করে পুলিসের আর রাজনৈতিক পৃষ্ঠপোষকতা কিনে ফেলবে। আমাদের চাইতে ওদের বেশি প্রতিপত্তি হবে। শেষমেষ ওরা আমাদের পিছনে লাগবে, আমাদের যা আছে সেটিও গাপ করবার উদ্দেশ্যে। দেশে দেশে যেমন হয়। অন্যরা অস্ত্রশস্ত্র বাড়ালে আমাদেরও বাড়াতে হয়। অন্যদের যদি আর্থিক ক্ষমতা আমাদের চাইতে বেশি হয়, তারা আমাদের আশঙ্কার কারণ হয়ে ওঠে। এখন আমাদের হাতে জুয়োর ক্ষেত্রটা আছে, ইউনিয়নগুলো আছে, এতাবৎ ওগুলোই হল সবার সেরা জিনিস। তবু আমি মনে করি ভবিষ্যতে মাদক ব্যবসাই হবে সেরা ব্যবসা। আমার মতে ও-ব্যবসার খানিকটা হস্তগত করতে না পারলে, আমাদের যা আছে তাও বিপন্ন হবে। হয়তো এক্ষুনি হবে না, কিন্তু দশ বছর বাদে হবে।"

মনে হল এ-কথা শুনে ডন অত্যন্ত প্রভাবিত হয়েছেন। চুরুট ফুঁকতে ফুঁকতে নিচু গলায় বললেন, "বলা বাহুল্য সেটাই সব চাইতে বড় কথা।" দীর্ঘনিশ্বাস ফেলে উঠে দাঁড়িয়ে জিজ্ঞাসা করলেন, "কাফের-টার সঙ্গে কাল কখন দেখা করতে হবে?"

আশান্বিত ভাবে হেগেন বলল, "উনি এখানে বেলা দশটায় আসবেন।" কে জানে, ডন হয়তো রাজীও হয়ে যেতে পারেন।

ডন বললেন, "আমার ইচ্ছা তোমরা দুজনেই আমার সঙ্গে উপস্থিত থাক।" উঠে পড়ে আড়মোড়া ভেঙে ডন ছেলের বাহু ধরলেন, "সান্তিনো আজ রাতে একটু ঘুমিও, ভূতের মতো চেহারা হয়েছে তোমার। শরীরটার দিকে একটু দৃষ্টি দিও, যৌবন কারো চিরকাল থাকে না।"

পিতৃস্নেহের এই প্রমাণটুকু লাভ করে, সনি আস্কারা পেয়ে হেগেন যে প্রশ্ন করতে সাহস পায়নি, তাই করে বসল, "বাবা, কাল তুমি কি উত্তর দেবে?"

ডন কর্লিয়নি মৃদু হাসলেন, "বিনিয়োগের হার আর অন্যান্য খুঁটিনাটি তথ্য না জেনেই কি করে বলি? তাছাড়া আজ রাতে এখানে যে জ্ঞান পেলাম, তাই নিয়ে একটু ভাববার সময় চাই তো। যাই বল, হঠকারিতা করার মানুষ তো আমি নই।" দরজা দিয়ে বেরিয়ে যাবার সময় কথাচ্ছলে হেগেনকে বললেন, "ভালো কথা, তোমার নোটের মধ্যে এ-কথা লেখা আছে কি যে যুদ্ধের আগে বেশ্যার ব্যবসা করে তুর্ক তার খরচ চালাত? আজকাল টাটাগ্লিয়া পরিবার যেমন করে। ভুলে যাবার আগে ওটাও লিখে রাখ।" ডনের কণ্ঠস্বরে সামান্য একটু ব্যঙ্গের আভাস ছিল, হেগেনের মুখ লাল হয়ে উঠল। ইচ্ছা করেই ও সে-কথার উল্লেখ করেনি, ন্যায়তঃই করেনি, যেহেতু উপস্থিত বিষয়ের সঙ্গে বাস্তবিকই তার কোনো সম্বন্ধ ছিল না; তবে একটু ভাবনা হয়েছিল, ও-কথা শুনলে যদি ডনের সিদ্ধান্ত প্রভাবিত হয়। যৌন-বিষয়ে ওঁর গোঁড়ামির কথা সকলেই জানত।

ভাজিল 'তুক' সলট্সোর বালিষ্ঠ গড়ন, মাথায় মাঝারি মাপের, গায়ের রঙ কালো, লোকে ওকে স্বচ্ছন্দে সত্যিকার তুর্ক মনে করতে পারত। খাঁড়ার মতো নাক, নিষ্ঠুর কালো চোখ। তবু ওর ভারিক্কে ভাব দেখলে সমীহ হত।

দরজার কাছে ওকে অভ্যর্থনা করে, সনি কর্লিয়নি আপিস-ঘরে নিয়ে এল, সেখানে হেগেনের সঙ্গে ডন অপেক্ষা করছিলেন। হেগেনের মনে হয়েছিল এক লুকা ব্রাসি ছাড়া এমন সাংঘাতিক চেহারার মানুষ সে কখনো দেখেনি।

সৌজন্য সহকারে সকলে সকলের করমর্দন করল। হেগেন ভাবল ডন যদি কখনো জিজ্ঞাসা করেন এ লোকটার পৌরুষ আছে কিনা, তার উত্তর হবে, হ্যাঁ, আছে। কোনো মানুষের মধ্যে হেগেন এমন একটা শক্তির বিকাশ দেখেনি। ডনের মধ্যেও না। বাস্তবিকই ওর পাশে ডনকে যতটা বিশেষত্বহীন মনে হচ্ছিল তেমন কখনো হত না। তাঁর অভিবাদনটাও যেন বড় বেশি সরল, বড় বেশি পাড়াগাঁইয়া বলে মনে হল।

এসেই সলট্সো কাজের কথা পাড়ল। ব্যবসা হল মাদক দ্রব্যের। সবই ঠিক হয়ে ছিল। তুর্কীর কয়েকটা পপিফুলের ক্ষেত তাকে বছরে এতখানি করে মাল জোগাবে বলে প্রতিশ্রুতি দিয়েছিল। ফ্রান্সে ওর একটা নিরাপদ কারখানা ছিল। সেখানে মরফিন তৈরি হত। সিসিলিতে ওর হেরোইন তৈরির কারখানার নিখুঁত নিরাপত্তা ব্যবস্থা। দুটি দেশেই চোরাই কারবারের মাল পৌঁছনো, এসব ব্যাপার যতটা নিরাপদ হতে পারে, ততটা নিরাপদ। যুক্তরাষ্ট্রে মাল ঢোকানোর জন্য শতকরা পাঁচ ভাগ লোকশান দিতে হবে, কারণ উভয় পক্ষই জানত যে এফ. বি. আইকে সরাসরি ঘুষ দিয়ে হাত করা একেবারে অসম্ভব। তবু এন্তার লাভ, বিপদ প্রায় কিছুই নেই।

ডন তখন ভদ্রভাবে জিজ্ঞাসা করলেন, "তাহলে আমার কাছে আসা কেন? কোন্ দিক দিয়ে আমি আপনার উদারতার যোগ্য?"

সলট্সোর কালো মুখে কোনো ভাব দেখা গেল না। সে বলল, "আমার নগদ কুড়ি লক্ষ ডলার দরকার। এবং এর সমান জরুরী কথা হল, আমার একজন বন্ধু দরকার, যার নানান মুখ্য স্থানে শক্তিশালী বন্ধুবান্ধব আছে। যেমন বছর কাটতে থাকবে আমার প্রতিনিধিদের কেউ কেউ ধরা পড়বে। এটা অনিবার্য। কথা দিচ্ছি, তাদের বিরুদ্ধে কোনো প্রমাণ থাকবে না। কাজেই যুক্তিযুক্ত ভাবে বলা চলে জজরা তাদের লঘু দণ্ড দেবেন। আমার এমন একজন বন্ধু দরকার, যে গ্যারান্টি দিতে পারবে যে আমার লোকজন বিপদে পড়লে, তাদের দুই-এক বছরের বেশি জেল খাটতে হবে না। তা হলেই ওরা মুখ খুলবে না। কিন্তু দশ-বিশ বছরের মেয়াদ হলে, কিছুই বলা যায় না। এ জগতে বহু দুর্বল মানুষও আছে। তারা মুখ খুলতে পারে, তাহলে আরো বিশিষ্ট ব্যক্তিরা বিপদে পড়তে পারে। আইনের হাত থেকে নিরাপত্তা না থাকলে চলবেই না। ডন কর্লিয়নি, আমি শুনেছি জুতো সাফওয়ালাদের পকেটে যত রূপোর টাকা থাকে, আপনার পকেটেও ততই জজসাহেব পোরা আছে।"

কষ্ট করে এই সাধুবাদের কোনো উত্তর দিলেন না ডন। জিজ্ঞাসা করলেন, "আমাদের পরিবারকে শতকরা কত দেবেন?"

সলট্সোর চোখ চকচক করে উঠল, "শতকরা পঞ্চাশ ভাগ।" একটু থেমে, এত নরম গলায় কথা বলল যেন হাত বুলিয়ে দিচ্ছে, "প্রথম বছরে আপনার ভাগে পড়বে ত্রিশ কি চল্লিশ লক্ষ ডলার। তারপর আরো বাড়বে।"

ডন কর্লিয়নি বললেন, "টাটাগ্লিয়া পরিবার শতকরা কত পাবে?"

এই প্রথম সলট্সো যেন একটু ঘাবড়ে গেল। "ওরা আমার নিজের ভাগ থেকে কিছু পাবে। কার্যকরী দিক থেকে আমার কিছু সহযোগিতার দরকার হবে।"

ডন কর্লিয়নি বললেন, "তাহলে আমি পঞ্চাশ ভাগ পাচ্ছি শুধু টাকা জোগাবার আর আইনের হাত থেকে রক্ষা করার জন্য। কার্যকরী দিকটা

নিয়ে আমাকে মাথা ঘামাতে হবে না, আপনি কি এই কথা বলছেন ?"

সলট্‌সো মাথা নেড়ে তাঁর কথার সমর্থন করল, "কুড়ি লক্ষ ডলার দেওয়াকে আপনি যদি 'শুধু টাকা জোগানো' বলেন, তাহলে আপনাকে অভিনন্দন জানাই, ডন কর্লিয়নি।"

ডন শান্ত কণ্ঠে বললেন, "টাটাগ্লিয়াদের প্রতি শ্রদ্ধাবশতঃ আপনার সঙ্গে দেখা করতে রাজী হয়েছিলাম, তাছাড়া আমি শুনেছি আপনি নিজেও শ্রদ্ধার যোগ্য গাম্ভীর্যপূর্ণ মানুষ। আপনার প্রস্তাবে আমি রাজী হতে পারছি না, কেন পারছি না তাও বলছি। আপনার ব্যবসার লাভও যেমন বিস্তর, ঝুঁকিও তেমনি প্রচুর। আমি যদি আপনার কার্যকলাপে জড়িত হই, আমার অন্য ব্যবসার ক্ষতি হতে পারে। এ-কথা সত্যি যে রাজনীতির ক্ষেত্রে আমার ঢের ঢের বন্ধু আছে, কিন্তু জুয়োর বদলে যদি আমি মাদক দ্রব্যের ব্যবসা করতাম, ওরা ততটা বন্ধুভাবাপন্ন হত না। ওদের মতে জুয়ো খেলা হল মদ খাওয়ার মতো, ওসব দোষে ক্ষতি নেই। কিন্তু মাদক দ্রব্যের কারবার বড় নোংরা ব্যবসা। না না, আপত্তি করবেন না। আমি ওদের মতামতের কথা বলছি, আমার নিজের নয়। কে কেমন করে জীবিকার উপায় করে, তাই নিয়ে আমি মাথা ঘামাই না। আমি যেটা বলতে চাইছি সেটা হল যে আপনার এই ব্যবসার ঝুঁকি বড় বেশি। গত দশ বছর ধরে, আমার পরিবারের সকলে আরামে থেকেছে, কোনো বিপদ নেই, কোনো ক্ষতি নেই। এখন লোভের পরবশ হয়ে ওদের কিংবা ওদের জীবিকাকে আমি বিপন্ন করতে পারি না।"

সলট্‌সোর নৈরাশ্যের একমাত্র চিহ্ন দেখা গেল ঘরময় তার চকিত দৃষ্টির মধ্যে, যেন তার বড় আশা হয় হেগেন নয় সনি, তার পক্ষ অবলম্বন করে কিছু বলুক। তারপর সলট্‌সো বলল, "আপনি কি আপনার কুড়ি লক্ষের নিরাপত্তা সম্বন্ধে চিন্তিত হচ্ছেন ?"

ডনের মুখে শীতল হাসি, "না।"

সলট্‌সো আরেকবার চেষ্টা করে দেখল, "টাটাগ্লিয়া পরিবার

আপনার টাকারও গ্যারান্টি দেবে।"

ঠিক এই সময় সনি কর্লিয়নি বিচারে এবং পদ্ধাততে একটি অমার্জনীয় ভুল করে বসল। সে ব্যগ্রভাবে বলল, "টাটাগ্লিয়া পরিবার আমাদের কাছ থেকে কোনো পার্সেন্টেজ না নিয়েই আমাদের বিনিয়োগ ফেরত দেবার জামিন হবে?"

এই বেচালে হেগেন একেবারে স্তম্ভিত। সে লক্ষ্য করল ডন বরফের মতো ঠাণ্ডা, আক্রোশপূর্ণ চোখে বড় ছেলের দিকে চাইলেন, আর সে তো অবুঝ ক্ষোভে জমে কাঠ। সলট্‌সোর চোখ আরেকবার চঞ্চল হয়ে উঠল, এবার সন্তোষে। ডনের কেল্লার দেয়ালে ফাটল দেখেছে সে। শেষে যখন ডন কথা বললেন, তাঁর কণ্ঠস্বরে বিদায়ের ইঙ্গিত শোনা গেল। তিনি বললেন, "যাদের বয়স কম, তাদের লোভ বেশি। এবং আজকাল তাদের কোনো ভদ্রতাজ্ঞানও নেই। বড়দের কথায় বাধা দেয়। নাক গলায়। কিন্তু আমার ছেলেমেয়েদের জন্য আমার কেমন একটা আবেগময় দুর্বলতা আছে, তাই বড় বেশি আদর দিয়ে ফেলেছি। সে তো দেখতেই পেলেন। সিনিয়র সলট্‌সো, আমার 'না'টা পাকা কথা। তবু এটুকু বলতে দিন, এই ব্যবসায়ে আপনার প্রচুর সাফল্য কামনা করি। এর সঙ্গে আমার নিজের ব্যবসার কোনো বিরোধ নেই। আপনাকে নিরাশ করতে হল বলে আমি বড় দুঃখিত।"

সলট্‌সো 'বাও' করল, ডনের করমর্দন করল, হেগেনের সঙ্গে বাইরে অপেক্ষমান নিজের গাড়ির কাছে গেল। হেগেনেব কাছে বিদায় নেবার সময়ও তার মুখের ভাবান্তর দেখা গেল না।

ঘরে ফিরে আসতেই, হেগেনকে ডন জিজ্ঞাসা করলেন, "লোকটাকে কেমন মনে হল?"

নীরস কণ্ঠে হেগেন বলল, "মনে হল উনি একজন সিসিলীয়।" চিন্তান্বিত ভাবে ডন মাথা দোলালেন। তারপর ছেলের দিকে ফিরে কোমল কণ্ঠে বললেন, "সান্তিনো, নিজেদের পরিবারের বাইরের কারো

কাছে কখনো নিজের মনের কথা প্রকাশ করবে না। তোমার নখের নিচে কি আছে কাউকে জানতে দেবে না। আমার মনে হচ্ছে ঐ অল্পবয়সী মেয়েটার সঙ্গে তুমি যে হাস্যকর খেল্ শুরু করেছ, তার ফলে তোমার বিচারবুদ্ধি গুলিয়ে যাচ্ছে। ওসব বন্ধ করে, একটু কাজের দিকে মন দাও দিকি। এখন আমার সামনে থেকে বিদায় হও।"

সনির মুখে অবাক হবার ভাব লক্ষ্য করল হেগেন, তার পর বাপের অনুযোগের ফলে একটু রাগও দেখা দিল। ও কি সত্যি ভেবেছিল ওর ঐ বিজয়ের কথা বাপ কিছুই জানেন না? আর ও কি এ-ও বুঝতে পারেনি যে আজ সকালে ও একটি মারাত্মক ভুল করে বসেছে? তাই যদি সত্যি হয়, তা হলে সান্তিনো কর্লিয়নি কখনো ডন হলে, হেগেন তার কনসিলিওরি হতে রাজী নয়।

সনি ঘর থেকে চলে যাওয়া পর্যন্ত ডন কর্লিয়নি অপেক্ষা করলেন। তারপর চামড়া-বাঁধানো আরাম-কেদারায় ঠেস দিয়ে বসে, তাঁকে কিছু পানীয় দিতে টমকে ইশারা করলেন। টম তাঁকে এক গেলাস 'অ্যানি-সেট' ঢেলে দিল। ডন ওর দিকে চোখ তুলে বললেন, "লুকা ব্রাসিকে আমার সঙ্গে দেখা করতে বল।"

এই ব্যাপারের তিন মাস পরে হেগেন তার শহরের আপিসে বসে তাড়াতাড়ি দলিলপত্রের কাজ সারছিল, যাতে একটু শীঘ্র বেরিয়ে স্ত্রী আর ছেলেমেয়ের জন্য কিছু বড়দিনের বাজার করতে পারে। এমন সময় জনি ফন্টেনের কাছ থেকে টেলিফোন, তার ফুর্তি যেন উপচে পড়ছে। ছবির শুটিং হয়ে গেছে, তার 'রাশ'গুলো নাকি অপূর্ব হয়েছে, সে কি বস্তু হেগেন ভেবে পেল না। বড়দিনের জন্য জনি ডনকে এমন এক উপহার পাঠাচ্ছে, যা দেখে ডনের চক্ষু চড়কগাছ হয়ে যাবে। নিজেই উপহারটি সঙ্গে করে নিয়ে আসত, কিন্তু তখনো ছবির কিছু টুকিটাকি কাজ বাকি ছিল। কাজেই সাগরতীর ছেড়ে যাবার জো নেই। হেগেন তার অধৈর্য ঢাকবার চেষ্টা করছিল। জনি ফন্টেনের

আকর্ষণীয়তা তার কাছে মাঠেই মারা যেত। তবু তার কৌতূহল জেগেছিল, তাই জিজ্ঞাসা করল, "জিনিসটা কি?" জনি ফন্টেন ফিক-ফিক করে হেসে বলল, "সে বলা যায় না। বড়দিনের উপহারের ঐ তো মজা।" অমনি হেগেনের সব উৎসাহ নিবে গেল, কোনোমতে ভদ্রতা রক্ষা করে সে টেলিফোন নামিয়ে রাখল।

এর দশ মিনিট বাদে হেগেনের সেক্রেটারি এসে জানাল যে কনি কর্লিয়নি টেলিফোনে ওকে ডাকছে। হেগেন একটা দীর্ঘনিশ্বাস ছাড়ল। কনি যখন ছোট ছিল, ভারি চমৎকার ছিল; বিবাহিত মহিলা হয়ে অবধি হয়েছে জ্বালাতনের একশেষ।

কেবলই স্বামীর নামে নালিশ। বারে বারে বাপের বাড়ি এসে মায়ের কাছে দু-তিন দিন থেকে যাবে। আর কার্লো রিট্‌সিও কোনো কর্মের নয়। দিব্যি একটা ব্যবসা দিয়ে ওকে বসিয়ে দেওয়া হয়েছিল, সেটিকে সে লাটে না তুলে বোধহয় ছাড়বে না। তাছাড়া মদ খায়, বেশ্যাবাড়ি যায়, জুয়ো খেলে, থেকে থেকে বৌকে ঠ্যাঙায়। কনি বাপের বাড়ির কাউকে এ-সব কথা বলেনি, শুধু হেগেনকে বলেছিল। হেগেন ভাবছিল কে জানে এবার আবার কি নতুন করুণ কাহিনী ফেঁদে বসবে।

কিন্তু মনে হল বড়দিনের খুশির হাওয়া কনিকেও পেয়ে বসেছে। ও শুধু জানতে চাইছিল বড়দিনে কি দিলে বাবা খুশি হবেন। আর সনিকে, ফ্রেডকে, মাইককেই বা কি দেবে। মাকে কি দেবে সেটা কনি আগেই ঠিক করে ফেলেছিল। হেগেন কয়েকটা বুদ্ধি দিল, কনির সে-সব পছন্দ হল না। শেষ পর্যন্ত ওকে ছাড়ান দিল।

আবার যখন ফোন বেজে উঠল, হেগেন তার কাগজপত্র বাক্সেটে তুলে ফেলল। চুলোয় যাক সব। এবার ও সরে পড়বে। কিন্তু টেলি-ফোন না ধরার কথা তার একবারও মনে হল না। ওর সেক্রেটারি যখন বলল মাইক কর্লিয়নি ফোন করছে, ও খুশি হয়ে ফোন ধরল। মাইককে ওর বরাবরই ভালো লাগত।

মাইকেল কর্লিয়নি বলল, "টম, কাল আমি কে-কে নিয়ে শহরে

যাচ্ছি। বড়দিনের আগে বুড়ো ভদ্রলোককে একটা জরুরী কথা বলতে হবে। কাল তিনি বাড়িতে থাকবেন ?”

হেগেন বলল, “নিশ্চয়ই। বড়দিন শেষ না করে উনি শহর থেকে বেরুবেন না। তোমার জন্য কিছু করতে পারি ?”

বাপের মতোই মাইকেলের স্বভাব ছিল চাপা। সে বলল, “না। তাহলে বড়দিনে দেখা হবে। সবাই লং বীচে থাকবে তো ?”

হেগেন বলল, “থাকবে।” তারপর গালগল্প না করেই মাইক যখন ফোন নামিয়ে রাখল, হেগেন মৃদু হাসল।

সেক্রেটারিকে বলল বাড়িতে ওর স্ত্রীকে জানাতে ওর ফিরতে একটু দেরি হতে পারে, কিন্তু ওর জন্য যেন খাবার রাখে। আপিস-বাড়ি থেকে বেরিয়ে হেগেন পা চালিয়ে মেসির দোকানের দিকে চলল। কে একজন ওর পথ আগলে দাঁড়াল। আশ্চর্য হয়ে হেগেন দেখল লোকটা হল সলট্‌সো।

সলট্‌সো ওর হাত চেপে ধরে বলল, “ভয় পেয়ো না, আমি শুধু একটু কথা বলতে চাই।” ফুটপাথের পাশে দাঁড়ানো একটা গাড়ির দরজা হঠাৎ খুলে গেল। ব্যগ্রকণ্ঠে সলট্‌সো বলল, “গাড়িতে ওঠ। আমি কিছু বলতে চাই।”

হেগেন এক টানে হাত ছাড়িয়ে নিল। তখনো সে শঙ্কিত হয়নি, শুধু একটু বিরক্তি বোধ করছিল। বলল, “আমার এখন সময় নেই।” ঠিক সেই সময় দুজন লোক এসে ওর পিছনে দাঁড়াল। হঠাৎ হেগেনের পায়ের জোর কমে গেল। সলট্‌সো নরম গলায় বলল, “গাড়িতে ওঠ। তোমাকে আমাদের হত্যা করার ইচ্ছা থাকলে, এতক্ষণে তুমি মরে যেতে। আমাকে বিশ্বাস কর।”

তাকে একটুও বিশ্বাস না করেই হেগেন গাড়িতে উঠল।

মাইকেল কর্লিয়নি হেগেনের কাছে মিথ্যা কথা বলেছিল। আসলে ও আগেই নিউ ইয়র্কে পৌঁছে, হোটেল পেনসিলভেনিয়ার একটা ঘর

থেকে ফোন করেছিল, হোটেলটার দূরত্ব দশটি ব্লক্‌ও নয়। ও ফোন নামাতেই কে অ্যাডাম্‌স্‌ সিগারেট নিবিয়ে বলল, "মাইক, তুমি কি চমৎকার মিছে কথা বল।"

মাইকেল খাটের ওপর ওর পাশে বসে পড়ে বলল, "সবই তোমার জন্য, মাণিক। যদি আমার বাড়ির লোকদের বলতাম আমরা এখানে পৌঁছে গেছি, তাহলে এখনি সেখানে যেতে হত। বাইরে ডিনার খাওয়াও হত না, থিয়েটার দেখতে যাওয়াও হত না, আজ রাতে একসঙ্গে ঘুমনোও হত না। আমার বাবার বাড়িতে ও-সব চলবে না, যদি আমাদের বিয়ে হয়ে না গিয়ে থাকে।" ওকে জড়িয়ে ধরে, ওর ঠোঁটে মাইক আস্তে একটি চুমো খেল। মুখটা বড় মিষ্টি, আস্তে আস্তে মাইক ওকে টেনে খাটে শুইয়ে দিল। কে চোখ বুজে অপেক্ষা করে রইল মাইকের প্রেম নিবেদনের জন্য, মাইকেলের মনটা অগাধ আনন্দে পূর্ণ হল। যুদ্ধের ক'বছর ও প্রশান্ত মহাসাগরে লড়াই করে কাটিয়েছিল। সেই সব রক্তাক্ত দ্বীপে ও কে অ্যাডাম্‌সের মতো একটি মেয়ের স্বপ্ন দেখত। ওর মতো রূপের স্বপ্ন। ঐ রকম ফরসা ভঙ্গুর দেহ, দুধের মতো গায়ের রঙ, কামের বিদ্যুতে উচ্চকিত। ও চোখ খুলে, চুমো খাবে বলে মাইকের মাথাটা টেনে নামাল। ডিনার খাবার আর থিয়েটারে যাবার সময় পর্যন্ত ওরা প্রেম করে কাটাল।

ডিনার খাবার পর ওরা উজ্জ্বল আলোয় ভরা, বড়দিনের ক্রেতায় বোঝাই ডিপার্টমেণ্ট স্টোরগুলোর সামনে দিয়ে যাবার সময় মাইক জিজ্ঞাসা করল, "আমি তোমাকে বড়দিনে কি দেব?"

মাইকের গা ঘেঁষে বসে কে বলল, "খালি তুমি নিজেকে। তোমার বাবার আমাকে পছন্দ হবে মনে হয়?"

কোমল কণ্ঠে মাইকেল বলল, "সেটা তো আসল কথা নয়। তোমার মা-বাবার কি আমাকে পছন্দ হবে?"

কাঁধ তুলে কে বলল, "তাতে আমার কিছু যায়-আসে না।"

মাইকেল বলল, "আইনতঃ নিজের নাম বদলাবার কথা পর্যন্ত

ভেবেছি। কিন্তু একটা কিছু যদি ঘটেই যায়, ওতে কোনো সুবিধা হবে না। ঠিক জান যে তুমি কর্লিয়নি নাম নিতে চাও?" অর্ধেক পরিহাস করে কথাটা বলা।

একটুও না হেসে কে বলল, "হ্যাঁ।" পরস্পরের গা ঘেঁষে বসে রইল ওরা। ওরা ঠিক করেছিল বড়দিনের সপ্তাহটার মধ্যে ওদের বিয়ে হবে, সিটি হলে নিরিবিলি নাম-সই করে বিয়ে, মাত্র তুজন বন্ধুকে সাক্ষী রেখে। কিন্তু মাইকেল জোরজার করছিল ওর বাবাকে জানাতে হবে। বুঝিয়ে বলেছিল ব্যাপারটাতে কোনো গোপনীয়তা না থাকলে, ওর বাবার কোনোই আপত্তি হবে না। কে-র মনে সন্দেহ ছিল। ও বলেছিল বিয়ে হয়ে যাবার আগে ওর মা-বাবাকে কিছু বলবে না। আরো বলেছিল, "ওঁরা নিশ্চয় ভাববেন আমি অন্তঃসত্ত্বা।" মাইকেল এক গাল হেসে বলেছিল, "আমার মা-বাবাও তাই ভাববেন।"

যে-কথাটা তুজনের মধ্যে কেউই উল্লেখ করেনি, সেটি হল যে এবার বাড়ির সঙ্গে নিজের ঘনিষ্ঠ সম্বন্ধটি মাইককে কাটাতে হবে। তুজনেই জানত খানিকটা বিচ্ছিন্ন মাইক আগেই হয়েছে, তবু ব্যাপারটা নিয়ে উভয়েই নিজেকে অপরাধী মনে করত। ওরা স্থির করেছিল কলেজে পড়া শেষ না হওয়া অবধি পরস্পরের সঙ্গে শুধু শনি-রবিবার দেখা করবে আর গ্রীষ্মের ছুটিটা একসঙ্গে কাটাবে। মনে হত সে বড় সুখের জীবন হবে।

ওরা যে গীতি-নাটক সেদিন দেখেছিল, তার নাম ছিল 'ক্যারা-উসেল'; এক চালিয়াৎ চোরের আবেগময় কাহিনী; ভারি আমোদ লেগেছিল, পরস্পরের দিকে চেয়ে ওরা হাসছিল। থিয়েটারের বাইরে এসে দেখে বড্ড শীত পড়েছে। কে মাইকের গায়ের কাছে এসে বলল, "আমাদের বিয়ের পর, তুমি কি আমাকে ঠ্যাঙাবে, তারপর আকাশ থেকে তারা পেড়ে এনে উপহার দেবে?"

মাইকেল হেসেছিল, বলেছিল, "আমি গণিতের অধ্যাপক হব।" তারপর জিজ্ঞাসা করেছিল, "হোটেলে যাবার আগে কিছু খাবে?"

কে মাথা নেড়েছিল। ওর দিকে ইঙ্গিতপূর্ণ নেত্রে তাকিয়ে ছিল। সর্বদা যেমন হত, ওর প্রেমের আগ্রহ মাইকের 'হৃদয় স্পর্শ করেছিল। চোখ নামিয়ে ওর দিকে চেয়ে হেসেছিল মাইক, শীতের রাস্তায় দাঁড়িয়ে ওকে চুমো খেয়েছিল। মাইকেলের খিদে পাচ্ছিল, ঠিক করেছিল ঘরে কিছু স্যাণ্ডউইচ পাঠিয়ে দিতে বলবে। হোটেলের লবিতেএসে মাইকেল কে-কে সংবাদপত্রের স্ট্যাণ্ডের দিকে ঠেলে দিয়ে বলেছিল, "কাগজ কিনে আন, আমি চাবি আনছি।" ছোট একটা লাইন হওয়াতে একটু দাঁড়াতে হয়েছিল ; যুদ্ধ শেষ হয়ে গেলেও, হোটেলে তখনো লোকের অভাব ছিল। মাইক চাবি নিয়ে অসহিষ্ণুভাবে কে-কে খুঁজেছিল। কে কাগজের স্ট্যাণ্ডের পাশে দাঁড়িয়ে, হাতে একটা কাগজ নিয়ে, সেদিকে একদৃষ্টে তাকিয়ে ছিল। মাইক ওর কাছে যেতেই, ও চোখ তুলে তাকিয়েছিল, দু চোখ জলে ভরে গেছিল। কে বলেছিল, "ও মাইক! ও মাইক!" ওর হাত থেকে কাগজটা নিয়েছিল মাইক। খুলেই দেখে নিজের বাবার ফটো, রাস্তায় পড়ে আছেন, খানিকটা রক্ত জমে আছে, তার মধ্যে বাবার মাথাটা। ফুটপাথের ধারে একটা লোক বসে ছেলে-মানুষের মতো কাঁদছে। লোকটা মাইকের বড় ভাই, ফ্রেডি। মাইকেল কর্লিয়নির মনে হল তার সমস্ত শরীরটা বরফে পরিণত হয়ে গেছে। দুঃখে নয়, ভয়ে নয়, হিম-শীতল ক্রোধে। কে-র দিকে ফিরে মাইক বলল, "ঘরে যাও।" কিন্তু ওকে হাতে ধরে লিফ্‌টের কাছে নিয়ে যেতে হল। একসঙ্গে ওপরে উঠল ওরা, কেউ কোনো কথা বলল না। ঘরে গিয়ে, খাটে বসে, মাইক কাগজটা খুলে পড়ে দেখল। বড় বড় শিরো-নামায় লেখা : "ভিটো কর্লিয়নি গুলিবিদ্ধ। তথাকথিত চোরা-কারবারের মালিক মর্মান্তিকভাবে আহত। কঠিন পুলিসি প্রহরায় অস্ত্রোপচার। রক্তময় গুণ্ডা-যুদ্ধের আশঙ্কা।"

মাইকেল টের পেল ওর পা দুটো দুর্বল হয়ে যাচ্ছে। কে-কে বলল, "মারা যাননি। বজ্জাতগুলো ওঁকে মেরে ফেলেনি।" আরেকবার বিবৃতিটা পড়ল মাইক। বাবাকে বিকেল পাঁচটায় গুলি করা হয়েছিল।

তার মানে মাইক যতক্ষণ কে-র সঙ্গে প্রেম করছিল, ডিনার খাচ্ছিল, মজা করে নাটক দেখছিল বাবা ততক্ষণ মরণাপন্ন অবস্থায় পড়ে ছিলেন। নিজেকে এত দোষী মনে হতে লাগল যে বমি এল।

কে বলল, "আমরা কি এখন হাসপাতালে যাব?"

মাইকেল মাথা নাড়ল, "আগে বাড়িতে একটা ফোন করি। যারা এ-কাজ করেছে, তারা স্রেফ পাগল আর শেষ অবধি বাবা যখন বেঁচে গেছেন, ওরা এবার মরীয়া হয়ে উঠবে। কে জানে এর পর ওরা কি চাল দেবে।"

লং বীচের বাড়ির দুটো টেলিফোনই জোড়া ছিল, মাইকের লাইন পেতে প্রায় কুড়ি মিনিট সময় লাগল। তারপর গলা শোনা গেল, "হ্যাঁ, বলুন।"

মাইকেল বলল, "সনি, আমি কথা বলছি।" সনির গলা শুনে মনে হল সে হাঁপ ছেড়ে বেঁচেছে, "হরি বল, ভাই, তোমার জন্য সকলের ভাবনা হচ্ছিল। কোন্ চুলোয় গেছিলে? আমি তো তোমাদের ঐ অজ-পাড়াগাঁয়ে লোক পাঠিয়েছি, কি হল দেখতে।"

মাইকেল বলল, "বাবা কেমন আছেন? খুব বেশি লেগেছে?"

সনি বলল, "খুব-ই লেগেছে। পাঁচটা গুলি করেছে। কিন্তু মজবুত আছেন তো!" সনির গলায় গর্ব। "ডাক্তাররা বলছে সেরে উঠবেন। শোন, ভাই, আমি বড্ড ব্যস্ত, কথা বলতে পারছি না। তুমি কোথায়?"

মাইকেল বলল, "নিউ ইয়র্কে। কেন, টম বলেনি আমি আসছি?"

সনি গলা নামাল। "ওরা টমকে ছিনতাই করেছে। তাই তোমার জন্যেও ভাবনা হচ্ছিল। টমের স্ত্রী এখানে। সে কিছু জানে না, পুলিসও কিছু জানে না। আমি চাই না ওরা জানে। যে বজ্জাতরা এই কাণ্ড করেছে, তারা নিশ্চয় পাগল। আমার ইচ্ছা তুমি এক্ষুনি এখানে চলে এসো আর মুখে কুলুপ দাও। ঠিক আছে?"

মাইক বলল, "ঠিক আছে। কারা করেছে জান নাকি?"

সনি উত্তর দিল, "জানি বৈ-কি। লুকা ব্রাসি দেখা দিলেই ওরা

জবাই করা মাংস হয়ে যাবে। সব ঘোড়া এখনো আমাদের হাতে।"

মাইক বলল, "এক ঘণ্টার মধ্যেই পৌঁছে যাব। ট্যাক্সি করে।" ফোন নামাল মাইক। কাগজগুলো বেরিয়ে গেছে তিন ঘণ্টার বেশি হল। রেডিওতেও নিশ্চয় খবর দিয়েছে। লুকা খবর পায়নি, এমন হতেই পারে না। চিন্তিত হয়ে মাইক ভাবতে বসল। কোথায় গেল লুকা ব্রাসি? ঠিক সেই মুহূর্তে হেগেনও অবিকল ঐ কথাই ভাবছিল। লং বীচে সনি কর্লিয়নিও ঐ কথা ভেবে উদ্বেগ বোধ করছিল।

সেদিন বিকেল পৌনে পাঁচটায় ওঁর জলপাই-তেল কোম্পানির ম্যানেজার যে-সব কাগজপত্র তৈরি করে রেখেছিল, ডন কর্লিয়নির সেগুলো দেখা শেষ হয়েছিল। কোট গায়ে দিয়ে, তাঁর পুত্র ফ্রেডির মাথায় আস্তে গাঁট্টা মেরে, বিকেলের সংবাদপত্রে নাকগোঁজা অবস্থা থেকে তাকে ওঠালেন। বললেন, "গাটোকে গাড়ি আনতে বল। আমি কয়েক মিনিটের মধ্যেই বাড়ি যেতে প্রস্তুত থাকব।"

ফ্রেডি গজগজ করতে লাগল, "আমাকেই গাড়ি আনতে হবে। সকালে পলি জানিয়েছিল ওর শরীর ভালো না। আবার নাকি সর্দি হয়েছে।"

এক মুহূর্তের জন্য ডন কর্লিয়নিকে ভাবিত মনে হল, তারপর বললেন, "এ মাসে এই নিয়ে তিনবার হল। বোধ হচ্ছে এ-কাজের জন্য ওর চাইতে স্বাস্থ্যবান কাউকে রাখা ভালো। টমকে বল।"

ফ্রেডি আপত্তি করল, "পলি ভালো ছেলে। যদি বলে অসুখ করেছে, তাহলে নিশ্চয়ই অসুখ করেছে। গাড়ি আনতে আমার কোনো কষ্ট হয় না।" এই বলে সে আপিস থেকে বেরিয়ে গেল। ডন কর্লিয়নি জানলায় দাঁড়িয়ে দেখলেন ছেলে নাইন্‌থ্ অ্যাভেনিউ পার হয়ে গাড়ি রাখার জায়গায় গেল। একবার হেগেনের আপিসে ফোন করে কোনো উত্তর পেলেন না। বাড়িতে ফোন করলেন, সেখান থেকেও কোনো জবাব নেই। বিরক্ত হয়ে জানলা দিয়ে

বাইরে তাকিয়ে রইলেন। বাড়ীটার সামনে গাড়ি এনে রাখা হয়েছিল। ফেণ্ডারে ঠেস দিয়ে বুকের ওপর হাত জড়ো করে ফ্রেডি বড়দিনের বাজার করতে যারা যাচ্ছিল, তাদের দেখছিল। ডন কর্লিয়নি কোট গায়ে দিলেন। ম্যানেজার তাঁকে ওভারকোট পরতে সাহায্য করল। ডন কর্লিয়নি চাপা গলায় ধন্যবাদ জানিয়ে দরজা দিয়ে বেরিয়ে দুই প্রস্থ সিঁড়ি নামতে শুরু করলেন।

রাস্তায় তখন শীতের হ্রস্ব দিনের আলো কমে এসেছিল। ফ্রেডি আনমনে ভারি বুইক গাড়িটার ফেণ্ডারে ঠেস দিয়ে দাঁড়িয়ে ছিল। বাবাকে বেরিয়ে আসতে দেখে সেও পথে নেমে ঘুরে চালকের আসনের দিক দিয়ে গাড়িতে উঠল। ডন কর্লিয়নিও ফুটপাথ থেকে গাড়িতে উঠতে গিয়ে ইতস্তত করে, মোড়ের কাছে ফলের লম্বা খোলা স্টলের দিকে ফিরে চললেন। ইদানীং এটা তাঁর একটা অভ্যাসে দাঁড়িয়েছিল, অসময়ের বড় বড় ফল, হলদে রঙের পীচ, আর কমলা সবুজ রঙের বাক্সে জ্বলজ্বল করছে, দেখতে তাঁর বড় ভালো লাগত। মালিক তাঁকে ফল দেবার জন্য লাফিয়ে উঠল। ডন কর্লিয়নি হাতে করে ফলগুলো ছুঁলেন না। আঙুল দিয়ে শুধু দেখিয়ে দিলেন। একবার মাত্র ফলওয়ালা তাঁর পছন্দের প্রতিবাদ করে দেখিয়ে দিল একটা ফলের তলার দিকটাতে পচন ধরেছে। বাঁ হাতে কাগজের ঠোঙা ধরে, ডন কর্লিয়নি ফলওয়ালাকে একটা পাঁচ ডলারের নোট দিলেন। বাকি পয়সা ফেরত নিয়ে ঘুরে গাড়িতে উঠতে যাবেন, এমন সময় মোড় ঘুরে দুটো লোক এসে উপস্থিত। ডন কর্লিয়নি অমনি বুঝতে পারলেন এবার কি হবে।

লোক দুটোর গায়ে কালো ওভারকোট, মাথার কালো টুপি টেনে কপালের ওপর নামানো, যাতে চিনতে পারা না যায়। ওরা ডন কর্লিয়নির সজাগ প্রতিক্রিয়ার জন্য প্রস্তুত ছিল না। ফলের থলি মাটিতে ফেলে দিয়ে, অমন ভারি মানুষের পক্ষে অপ্রত্যাশিত ক্ষিপ্রতার সঙ্গে তিনি গাড়ির দিকে ছুটে গেলেন। সঙ্গে সঙ্গে চেঁচিয়ে উঠলেন,

"ফ্রিডো! ফ্রিডো!" এতক্ষণ বাদে লোক দুটো বন্দুক তুলে গুলি ছুঁড়ল।

প্রথম গুলিটা ডন কর্লিয়নির পিঠে লাগল। হাতুড়ির বাড়ির মতো আঘাতটা অনুভব করা সত্ত্বেও তিনি গাড়ির দিকে এগিয়ে গেলেন। তার পরের দুটি গুলি তাঁর পাছায় লাগল, তাতে তিনি রাস্তার মধ্যিখানে আছড়ে পড়লেন। ইতিমধ্যে সেই বন্দুকধারী দুজন খুব সাবধানে যাতে রাস্তায় গড়িয়ে পড়া ফলে পা পিছলে না যায়, এগিয়ে এল তাঁকে শেষ করে দেবার উদ্দেশ্যে। ততক্ষণে হয়তো ডন তাঁর ছেলেকে ডাক দেবার পর মাত্র পাঁচ সেকেণ্ড কেটেছিল, ফ্রেডারিকো কর্লিয়নি গাড়ি থেকে নেমে গাড়ির ওপর দিকে ঝুঁকে পড়ল। তখন সেই লোক দুটো নালায় পড়ে থাকা ডনের দেহে এলোমেলো ভাবে আরো দুটো গুলি ছুঁড়ল। একটা তাঁর হাতের মাংসল জায়গায় লাগল, অন্যটা ডান পায়ের গুলিতে লাগল। এই ক্ষতগুলো সব চাইতে কম বিপদের হলেও এগুলো থেকেই প্রচুর রক্তক্ষরণ হয়ে ওঁর দেহের পাশে ছোট ছোট পুকুর তৈরি হয়ে গেল। তবে ততক্ষণে ডন কর্লিয়নি জ্ঞান হারিয়েছিলেন।

ফ্রেডি তার বাপের ডাক শুনতে পেয়েছিল, বাবা তাকে তার ছোট বেলার নামে ডাকছেন। তারপরেই দুটো জোর বিস্ফোরণের মতো শব্দ হল। গাড়ি থেকে নামতে নামতে ও কেমন হতচকিত হয়ে গেছিল, বন্দুকটা অবধি বের করেনি। খুনে দুটো ইচ্ছে করলেই ওকে গুলি করে মেরে ফেলতে পারত। কিন্তু তারাও ভয় খেয়ে গেছিল। তারা নিশ্চয়ই জানত ছেলের হাতে অস্ত্র আছে, তাছাড়া বড় বেশি দেরি হয়ে গেছিল। মোড় ঘুরে তারা সঙ্গে সঙ্গে অদৃশ্য হয়ে গেল, পথের মধ্যে বাপের রক্তাক্ত দেহ নিয়ে ফ্রেডি একা। ঐ অ্যাভেনিউ দিয়ে যারা যাচ্ছিল, তাদের বেশির ভাগ এ দরজায় সে-দরজায় ঢুকে পড়েছিল, কিংবা মাটিতে শুয়ে পড়েছিল, কেউ কেউ গাদাগাদি করে ছোট ছোট দল পাকিয়েছিল।

তখনো ফ্রেডি বন্দুক তোলেনি। মনে হচ্ছিল যেন স্তম্ভিত হয়ে

গেছে। পেচ ঢালা রাস্তায় বাপের শরীরটা পড়ে আছে, দেখাচ্ছে যেন একটা কালো রক্তের পুকুরে পড়ে আছে, ফ্রেডি সেদিকে হাঁ করে তাকিয়ে রইল। ওর সমস্ত দেহমন অসাড় হয়ে গেছিল। ততক্ষণে পথচারীরা আবার চলাফেরা শুরু করেছিল ; কে যেন লক্ষ্য করল ফ্রেডি এলিয়ে পড়ে যাচ্ছে ; তাই দেখে ওকে ধরে ফুটপাথের ধারে বসিয়ে দিল।

ডন কর্লিয়নির দেহের চারদিকে তখন ভিড় জমে গেছিল ; সাইরেন বাজিয়ে প্রথম পুলিসের গাড়ি ভিড় ঠেলে এসে পৌঁছতেই, ভিড়টা ছত্রভঙ্গ হয়ে পড়ল। পুলিসের ঠিক পিছনেই ডেলি নিউজের রেডিও গাড়ি, সে গাড়ি থামবার আগেই ওদের ফটোগ্রাফার লাফিয়ে নেমে ডন কর্লিয়নির রক্তাক্ত দেহের ছবি তুলতে লাগল। কয়েক মিনিট বাদে একটা অ্যাম্বুলেন্স এল। তারপর ফটোগ্রাফার ফ্রেডির দিকে নজর দিল ; সে তখন প্রকাশ্যে কাঁদতে আরম্ভ করেছিল। দেখতে খুবই মজার লাগছিল, কারণ ওর কিউপিডের মতো মুখটা ছিল ভারি জবরদস্ত, পুরু নাক, পুরু ঠোঁট, তাতে সিকনি গড়াচ্ছিল। ভিড়ের মধ্যে গোয়েন্দারা চারিয়ে পড়ছিল, আরো সব পুলিস-গাড়ি এসে পৌঁছচ্ছিল। একজন গোয়েন্দা ফ্রেডির পাশে হাঁটু গেড়ে বসে, তাকে জেরা করতে শুরু করল, কিন্তু হতচকিত ফ্রেডি তার কোনো উত্তর দিতে পারল না। গোয়েন্দা তখন ফ্রেডির কোটের ভিতর হাত গলিয়ে ওর ওয়ালেটটা বের করে আনল। তার মধ্যে ওর আইডেন্টিটি কার্ড অর্থাৎ পরিচয়-পত্র দেখে নিজের সঙ্গীকে শিস দিয়ে ডাকল। কয়েক সেকণ্ডের মধ্যে সাধারণ পোশাক পরা একদল ডিটেকটিভ ফ্রেডিকে ভিড়ের দৃষ্টি থেকে আড়াল করে ঘিরে ফেলল। প্রথম ডিটেকটিভ ফ্রেডির কাঁধে ঝোলানো খোপে থেকে ওর বন্দুকটি তুলে নিল। তারপর ওরা ফ্রেডিকে টেনে দাঁড় করিয়ে একটা নম্বরশূন্য গাড়িতে উঠিয়ে নিয়ে চলে গেল। সঙ্গে সঙ্গে ডেলি নিউজের রেডিও-গাড়িও চলল। ফটোগ্রাফার তখনো সকলের আর সব কিছুর ছবি তুলছিল।

বাপ গুলি খাবার আধ ঘণ্টার মধ্যে সান কালয়ান পর পর পাঁচটা টেলিফোন কল পেয়েছিল। প্রথমটি করেছিল ডিটেকটিভ জন ফিলিপ্‌স্‌, সে ওদের মাইনে খেত। সে সাধারণ পোশাক পরা গোয়েন্দাদের প্রথম গাড়িতে অকুস্থলে পৌঁছেছিল। টেলিফোনে সনিকে প্রথমেই সে বলল, "আমার গলা চিনতে পারছ ?"

"পারছি।" সনি সবে ঘুম থেকে উঠেছিল, শরীরটা তাই খুব তাজা, ওর স্ত্রী ওকে ডেকে দিয়েছিল। কোনো ভূমিকা না করে ফিলিপ্‌স্‌ বলল, "তোমার বাবার আপিসের বাইরে কেউ তাঁকে গুলি করেছে। পনেরো মিনিট আগে। বেঁচে আছেন, কিন্তু গুরুতর ভাবে আহত। ওঁকে ফ্রেঞ্চ হসপিটালে নিয়ে যাওয়া হয়েছে। তোমার ভাই ফ্রেডিকে চেলসি থানায় নিয়ে গেছে। ওকে ছেড়ে দিলে, একজন ডাক্তার ডাকা ভালো। আমি এখন হাসপাতালে যাচ্ছি, তোমার বাবার জিজ্ঞাসাবাদে সাহায্য করতে, যদি তিনি কথা বলতে পারেন। তোমাকে থেকে থেকেই খবর দেব।"

টেবিলের অন্য ধার থেকে সনির স্ত্রী সাণ্ড্রা দেখল ওর স্বামীর মুখটা উগ্র লাল হয়ে উঠল। চোখের ওপর যেন একটা পরকলা পড়ে গেল। ফিসফিস করে সে জিজ্ঞাসা করল, "কি হয়েছে ?" অস্থিরভাবে ওকে চুপ করতে ইশারা করে, সনি ঘুরে ওর দিকে পিঠ ফিরিয়ে বলল, "বেঁচে আছেন ঠিক জান ?"

গোয়েন্দা বলল, "ঠিক জানি। অনেক রক্তপাত হয়েছে। কিন্তু দেখতে যত খারাপ লাগছে, বোধ হয় ততটা খারাপ অবস্থা নয়।"

সনি বলল, "ধন্যবাদ। কাল সকালে বাড়ি থেকো, হাজার ডলার পাবে।"

ফোন নামিয়ে রেখে, সনি নিজেকে জোর করে স্থির ভাবে বসিয়ে রাখল। ও জানত ওর রাগটি হল ওর সব চাইতে বড় দুর্বলতা, এবং এই হল একটা সময় যখন রাগের ফলে সর্বনাশ ঘটতে পারে। প্রথম কাজ হল টম হেগেনকে ডাকা। কিন্তু ফোন তুলবার আগেই সেটি বেজে

উঠল। ঘোড়দৌড়ের এক বুকমেকার ডাকাছিল, ডনের আস্তানা পাড়ায় ওকে টাকা দিয়ে রাখা হয়েছিল। সে খবর দিল ডন মারা গেছেন, পথে কে তাঁকে গুলি করেছে। প্রশ্ন করে জানা গেল বুকমেকারের খবরদাতা ডনের দেহের কাছাকাছি যায়নি ; খবরটা সনি বাজে কথা বলে উড়িয়ে দিল, গোয়েন্দার খবরটাই নির্ভরযোগ্য। প্রায় সঙ্গে সঙ্গে তৃতীয়বার ফোন বাজল। ডেলি নিউজের রিপোর্টার বলছিল। নিজের পরিচয় দিতেই সনি ফোন নামিয়ে রাখল।

হেগেনের বাড়িতে ডায়েল করে, তার স্ত্রীকে জিজ্ঞাসা করল, "টম বাড়ি এসে গেছে ?" সে বলল, "আসেনি।" আরো মিনিট কুড়ির আগে আসার কথাও নয়, তবে টম আজ বাড়ি এসে খাবে বলে ও আশা করছে। সনি বলল, "ওকে বল আমাকে ফোন করতে।"

বসে বসে ব্যাপারটা তলিয়ে দেখবাব চেষ্টা করল সনি। কল্পনা করবার চেষ্টা করল এমন পরিস্থিতিতে বাবার কি রকম প্রতিক্রিয়া হত। গোড়াতেই সনি বুঝেছিল এটা হল সলট্সোব কাজ, কিন্তু সলট্সো কখনোই ডনের মতো উচ্চপদস্থ নেতাকে আক্রমণ করতে সাহস পেত না, যদি না সে অন্যান্য ক্ষমতাশালী লোকদের সহযোগিতা পেত। টেলিফোনটা চতুর্থ বারেব মতো বেজে ওঠাতে ওর চিন্তায় ছেদ পড়ল। তারের অন্য প্রান্তের কণ্ঠস্বরটি বড় নরম, বড় কোমল। সে-কণ্ঠে প্রশ্ন হল, "সান্তিনো কর্লিয়নি ?" সনি বলল, "হ্যাঁ, আমি।"

কণ্ঠ বলল, "টম হেগেন আমাদের হাতে। আর ঘণ্টা তিনেকের মধ্যে তাকে মুক্তি দেওয়া হবে, সে আমাদের প্রস্তাব নিয়ে যাবে। তার বক্তব্য শুনবার আগে না ভেবেচিন্তে কিছু করবেন না। তাতে শুধু অশেষ অশান্তির সৃষ্টি হবে। যা হবার তা হয়ে গেছে। এবার সবাইকে বুদ্ধি করে চলতে হবে। আপনার ঐ বিখ্যাত রাগটি দেখাবেন না।" কণ্ঠে সামান্য একটু ব্যঙ্গের আভাস ছিল। ঠিক বুঝতে না পারলেও, মনে হল হয়তো সলট্সোর গলা। নিজের গলাটাকে দমিত বিমর্ষ করে সনি বলল, "আমি অপেক্ষা করে থাকব।" অন্য দিক থেকে ক্লিক্ করে একটা

শব্দ হল। সনি তার ভারি সোনার ব্যাণ্ড লাগানো হাতঘড়ির দিকে চেয়ে টেলিফোন কলটার ঠিক সময়টি টেবিলের চাদরের ওপর লিখে রাখল।

রান্নাঘরের টেবিলে ভুরু কুঁচকে বসে রইল সনি। ওর স্ত্রী জিজ্ঞাসা করল, "সনি, কি হয়েছে ?" শান্তভাবে সনি বলল, "ওরা বাবাকে গুলি করেছে।" তারপর স্ত্রীর স্তম্ভিত মুখ দেখে কর্কশভাবে বলল, "ব্যস্ত হয়ো না, বাবা মারা যাননি। আর কিছু হবে না।" হেগেনের কথা সনি বলল না ওকে। পঞ্চম বারের মতো টেলিফোন বেজে উঠল।

এবার ক্লেমেন্‌জা ফোন করেছিল। মোটা লোকটা হেঁপো গলায় লাইনের ওপর দিয়ে হাঁসফাঁস করে বলল, "তোমার বাবার কথা শুনেছ ?"

সনি বলল, "শুনেছি, তবে তিনি মারা যাননি।" অনেকক্ষণ চুপচাপ, তারপর ক্লেমেন্‌জার আবেগরুদ্ধ কণ্ঠ শোনা গেল, "ভগবানকে ধন্যবাদ জানাই, ধন্যবাদ জানাই।" তারপর উদ্বিগ্নভাবে সে জিজ্ঞাসা করল, "ঠিক জান তো ? আমি আবার শুনলাম তিনি পথে মরে পড়ে আছেন।"

সনি বলল, "তিনি বেঁচে আছেন।" ক্লেমেন্‌জার কণ্ঠের প্রত্যেকটি সুর মন দিয়ে শুনছিল সনি। আবেগটাকে প্রকৃত বলে মনে হল, কিন্তু মোটা লোকটার কাজের একটা অঙ্গই ছিল ভালো অভিনয় করা।

ক্লেমেন্‌জা বলল, "এবার তোমাকে খেল্ চালিয়ে যেতে হবে। আমাকে কি করতে হবে তাই বল।"

সনি বলল, "বাবার বাড়ি গিয়ে পলি গাটোকে নিয়ে এসো।"

ক্লেমেন্‌জা জিজ্ঞাসা করল, "ব্যস্, আর কিছু না ? কয়েকজন লোককে হাসপাতালে আর তোমাদের বাড়িতে পাঠাতে হবে না ?"

সনি বলল, "না, আমি শুধু তোমাকে আর পলি গাটোকে চাই।"

অনেকক্ষণ চুপচাপ। ক্লেমেন্‌জা ব্যাপার বুঝে নিচ্ছিল।

পরিস্থিতিটাকে আরেকটু স্বাভাবিক করে আনবার জন্য সনি বলল, "সে হতভাগা গেল কোথায় ? করছেটা কি ?"

এখন আর লাইনের ওপর দিয়ে হেঁপো রুগীর হাঁসফাঁস শোনা

যাচ্ছিল না। সতর্ক কণ্ঠে ক্লেমেন্‌জা বলল, "পলির শরীর খারাপ লাগছিল। সর্দি হয়েছিল, কাজেই বাড়ি থেকে বেরোয়নি। সমস্ত শীত-কালটাই ওর ছোটখাটো অসুখ লেগে আছে।"

সঙ্গে সঙ্গে সনি সজাগ, "গত দু মাসে ও ক'বার বাড়িতে বসে থেকেছে?" ক্লেমেন্‌জা বলল, "বোধ হয় তিন চার বার। আমি তো বরাবর ফ্রেডিকে জিজ্ঞাসা করেছি অন্য লোক চায় কি না, কিন্তু ও বলে চায় না। কোনো দরকারও হয়নি। জানই তো গত দশ বছর কেমন নির্বিঘ্নে কেটেছে।"

সনি বলল, "বেশ। তাহলে বাবার বাড়িতে তোমার সঙ্গে দেখা হবে। পলিকে অতি অবশ্য নিয়ে এসো। যাবার পথে ওকে তুলে নিয়ে যেও। তা ওর যত অসুখই হোক না কেন। বুঝলে তো?" উত্তরের অপেক্ষা না করে সনি দুম করে ফোন নামিয়ে রাখল।

ওর স্ত্রী নিঃশব্দে কাঁদছিল। এক মিনিট তার দিকে চেয়ে, কর্কশ কণ্ঠে সনি বলল, "আমাদের নিজেদের লোক কেউ ফোন করলে, বলবে আমাকে বাবার ওখানে, তাঁর ব্যক্তিগত নম্বরে পাবে। আর কেউ ফোন করলে, বলবে তুমি কিছুই জান না। টমের স্ত্রী ফোন করলে বলবে টমের একটু দেরি হবে, কাজে বেরিয়েছে।"

একটুক্ষণ কি ভাবল সনি, তারপর বলল, "আমাদের গোটা দুই লোক এখানে থাকবে।" তারপর স্ত্রীর মুখে ভীতির ছাপ দেখে, অসহিষ্ণু হয়ে বলল, "ভয়ের কিছুই নেই, আমি শুধু চাই ওরা এখানে থাকে। ওরা যখন যা বলবে, তাই করবে। আমার সঙ্গে কথা বলতে হলে বাবার ব্যক্তিগত নম্বরে কর। কিন্তু বিশেষ জরুরী না হলে ফোন কর না। আর দেখ, বেশি ব্যস্ত হয়ো না।" এই বলে সনি বেরিয়ে গেল।

তখন অন্ধকার হয়ে গেছিল, সমস্ত প্রাঙ্গণময় ডিসেম্বরের হিম হাওয়া নেচে বেড়াচ্ছিল। রাতে বেরুতে সনির কোনো ভয় ছিল না। এখানকার আটটা বাড়িরই মালিক ডন কর্লিয়নি। প্রাঙ্গণে ঢুকবার মুখে দু পাশের দুটি বাড়িতে পারিবারিক অনুচররা ভাড়াটে ছিল, তাদের

পরিবার আর বিশেষ অতিথিরাও ছিল; অতিথিরা হল হাত-পা-ঝাড়া পুরুষমানুষ, তারা বেসমেণ্টে থাকত। অর্ধচন্দ্রাকারে সাজানো বাকি ছটি বাড়ির একটিতে টম হেগেন সপরিবারে থাকত, একটিতে সনি, সব চাইতে ছোট এবং কম জমকালো বাড়িতে ডন নিজে থাকতেন। বাকি তিনটি বাড়িতে ডনের অবসরপ্রাপ্ত বন্ধুদের বিনিপয়সায় থাকতে দেওয়া হয়েছিল। এই সর্তে যে উনি চাইলেই, তারা বাড়ি খালি করে দেবে। এই নির্দোষ চেহারার প্রাঙ্গণটি আসলে একটি দুর্ভেদ্য কেল্লা।

আটটি বাড়িতেই ফ্লাড-লাইট লাগানো ছিল, তাতে চারদিকের জমি এমন আলোকিত হয়ে থাকত যে কারো সাধ্য ছিল না কোথাও লুকিয়ে থাকে। রাস্তা পার হয়ে সনি তার বাবার বাড়িতে গিয়ে নিজের চাবি দিয়ে দরজা খুলে ঢুকল। চেঁচিয়ে ডাক দিল, "মা, তুমি কোথায়?" অমনি মা রান্নাঘর থেকে বেরিয়ে এলেন। তাঁর পিছন পিছন মিষ্টি লঙ্কা ভাজার গন্ধ এল। তিনি কিছু বলবার আগেই, সনি তাঁকে হাত ধরে বসিয়ে দিয়ে বলল, "দেখ, ব্যস্ত হয়ো না, বাবাকে হাসপাতালে নিয়ে যাওয়া হয়েছে। তিনি আহত হয়েছেন। কাপড়চোপড় পরে সেখানে যাবার জন্য তৈরি হও। একটু পরেই আমি একটা গাড়ি আর ড্রাইভারের ব্যবস্থা করছি। ঠিক আছে?"

স্থির দৃষ্টিতে ওর দিকে এক মুহূর্ত চেয়ে মা ইতালীয় ভাষায় বললেন, "ওরা ওঁকে গুলি করেছে?" সনি মাথা নেড়ে জানাল ঠিক তাই। মা এক মুহূর্তের জন্য মাথা নিচু করলেন। তারপর রান্নাঘরে ফিরে গেলেন, সনিও সঙ্গে গেল। দেখল এক পাত্র লঙ্কার তলাকার গ্যাসটা নিবিয়ে, মা বেরিয়ে এসে সিঁড়ি বেয়ে ওপরে উঠে গেলেন। সনি পাত্র থেকে কিছু মিষ্টি লঙ্কা দিয়ে টেবিলের ওপরে রাখা টুকরি থেকে একটু রুটি নিয়ে একটা আনাড়িমতো স্যাণ্ডউইচ বানিয়ে নিল, আঙুলের ফাঁক দিয়ে গরম জলপাই-তেল গড়াতে লাগল। কোনার মস্ত ঘরটিতে বাবার আপিসে গিয়ে, তালা-চাবি দেওয়া একটা বাক্স থেকে সনি বাবার নিজস্ব টেলিফোনটি বের করল। এটা বিশেষ ভাবে বসানো হয়েছিল; নাম, ঠিকানা

সব ভুয়ো। সবার আগে সনি লুকা ব্রাসিকে ফোন করল। কোনো উত্তর পেল না। তারপর ব্রুকলিনের নিরাপত্তা-ব্যবস্থাপক কাপ্তানকে ডাকল, ডনের প্রতি তার আনুগত্য নিয়ে কোনো প্রশ্ন উঠতে পারত না। লোকটির নাম টেসিও। সনি তাকে বলে দিল কি হয়েছে আর কি কি করতে হবে। টেসিওকে পঞ্চাশজন একেবারে নির্ভরযোগ্য পাহারাদার যোগাড় করতে হবে। হাসপাতালে রক্ষী পাঠাতে হবে, লং বীচে কাজ করবার জন্য লোক পাঠাতে হবে। টেসিও জিজ্ঞাসা করল, "ওরা কি ক্লেমেন্‌জাকেও ঘায়েল করেছে নাকি?" সনি বলল, "ঠিক এই সময় ক্লেমেন্‌জার লোকদের কাজে লাগাতে চাই না।" টেসিও সঙ্গে সঙ্গে ব্যাপারটা বুঝে নিল; ক্ষণিক নীরবতার পর সে বলল, "মাপ কর, সনি, আমি এ-কথাগুলো বলছি, তোমার বাবা হলে যেমন বলতেন। বেশি তাড়াহুড়ো কর না। ক্লেমেন্‌জা বিশ্বাসঘাতকতা করবে এ আমি বিশ্বাস করতে পারি না।"

সনি বলল, "ধন্যবাদ। আমারও তা মনে হয় না, তবু সাবধানের মার নেই। ঠিক কি না?"

টেসিও বলল, "ঠিক।"

সনি বলল, "আরেকটা কথা। আমার ছোট ভাই মাইক নিউ হ্যাম্পশেয়ারের হ্যানভারে কলেজে পড়ে। বস্টন থেকে আমাদের চেনা কয়েকটা লোককে সেখানে পাঠাও, মাইককে তারা এখানে এ-বাড়িতে নিয়ে আসবে, যতক্ষণ না গণ্ডগোল মিটে যায়। ওকে আমি ফোনে জানিয়ে দেব, তাহলে ওদের জন্য ও তৈরি থাকবে। এবারও আমি আন্দাজে ঢিল ছুঁড়ছি, যাতে একটু নিশ্চিন্ত হওয়া যায়।"

টেসিও বলল, "ঠিক আছে। এদিকের কাজ শুরু করিয়ে দিয়ে, আমিও তোমার বাবার বাড়িতে গিয়ে উঠব। ঠিক তো? তুমি তো আমার লোকদের চেন-ই। ঠিক তো?"

সনি বলল, "ঠিক।" বলে ফোন নামিয়ে, দেওয়ালে গাঁথা ছোট একটা সেফের কাছে গিয়ে সেটিকে খুলল। ভিতর থেকে নীল চামড়ায়

বাঁধানো ইনডেক্স নম্বর দেওয়া একটা খাতা বের করল। খাতা খুলে 'টি' অক্ষর খুঁজে, প্রয়োজনীয় নামটি বের করল। তাতে লেখা ছিল : "রে ফ্যারেল, ৪০০০ ডলার, খৃস্টমাস ঈভ্।" তার তলায় একটা ফোন নম্বর দেওয়া ছিল। সনি সেই নম্বরে ফোন করে বলল, "ফ্যারেল?" অন্য দিকে লোকটি বলল, "হ্যাঁ।" সনি বলল, "আমি সনি কর্লিয়নি। তোমার কাছ থেকে একটু উপকার চাই এবং এখনি চাই। দুটো ফোন নম্বর দিচ্ছি, গত তিন মাসের মধ্যে তারা কোথা থেকে কত ফোন কল পেয়েছে আর কোথায় কত ফোন করেছে, সব জেনে দিতে হবে।" এই বলে সনি পলি গাটোর আর ক্লেমেনজার বাড়ির নম্বরগুলো দিয়ে দিল। তারপর বলল, "কাজটা খুব জরুরী। আজ রাত বারোটার মধ্যে জানিও, তাহলে তোমার বড়দিনটা আরো বেশি আনন্দে কাটবে।"

আয়েস করে বসে সব কিছু ভেবে স্থির করার আগে সনি লুকা ব্রাসির নম্বরে আরেকবার ফোন করল। আবার কোনো উত্তর পাওয়া গেল না। দুর্ভাবনা হলেও, চিন্তাটা মন থেকে দূর করে দিল সনি। খবর শুনলেই লুকা এসে হাজির হবে। ঘোরানো চেয়ারে সনি হেলান দিয়ে বসল। ঘণ্টাখানেকের মধ্যেই আত্মীয়স্বজনে বাড়ি গিজগিজ করবে, সবাইকে বলতে হবে কাকে কি করতে হবে। এতক্ষণ পরে হাতে একটু সময় পেয়ে, সনি বুঝতে পারছিল পরিস্থিতিটা কত বিপজ্জনক।

দশ বছরের মধ্যে এই প্রথম কেউ কর্লিয়নি পরিবারকে আর পরিবারের ক্ষমতাকে যুদ্ধে ডাক দিয়েছে। এর পিছনে যে সলট্সো আছে সে-বিষয়ে কোনো সন্দেহ নেই। কিন্তু নিউ ইয়র্কের পাঁচটি বড় পরিবারের মধ্যে অন্তত আরেকজনের সমর্থন না পেলে সলট্সো এমন আঘাত হানতে সাহস পেত না। এই সমর্থন নিশ্চয়ই টাটাগ্লিয়াদের কাছ থেকে পেয়েছে। তার মানে হয় সামগ্রিক সংগ্রাম, নয় সলট্সোর সর্তে অবিলম্বে মিটমাট। চতুর তুর্ক ভালো ফন্দি এঁটেছিল, তবে ওর ভাগ্যটা মন্দ। বাবা বেঁচে আছেন; তার মানে সামগ্রিক সংগ্রাম। লুকা ব্রাসি আর কর্লিয়নি পরিবারের সংগতি হাতে আছে যখন, তখন এর পরিণাম

একটাই হতে পারে। তবু মনের পিছনে দুশ্চিন্তা খচ্‌খচ্‌ করে। লুকা ব্রাসি গেল কোথায়?

তিন

ড্রাইভারকে নিয়ে হেগেনের সঙ্গে গাড়িতে চারজন লোক ছিল। ওরা ওকে পিছনের সীটে বসিয়েছিল; রাস্তায় ওর পিছনে যে দুজন লোক এসে দাঁড়িয়েছিল, তারা ওর দু পাশে বসল। সলট্‌সো সামনে বসেছিল। হেগেনের ডান দিকের লোকটা ওর গায়ের ওপর দিয়ে হাত বাড়িয়ে, হেগেনের টুপিটা তার চোখের ওপর দিয়ে টেনে দিল, যাতে সে কিছুই দেখতে না পায়। বলল, "এতটুকু নড়বে না।"

একটুখানি পথ, কুড়ি মিনিটের বেশি লাগল না; গাড়ি থেকে নামল যখন হেগেন তার পরিবেশটাকে চিনতে পারল না, কারণ অন্ধকার হয়ে গেছিল। ওকে বেসমেন্টের ঘরে নিয়ে গিয়ে, ওরা রান্নাঘরের একটা খাড়া-পিঠ চেয়ারে বসিয়েছিল। ওর সামনে রান্নাঘরের টেবিলটার অন্য ধারে সলট্‌সো বসে ছিল। তার কালো মুখে অদ্ভুত একটা শকুনের মতো ভাব।

সে বলল, "আমি চাই না তুমি ভয় পাও। আমি জানি তুমি ঐ পরিবারের জবরদস্তির দিকটা দেখ না। আমি চাই তুমি ওদের সাহায্য কর আর আমাকেও সাহায্য কর।"

হেগেন মুখে একটা সিগারেট পুরল, ওর হাত কাঁপছিল। লোকগুলোর মধ্যে একজন এক বোতল রাই হুইস্কি টেবিলে নিয়ে এসে, একটা চীনেমাটির কফির পেয়ালাতে খানিকটা ঢেলে দিল। অগ্নিময় পানীয়টা হেগেন কৃতজ্ঞচিত্তে গিলে ফেলল। হাত কাঁপা বন্ধ হল, পায়ে জোর এল।

সলট্‌সো বলল, "তোমার মালিক মারা গেছে।" অমনি হেগেনের চোখে জল দেখে অবাক হয়ে গেল সে। তারপর বলে চলল, "ওর

আপিসের বাইরে আমরা ওকে ঘায়েল করেছি। খবরটা শুনেই আমি তোমাকে ধরে এনেছি। তোমাকে এবার সনির সঙ্গে আমার মিটমাট করিয়ে দিতে হবে।"

হেগেন কোনো উত্তর দিল না। নিজের শোকের গভীরতায় সে নিজেই আশ্চর্য হয়ে যাচ্ছিল। আর মৃত্যুভয়ের সঙ্গে একটা নিঃসঙ্গ হতাশা। সলট্‌সো আবার কথা বলতে লাগল, "আমার প্রস্তাবে সনির খুব আগ্রহ ছিল, তাই না? তুমিও জান আমার প্রস্তাব মতো চলাই বুদ্ধির কাজ। মাদকদ্রব্যের ভবিষ্যৎ উজ্জ্বল। তাতে এত টাকা করা সম্ভব যে বছর দুইয়ের মধ্যে সবাই বড়লোক হয়ে যেতে পারে। ডন ছিল সেকেলে মাতব্বর; সে দিন চলে গেছে, ও টের পায়নি। এখন সে মারা গেছে, কোনো কিছুতেই তাকে ফিরিয়ে আনা যাবে না। আমি নতুন করে সমঝোতা করতে রাজী আছি। আমার ইচ্ছা তুমি সনিকে তাতে রাজী করাও।"

হেগেন বলল, "আপনি কোনো সুবিধে করতে পারবেন না। সনি তার সমস্ত শক্তি নিয়ে আপনার পিছনে লাগবে।"

অধীর ভাবে সলট্‌সো বলল, "সেটা হবে তাঁর প্রথম প্রতিক্রিয়া। তোমার কাজ তাকে যুক্তি দিয়ে বোঝানো। টাটাগ্লিয়া পরিবার তাদের সমস্ত লোকবল নিয়ে আমাকে সমর্থন করছে। নিউ ইয়র্কের অন্যান্য পরিবারগুলোও আমাদের মধ্যে সামগ্রিক সংগ্রাম বন্ধ করবার জন্য, যে-কোনো ব্যবস্থায় সম্মত হবে। আমরা লড়াই করলে ওদের আর ওদের ব্যবসারও ক্ষতি হবে। সনি যদি আমার প্রস্তাবে রাজী হয়, এ-দেশের অন্যান্য পরিবারগুলো মনে করবে এর সঙ্গে তাদের কোনো সম্পর্ক নেই, ডনের বন্ধুরাও তাই ভাববে।"

কোনো উত্তর না দিয়ে হেগেন নিজের হাতের দিকে তাকিয়ে রইল। সলট্‌সো ওকে ফুস্‌লোতে লাগল, "ডনের শক্তি কমে যাচ্ছিল। আগে হলে তাকে আমরা কখনোই বে-কায়দায় পেতাম না। অন্য পরিবারগুলোর ওর ওপর আস্থা ছিল না, কারণ ও তোমাকে তার

কনসিলিওরি করেছিল, তুমি ইতালীয় পর্যন্ত নও, সিসিলীও হওয়ার কথা ছেড়েই দিলাম। বাস্তবিক যদি সামগ্রিক সংগ্রামই হয়, কর্লিয়নি পরিবারের সর্বনাশ হয়ে যাবে, সকলের ক্ষতি হবে, আমারও। কর্লিয়নি পরিবারের টাকার চাইতেও ওদের রাজনীতির ক্ষেত্রে যে প্রভাব আছে, আমার সেটা দরকার। কাজে কাজেই সনির সঙ্গে কথা বল, ক্যাপোরে-জিমিদের সঙ্গে কথা বল ; তাতে অনেক রক্তপাত বন্ধ করতে পারবে।"

আরেকটু হুইস্কির জন্য হেগেন চীনেমাটির পেয়ালাটা বাড়িয়ে দিয়ে বলল, "চেষ্টা করে দেখব। কিন্তু সনি বড় ঢ্যাটা। আর লুকাকে ঠেকানো সনিরও কর্ম নয়। লুকা সম্বন্ধে আপনাকে সাবধান হতে হবে। আপনার প্রস্তাব গ্রহণ করলে আমাকে পর্যন্ত সাবধান হতে হবে।"

সলট্সো শান্ত কণ্ঠে বলল, "লুকার ব্যবস্থা আমি করব। তুমি সনির আর অন্য ছেলে দুটোর ভার নাও। শোন, ওদের বলতে পার যে আজ বাপের সঙ্গে ফ্রেডিরও হয়ে যেত, কিন্তু আমার লোকদের বিশেষ করে বারণ করা হয়েছিল ওকে যেন গুলি না করে। যেটুকু বিদ্বেষ অনিবার্য, তার বেশি আমার কাম্য নয়। ওদের শুধু বল যে আমার জন্যেই ফ্রেডি বেঁচে আছে।"

এতক্ষণ বাদে হেগেনের মস্তিষ্ক আবার কাজ করতে শুরু করল। এই প্রথম ওর সত্যি বিশ্বাস হল যে ওকে মেরে ফেলা, কিংবা জামিন করে আটক রাখা সলট্সোর উদ্দেশ্য নয়। হঠাৎ ভয় থেকে নিষ্কৃতি পেয়ে একটা আরামের ঢেউ ওর শরীরকে প্লাবিত করল, তাতে ও লজ্জা পেল। ওর মনের ভাব বুঝে মুখে মৃদু হাসি নিয়ে সলট্সো ওর দিকে চেয়ে ছিল। হেগেন অবস্থাটা ভেবে দেখতে লাগল। সলট্সোর প্রস্তাব সমর্থন করতে ও রাজী না হলে, ওরা হয়তো ওকে মেরে ফেলবে। তবে হেগেন এ-ও বুঝল যে সলট্সো শুধু এইটুকু আশা করে যে ও ওদের প্রস্তাবটা কর্লিয়নিদের কাছে উপস্থাপিত করবে এবং উপযুক্ত ভাবেই উপস্থাপিত করবে ; দায়িত্বজ্ঞানসম্পন্ন কনসিলিওরি হিসাবে ওটুকু করতে ও বাধ্য। এ-বিষয়ে ভেবে দেখে হেগেন বুঝতে পারল সলট্সো

ঠিক কথাই বলেছে। টাটাগ্লিয়া আর কর্লিয়নিদের মধ্যে বাধাবন্ধহীন সংগ্রাম যেমন করেই হোক বন্ধ করা দরকার। কর্লিয়নিদের মৃত জনকে সমাধিস্থ করে, সব ভুলে, নতুন করে আপস করতে হবে। তারপর, সময় যখন সুপ্রসন্ন হবে, সলট্সোর বিরুদ্ধে ব্যবস্থা নেওয়া যাবে।

কিন্তু চোখ তুলেই হেগেন উপলব্ধি করল ওর চিন্তাধারার সমস্তটাই সলট্সো টের পেয়েছে। 'তুর্ক' একটু একটু হাসছিল। হঠাৎ হেগেনের একটা খেয়াল হল। লুকা ব্রাসির এমন কি হয়েছে যে সলট্সো এত নিশ্চিন্ত? লুকা কি ওর সঙ্গে আপস করেছে? মনে পড়ল ডন কর্লিয়নি যেদিন সলট্সোর প্রস্তাব প্রত্যাখ্যান করেছিলেন, লুকাকে তিনি গোপনীয় পরামর্শের জন্য আপিসে ডেকেছিলেন।

কিন্তু ও-সব ছোটখাটো কথা নিয়ে মাথা ঘামাবার সময় এ নয়। লং বীচে কর্লিয়নি পরিবারের কেল্লার নিরাপত্তায় ওকে আগে ফিরে যেতে হবে। সলট্সোকে বলল টম, "যথাসাধ্য চেষ্টা করব। আমার মনে হয় আপনি ঠিক কথাই বলেছেন, এমন কি ডনও হয়তো ঐ ভাবে কাজ করতেই বলতেন।"

গম্ভীর মুখে সল্‌ট্সো মাথা দুলিয়ে বলল, "খুব ভালো। আমি রক্তপাত ভালোবাসি না। আমি হলাম ব্যবসাদার মানুষ; রক্তপাতের বড্ড দাম।" ঠিক এই সময় টেলিফোন বেজে উঠল, হেগেনের পিছনে যারা বসে ছিল, তাদের একজন ফোন ধরতে গেল। একটু শুনে সে বলল, "বেশ, আমি ওঁকে বলছি।" এই বলে ফোন নামিয়ে, সলট্সোর পাশে গিয়ে তার কানে কানে কি যেন বলল। হেগেন দেখল সঙ্গে সঙ্গে সলট্সোর মুখ ফ্যাকাশে হয়ে গেল, রাগের চোটে চোখ চকচক করতে লাগল। হেগেনের মনেও একটা আশঙ্কার শিহরণ লাগল। সলট্সো ওর দিকে এমন করে তাকিয়ে ছিল, যেন কোনো ফন্দি আঁটছে। হঠাৎ হেগেন টের পেল ওকে আর ছেড়ে দেওয়া হবে না। যা ঘটেছে, তার ফলে ওর মৃত্যু হতে পারে। সলট্সো বলল, "বুড়োটা এখনো বেঁচে আছে। ওর সিসিলীয় চামড়ায় পাঁচটা গুলি বিঁধেছে, তবু বেঁচে আছে।"

ভাগ্যের হাতে আত্মসমর্পণ করে কাঁধ তুলল সে, বলল, "আমারও মন্দ কপাল, তোমারও মন্দ কপাল।"

চার

মাইকেল কর্লিয়নি লং বীচে ওর বাবার বাড়িতে পৌঁছে দেখে প্রাঙ্গণে ঢুকবার সরু প্রবেশপথটা শিকল দিয়ে বন্ধ। ভিতরের প্রাঙ্গণটা আটটি বাড়ির ফ্লাড-লাইটে জ্বলজ্বল করছে, সেই আলোতে দেখা যাচ্ছে অন্তত দশটা গাড়ি সিমেন্ট বাঁধানো বাঁকা পথে দাঁড়িয়ে আছে।

শিকলটার ওপর ভর দিয়ে দুজন অচেনা লোক দাঁড়িয়েছিল। একজন ব্রুকলিনি টানে জিজ্ঞাসা করল, "তুমি কে?"

মাইক নাম বলল। সব চাইতে কাছের বাড়িটা থেকে একজন লোক বেরিয়ে এসে নজর করে মাইকের মুখ দেখে বলল, "এ হল ডনের ছেলে। আমি ওকে ভিতরে নিয়ে যাচ্ছি।" মাইক সেই লোকটার সঙ্গে বাবার বাড়িতে এল, বাইরের দরজায় দুজন লোক ছিল, তারা মাইককে আর তার রক্ষীকে ভিতরে যেতে দিল।

প্রথমে মনে হল অচেনা লোকে বাড়ি ভরতি, তারপর মাইক বসবার ঘরে গিয়ে টম হেগেনের স্ত্রী, টেরিসাকে দেখতে পেল, আড়ষ্ট-ভাবে একটা কৌচে বসে সিগারেট খাচ্ছে। ওর সামনে একটা কফি টেবিল, তাতে এক গেলাস হুইস্কি। সোফার অন্য দিকে পুরুষ্টু চেহারার ক্লেমেন্‌জা বসে ছিল। ক্যাপোরেজিমির মুখ ভাবলেশহীন, কিন্তু কপালে ঘাম, হাতের চুরুটটা থুতু লেগে কালো চকচকে দেখাচ্ছিল।

সান্ত্বনা দেবার ছলে ক্লেমেন্‌জা ওর হাত ধরে নাড়া দিয়ে, বিড় বিড় করে বলল, "তোমার মা তোমার বাবার কাছে হাসপাতালে আছেন। বাবা সেরে উঠবেন।" পলি গাটোও হ্যাণ্ড-শেক করবার জন্য উঠে দাঁড়াল। মাইকেল কৌতূহলী হয়ে ওর দিকে তাকাল। ও জানত পলি হল বাবার দেহরক্ষী, কিন্তু পলি যে সেদিন বাড়িতে বসে ছিল তা জানত

না। ওর রোগা শামলা মুখের চাপা উত্তেজনা মাইকের চোখে পড়ল। ও জানত যে ভারি কর্মক্ষম বলে পলির খ্যাতি, চটপটে, জটিলতার সৃষ্টি না করে ও নানান সূক্ষ্ম ব্যাপারে সামাল দিতে পারে, কিন্তু আজ সে ব্যর্থ হয়েছে। ঘরের কোণে কোণে আরো অনেক লোক দেখল মাইক, কেউ ওর চেনা নয়। ওরা কেউ ক্লেমেন্‌জার লোক নয়। মাইকেল এই সব তথ্য জুড়ে একটা অর্থ করে নিল। ক্লেমেন্‌জা আর গাটোকে সন্দেহ করা হচ্ছে। মাইক মনে করেছিল পলি বুঝি অকুস্থলে উপস্থিত ছিল, তাই বেজি-মুখো ছোকরাকে জিজ্ঞাসা করল, "ফ্রেডি কেমন আছে? ভালো তো?"

ক্লেমেন্‌জা বলল, "ডাক্তার ওকে একটা সুই দিয়েছে। ও ঘুমোচ্ছে।" হেগেনের স্ত্রীর কাছে গিয়ে, নিচু হয়ে মাইকেল ওর গালে একটা চুমো খেল। ওদের মধ্যে চিরকালের সদ্ভাব। ফিসফিস করে মাইক বলল, "ভেবো না, টম ঠিক আছে। সনির সঙ্গে কোনো কথা হয়েছে?"

এক মিনিট ওকে আঁকড়ে ধরে, টেরিসা মাথা নাড়ল। চিক্কণ দেহ, ভারি সুন্দরী, ইতালীয়র চাইতে অ্যামেরিকান বেশি, আপাততঃ বেজায় ভীত। হাত ধরে ওকে মাইক সোফা থেকে তুলে ফেলে, বাবার কোণার ঘরের আপিসে নিয়ে গেল।

ডেস্কের পিছনে হাত-পা এলিয়ে সনি বসে ছিল, এক হাতে হলদে প্যাড, অন্য হাতে পেনসিল। ঘরে আর একটি মাত্র লোক, কাপোরেজিমি টেসিও, তাকে মাইক চিনত। অমনি মাইক বুঝে নিল বাড়িতে আর যারা ছিল এবং বাইরে যারা পাহারা দিচ্ছিল, তারা সবাই টেসিওর লোক। টেসিওর হাতেও কাগজ পেনসিল।

ওদের দেখেই সনি ডেস্কের পিছন থেকে বেরিয়ে এসে, হেগেনের স্ত্রীকে জড়িয়ে ধরে বলল, "ভেবো না, টেরিসা। টম ঠিক আছে। ওরা বলেছে ওর কাছে একটা প্রস্তাব দিয়ে ছেড়ে দেবে। ও তো আর আমাদের কার্যকরী দিকে নেই, ও শুধু আমাদের উকীল। ওর ক্ষতি করার কোনো কারণ নেই।"

টেরিসাকে সনি ছেড়ে দিয়েই, মাইককেও আলিঙ্গন করে গালে একটা চুমো খেল, মাইক তো অবাক! সনিকে ঠেলে দিয়ে, এক গাল হেসে মাইক বলল, "সর্বদা ধরে পিটিয়েছ, তাতেই আমার অভ্যাস হয়ে গেছিল, এখন এ-ও সইতে হবে নাকি!" বয়স যখন কম ছিল, দুজনার মধ্যে প্রায়ই মারামারি হত।

সনি কাঁধ তুলল। "শোন, ভাই। তোমাদের ঐ অজ পাড়াগাঁতে যখন তোমাকে পাওয়া গেল না, বড্ড ভাবনা হয়েছিল। আরে তোমাকে ওরা সাবাড় করলে আমার কি এসে যেত, শুধু ঐ বুড়ি ভদ্রমহিলাকে গিয়ে খবরটা দিতে হত, তাতেই আমার আপত্তি। বাবার কথা তো না বলে উপায় ছিল না।"

মাইকেল জিজ্ঞাসা করল, "কি ভাবে নিলেন খবরটা?" সনি বলল, "ভালোভাবে। এ-রকম তো আগেও আরো হয়েছে। আমারো সেই অবস্থা। তুমি তখন বড্ড ছোট ছিলে তাই জান না, তারপর তোমার বয়স বাড়ার সময়ে তো কোনো গোলমালই ছিল না।" একটু থেমে সনি আবার বলল, "মা হাসপাতালে বাবার কাছেই থেকে গেছেন। বাবা সেরে উঠবেন।"

মাইকেল বলল, "আমরাও সেখানে গেলে কেমন হয়?" মাথা নেড়ে নীরস কণ্ঠে সনি বলল, "ব্যাপারটা না চুকে যাওয়া পর্যন্ত আমি বাড়ি থেকে বেরুতে পারছি না।" টেলিফোন বেজে উঠল। সনি রিসিভার তুলে মন দিয়ে শুনতে লাগল। মাইক ততক্ষণ ডেস্কের কাছে গিয়ে সনির লেখাসুদ্ধ হলদে প্যাডটা দেখতে লাগল। সাতটি নামের তালিকা। প্রথম তিনটি হল সলট্‌সো, ফিলিপ টাটাগ্লিয়া, জন টাটাগ্লিয়া। মাইকের মনে হঠাৎ যেন একটা বাড়ি লাগল, সনি আর টেসিও একটা তালিকা তৈরি করছিল, কাকে কাকে সরাতে হবে। তার মধ্যিখানে মাইকরা এসে পড়েছিল।

সনি ফোন নামিয়ে টেরিসাকে আর মাইককে বলল, "তোমরা একটু বাইরে বসবে? টেসিওর সঙ্গে একটা কাজ সেরে ফেলতে হবে।"

হেগেনের স্ত্রী বলল, "ঐ টেলিফোনে কি টমের কথা কিছু হল?" কেমন তেরিয়া হয়ে কথাটা বলল টেরিসা, তবে সঙ্গে সঙ্গে ভয়ে, কেঁদেও ফেলল। সনি ওকে জড়িয়ে ধরে দরজা অবধি এগিয়ে দিয়ে বলল, "আমি তোমাকে কথা দিচ্ছি টমের কোনো বিপদ হবে না। বাইরের ঘরে অপেক্ষা কর, কিছু খবর পেলেই তোমাকে বলব।"

বেরিয়ে গেলে দরজাটা বন্ধ করে দিল সনি। মাইক একটা বড় চামড়া-বাঁধানো আরাম-কেদারায় বসে পড়েছিল। সনি তার দিকে একটা দ্রুত তীক্ষ্ণ দৃষ্টি দিয়ে, ডেস্কের পিছনে গিয়ে বসে বলল, "আমার সঙ্গে সঙ্গে থাকলে কিন্তু এমন সব কথা শুনতে হবে, মাইক, যা তোমার ভালো লাগবে না।"

মাইকেল একটা সিগারেট ধরিয়ে বলল, "আমি কাজে আসতে পারি।" সনি বলল, "না, পার না। তোমাকে এর মধ্যে জড়ালে বাবা খুব অসন্তুষ্ট হবেন।"

উঠে দাঁড়িয়ে মাইকেল চ্যাচাতে লাগল, "তুমি একটা বজ্জাত, উনি তো আমারও বাবা। ওকে আমি সাহায্য করতে পাব না? নিশ্চয়ই কাজে আসতে পারি। বেরিয়ে গিয়ে লোক না মারলেও, কাজে আসা যায়। আমার সঙ্গে এমন ব্যবহার কর না, যেন আমি ছোট ছেলে। আমি যুদ্ধে গেছিলাম। আমার গুলি লেগেছিল, মনে নেই? কয়েকটা জাপানী মেরেছি। তুমি কাউকে কোতোল করলে, আমি কি করব ভেবেছ? মুচ্ছো যাব?"

সনি দাঁত বের করে হাসল। "আরে, একটু বাদেই যে তুমি আমাকে ঘুষি তুলতে বলবে দেখছি! বেশ, থাক তাহলে, টেলিফোন ধর।" তারপর টেসিওর দিকে ফিরে সনি বলল, "এক্ষুনি যে ফোন এল, তাতে যে খবরের অপেক্ষায় ছিলাম সেটি পেয়ে গেলাম।"

মাইকেলের দিকে ফিরে সনি বলল, "কেউ নিশ্চয়ই বাবাকে ধরিয়ে দিয়েছিল। হয়তো ক্লেমেন্‌জা। নয়তো পলি গাটো, তার তো আজ খুব সুবিধাজনকভাবে অসুখ করেছিল। এখন উত্তরটা পেয়ে গেছি। মাইক,

দেখি তোমার কত বুদ্ধি, খুব তো কলেজে পড়। বল দাক কে সলট্-সোর কাছে ঘুষ খেয়েছে ?"

মাইকেল আবার বসে পড়ে, চামড়া-বাঁধানো আরাম-কেদারায় ঠেস দিল। সমস্ত ব্যাপারটা ভালো করে তলিয়ে দেখল। ক্লেমেন্জা হল কর্লিয়নি পারিবারিক প্রতিষ্ঠানের একজন ক্যাপোরেজিমি। ডন কর্লিয়নি তাকে লক্ষপতি করে দিয়েছেন, কুড়ি বছর ধরে সে তাঁর অন্তরঙ্গ বন্ধু। ওদের সংগঠনের সব চাইতে ক্ষমতাশালী পদাধিকারীদের একজন সে। ডনকে ধরিয়ে দিয়ে তার কি লাভ? আরো টাকা? যথেষ্ট ধনী সে; তবে মানুষের লোভ কখনো মেটে না। আরো ক্ষমতা? কোনো কল্পিত অপমান বা অবহেলার জন্য প্রতিশোধ? হেগেনকে কনসিলিওরি করা হয়েছে বলে? নাকি ব্যবসাদারী বুদ্ধি বলেছে শেষ পর্যন্ত সলট্সোই জয়ী হবে? না, ক্লেমেন্জাব পক্ষে বিশ্বাসঘাতকতা করা একেবারে অসম্ভব। তারপব বিষণ্নমনে মাইকেল ভাবতে লাগল, অসম্ভব কেন? না, ও চায় না ক্লেমেন্জাব মৃত্যু হয়। মাইক যখন ছোট ছিল ঐ মোটা লোকটা ওকে ক্রমাগত উপহার এনে দিত; ডন যখন বড্ড ব্যস্ত থাকতেন ক্লেমেন্জা ওকে বেড়াতে নিয়ে যেত। মাইকেল কিছুতেই বিশ্বাস করতে পারল না যে ক্লেমেন্জা বিশ্বাসঘাতকতা করতে পারে।

অপরপক্ষে, কর্লিয়নি পরিবারে আর যত কর্মী ছিল, সবার চাইতে ক্লেমেন্জাকে হাত করতেই তার আগ্রহ হবে সব চাইতে বেশি।

মাইকেল পলি গাটোর বিষয়ে ভাবতে লাগল। পলি এখনো ধনী হয়নি। ওর সম্বন্ধে সকলের ভালো ধারণা, সংগঠনে ওর অনেক উন্নতি হতে বাধ্য, তবে আর সকলেব মতো ওকেও খেটে উন্নতি করতে হবে। তাছাড়া ক্ষমতার শিখরে উঠবার উচ্চাশা ওর আরো অসংযত হবারই কথা। বয়স কম হলে, তাই হয়। অপরাধী নিশ্চয়ই পলি। আবার মনে পড়ল স্কুলের ষষ্ঠ গ্রেডে পলির সঙ্গে ও এক ক্লাসে পড়েছে, কাজেই পলি অপরাধী প্রমাণ হয় মাইকের তাও ইচ্ছা নয়।

মাথা নেড়ে মাইক বলল, "না, ওদের মধ্যে কেউ নয়।" তবে ও-কথা বলল শুধু এই কারণে যে সনি একটু আগে বলেছিল কে দোষী তা ও টের পেয়েছে। ভোট দিতে হলে, পলিকে দোষী বলে ভোট দিতে হত।

সনি ওর দিকে চেয়ে হাসছিল। "কোনো ভাবনা নেই। ক্লেমেন্‌জা নির্দোষ, অপরাধী হল পলি।"

মাইকেল দেখতে পাচ্ছিল টেসিও হাঁপ ছেড়ে বেঁচেছে। ওরই মতো ক্লেমেন্‌জাও একজন কাপোরেজিমি, কাজেই ওর সহানুভূতি তার দিকে। তাছাড়া এ পরিস্থিতিটা এতটা গুরুত্ব পেত না, যদি না এতখানি উচ্চ-পদস্থ একজন এর লক্ষ্য না হতেন। সতর্কতার সঙ্গে টেসিও বলল, "তা হলে কাল আমার লোকদের বাড়ি পাঠাতে পারব তো?"

সনি বলল, "পরশু। তার আগে কেউ এ-বিষয়ে জানতে পারে আমি চাই না। শোন, আমার ভাইয়ের সঙ্গে আমি কিছু পারিবারিক বিষয় নিয়ে আলোচনা করতে চাই, ব্যক্তিগত ব্যাপার। বাইরের ঘরে অপেক্ষা কর, কেমন? পরে তালিকাটা শেষ করলেই হবে। তুমি আর ক্লেমেন্‌জা দুজনে মিলে ওটা করে ফেলো।"

"অবশ্যই।" এই বলে, টেসিও বেরিয়ে গেল।

মাইকেল জিজ্ঞাসা করল, "কি করে নিশ্চিতভাবে জানলে পলি দোষী?"

সনি বলল, "টেলিফোন কোম্পানিতে আমাদের লোক আছে। তারা শুঁকে শুঁকে পলির সমস্ত ফোন কলের খোঁজ নিয়েছে, কোথা থেকে এল, কোথা গেল। ক্লেমেন্‌জারও তাই। যে তিন দিন অসুখ করেছে বলে পলি এ মাসে কামাই করেছে, সেই তিন দিনই বাবার আপিস-বাড়ির উল্টো দিকের রাস্তার একটা ফোন-বুথ থেকে পলিকে কেউ ফোন করেছিল। আজকেও তাই। ওরা নিশ্চয় খবর নিচ্ছিল পলি নিজে বাবার সঙ্গে যাচ্ছে, নাকি আর কেউ তার বদলে যাচ্ছে। কিংবা হয়তো অন্য কোনো কারণে; তাতে কিছু যায় আসে না।" সনি কাঁধ দুটোকে

একটু তুলে বলল, "ভগবানকে ধন্যবাদ যে পলি দোষী। আমাদের ক্লেমেনজাকে বড় দরকার।"

মাইকেল একটু ইতস্ততঃ করে জিজ্ঞাসা করল, "একেবারে এস্পার-ওস্পার যুদ্ধ হবে নাকি?"

সনির চোখ কঠিন হয়ে এল। "টম এসে পৌঁছলে, ঐ ভাবেই এগোব মনে করেছি। যতক্ষণ না বুড়ো ভদ্রলোক বারণ করেন।"

মাইকেল জিজ্ঞাসা করল, "তাহলে উনি কিছু না বলা অবধি অপেক্ষা কর না কেন?"

কৌতূহলের সঙ্গে সনি ওর দিকে চাইল, "কি করে ঐ যুদ্ধের মেডেলগুলো পেলে বল দেখি। আমরা বন্দুকের সামনে দাঁড়িয়ে আছি, লড়াই আমাদের করতেই হবে। আমার শুধু ভয় হচ্ছে টমকে যদি ওরা না ছাড়ে।"

শুনে মাইক অবাক। "ছাড়বে না-ই বা কেন?"

সনির কণ্ঠে ধৈর্য, "ওরা টমকে ছিনতাই করেছিল, কারণ ওরা ভেবেছিল বাবাকে ঘায়েল করেছে, এবার আমার সঙ্গে রফা করতে পারবে আর গোড়ার দিকে টম তো বার্তাবহের কাজ করবে, প্রস্তাবগুলো আনবে-নেবে। এখন জেনেছে বাবা বেঁচে আছেন, কাজেই আমি আর কিছু বলার মালিক নই, টমও ওদের কোনো কাজে লাগবে না। ছেড়েও দিতে পারে, কোতোলও করতে পারে, সলট্সোর যেমন মরজি। কোতোল করলে, তার একমাত্র উদ্দেশ্য হবে আমাদের জানিয়ে দেওয়া ওদের সঙ্গে চালাকি চলবে না, আমাদের ওপর জবরদস্তি খাটাবে।"

মাইকেল শান্ত কণ্ঠে জিজ্ঞাসা করল, "তোমার সঙ্গে রফা হতে পারে, সলট্সোর এ ধারণা হল কিসে?"

সনির মুখটা লাল হয়ে উঠল, এক মিনিট চুপ করে থেকে সে বলল, "কয়েক মাস আগে আমাদের একটা মিটিং বসেছিল, মাদক-ব্যবসা নিয়ে সলট্সো একটা প্রস্তাব এনেছিল। বাবা সেটাতে রাজী

হননি। কিন্তু আমি একটু বেশি কথা বলে ফেলেছিলাম, ওরা জেনে গেছিল যে প্রস্তাবটাতে আমার সমর্থন আছে। সেটা আমার খুব অন্যায় হয়েছিল; বাবা যদি আমাকে কিছু শিখিয়ে থাকেন, সে হল ওরকম কখনো করতে নেই, বাইরের লোককে জানতে দিতে নেই যে আমাদের পরিবারের ভিতর মতভেদ আছে। কাজেই সলট্‌সো ভেবেছিল বাবাকে সরাতে পারলে, আমি ঐ ব্যবসায় ওর সঙ্গে হাত মেলাব। বুড়ো ভদ্রলোক বিদায় নিলে, আমাদের ক্ষমতাও কম করে অর্ধেক হয়ে যেত। বাবা যে সব ব্যবস্থা গড়ে তুলেছিলেন, সেগুলিকে বাঁচিয়ে রাখতেই আমার প্রাণান্ত পরিচ্ছেদ হত। মাদক ব্যবসার উজ্জ্বল ভবিষ্যৎ, আমাদের ওর মধ্যে ঢোকা উচিত। বাবাকে আঘাত করাটা ওর একেবারে পেশাদারী চাল, ওর মধ্যে ব্যক্তিগত আক্রোশ নেই। ব্যবসার দিক থেকে আমি ওর সঙ্গে হাত মেলাতাম। অবিশ্যি আমাকে ও কখনো খুব বেশি কাছে ঘেঁষতে দিত না, এ বিষয়ে ও বন্দোবস্ত করে রাখত যাতে ওকে সোজাসুজি কখনো গুলি করতে না পারি, বলা যায় না কিছু। কিন্তু সলট্‌সো এও জানে যে একবার ওর প্রস্তাবে রাজী হয়ে গেলে, বছর দুই বাদে স্রেফ প্রতিশোধ নেবার জন্য আমি যে একটা সংগ্রাম শুরু করে দেব, অন্য পরিবারগুলো তা কিছুতেই হতে দেবে না। তা ছাড়া টাটাগ্লিয়া পরিবার সলট্‌সোর পিছনে আছে।

মাইকেল জিজ্ঞাসা করল, "ওরা যদি বাবাকে মেরে ফেলত, তুমি কি করতে?"

অতি সরল ভাবে সনি বলল, "তা হলে সলট্‌সো একটা মরা লাস হত। তাতে যা ক্ষতি হয় হোক। নিউ ইয়র্কের পাঁচটা পরিবারের সঙ্গে যদি লড়াই করতে হত, তবে তাই সই। টাটাগ্লিয়া পরিবার নির্মূল হবে। তার জন্য যদি সবাইকে রসাতলে যেতে হত, তাই যেতাম।"

নিচু গলায় মাইক বলল, "বাবা কিন্তু ওভাবে কাজ করতেন না।"

সনি একটা অসহিষ্ণু অঙ্গভঙ্গি করে বলল, "আমি জানি আমি বাবার মতো হতে পারিনি। কিন্তু একটা কথা তোমাকে বলছি, বাবাও

তাই বলবেন : যখন সত্যিকার কাজের সময় আসে, আমিও কিছু দিন যে কোনো দক্ষ লোকের সঙ্গে সমানে কাজ দেখাতে পারি। এ-কথা সলট্‌সোও জানে, ক্লেমেন্‌জা আর টেসিও-ও জানে। উনিশ বছর বয়সে আমি লায়েক হয়েছি, শেষবার যখন একটা পারিবারিক লড়াই হয়, বাবাকে অনেক সাহায্য করেছিলাম। কাজেই এখন আর ভাবি না। আর এ-ধরনের ব্যাপারে আমাদের হাতেই যত সব জিতের ঘোড়া। খালি লুকার সঙ্গে যোগাযোগ করতে পারলে হত।"

কৌতূহল ভরে মাইক জিজ্ঞাসা করল, "সবাই যতটা বলে লুকা কি বাস্তবিক ততটা জবরদস্ত ? ততটা ভালো ?"

সনি মাথা দুলিয়ে সমর্থন জানাল, "ও একাই একশো। ওকে ঐ তিন টাটাগ্লিয়ার পিছনে লাগাব। নিজে সলট্‌সোর ব্যবস্থা করব।"

অস্বস্তির সঙ্গে মাইক চেয়ারে বসে উসখুস করে উঠল। বড় ভাইয়ের দিকে তাকাল। ওর যতদূর স্মরণ হল, কিছু না ভেবে সনি মাঝেমাঝে একটু পাশবিক ব্যবহার করলেও, আসলে ওর মনটা ছিল ভালো। ভালো লোক। ওর মুখে এ-ধরনের কথা কেমন অস্বাভাবিক শোনাল ; ও যে-ভাবে কাকে কাকে প্রাণদণ্ড দেওয়া হবে তাদের তালিকা লিখে রাখছিল, তাই দেখে মাইকের হাত-পা ঠাণ্ডা ! সনি যেন সদ্য-সিংহাসনারূঢ় একজন রোমক সম্রাট ! এ-সবের মধ্যে ওর নিজের যে আসলে কোনো অংশ নেই এবং বাবা যখন বেঁচেই আছেন, তখন প্রতিশোধের উদ্দেশ্যে ওকে এর মধ্যে জড়িয়ে পড়তে হবেও না, এই সব ভেবে মাইক খুশি হল। সাহায্য করবে বৈকি, ফোন ধরবে, ফাই-ফরমায়েস খাটবে। সনি আর বাবা নিজেরাই নিজেদের ব্যবস্থা করতে পারবেন, বিশেষতঃ যখন লুকা পিছনে আছে।

ঠিক সেই মুহূর্তে বাইরের ঘরে একজন মেয়ে চেঁচিয়ে উঠল। মাইক ভাবল, কি সর্বনাশ, ও যে টমের স্ত্রীর মতো শোনাচ্ছে ! অমনি ছুটে গিয়ে দরজাটা খুলে ফেলল মাইক। বাইরের ঘরে সকলে উঠে দাঁড়িয়েছিল। সোফার পাশে টম হেগেন তার স্ত্রীকে জড়িয়ে ধরে অপ্রস্তুত মুখ করে

দাঁড়িয়েছিল। টেরিসা ফুঁপিয়ে কাঁদছিল, মাইকেল বুঝতে পারল যে চিৎকারটা আর কিছুই নয়, টেরিসা আনন্দে তার স্বামীর নাম ধরে ডেকে উঠেছিল। মাইক দেখল টম তার স্ত্রীর আলিঙ্গন ছাড়িয়ে, তাকে আস্তে আস্তে সোফায় বসিয়ে দিল। তারপর মাইকের দিকে চেয়ে, নিরানন্দ হাসির সঙ্গে টম বলল, "তোমাকে দেখে খুশি হলাম, মাইক। বাস্তবিক খুশি।" স্ত্রী তখনো কাঁদছিল, সে-দিকে না তাকিয়েই, বড় বড় পা ফেলে সে আপিস-ঘরে গিয়ে ঢুকল। কেমন একটা গর্বে মাইকের মুখখানা রাঙা হয়ে উঠল, ভাবল কর্লিয়নি পরিবারের মধ্যে ও কি আর বৃথাই দশ্ বছর বাস করেছে। বুড়ো ভদ্রলোকের খানিকটা গুণ ওর গায়েও লেগে গেছে, সনির গায়েও এবং আশ্চর্যের কথা, মাইকের নিজের গায়েও।

পাঁচ

তখন ভোর চারটে, ওরা গোল হয়ে কোণার আপিস-ঘরে বসে ছিল, সনি, মাইকেল, টম হেগেন, ক্লেমেন্জা, টেসিও। টেরিসা হেগেনকে বুঝিয়ে-সুঝিয়ে পাশেই নিজেদের বাড়িতে পাঠানো হয়েছিল। পলি গাটো তখনো বাইরের ঘরে অপেক্ষা করছিল, সে জানত না যে টেসিওর লোকদের বলা হয়েছিল ওকে যেন চোখের আড়াল না করে, কিংবা কোথাও যেতে না দেয়।

সলট্সোর প্রস্তাবের কথা টম হেগেন ওদের কাছে পেশ করল। আরো বলল যে ডন বেঁচে আছেন এই খবর সলট্সোর কাছে যখন পৌঁছল, তখন স্পষ্ট বোঝা গেছিল হেগেনকে ওর মেরে ফেলার ইচ্ছা। হেগেন দাঁত বের করে হাসল, "কখনো যদি আমাকে কারো হয়ে সুপ্রীম কোর্টে ওকালতি করতে হয়, ঐ ব্যাটা তুর্কের কাছে আজ রাতে যেমন করলাম, তার চাইতে বেশি কিছু করতে পারব না। বললাম ডন বেঁচে থাকলেও, কর্লিয়নিদের ওর ঐ প্রস্তাব সমর্থন করতে রাজী করাব।

বললাম ঐ সনি নাকি আমার কথায় ওঠে-বসে। ছোটবেলাকার বন্ধু আমরা, আর—দেখ ভাই, রেগে উঠো না—ওকে ভাবতে দিয়েছি যে বাপের গদীতে বসতে তুমি খুব একটা আপত্তি করবে না। ভগবান। অপরাধ নিও না।” সনির দিকে কুণ্ঠিত ভাবে হাসল টম, সনিও ইশারায় জানাল ও অবস্থাটা বুঝেছে, কিচ্ছু মনে করেনি।

ডান হাতের কাছে টেলিফোন, আরাম-কেদারায় হেলান দিয়ে, মাইক তুজনের মুখ পর্যবেক্ষণ করছিল। হেগেন ঘরে ঢুকতেই, সনি তাকে আলিঙ্গন করবার জন্য ছুটে গেছিল। ক্ষীণ একটু ঈর্ষার সঙ্গে মাইক উপলব্ধি করেছিল যে অনেক বিষয়ে সনি আর টম হেগেনেব মধ্যে যতটা ঘনিষ্ঠতা ছিল, নিজের বড ভাইয়ের সঙ্গে ওব ততটা হবাব কোনো সম্ভবনাও ছিল না।

সনি বলল, “এবাব কাজেব কথায় আসা যাক। আমাদেরও কি কবণীয় সেটা তো স্থিব কবতে হবে। টেসিও আর আমি এই তালিকাটা তৈরি করেছি, এটা একবাব দেখ। টেসিও, ক্লেমেন্‌জাকে তোমাব কপিটা দাও।”

মাইকেল বলল, “কি কবণীয় স্থিব করতে হলে তো ফ্রেডিরও উপস্থিত থাকা উচিত।”

নীবস কণ্ঠে সনি বলল, “ফ্রেডি আমাদেব কোন কাজেই লাগবে না। ডাক্তার বলেছে ওর এমনি শক্‌ লেগেছে যে সম্পূর্ণ বিশ্রাম দরকাব। এ আমি বুঝে উঠলাম না। ফ্রেডি তো বরাববই ভারি জবরদস্ত ছিল। বোধ হয় বুড়ো ভদ্রলোককে ওরকম গুলি খেয়ে পড়তে দেখে ভেঙে পড়েছে, ও তো চিরকাল ডনকে ভগবানের সমান করে দেখে। ও কোনোদিনই তোমার আমার মতো নয়, মাইক।”

হেগেন তাড়াতাড়ি বলে উঠল, “ঠিক আছে, ফ্রেডিকে বাদ দাও। সব কিছু থেকে বাদ দাও, একেবারে সব কিছু থেকে। দেখ সনি, আমার মতে এ-সমস্ত চুকে না যাওয়া অবধি, তোমার বাড়ি থেকে বেরুনো উচিত হবে না। তার মানে একদম বাড়ির বার হবে না।

এখানে তুমি নিরাপদ। সলটসোকে খুব তুচ্ছ ভেবো না; ও একজন পাণ্ডা, একজন পেট্‌সোনোভান্নতি হয়ে উঠেছে, '৯০ ক্যালিবারের। হাসপাতাল পাহারা দেওয়া হচ্ছে?"

সনি মাথা ছলিয়ে জানাল যে হচ্ছে। "পুলিসের লোক জায়গাটাকে একেবারে ঘিরে রেখেছে; আমার লোকরাও অষ্টপ্রহর বাবাকে দেখে আসছে। এই তালিকাটা সম্বন্ধে তোমার কি মত, টম?"

তালিকা দেখে হেগেন ভ্রূকুটি করল। "যীশু খৃষ্ট! সনি, ব্যাপারটাকে দেখছি বড্ড গায়ে মেখে নিচ্ছ! ডন কিন্তু এটাকে একটা ব্যবসাসংক্রান্ত ব্যাপার বলে মনে করতেন। চাবিকাঠি হল ঐ সলটসো। ওকে সরালেই যে যার যথাস্থানে ঠিক হয়ে বসে যাবে। টাটাগ্লিয়াদের পিছনে লাগবার দরকার নেই।"

সনি তার দুই ক্যাপোরেজিমির দিকে তাকাল। টেসিও কাঁধ তুলে বলল, "অবস্থাটা ভারি ঘোরেল।" ক্লেমেন্‌জা কোনো কথাই বলল না।

সনি ক্লেমেন্‌জাকে বলল, "তবে আর মেলা আলোচনা না করেও একটা কাজ সারা যায়। পলিকে আর এখানে চাই না। তালিকায় ওর নাম প্রথমে রাখ।" মোটা ক্যাপোরেজিমি মাথা নেড়ে সায় দিল।

হেগেন বলল, "লুকার কি হল? মনে হল সলটসো ওর বিষয়ে একটুও মাথা ঘামাচ্ছে না। সেই কারণেই আমার ভাবনা হচ্ছে। লুকা যদি টাকা খেয়ে থাকে তাহলে আমাদের সমূহ বিপদ। সবার আগে সেইটাই আমাদের জানা দরকার। ওর সঙ্গে কেউ যোগাযোগ করতে পেরেছে?"

সনি বলল, "না। সারা রাত ওকে ফোন করেছি। হয়তো কোথাও একটা মেয়েমানুষ নিয়ে পড়ে আছে।"

হেগেন বলল, "না। ও কোনো মেয়েমানুষের সঙ্গে রাত কাটায় না। কাজ সারা হলেই ও বাড়ি যায়। মাইক, যতক্ষণ না উত্তর পাও, ওকে ক্রমাগত ফোন করতে থাক।" বাধ্য ছেলের মতো মাইক তখুনি ফোন তুলে ডায়েল করল। অন্য দিকে ফোন বেজে চলেছে শুনতেও পেল, কিন্তু

কেউ ধরল না। শেষ পর্যন্ত ফোন নামিয়ে রাখল মাইক। হেগেন বলল, "পনেরো মিনিট অন্তর চেষ্টা করতে থাক।"

অধীরভাবে সনি বলল, "ঠিক আছে, টম, তুমি তো কন্‌সিলিওরি, কিছু পরামর্শ দাও। কি ছাই করা উচিত, তাই বল।"

ডেস্কের ওপর থেকে হুইস্কি নিয়ে একটু ঢালল হেগেন, "যতক্ষণ না তোমাদের বাবা সুস্থ হয়ে ভার নিতে পারছেন, ততক্ষণ সলট্‌সোর সঙ্গে কথাবার্তা চালাব। এমন কি, দরকাব হলে একটা রফাও করা যাবে। তোমাদের বাবা একবার বিছানা ছেড়ে উঠলে, বেশি গণ্ডগোল না করেই, ব্যাপারটা মিটিয়ে ফেলবেন। সমস্ত পরিবারগুলো তাঁকে সমর্থন করবে।"

রেগে উঠে সনি বলল, "তোমার ধারণা আমি ঐ ব্যাটা সলট্‌সোকে সামলাতে পারব না?"

টম হেগেন সোজা তার চোখের দিকে চেয়ে রইল, "সনি, অবশ্যই তুমি ওকে মেরে পাট করতে পার। কর্লিয়নি পরিবারের সে-ক্ষমতা আছে। তোমাদের ক্লেমেন্‌জা আছে, টেসিও আছে, এস্পার-ওস্পার লড়াই হলে ওরা একেকজন হাজার লোক জড়ো করে ফেলতে পারে। কিন্তু লড়াইয়ের শেষে সমস্ত ঈস্ট কোস্ট্‌টা একটা ধ্বংসস্তূপে পরিণত হবে। অন্য সমস্ত পরিবার তার জন্য কর্লিয়নিদের দায়ী করবে। অনেক শত্রু তৈরি করব আমরা। সে এমন একটা জিনিস, যাতে তোমাদের বাবার এতটুকু সমর্থন থাকবে না।"

মাইকেল সনির দিকে চেয়ে দেখল তিরস্কারটা সে ভালো ভাবেই নিচ্ছে। কিন্তু তার পরেই সনি বলল, "বাবা যদি মারাই যান, তাহলে তুমি কি পরামর্শ দেবে, কন্‌সিলিওরি?"

হেগেন বলল, "আমি জানি তুমি আমার কথামতো চলবে না, তবু তাহলেও আমি এই পরামর্শ দেব যে সলট্‌সোর সঙ্গে মাদক ব্যবসা নিয়ে সত্যিসত্যি আপস করে ফেল। তোমার বাবার রাজনৈতিক যোগসূত্র-গুলো আর ব্যক্তিগত প্রতিপত্তি হারালে, কর্লিয়নিদের ক্ষমতা ঠিক অর্ধেক হয়ে যাবে। তোমাদের বাবা না থাকলে, শেষ পর্যন্ত নিউ ইয়র্কের

অন্যান্য পরিবারগুলো হয়তো টাটাগ্লিয়াদের আর সলট্সোকে সমর্থন করতে আরম্ভ করবে, তাদের একমাত্র উদ্দেশ্য হবে যাতে একটা দীর্ঘ-কালব্যাপী সর্বনাশা সংগ্রামের সূত্রপাত না হয়। বাবা যদি না বাঁচেন, রফা করে ফেলো। তারপর অপেক্ষা করে দেখো কি হয়।"

রাগে সনির মুখ সাদা হয়ে গেল। "তোমার পক্ষে বলা খুব সহজ, তোমার বাবাকে তো আর ওরা মেরে ফেলেনি।"

সঙ্গে সঙ্গে এবং সগর্বে হেগেন বলল, "তোমার কিংবা মাইকের মতোই আমিও তাঁর সুপুত্র, হয়তো তোমাদের চাইতেও বেশি। তোমাকে কিছু ব্যবসা-বুদ্ধি দিলাম। ব্যক্তিগত দিক থেকে সব ব্যাটা বজ্জাতকে আমার মেরে ফেলতে ইচ্ছা করছে।"

ওর কণ্ঠস্বর আবেগে ভারাক্রান্ত হয়ে উঠেছিল, তাতে সনি লজ্জা পেল। সে বলল, "কি জ্বালা, টম, আমি তা বলতে চাইনি।" আসলে কিন্তু তাই বলতেই চেয়েছিল। রক্তসম্পর্ক হল রক্তসম্পর্ক, তার সমান কোনো কিছু হয় না।

সনি একটুক্ষণ চিন্তা করল, বাকিরা কুণ্ঠিতভাবে নীরবে অপেক্ষা করে রইল। তারপর দীর্ঘনিশ্বাস ফেলে, শান্ত কণ্ঠে সনি বলল, "বেশ, তাই হবে, বাবা একটা নির্দেশ না দেওয়া অবধি আমরা চুপ করে থাকব। কিন্তু, টম, আমি চাই তুমিও প্রাঙ্গণের ভিতরেই থাক। কোনো রকম ঝুঁক নিও না। মাইক, তুমিও সাবধানে থাক ; যদিও আমি মনে করি না সলট্সোও এই ব্যাপারে কারো ব্যক্তিগত পরিবারকে নিয়ে টানাটানি করবে। তাহলে সবাই ওর বিপক্ষে যাবে। তবু সাবধানে থেকো। টেসিও, তোমার লোকদের তৈরি রেখো, কিন্তু শহরময় চারিয়ে খবর আনতে বল। ক্লেমেন্জা, পলি গাটোর ব্যাপারটা চুকলে, তোমার লোক-দের বাড়ির মধ্যে আর প্রাঙ্গণে এনে, টেসিওর লোকদের ছেড়ে দিও। কিন্তু হাসপাতালে তোমার লোকই রেখো, টেসিও। টম, কাল সকালে তোমার প্রথম কাজ হবে ফোনেই হোক, কিংবা লোক পাঠিয়েই হোক, সলট্সো আর টাটাগ্লিয়াদের সঙ্গে কথাবার্তা শুরু করা। মাইক, কাল

তুমি ক্লেমেন্‌জার গোটা দুই লোক নিয়ে লুকার বাড়ি গিয়ে, অপেক্ষা করবে যতক্ষণ না ও দেখা দেয়, কিংবা খবর পাওয়া যায় কোন্ চুলোয় গেছে। খবর শুনে থাকলে খ্যাপা হারামজাদা হয়তো এখনি সলট্‌সোর খোঁজে গেছে। তুর্ক ওকে যত টাকার লোভ দেখাক না কেন, ও যে ওর ডনের বিপক্ষে যাবে, এ আমি কিছুতেই বিশ্বাস করতে পারি না।'

অনিচ্ছাসত্ত্বেও হেগেন বলল, "মাইকের হয়তো এর মধ্যে এত খোলা-খুলি ভাবে জড়িয়ে না পড়লেই ভালো হত।"

সনি বলল, "ঠিক। মাইক, যা বললাম ভুলে যাও। তাছাড়া এ বাড়িতে ফোন ধরবার জন্য একজন লোক দরকার, সেটা আরো জরুরী।"

মাইকেল কিছুই বলল না। ও কুণ্ঠিত বোধ করছিল, লজ্জিতও বলা চলে। তাছাড়া ওর চোখে পড়েছিল ক্লেমেন্‌জা আর টেসিও সযত্নে তাদের মুখগুলোকে এমনি ভাবশূন্য করে রেখেছে যে তাতে মনে হল নিশ্চয়ই ওরা ঘৃণা চাপবার চেষ্টা করছে। ফোন তুলে মাইক আরেকবার লুকা ব্রাসির নম্বর ডায়েল করে, রিসিভারটাকে কানে লাগিয়ে শুনতে পেল ওদিকের ফোন বেজেই চলেছে, বেজেই চলেছে।

ছয়

সে রাত্রে পিটার ক্লেমেন্‌জার ভালো ঘুম হল না। ভোরে উঠে নিজের জলখাবার নিজেই গুছিয়ে নিল, এক গেলাস 'গ্রাপা', পুরু এক স্লাইস জেনোয়ার বড় সসেজ বা 'সালামি', এক চাকলা তাজা ইতালীয় রুটি, আগেকার দিনের মতো এ রুটি এখনো রোজ ওর বাড়িতে দিয়ে যেত। শেষে প্রকাণ্ড একটা সাদামাটা চীনেমাটির মগ ভরতি করে গরম কফি নিয়ে তাতে একটু 'আনিসেট' মিশিয়ে পান করল। তারপর পুরনো ড্রেসিং-গাউন আর লাল বনাতের চটি পরে, এ-ঘর ও-ঘর করতে করতে আসন্ন দিনের কাজগুলোর কথা ভাবতে লাগল। কাল রাতে সনি কর্লিয়নি স্পষ্ট করেই বুঝিয়ে দিয়েছিল যে পলি গাটোর ব্যবস্থা এখনি

করতে হবে। তার মানে আজকেই।

ক্লেমেন্‌জার মনে বড় উদ্বেগ। গাটো ওরই আশ্রিত হয়েও বিশ্বাস-ঘাতকতা করল বলে নয়। তার জন্য ক্যাপোরেজিমির বিচারবুদ্ধির ওপর দোষ আরোপ করা যায় না। যে যাই বলুক, পলি গাটোর পটভূমিকায় কোনো খুঁত ছিল না। সিসিলীয় পরিবারের ছেলে, কর্লিয়নিদের ছেলে-পিলেদের সঙ্গে একই পাড়ায় বড় হয়ে উঠেছিল, ওদের একজনের সঙ্গে স্কুলেও পড়েছিল। ধাপে ধাপে উপযুক্তরূপেই মানুষ হয়েছিল সে। তাকে পরীক্ষা করা হয়েছিল, সে-পরীক্ষায় সে অযোগ্য বলে গণ্যও হয়নি। তারপর তার যোগ্যতা প্রমাণ হলে পর কর্লিয়নি পরিবারের কাজ করে সে যথেষ্ট উপায়ও করছিল, ঈস্ট সাইডের একটা বাজি-খেলার ব্যবসার অংশ পেত, ইউনিয়নের টাকাও পেত। এও ক্লেমেন্‌জার অজানা ছিল না যে পলি গাটো কর্লিয়নি পরিবারের কাড় আইন অমান্য করে, নিজের দায়িত্বে জোরজার খাটিয়ে টাকা আদায় করে নিজের আয়ের ঘাটতি পূরণ করত। কিন্তু তাতেও মানুষটার দক্ষতাই প্রমাণ হত। এ সব নিয়ম ভাঙাকে ওরা অতিরিক্ত প্রাণশক্তির পরিচয় বলেই ধরে নিত। উঁচুদরের ঘোড়দৌড়ের ঘোড়া যেমন লাগামের বন্ধনের সঙ্গে লড়ে।

তাছাড়া ঐ টাকা লুটপাটের জন্য পলি কখনো কোনো হাঙ্গামার সৃষ্টি করেনি। ব্যাপারগুলো নিখুঁতভাবে পরিকল্পিত আর ন্যূনতম গণ্ড-গোলের মধ্যে অনুষ্ঠিত হত। কাউকে কখনো জখম করা হত না। হয়তো ম্যানহাটানের একটা তৈরি-কাপড়ের দোকানের, কিম্বা ব্রুক-লিনের একটা ছোট চীনেমাটির জিনিসের কারখানার কর্মীদের মাইনের টাকাটা। যে যাই বলুক, ছেলে-ছোকরাদের হাতে কিছু বাড়তি খরচ থাকলে, সর্বদাই সুবিধা হয়। এরকম তো হয়েই থাকে। তাই বলে কে বলতে পারত যে পলি গাটো কখনো বিশ্বাসঘাতকতা করবে।

পিটার ক্লেমেন্‌জার আজকের সমস্যা হল একটা ব্যবস্থাপনার প্রশ্ন নিয়ে। গাটোকে দণ্ড দেওয়াটা তো নেহাত নিত্যনৈমিত্তিক ব্যাপার। সমস্যাটা হল গাটোর স্থানে নিচে থেকে কার পদোন্নতি ঘটানো হবে?

পদোন্নয়নটার বিশেষ জরুরী ছিল, পদাধিকারীকে বলা হত 'বাট্‌ন্‌-ম্যান্‌', এ-পদ যাকে-তাকে দেওয়া যেত না। জবরদস্ত লোক হওয়া চাই, উপরন্তু চালাক-চতুর। নিরাপদ লোক হওয়া চাই, এমন মানুষ যে বিপদে পড়লেও পুলিসের কাছে মুখ খুলবে না, এমন মানুষ যার মধ্যে সিসিলীয়র নীরবতার মন্ত্র, যার নাম 'ওমের্তা' ওতপ্রোত হয়ে আছে। তারপর নতুন কর্তব্যভারের জন্য তাকে কি রকম মুনাফা দেওয়া হবে। এই অতি-গুরুত্বময় বাট্‌ন্‌-ম্যানদের আরো কিছু টাকা দেবার কথা ক্লেমেন্‌জা ডনকে অনেকবার বলেছিল, কারণ বিপদের সময় এদেরই সামনে এসে দাঁড়াতে হত, কিন্তু ডন সর্বদা সিদ্ধান্তটা স্থগিত রেখেছিলেন। পলির রোজগার যদি আরেকটু বেশি হত, তাহলে হয়তো চতুর তুর্ক সলট্‌সোর প্রলোভন সে জয় করতে পারত।

শেষ পর্যন্ত সম্ভাব্য পদপ্রার্থীদের সংখ্যা ক্লেমেন্‌জা তিনজনে দাঁড় করাল। প্রথম হল যে লোকটাকে 'এন্‌ফর্সার' বলা হত, তাকে পরি-নির্বহনের লোকও বলা চলে, সে হার্লেমের কৃষ্ণকায় 'পলিসি ব্যাঙ্কার'দের সঙ্গে কাজ করত, লম্বা-চওড়া বলিষ্ঠ একটা লোক, ভয়ঙ্কর গায়ের জোর, সেই সঙ্গে প্রচুর ব্যক্তিমাধুর্য, সকলের সঙ্গে সে বনিয়ে চলতে পারত, অথচ দবকার হলে তাদের প্রাণে বেদম ভয়ও ঢোকাতে পারত। কিন্তু তার কথা আধ ঘণ্টা ধরে ভেবে, ক্লেমেন্‌জা তাকে বাতিল করে দিল। লোকটার সঙ্গে কৃষ্ণকায়দের বড় বেশি দহরম-মহরম, তার মানে চরিত্রে কোথাও গলদ আছে। তাছাড়া এখন সে যে পদে আছে, তার জন্য অন্য লোক পাওয়াও মুশকিল হবে।

দ্বিতীয় একজনের কথা ক্লেমেন্‌জা চিন্তা করে প্রায় স্থিরই করে ফেলে-ছিল, ভারি পরিশ্রমী একজন লোক, দক্ষ ও বিশ্বস্তভাবে সে সংগঠনের কাজ করত। ম্যানহাটানে কর্লিয়নিদের লাইসেন্স দেওয়া মহাজনদের কাছ থেকে সে 'ডেলিঙ্কোয়েন্ট' বা অবহেলিত অ্যাকাউন্ট সংগ্রহ করত। গোড়ায় সে 'বুকমেকারে'র চর ছিল। কিন্তু এ লোকটা তখনো এমন একটা গুরুত্বপূর্ণ পদের যোগ্য হয়ে ওঠেনি।

শেষ পর্যন্ত ক্লেমেন্‌জা রকো ল্যাম্পনি বলে একজনকে ঠিক করল। কর্লিয়নি পরিবারে অল্পদিন শিক্ষানবিসি করলেও, লক্ষণীয়ভাবে কাজ করেছিল। যুদ্ধের সময় আফ্রিকাতে লড়াই করে আহত হয়েছিল; ১৯৪৩ সালে সামরিক বাহিনী থেকে ছাড়া পেয়েছিল। সে সময়ে কম-বয়সী লোকের একান্ত অভাব ছিল বলে ক্লেমেন্‌জা ওকে কাজে বহাল করেছিল, যদিও আঘাতের ফলে ওর শরীর খানিকটা বিকল হয়েছিল, চোখে পড়ে এমন খুঁড়িয়ে হাঁটত। তৈরি কাপড়ের বাজারের আর ও-পি-এ আহার্য দ্রব্যের টিকিট যে-সব সরকারি কর্মচারীদের হাতে থাকত, তাদের সঙ্গে কালোবাজারি যোগসূত্র হিসাবে ক্লেমেন্‌জা ওকে কাজে লাগিয়েছিল। সেই পদ থেকে ল্যাম্পনির উন্নতি হয়ে সে ওদের গোটা সংগঠনের বিপদ-ত্রাতা হয়ে দাঁড়িয়েছিল। ওর মধ্যে যে-গুণটি ক্লেমেন্‌জার ভালো লাগত সেটি হল ওর সূক্ষ্ম বিচারবোধ। ও জানত যে যে-অপরাধের জন্য শুধু একটা মোটা জরিমানা কিংবা ছ' মাসের জেল হতে পারে তাই নিয়ে বেশি জবরদস্ত করে কোনো লাভ নেই, বড় বড় মুনাফা লাভের জন্য সেটা যৎসামান্য দাম দেওয়া বই তো নয়। ওর এতটা সুবুদ্ধি ছিল যে ও বুঝত এক্ষেত্রে অতিরিক্ত ভয় না দেখিয়ে, ছোট ছোট ভয় দেখানোই ভালো। সমস্ত ব্যাপারের প্রাধান্য ও সর্বদা কমিয়ে রাখত, ঠিক যে জিনিসটি বাঞ্ছনীয়।

বিবেকসম্পন্ন পদাধিকারী যদি কর্মিবৃন্দ সংক্রান্ত কোনো জটিল সমস্যার সমাধান করতে পারে, তবে তার যে-রকম আরাম লাগে, ক্লেমেন্‌জারও তাই হচ্ছিল। ঠিক হয়েছে, রকো ল্যাম্পনিই ওকে সাহায্য করতে পারবে। কারণ কাজটা ক্লেমেন্‌জা নিজেই করবে বলে স্থির করেছিল। আনকোরা নতুন একজন লোককে লায়েক করে তুলবার জন্য নয়, পলি গাটোর সঙ্গে ওর নিজের একটা হিসাবনিকাশ করা দরকার। পলি ওরই প্রশ্রয়ে বড় হচ্ছিল, ওর চাইতে বেশি যোগ্য এবং বিশ্বস্ত লোকদের মাথার ওপর দিয়ে ক্লেমেন্‌জা পলিকে লায়েক হতে সাহায্য করেছিল, তাছাড়াও সব দিক দিয়ে ও পলির উন্নতির ব্যবস্থা করেছিল।

কিন্তু পলি শুধু কর্লিয়নি পরিবারের প্রতিই বিশ্বাসঘাতকতা করেনি, নিজের গুরু পিটার ক্লেমেন্জার প্রতিও বিশ্বাসঘাতকরা করেছিল। এই অশ্রদ্ধার প্রতিদান দরকার।

আর সব ব্যবস্থা হয়ে গিয়েছিল। পলি গাটোকে বলা হয়েছিল বেলা তিনটের সময় ক্লেমেন্জাকে ওর নিজের গাড়িতে তুলে নিতে, যেটার ওপর পুলিসের নজর ছিল না। এখন ফোন তুলে ক্লেমেন্জা রকো ল্যাম্পনির নম্বর ডায়েল করল। নিজের পরিচয় দিল না। শুধু বলল, "আমার বাড়িতে এসো। কাজ আছে।" একটা জিনিস লক্ষ্য করে ক্লেমেন্জা খুশি হল, এত ভোরেও ল্যাম্পনির গলার স্বরে বিস্ময় কিংবা ঘুমের জড়তা শোনা গেল না।. সে শুধু বলল, "ঠিক আছে।" ভালো লোক। ক্লেমেন্জা ওকে আরো বলল, "খুব তাড়াতাড়ি নেই, আমার সঙ্গে দেখা করার আগে ব্রেক্‌ফ্রাস্ট খেও, লাঞ্চ খেও। কিন্তু বেলা দুটোর চাইতে দেরি কর না।"

ওদিক থেকে আরেকটা সংক্ষিপ্ত "ঠিক আছে।" শোনা গেল ; ক্লেমেন্জা ফোন নামিয়ে রাখল। এর আগেই ও নিজের লোকদের বলে রেখেছিল কর্লিয়নি প্রাঙ্গণে টেসিওর লোকদের জায়গা যেন ওরা নেয়। কাজেই সে কাজটাও হয়ে গেছিল। ওর অধস্তন কর্মীরা ভারি দক্ষ, কাজেই এ-সমস্ত যান্ত্রিক ব্যাপারে ও হাত দিত না।

ক্লেমেন্জা ঠিক করল ওর ক্যাডিলাক গাড়িটা ধোবে। গাড়িটাকে ও বড় ভালোবাসত। কি নিঃশব্দে শান্তভাবে চলত গাড়ি।· গদীগুলো এত দামী যে মাঝে মাঝে দিনটা ভালো থাকলে, ও গিয়ে গাড়িতে ঘণ্টাখানেক বসে থাকত, বাড়ির মধ্যে বসে থাকার চাইতে সে অনেক ভালো। তাছাড়া গাড়ি সাফ করার সময় ওর বুদ্ধিটাও ভালো খুলত। ওর মনে পড়ত ইতালিতে ওর বাবাও তার গাধা সাফ করতে কর্রতে ও-রকম করত।

গরম গ্যারাজের ভিতরে ক্লেমেন্জা কাজ করছিল, শীত ওর সহ্য হত না। মনে মনে কার্যক্রমটা আরেকবার ভেবে নিচ্ছিল। পলির কাছে

সাবধানে এগোতে হবে, লোকটা বড়-ইঁদুরের মতো, বিপদের গন্ধ পায়। আর যতই জবরদস্ত হোক না কেন, এখন নিশ্চয় বুড়ো ভদ্রলোক বেঁচে আছেন শুনে অবধি কাপড়চোপড় নষ্ট করে ফেলছে। গাধার পশ্চাতে পিঁপড়ে লাগলে সে যেমন ছটফট করে, এ-ও তাই করবে। কিন্তু এ-সবে ক্লেমেন্জা অভ্যস্ত ছিল ; ওর যা কাজ, তাতে এমন হামেশাই হত। প্রথমে রকোকে সঙ্গে নেবার একটা অছিলা স্থির করতে হবে। দ্বিতীয় কথা, তিনজনে একসঙ্গে যাবার একটা বিশ্বাসযোগ্য উদ্দেশ্যও দেখাতে হবে।

অবশ্য, সত্যি কথা বলতে কি, তার কোনো দরকার ছিল না। এ-সব ঝামেলা না করেও পলি গাটোকে হত্যা করা যেত। ওকে চাবি বন্ধ করে রাখা হয়েছিল, পালাবার উপায় ছিল না। কিন্তু ক্লেমেন্জার দৃঢ় বিশ্বাস ছিল যে সর্বদা নির্দিষ্ট কর্মপদ্ধতি মতো কাজ করা দরকার, আর কাউকে কোথাও এক কণা ছাড়ান দেওয়া নয়। কখন কি ঘটে কেউ বলতে পারে না, তাছাড়া এটা তো ঠিক যে এ-সব হল মরণ-বাঁচনের ব্যাপার।

ফিকে নীল ক্যাডিলাকটা ধুতে ধুতে পিটার ক্লেমেন্জা চিন্তা করছিল পলিকে কি বলবে, মুখের কেমন ভাব হবে। সংক্ষেপে কথা বলবে, যেন অসন্তুষ্ট হয়েছে। গাটোর মতো যার সূক্ষ্ম বোধ আর সন্দিগ্ধ স্বভাব, এভাবে তার চোখে ধুলো দেওয়া যাবে, অন্ততঃ মনে অনিশ্চয়তা আসবে। অতিরিক্ত বন্ধুত্ব দেখাতে গেলেও সতর্ক হয়ে পড়বে। একটু যেন অন্যমনস্কভাবে বিরক্তি দেখাতে হবে। আর ল্যাম্পনিকে কেন আনা হয়েছে ? ওকে দেখে পলি বেজায় ঘাবড়াতে পারে, বিশেষতঃ ল্যাম্পনি যখন পিছনের সীটে বসবে। চালকের আসনে অসহায়-ভাবে বসে থাকতে হবে আর ল্যাম্পনি থাকবে মাথার পিছনে, এ ব্যবস্থা পলির কখনোই পছন্দ হবে না। ক্যাডিলাক গাড়ির ধাতু দিয়ে তৈরি জায়গাগুলোকে ক্লেমেন্জা খুব জোরে জোরে ঘষতে মাজতে লাগল। ব্যাপারটা বেশ ঘোরেল হবে। বেজায় ঘোরেল। এক মুহূর্তের জন্য ভাবল আরেকটা লোক নেবে কি না, তারপর স্থির করল নেবে

না। এখানে সে একটা প্রাথমিক যুক্তি অবলম্বন করেছিল। ভবিষ্যতে এমন পরিস্থিতির উদয় হতে পারে যেখানে ওর সহকারীদের একজন যদি ওর বিরুদ্ধে সাক্ষ্য দেয় তার কিছু লাভ হয়ে যায়। মাত্র একজন সহকারী থাকলে, ওর কথার বিরুদ্ধে বড় জোর আরেকজন কথা বলবে। কিন্তু দুজন ওর বিরুদ্ধে কথা বললেই মুশকিল হয়ে যেতে পারে। না, আগে যেমন স্থির করেছিল, সেই নিয়মই ভালো। যে বিষয়ে ক্লেমেন্‌জার মন খুঁত খুঁত করছিল, সেটা হল যে দণ্ডদানের ব্যাপারটা প্রকাশ করা হবে। অর্থাৎ লাশটাকে খুঁজে পাওয়া যাবে। ওটাকে অদৃশ্য করে দিতে পারলে ক্লেমেন্‌জা বেশি খুশি হত। নিকটস্থ মহাসাগর কিম্বা কর্লিয়নি পরিবারের বন্ধুবান্ধবদের নিউ জার্সিতে যে-সব জলা জমি ছিল, সেই-সবই সাধারণতঃ সমাধিক্ষেত্রের কাজ করত। কিংবা অন্যান্য জটিল উপায়ও অবলম্বন করা হত। কিন্তু এ কাজটা প্রকাশিত হওয়া দরকার, যাতে সম্ভাব্য বিশ্বাসঘাতকরা ভয় পেয়ে যায় আর শত্রুদেরও সতর্ক করে দেওয়া হয় যে কর্লিয়নি পরিবার এখনো কিছু নির্বোধ দুর্বল হয়ে পড়েনি। তার চর এত সহজে ধরা পড়াতে, সলট্‌সোও সাবধান হয়ে যাবে। কর্লিয়নি পরিবারের পুরনো সম্মান খানিকটা উদ্ধার হবে। বুড়ো ভদ্রলোককে গুলি করাতে, লোকের চোখে কর্লিয়নিরা খানিকটা হেয় প্রতিপন্ন হয়েছিল।

ক্লেমেন্‌জা একটা দীর্ঘনিশ্বাস ফেলল। ততক্ষণে বিশাল একটা নীল ইস্পাতের ডিমের মতো ক্যাডিলাকটা ঝকঝক করছিল, অথচ আসল সমস্যার সমাধানের দিকে সে এক পাও এগোতে পারেনি। তারপরেই হঠাৎ সমাধানটা মনে পড়ে গেল ; যুক্তিযুক্ত, লাগসই একটা সমাধান। তাতে করে রকো ল্যাম্পনির,' ওর আর পলির একত্র থাকাব কারণ এবং যথেষ্ট গোপনীয় ও গুরুত্বপূর্ণ একটা অভিপ্রায়, দুই-ই পাওয়া গেল।

যখনই পরিবারগুলোর মধ্যেকার সংগ্রামটা অতিশয় তিক্ত তীব্র হয়ে উঠত, তখনই প্রতিপক্ষীয়রা নানান্ গোপন ফ্ল্যাটে তাদের আস্তানা গাড়ত। সেখানে ওদের 'সৈনিক'রা এ-ঘরে ও-ঘরে তোশক পেতে রাতে

শুতে পারত। ওদের স্ত্রী-পুত্র-পরিবারকে নিরাপদে রাখা এর প্রধান উদ্দেশ্য ছিল না, কারণ যারা যুদ্ধে যোগ দিচ্ছে না তাদের ওপর হামলা করার কথা কেউ ভাবতেই পারত না। এদিক থেকে বদলা নিতে গেলে সব দলেরই সমান দুর্বলতা। আসলে একটা গোপন জায়গায় বাস করা ঢের বেশি বুদ্ধির কাজ, কারণ তাহলে সকলের দৈনন্দিন গতিবিধির ওপর শত্রুরা, কিংবা যদি পুলিসের কারো নাক গলাবার ইচ্ছা হয় তারা কেউ নজর রাখতে পারে না।

এই সব কারণে সাধারণতঃ একজন বিশ্বাসী ক্যাপোরেজিমিকে একটা গোপন বাসস্থান ভাড়া করবার জন্য পাঠানো হত, সেখানে অনেকগুলো তোশক ফেলে রাখা হত। যখন শত্রুর ওপর হামলা করা হত, তখন এই সব বাসস্থান থেকেই অভিযান শুরু করা হত। এ-ধরনের উদ্দেশ্যে ক্লেমেন্‌জাকে পাঠানো খুবই স্বাভাবিক; সঙ্গে করে গাটো আর ল্যাম্পনিকে নিয়ে যাওয়াও তার পক্ষে স্বাভাবিক; তারা সমস্ত খুঁটিনাটি ব্যবস্থা করবে, বাসস্থানের জন্য আসবাবপত্র যোগাড় করবে। একটু হেসে ক্লেমেন্‌জা ভাবতে লাগল, দেখাই গেছে পলি গাটো বড় লোভী, তার মনে নিশ্চয়ই সবার আগে এই চিন্তা জাগবে, এই খবরের জন্য সলট্‌সোর কাছ থেকে কত টাকা আদায় করা যাবে।

রকো ল্যাম্পনি আগেই এল, ক্লেমেন্‌জা তাকে বুঝিয়ে বলল কি কি করতে হবে এবং কে কি ভূমিকা নেবে। বিস্মিত কৃতজ্ঞতায় ল্যাম্পনির মুখখানি উদ্ভাসিত হয়ে উঠল, পদোন্নতির ফলে কর্লিয়নি পরিবারের কাজ করবার সুযোগ দেবার জন্য সে ক্লেমেন্‌জাকে সশ্রদ্ধ ধন্যবাদ জানাল। ক্লেমেন্‌জাও নিশ্চিত হল যে সে উচিত কাজই করেছে। ল্যাম্পনির কাঁধ চাপড়ে সে বলল, "আজকের পর থেকে তুমি কিছু বেশি খরচ পাবে। সে বিষয়ে পরে কথা হবে। বুঝতেই পারছ কর্লিয়নি পরিবার এখন আরো সঙ্গীন বিষয় নিয়ে ব্যস্ত আছে, তাদের আরো গুরুত্বপূর্ণ কাজ রয়েছে।" ল্যাম্পনির অঙ্গভঙ্গি দেখে বোঝা গেল সে ধৈর্য ধরে থাকবে, কারণ তার পুরস্কার সম্বন্ধে কোনো প্রশ্ন নেই।

ক্লেমেন্‌জা তার ঘরের 'সেফটা'র কাছে গিয়ে, সেটি খুলে একটা বন্দুক বের করে ল্যাম্পনিকে দিল। বলল, "এটা ব্যবহার কর। কেউ এটার সূত্র ধরতে পারবে না। পলির সঙ্গে ওটাকে গাড়িতেই ফেলে রেখো। এ-কাজটা শেষ হলেই, আমি চাই তোমার স্ত্রী আর ছেলে-মেয়েদের নিয়ে ফ্লরিডাতে গিয়ে কয়দিন ছুটি কাটাও। এখন নিজের খরচায় যেও, আমি পরে টাকাটা মিটিয়ে দেব। সেখানে আরাম কর, রোদ খেও। মায়ামি বীচে কর্লিয়নিদেব হোটেল আছে, সেখানে থেকো, তাহলে আমিও বুঝব দরকার হলে তোমাকে কোথায় পাওয়া যাবে।"

ক্লেমেন্‌জার স্ত্রী ঘরের দরজায় টোকা দিয়ে বলল পলি গাটো এসে গেছে। বাড়ির সামনে রাস্তায় তাব গাড়ি দাঁড়িয়েছে। গ্যারাজেব ভিতব দিয়ে ক্লেমেন্‌জা আগে আগে চলল, ল্যাম্পনি তাব পিছনে গেল। গাটোর পাশে সামনেব সীটে বসে ক্লেমেন্‌জা হাঁড়িমুখে তাকে অভিবাদন জানাল, মুখে একটা বিরক্তিব ভাব। একবার ঘড়ির দিকে তাকাল, যেন ভেবেছে পলি দেবি করে এসেছে।

বেজিমুখো 'বাট্‌ন্‌-ম্যান' তার দিকে তীক্ষ্ণ দৃষ্টি দিল, যেন একটা নির্দেশ খুঁজছে। ল্যাম্পনি ওর পিছনেব সীটে বসতেই ও একটু সঙ্কুচিত হয়ে উঠে বলল, "রকো, অন্য দিকে বস। তোমাব মতো একটা লম্বা-চওড়া লোক ওখানে বসলে আমি চালকের আয়নায় পিছন দিকটা দেখতে পাই না।" বাধ্য ছেলের মতো ল্যাম্পনি সরে গিয়ে ক্লেমেন্‌জাব পিছনে বসল, যেন এ-ধরনের অনুরোধ অত্যন্ত স্বাভাবিক।

ক্লেমেন্‌জা বিরসভাবে গাটোকে বলল, "সনিটার নিকুচি করেছে, ব্যাটা বেজায় ঘাবড়ে গেছে। এরই মধ্যে তোশক পেতে ফেলার কথা ভাবছে। ওয়েস্ট সাইডে একটা জায়গা খুঁজে নিতে হবে। পলি, তোমাকে আর রকোকে নতুন আস্তানার লোকজন জিনিসপত্র যোগাড় করতে হবে, যত দিন না বাকি সৈনিকরা এসে ওখানে জড়ো হবার হুকুম পায়। কোনো ভালো জায়গার সন্ধান-জান নাকি?"

ক্লেমেন্‌জা যেমন আঁচ করেছিল, এ-কথা শুনেই গাটোর চোখ অমনি

লুব্ধ হয়ে উঠল। পলি তো টোপ গিলল। এ-খবরের জন্য সলট্সোর কাছ থেকে কত টাকা আদায় করা যেতে পারে সে বিষয়ে ভাবতে সে এত ব্যস্ত হয়ে পড়ল যে তার নিজের কোনো বিপদের ভয় আছে কি না সে-কথা ভুলেই গেল। তাছাড়া ল্যাম্পনিও চমৎকার অভিনয় করে যাচ্ছিল ; উদাসীন আয়েসী ভাব দেখিয়ে সে জানলা দিয়ে বাইরে চেয়ে ছিল। ল্যাম্পনিকে বেছে নেবার জন্য ক্লেমেন্জা নিজের তারিফ না করে পারছিল না।

গাটো কাঁধ তুলে বলল, "সে বিষয়ে ভেবে দেখতে হবে।" ক্লেমেন্জা ঘোঁতঘোঁত করে বলল, "ভাবতে ভাবতে গাড়িটা চালাও, আমি আজ নিউ ইয়র্কে পৌঁছতে চাই।"

পলি ছিল দক্ষ চালক, তাছাড়া বিকেলের এই সময়টাতে শহরগামী গাড়ির সংখ্যা খুব বেশি ছিল না ; ওরা যখন পৌঁছল তখন শীতকালের দ্রুত সন্ধ্যা নামতে শুরু করেছিল। গাড়িতে কেউ বাজে গল্প করেনি। ক্লেমেন্জা পলিকে বলল ওয়াশিংটন হাইট্সের দিকে যেতে। তার পর কয়েকটা ফ্ল্যাট-বাড়ি দেখে, ওকে আর্থার অ্যাভেনিউতে গাড়ি থামিয়ে অপেক্ষা করতে বলল। রকো ল্যাম্পনিকে গাড়িতে রেখে ক্লেমেন্জা নেমে গেল। নেমে ভেরা মারিও রেস্তোরাঁতে ঢুকে স্যালাড আর মাংস দিয়ে হালকা নৈশ ভোজন সেরে নিতে নিতে তু-চারজন চেনা-পরিচিত লোকের সঙ্গে তু-একটা কথাও বলে নিল। এইভাবে ঘণ্টাখানেক কাটিয়ে কয়েক ব্লক পায়ে হেঁটে, যেখানে গাড়িটা ছিল সেখানে পৌঁছে গাড়ি চড়ল। গাড়িতে গাটো আর ল্যাম্পনি তখনও বসে ছিল।

উঠে ক্লেমেন্জা বলল, "গুয়ো কথা! এখন বলে কি না লং বীচে ফিরে যেতে হবে! অন্য কি কাজ দেবে আমাদের। সনি বলছে এ-কাজ পরে করলেও হবে। রকো, তুমি তো শহরের মধ্যেই থাক, তোমাকে নামিয়ে দিয়ে যাব নাকি ?"

রকো আস্তে আস্তে বলল, "আপনাদের ওখানে গাড়ি ছেড়ে এসেছি, এদিকে কাল ভোরেই মা'র গাড়িটা দরকার।"

ক্লেমেন্‌জা বলল, "ঠিক আছে। তাহলে তোমাকে আমাদের সঙ্গেই ফিরতে হয়।"

লং বীচ ফেরার পথে এবারও কেউ কোনো কথা বলেনি। শহরে ঢুকবার ঠিক আগে খানিকটা ফাঁকা রাস্তায় পৌঁছেই হঠাৎ ক্লেমেন্‌জা বলল, "পলি, পাশ করে গাড়িটা একটু রাখ। আমার একটু জল না ছাড়লেই নয়।" গাটো জানত ক্যাপোরেজিমির মূত্রাশয়টা কিঞ্চিৎ গোলমেলে, সে অনেক সময়ই এ ধরনের অনুরোধ করত। জলার কাছের নরম মাটির ওপর পাশ করে গাটো গাড়ি রাখল। ক্লেমেন্‌জা নেমে কয়েক পা দূরে ঝোপের আড়ালে গেল। এমন কি সত্যি সত্যি কাজটাও সারল। তারপব ফিরে এসে, গাড়িতে উঠবার জন্য দরজাটা খুলে, চকিতে রাজপথের ডাইনে বাঁয়ে দেখে নিল। কোথাও কোনো আলো দেখা গেল না, পথে ঘোর অন্ধকার। ক্লেমেন্‌জা বলল, "এবাব লাগাও।" মুহূর্তের মধ্যে গাড়ির ভিতরটা বন্দুকের বিস্ফোরণের শব্দে কেঁপে উঠল। পলি গাটোর শরীরটা যেন সামনের দিকে লাফিয়ে উঠে, স্টিয়ারিং হুইলের ওপর হুমড়ি খেয়ে পড়েই, সীটের ওপর হেলে পড়ল। ক্লেমেন্‌জা তাড়াতাড়ি পিছু হটে গেছিল, যাতে ওর গায়ে রক্তেব ছিটে, খুলির কুচি না লাগে।

খচমচ করে রকো ল্যাম্পনি পিছনের সীট থেকে নেমে এল। হাতে তখনও বন্দুক ধরা, সেটাকে সে জলাব মধ্যে ফেলে দিল। তারপর ও আর ক্লেমেন্‌জা তাড়াতাড়ি কাছেই পার্ক করা একটা গাড়িতে গিয়ে উঠল। গাড়ির সীটের নিচে হাতড়াতেই, ওদেরই জন্যে রাখা চাবিটাও পেয়ে গেল। তখন গাড়িতে স্টার্ট দিয়ে রকো ক্লেমেন্‌জাকে বাড়ি পৌঁছে দিল। তারপর ঐ পথে না ফিরে, জোন্‌স্ বীচ কজ্‌ওয়ে ধরে, মেরিক্ শহরের মধ্যে দিয়ে, মেডোব্রুক্ পার্কওয়েতে পড়ে, সোজা এগিয়ে চলল যতক্ষণ না নর্দার্ন স্টেট পার্কওয়ে পৌঁছল। সেটি ধরে লং আইল্যাণ্ড এক্সপ্রেস্‌-ওয়েতে পড়ল, তারপর হোয়াইট স্টোন ব্রিজ্ পেরিয়ে, ব্রঙ্কস হয়ে, সোজা ম্যানহাটানে নিজের বাড়িতে।

সাত

যে দিন ডন কর্লিয়নিকে গুলি করা হয়েছিল, তার আগের দিন তাঁর সব চাইতে বলশালী, সব চাইতে বিশ্বাসী, সব চাইতে ভয়াবহ অনুচর লুকা ব্রাসি শত্রুপক্ষের সঙ্গে মোলাকাতের জন্য তৈরি হয়েছিল। এর বেশ কয়েক মাস আগেই সে সলট্সোর দলের সঙ্গে যোগাযোগ করেছিল। করেছিল ডন কর্লিয়নির হুকুমেই। করেছিল টাটাগ্লিয়া পরিবার পরিচালিত কয়েকটা নাইট্ক্লাবে ঘোরাঘুরি করে এবং ওদের ভাড়াটে মেয়েমানুষদের মধ্যে যে সবার সেরা, তার সঙ্গে ভাব করে। সেই মেয়ের পাশে শুয়ে শুয়ে ও গজগজ করত যে কর্লিয়নি পরিবার ওকে কিভাবে চেপে রাখে, ওর মূল্যের স্বীকৃতি দেয় না ইত্যাদি। এক সপ্তাহ এই রকম করবার পর, ঐ নাইটক্লাবটার ম্যানেজার ব্রুনো টাটাগ্লিয়া ওর সঙ্গে যোগাযোগ করেছিল। ব্রুনো ছিল বাড়ির সব চাইতে ছোট ছেলে এবং বাইরে থেকে মনে হত ওদের পারিবারিক বেশ্যা-ব্যবসার সঙ্গে ওর কোনো সম্বন্ধ নেই। কিন্তু ওর ঐ বিখ্যাত নাইটক্লাবটি এবং সেখানকার দীর্ঘ-বৃন্ত সুন্দরীরা শহরের বহু নটবরের স্নাতকোত্তর বিদ্যালয়ের কাজ করত।

প্রথম সাক্ষাৎকারটা নির্দোষভাবেই সম্পন্ন হয়েছিল। টাটাগ্লিয়া ওকে ওদের পরিবারের জবরদস্তওয়ালার কাজ দিতে চেয়েছিল। মাসখানেক দোনামোনা করে কেটেছিল। লুকার ভূমিকা ছিল যেন বৃদ্ধ বয়সে সে এক সুন্দরী তরুণীর রূপে মোহিত। ব্রুনো টাটাগ্লিয়ার ভূমিকা ছিল যেন একজন ব্যবসাদার তার প্রতিদ্বন্দ্বীর দল ভাঙিয়ে একজন কর্মচারিকে বাগাবার চেষ্টা করছে। এই ধরনের একটা সাক্ষাৎকারে লুকা ভাব দেখাল যেন সে সম্মত আছে, কিন্তু তার পরেই বলল, "তবে একটা কথা মেনে নিতেই হবে। আমি কখনো গড ফাদারের বিরুদ্ধে যাব না। ডন কর্লিয়নিকে আমি শ্রদ্ধা করি। তবে এটুকুও বুঝি যে ওঁদের

পারিবারিক ব্যবসায় আমার আগে ওঁর নিজের ছেলেদের উনি স্থান দিতে বাধ্য।"

ব্রুনো টাটাগ্লিয়া ছিল একজন নব্য ছোকরা; লুকা ব্রাসির মতো সেকেলে গুঁফো-গুণ্ডাদের প্রতি, এমন কি ডন কর্লিয়নির, কিংবা নিজের বাপের প্রতিও ওর গোপন অবজ্ঞা চেপে রাখা দুষ্কর হয়ে উঠত। তাই অতিরিক্ত বেশি সমীহ দেখিয়ে এবার সে বলল, "আমার বাবা মোটেই আশা করছেন না যে কর্লিয়নিদের আপনি কোনো অনিষ্ট করবেন। তা করবেনই বা কেন? আজকাল তো সকলের সঙ্গে সকলের ভাব, সেকালের মতো তো আর নয়। এ যেন আপনি একটা নতুন চাকরি খুঁজছেন। আমি বাবাকে সেটা বলে দিতে পারি। আমাদের ব্যবসাতে আপনার মতো লোকের সর্বদাই দরকার আছে, ব্যবসাটা বড় কঠিন, তাই সেটা নির্বিঘ্নে চালাবার জন্য কঠিন লোকেরই দরকার হয়। আপনি যদি কখনো মন স্থির করে ফেলেন, আমাকে জানাবেন।"

লুকা কাঁধ তুলে বলল, "এখন যে কাজ করছি, সে-ও খুব মন্দ নয়।" ব্যস্, ঐ অবধি কথা হয়ে রইল।

লুকার মতলব ছিল টাটাগ্লিয়াদের বোঝাতে হবে যে ও ঐ লাভজনক মাদক ব্যবসার কথা শুনেছে এবং ব্যক্তিগতভাবে ও নিজে তার একটা অংশ চায়। এইভাবে এগোলে হয়তো তুর্কের মাথায় যদি কোনো ফন্দি থাকে, কিংবা সে যদি ডন কর্লিয়নিকে ঘাঁটাবার মতলব করে থাকে, সে বিষয়ে কিছু জানা যেতে পারে। দু মাস অপেক্ষা করল লুকা, এর মধ্যে কিছু ঘটল না দেখে সে ডনকে জানাল যে ব্যাপার দেখে বোঝা যাচ্ছে সলট্‌সো তার পরাজয়টা ভালো ভাবেই নিয়েছে। ডন বলে দিলেন তবু চেষ্টা চালিয়ে যেতে, কিন্তু অন্য কাজের ক্ষতি না করে এবং বেশি গুরুত্ব না দিয়ে।

ডন কর্লিয়নি গুলি খাবার আগের রাতে লুকা নাইট-ক্লাবে গেছিল। সঙ্গে সঙ্গে ব্রুনো টাটাগ্লিয়া এসে ওর টেবিলের ধারে বসেই বলল,

"আমার এক বন্ধু আপনার সঙ্গে কথা বলতে চায়।" লুকা বলল, "তাকে নিয়ে আসুন। আপনার যে কোনো বন্ধুর সঙ্গে আমি কথা বলতে রাজী।"

ব্রুনো বলল, "না। সে গোপনে কথা বলতে চায়।"

লুকা জিজ্ঞাসা করল, "কে সে?"

ব্রুনো বলল, "ঐ আমার এক বন্ধু। আপনার কাছে সে একটা প্রস্তাব দিতে চায়। আরেকটু রাত বাড়লে তার সঙ্গে দেখা করতে পারবেন?"

লুকা বলল, "নিশ্চয় পারব। কখন এবং কোথায়?"

টাটাগ্লিয়া আস্তে আস্তে বলল, "ক্লাব বন্ধ হয় ভোর চারটেয়। ওয়েটাররা যখন ঘরদোর সাফ করবে, তখন এইখানেই তার সঙ্গে দেখা করুন না কেন?"

লুকা ভাবল, ওবা ওর অভ্যাস জানে দেখা যাচ্ছে, নিশ্চয় ওর ওপব নজর বেখেছে। সাধারণতঃ লুকা বেলা তিনটে চারটেয় উঠে ব্রেকফাস্ট খেত। তারপর কর্লিয়নি পরিবারের কোনো সহকর্মীর সঙ্গে জুয়ো খেলে কিংবা কোনো মেয়েমানুষের সঙ্গে খানিকটা সময় কাটাত। কখনো হয়তো রাত বারোটায় একটা ফিল্ম দেখত, তারপর একটা ক্লাবে গিয়ে মদ-টদ খেত। ভোরের আগে লুকা শুতে যেত না কাজেই ভোর চারটেতে মোলাকাত করা শুনতে যতটা অদ্ভুত, আসলে ততটা নয়।

লুকা বলল, "নিশ্চয়ই, নিশ্চয়ই। আমি চারটের সময়ে এখানে ফিরে আসব।" ক্লাব ছেড়ে ট্যাক্সি চড়ে লুকা টেন্‌থ্‌ অ্যাভেনিউতে তার ফার্নিশ করা বাসায় ফিরে গেল। দূরসম্পর্কীয় এক ইতালীয় পরিবারের বাড়িতে ও পয়সা দিয়ে থাকত। ওর ঘর ছুটো বাড়ির বাকি অংশ থেকে আলাদা করা ছিল, মধ্যিখানে একটা বিশেষ দরজা ছিল। এই ব্যবস্থাই ওর পছন্দ ছিল, কারণ এতে ও একটা পারিবারিক পরিবেশের মধ্যে বাস করতে পারত, সেটি তার ভালো লাগত, অথচ

যেখানে ওর সব চাইতে বড় দুর্বলতা, তার ওপর কারো হঠাৎ হামলা করার উপায় ছিল না।

লুকা ভাবছিল এবার চতুর শেয়াল-বুড়ো তার লোমশ ল্যাজ দেখাবে। যদি ব্যাপারটা যথেষ্ট গড়ায়, সলট্‌সো যদি কোনো কথা দিয়ে ফেলে, তাহলে সমস্ত ব্যাপারটাকে হয়তো বড়দিনের উপহার-স্বরূপ ডনকে দেওয়া যাবে। ঘরে গিয়ে লুকা তার খাটের তলার ট্রাঙ্কের চাবি খুলে গুলি-প্রতিরোধক গেঞ্জিটা বের করল। জিনিসটা বেশ ভারি। কাপড় ছেড়ে গরম অন্তর্বাসেব ওপর ওটা পরে নিয়ে, তার ওপর শার্ট, কোট পরল। একবার ভাবল লং বীচ ডনেব বাড়িতে ফোন করে এই নতুন পরিস্থিতিটার কথা জানিয়ে দেবে, কিন্তু ও জানত যে ডন কারো সঙ্গে টেলিফোনে কথা বলতেন না। এ কাজটা তিনি গোপনে লুকাকে দিয়েছিলেন, কাজেই ওঁর ইচ্ছা ছিল না যে আর কেউ, এমন কি হেগেন কিংবা ওঁর বড় ছেলেও এ-বিষয়ে জানতে পারে।

লুকাব সঙ্গে সর্বদা বন্দুক থাকত। তার জন্য একটা লাইসেন্স ছিল ; সম্ভবতঃ একটা বন্দুকেব লাইসেন্সেব জন্য কেউ কোথাও কখনো এত দাম দেয়নি। এর জন্য মোট খবচ পড়েছিল দশ হাজার ডলার, কিন্তু পুলিসরা যদি ওকে সার্চ করত তাহলে ঐ লাইসেন্সটার জোরেই ও জেলে যাওয়া থেকে বেঁচে যেত। কর্লিয়নি পরিবারের একজন উর্ধ্বতন কর্মচারি হিসেবে ও এমন লাইসেন্সের যোগ্যও ছিল। আজ কিন্তু, তেমন তেমন দাঁড়ালে যদি ব্যাপারটাকে খতম করেই দিতে হয়, তাই একটা 'নিবাপদ' বন্দুক সঙ্গে নিল। এমন বন্দুক যেটা ওর বলে প্রমাণ করা যাবে না। পরে সমস্ত অবস্থাটা ভেবে দেখে লুকা স্থির করেছিল, অপর পক্ষের বক্তব্যটা শুনে ধর্মবাপ, ডন কর্লিয়নিব কাছে গিয়ে বিবৃতি দেবে।

ক্লাবে ফিরে গেল লুকা, কিন্তু আর মদ খেল না। তার বদলে ফর্টি-এইট্থ্ স্ট্রীটে বেরিয়ে ঘুরে বেড়াতে লাগল, তারপর ওর প্রিয় ইতালীয় রেস্তোরাঁ প্যাট্‌সিতে গিয়ে ধীরেসুস্থে একটু সাপার খেল। শেষে যখন মোলাকাতের সময় হল, আবার শহরের মধ্যিখানে ক্লাবের সদর

দরজায় হাজির হল। যখন ভিতরে ঢুকল, দ্বার-রক্ষীও তখন অনুপস্থিত। যে মেয়েটা লোকের লাঠি টুপি ইত্যাদি নিত, সেও বাড়ি চলে গেছিল। খালি ব্রুনো টাটাগ্লিয়া ছিল, সে ওকে অভ্যর্থনা করে ঘরের এক পাশে জনমানবশূন্য 'বারে' নিয়ে গেল। লুকা দেখতে পাচ্ছিল ওদের সামনে মরুভূমির মতো ছোট ছোট টেবিল ছড়ানো রয়েছে আর তাদের মধ্যিখানে হলদে কাঠের পালিশ করা নাচের জায়গাটা যেন একটা ছোট হীরের মতো ঝকমক করছে। ছায়ার মধ্যে দেখতে পেল শূন্য ব্যাণ্ডস্ট্যাণ্ড, তার মাঝখান দিয়ে উঠেছে ধাতুর তৈরি মাইক্রোফোনের কঙ্কাল।

লুকা বারের সামনে বসল, ব্রুনো গেল পিছনে। লুকাকে পানীয় দিতে চাইলে, সেটি অস্বীকার করে সে একটা সিগারেট ধরাল। হয়তো ব্যাপারটা অন্য কিছু, সলট্‌সোর সঙ্গে তার কোনো সম্পর্ক নেই। ঠিক সেই সময় ঘরের অন্য ধারের আবছায়া থেকে লুকা সলট্‌সোকে বেরিয়ে আসতে দেখল।

সলট্‌সো ওর সঙ্গে হ্যাণ্ডসেক করে, ওর পাশে 'বারে' এসে বসল। টাটাগ্লিয়া তুর্কের সামনে একটা গেলাস রাখতেই, সে মাথা দুলিয়ে ধন্যবাদ জানাল। সলট্‌সো জিজ্ঞাসা করল, "আমি কে তা জান ?"

লুকা মাথা দুলিয়ে জানাল যে জানে। বিরস ভাবে হাসল সে। তাড়া খেয়ে বড় ইঁদুরগুলো তাহলে গর্ত থেকে বেরিয়ে আসছে। এই দলত্যাগী সিসিলীয়টার ব্যবস্থা করার আনন্দ লুকার কপালে আছে তাহলে।

সলট্‌সো জানতে চাইল, "তোমাকে কি অনুরোধ করব তা জান ?"

লুকা মাথা নাড়ল।

সলট্‌সো বলল, "খুব লাভের ব্যবসার সম্ভাবনা আছে। অর্থাৎ আমি বলতে চাই, ওপরওয়ালাদের সকলের ভাগে লক্ষ লক্ষ ডলার পড়বে। প্রথম জাহাজের মাল উদ্ধারের সঙ্গে তুমি পঞ্চাশ হাজার ডলার পেয়ে যাবে কথা দিতে পারি। আমি মাদকদ্রব্যের কথা বলছি ; তার

উজ্জ্বল ভবিষ্যৎ।”

লুকা বলল, “আমাকে বলছেন কেন? আপনার কি ইচ্ছা আমি ডনকে গিয়ে কিছু বলব?”

সলট্‌সো মুখ বিকৃত করে বলল, “আমি এর আগেই তার সঙ্গে কথা বলেছি। সে এতে যোগ দিতে রাজী নয়। ঠিক আছে, তাকে বাদ দিলেও আমার চলবে। কিন্তু আমাব একজন বলিষ্ঠ লোকের দরকার যে গায়ের জোর দিয়ে আমাদের ব্যবসা রক্ষা করবে। যদ্দূর জানি, কর্লিয়নি পরিবারে কাজ করে তুমি খুব সুখী নও, হয়তো চাকরি বদল করতে পার।”

লুকা কাঁধ তুলে বলল, “যদি প্রস্তাবিত চাকরিটা যথেষ্ট ভালো হয়।”

সলট্‌সো ওকে খুব নজর করে দেখছিল, এখন মনে হল সে মন স্থির করে ফেলেছে। “তাহলে কয়েকদিন এ বিষয়ে ভেবো তারপর আবার কথা বলা যাবে।” বলে হাত বাড়িয়ে দিল সলট্‌সো। লুকা ভাব দেখাল যেন কিছু দেখতেই পায়নি, সে মুখে একটা সিগারেট পুরতে ব্যস্ত হয়ে পড়ল। বারের পিছন থেকে ব্রুনো টাটাগ্লিয়া যেন জাদুবলে একটা লাইটাব জ্বেলে লুকার সিগারেটের কাছে ধরল। কিন্তু তার পরেই সে একটা অদ্ভুত কাজ করল, লাইটারটা বারের ওপর ফেলে লুকার ডান হাতটা খুব জোরে চেপে ধরে রাখল।

লুকার দিক থেকে সঙ্গে সঙ্গে এর প্রতিক্রিয়া হল, বারেব টুলের ওপব থেকে শরীরটাকে নামিয়ে সে পাক খেয়ে সরে যাবার চেষ্টা করল। কিন্তু ততক্ষণে সলট্‌সো অন্য হাতটার কব্জি চেপে ধরেছিল। তবু ওদের দুজনার চাইতে লুকার গায়ের জোর বেশি ছিল, সে ওদের হাত ছাড়িয়ে বেরিয়ে যেতে পারত, যদি না এই সময় ওর পিছনে ছায়ার মধ্যে থেকে একটা লোক বেরিয়ে এসে ওর গলায় একটা রেশমী দড়ি পরিয়ে দিত। দড়িটা টেনে ধরতেই লুকার দম বন্ধ হয়ে এল। মুখের রঙ বেগুনী হয়ে গেল, হাতের জোর চলে গেল। তখন ওর হাত ধরে রাখতে

টাটাগ্লিয়ার আর সলট্‌সোর কোনো অসুবিধাই হল না। ছেলেমানুষের মতো অদ্ভুত ভাবে দাঁড়িয়ে রইল ওরা, আর লুকার পিছনে দাঁড়িয়ে অন্য লোকটা ফাঁসটাকে আরো এঁটে দিতে লাগল। লুকার গায়ে আর একটুও শক্তি অবশিষ্ট রইল না, পা দুটো মুড়ে গেল, শরীর ঝুলে পড়ল। সলট্‌সো আর টাটাগ্লিয়া ওর হাত ছেড়ে দিল, শুধু ফাঁস হাতে সেই লোকটা ওর কাছে রইল।

লুকার দেহটা যেমন মাটিতে লুটিয়ে পড়ল, সেও পাশে হাঁটু গেড়ে বসে, দড়িটাকে এতই এঁটে দিল যে সেটা লুকার গলার মাংস কেটে বসে, অদৃশ্য হয়ে গেল। লুকার চোখ ঠিকরে বেরিয়ে এসেছিল, যেন বেজায় আশ্চর্য হয়ে গেছে ; এই আশ্চর্যের ভাবটাই তখন ওর দেহের মানবীয়তার একমাত্র পরিচয় হয়ে দাঁড়াল। ততক্ষণে লুকা মারা গেছিল।

সলট্‌সো বলল, "আমি চাই না যে ওর লাসটা কেউ খুঁজে পায়। এখন ওকে যাতে পাওয়া না যায়, তার বিশেষ গুরুত্ব আছে।" এই বলে ঘুরে দাঁড়িয়ে সে অন্ধকারের মধ্যে অদৃশ্য হয়ে গেল।

আট

ডন কর্লিয়নি গুলি খাবার পরের দিনটা ওঁদের পরিবারের পক্ষে ভারি একটা ব্যস্ততার দিন ছিল। মাইকেল ফোনের ধারে বসে সনির কাছে খবরাখবর সরবরাহ করছিল। টম হেগেনও ভারি ব্যস্ত ছিল, সলট্‌সোর সঙ্গে সাক্ষাৎকারের মধ্যস্থতা করবার জন্য একটা উপযুক্ত লোক খুঁজে বের করতে হবে। তুর্ক নিজে হঠাৎ গায়েব হয়ে গেছিল, হয়তো টের পেয়েছিল যে ক্লেমেন্‌জা টেসিওর বাট্‌ন্‌ ম্যানরা ওর পাছু নেবার চেষ্টায় শহরময় আঁতিপাঁতি খুঁজে বেড়াচ্ছিল। সলট্‌সো কিন্তু তার গোপন আস্তানার আশেপাশে গা-ঢাকা দিয়ে ছিল, টাটাগ্লিয়া পরিবারের মাথারাও তাই। সনি এটা আশাই করেছিল, এ-রকম একটা

প্রাথমিক সতর্কতা অবলম্বন করতে শত্রুপক্ষ বাধ্য।

ক্লেমেন্‌জাও সেদিন পলি গাটোকে নিয়ে ব্যস্ত ছিল। লুকা ব্রাসি কোথায় গেল সে খবর নেবার ভার টেসিওকে দেওয়া হয়েছিল। গুলি ছোঁড়ার আগের রাত থেকে লুকা আর বাড়ি ফেরেনি, এটা খুব খারাপ লক্ষণ। কিন্তু সনি কিছুতেই বিশ্বাস করতে পারছিল না যে লুকা বিশ্বাস-ঘাতকতা করেছে, কিংবা কেউ তাকে অতর্কিতে ঘায়েল করেছে।

সনির মা হাসপাতালের কাছে কর্লিয়নি পরিবারের কোনো বন্ধুর বাড়িতে থেকে গেছিলেন। ডনের জামাই কার্লো রিট্‌সি সাহায্য করতে চেয়েছিল, কিন্তু তাকে বলা হয়েছিল যে ডন কর্লিয়নি তাকে যে-ব্যবসাতে বসিয়ে দিয়েছিলেন, ও বরং সেদিকে নজর দিক। ব্যবসাটা ছিল ম্যান-হাটানের ইতালীয় পাড়ায় ঘোড়দৌড়ের বাজির একটা লাভজনক ব্যাপার। কনি শহরে তার মা-র কাছে ছিল, যাতে হাসপাতালে বাবাকে দেখতে যেতে পারে।

বাপের বাড়ির একটা ঘরে ফ্রেডি তখনো ওষুধ খেয়ে ঘুমে অচেতন। সনি আর মাইকেল তাকে একবার দেখে আসতে গিয়ে, ওর মুখের বিবর্ণতা আর নিঃসন্দেহ অসুস্থতা দেখে অবাক হয়েছিল। ঘর থেকে বেরিয়ে সনি মাইকেলকে বলেছিল, "কি সর্বনাশ! দেখে মনে হচ্ছে বাবার চেয়েও ও-ই বেশি গুলি খেয়েছে!"

মাইকেল কাঁধ তুলেছিল। যুদ্ধক্ষেত্রে সৈনিকদের ঐ-রকম অবস্থা ওর দেখা ছিল। তবে ফ্রেডের যে কোনো কালে অমন হতে পারে এ-কথা ও স্বপ্নেও ভাবেনি। ওর মনে পড়ল ছোটবেলায় ঐ মেজ ভাইটিই ছিল সব চাইতে জবরদস্ত। কিন্তু ও-ই ছিল বাবার সব চাইতে বাধ্য সন্তান। তবু সকলেই জানত, এই মধ্যম পুত্রটি যে কোনো কালে ব্যবসার খুব উন্নতি করবে, বহু দিন আগেই এমন আশা ডন ছেড়ে দিয়েছিলেন। ফ্রেডি যথেষ্ট চালাক-চতুর ছিল না; সে দিকটা বাদ দিলে, যথেষ্ট নির্মমও ছিল না। পিছনে সরে থাকতে ভালোবাসত; ওর একটা শক্তিশালী ব্যক্তিত্বও ছিল না।

সন্ধ্যার দিকে হলিউড থেকে জনি ফন্টেন ফোন করেছিল। সনি ফোন ধরল। "না জনি, বাবাকে দেখবার জন্য এখানে এসে কোনো লাভ নেই। বাবা এখনো বড়ই অসুস্থ, তাছাড়া এতে তোমার হয়তো খানিকটা অখ্যাতি প্রচার হতে পারে ; আমি জানি বাবা নিজেও সেটা চাইতেন না। উনি একটু সেরে ওঠা পর্যন্ত অপেক্ষা কর, ওঁকে বাড়ি নিয়ে এলে, তবে দেখা করতে এসো। হ্যাঁ, নিশ্চয়, ওঁকে তোমার শুভেচ্ছা জানাব।" ফোন নামিয়ে মাইকের দিকে ফিরে সনি বলল, "বাবা শুনে খুশি হবেন যে জনি ওঁকে দেখবার জন্য ক্যালিফর্নিয়া থেকে উড়ে আসতে চেয়েছিল।"

আরেকটু সন্ধ্যা হলে, ক্লেমেন্জার লোকদের মধ্যে একজন মাইককে কোম্পানির তালিকাভুক্ত ফোনটা ধরবার জন্য রান্নাঘরে ডেকে নিয়ে গেছিল। কে ফোন করছিল। সে জিজ্ঞাসা করল, "তোমার বাবা ভালো আছেন?" ওর গলাটা একটু ক্লিষ্ট শোনাল, একটু যেন অস্বাভাবিক। মাইকেল বুঝতে পেরেছিল যে বা যা ঘটেছিল সবটা কে-র ঠিক বোধগম্য হচ্ছিল না ; মাইকের বাবা যে সত্যি সত্যি সংবাদপত্রবর্ণিত একজন গুণ্ডা সর্দার বা গ্যাংস্টার, এ-কথা সে কিছুতেই বিশ্বাস করতে পারছিল না।

মাইক বলল, "বাবা ঠিক আছেন।"

কে জিজ্ঞাসা করল, "তুমি যখন হাসপাতালে ওঁকে দেখতে যাবে, আমিও যেতে পারি?"

মাইকেল হাসল। তার মানে কে-র মনে আছে মাইকেল একবার বলেছিল বুড়ো ইতালীয়দের সঙ্গে সদ্ভাব রাখতে হলে এই ধরনের কাজ করতে হয়। মাইক বলল, "এটা একটা বিশেষ পরিস্থিতি। সাংবাদিকরা যদি তোমার নাম আর পরিচয় জানতে পারে, তাহলে 'ডেলি নিউজে'র তৃতীয় পৃষ্ঠায় খবরটা এইভাবে বেরিয়ে যাবে—'প্রাচীন ইয়াঙ্কি বংশের কন্যা বিখ্যাত মাফিয়া সর্দারের পুত্রের সঙ্গে জড়িত।' তাহলে তোমার মা-বাবার কেমন লাগবে?"

নীরস গলায় কে বলল, "আমার মা-বাবা 'ডেলি নিউজ' পড়েন না।"

আবার একটু কুণ্ঠাজড়িত নীরবতার পর কে বলল, "তুমি ঠিক আছ তো, মাইক, তোমার কোনো বিপদের ভয় নেই তো?"

মাইক আবার হাসল। "লোকে বলে আমি নাকি কর্লিয়নি পরিবারের নাড়ুগোপাল। আমার কাছ থেকে কারো কোনো আশঙ্কা নেই। কাজেই কেউ কষ্ট করে আমার পিছনে লাগবে না। না, না, কে, ব্যাপারটা চুকেবুকে গেছে; কেউ আর কিছু করবে না। সমস্তটাই আসলে একটা আকস্মিক ঘটনার মতো। দেখা হলে সব কথা বলব।"

কে জিজ্ঞাসা করল, "সেটা হবে কবে?" মাইকেল একটু চিন্তা করে বলল, "আজ একটু বেশি রাতে হলে কেমন হয়? তোমার হোটেলে কিঞ্চিৎ পানাহার করা যাবে, তারপর আমি বাবাকে দেখতে যাব। কেবল ফোন ধরে ধরে হাঁপিয়ে উঠেছি। ঠিক আছে তো? কাউকে বল না কিন্তু। খবরের কাগজে আমাদের যুগল-ছবি দেখতে চাই না। ঠাট্টা নয়, কে, সবটাই বেজায় কুণ্ঠার বিষয়, বিশেষ করে তোমার মা-বাবার পক্ষে।"

কে বলল, "বেশ, আমি অপেক্ষা করে থাকব। তোমার জন্য কিছু বড়দিনের বাজার করে দিতে পারি? কিংবা আর কিছু?"

মাইকেল বলল, "না। শুধু তৈরি থেকো।"

ছোট্ট একটা উত্তেজিত হাসির সঙ্গে কে বলল, "তাই থাকব। সর্বদাই থাকি না কি?"

মাইক বলল, "হ্যাঁ, সত্যি থাক। তাই তুমি আমাব বান্ধবী।" কে বলল, "আমি তোমাকে ভালোবাসি। তুমি ও-কথা বলতে পার না?"

মাইকেল রান্নাঘরের মধ্যে চারটে গুণ্ডার দিকে তাকিয়ে বলল, "না। আজ রাতের ব্যাপারটা তাহলে ঠিক?"

সে বলল, "ঠিক।" মাইক টেলিফোন নামাল।

সারা দিনের কাজ সেরে ক্লেমেন্‌জা শেষ পর্যন্ত ফিরে এসে রান্নাঘরময় হৈ-চৈ করে মস্ত এক হাঁড়ি টোমাটো-সস্‌ চড়িয়েছিল। মাইকেল তার দিকে মাথা নেড়ে, কোণার ঘরে গিয়ে দেখে হেগেন আর সনি ওর জন্য অস্থিরভাবে অপেক্ষা করছে। সনি জিজ্ঞাসা করল,

"ওদিকে ক্লেমেন্জা আছে ?"

মাইকেল হেসে বলল, "আছে, সৈনিকদের জন্য স্প্যাগেটি বাঁধছে, পল্টনের মতো।"

সনি অসহিষ্ণুভাবে বলল, "ওকে বল ও-সব রেখে এক্ষুনি এখানে আসতে। ওর জন্য তার চাইতে দরকারি কাজ আছে। ওর সঙ্গে টেসি-ওকেও ডাকো।"

কয়েক মিনিটের মধ্যে আপিস-ঘরে সবাই জড়ো হল। সনি সংক্ষেপে ক্লেমেন্জাকে বলল, "ওর ব্যবস্থা করেছ ?"

ক্লেমেন্জা মাথা ঢুলিয়ে বলল, "তাকে আর দেখতে পাবে না।"

মাইকের শরীরে ছোট একটা শিহরণ লাগল ; ও বুঝল ওরা পলি গাটোর কথা বলছে ; পলি ছোকরা মারা গেছে ; বিয়ে বাড়ির হাসিখুশি নাচিয়ে ক্লেমেন্জা ওকে খুন করেছে।

সনি হেগেনকে জিজ্ঞাসা করল, "সলট্সোর বিষয়ে কোনো সুবিধা হল ?"

হেগেন মাথা নাড়ল। "মনে হয় ও আর ঐ আপসের ব্যাপারটা নিয়ে তেমন মাথা ঘামাচ্ছে না। অন্তত: সে-রকম আগ্রহ নেই। কিংবা হয়তো এমনিতেই সাবধান হয়ে গেছে, যাতে আমাদের বাট্ন্-ম্যানরা ওকে পাকড়াও করতে না পারে। সে যাই হোক, এখন পর্যন্ত একটা প্রথম শ্রেণীর মধ্যস্থ ঠিক করতে পারিনি, যাকে ও-ও বিশ্বাস করবে। কিন্তু ও নিশ্চয়ই বুঝতে পেরেছে এখন একটা আপস না করলেই নয়। বুড়ো ভদ্রলোককে যে-মুহূর্তে বেঁচে বেরিয়ে আসতে দিল, ও-ও সেই মুহূর্তে ওর সুযোগ হারাল।"

সনি বলল, "কিন্তু ভারি চালাক-চতুর। আমাদের পরিবারের সঙ্গে এত চতুর কেউ কখনো রেষারেষি করেনি। হয়তো আঁচ করে নিয়েছে যে বাবা সেরে ওঠা অবধি, কিংবা তাঁর একটা নির্দেশ না পাওয়া অবধি আমরা শুধু বাজে অছিলায় সময় কাটাচ্ছি।"

হেগেন কাঁধ তুলে বলল, "যা বলেছ, ও সেই রকমই আঁচ করেছে।

তবু ওকে একটা রফা করতেই হবে। না করে উপায় নেই। কাল একটা বন্দোবস্ত করে ফেলব। সে বিষয়ে কোনো সন্দেহ নেই।"

ক্লেমেন্‌জার লোকদের একজন দরজায় টোকা দিয়ে ঘরে এসে ঢুকল। সে ক্লেমেন্‌জাকে বলল, "এইমাত্র রেডিওতে বলা হল যে পুলিস পলি গাটোকে পেয়েছে। তার গাড়িতে মৃত অবস্থায়।"

ক্লেমেন্‌জা মাথা নেড়ে লোকটিকে বলল, "তাই নিয়ে তোমাদের ব্যস্ত হবার কিছু নেই।" লোকটা প্রথমে অবাক হয়ে তার ক্যাপোরেজিমির দিকে তাকিয়েছিল, তার পরেই ব্যাপার বুঝে রান্নাঘরে ফিরে গেল।

এ ঘরের আলোচনা চলতে লাগল, যেন মধ্যিখানে কোনো বাধা পড়েনি। সনি হেগেনকে জিজ্ঞাসা করল, "ডনের অবস্থার কোনো পরিবর্তন হয়েছে?"

হেগেন মাথা নাড়ল, "ভালোই আছেন, তবে আরো দিন দুই না গেলে কথাবার্তা বলতে পারবেন না। শরীরটা খুব দুর্বল। অপারেশনের ধকল কাটিয়ে উঠছেন। তোমার মা আজ বেশির ভাগ সময় ওঁর কাছে ছিলেন, কনিও। হাসপাতালের সর্বত্র পুলিসের লোক, টেসিওর লোক-রাও ঘোরাঘুরি করছে, যদি দরকার হয়। আর দুদিন গেলে উনি সুস্থ হয়ে উঠবেন, তখন বোঝা যাবে আমাদের কর্তব্য সম্পর্কে ওঁর কি মতামত। ততক্ষণ আমাদের দেখতে হবে সলট্‌সো যাতে অবুঝের মতো কিছু করে না বসে। সেই জন্যেই আমি চাই তুমি ওর সঙ্গে কথাবার্তা শুরু করে দাও।"

সনি হেড়ে গলায় বলল, "যতদিন তা না করছে, ক্লেমেন্‌জা আর টেসিওকে লাগিয়েছি ওকে খুঁজে বের করতে। হয়তো ভাগ্য আমাদের ওপর সদয় হবে, সমস্ত ব্যাপারটা চুকিয়ে ফেলতে পারব।"

হেগেন বলল, "ভাগ্য কিছু সদয় হবে না। সলট্‌সো বড্ড বেশি চালাক।" তারপর একটু থেমে আবার বলল, "ও জানে যে একবার এই টেবিলে এসে বসলে, অনেকখানি আমাদের ইচ্ছামতোই চলতে হবে। তাই এড়িয়ে যাচ্ছে। আমি আন্দাজ করছি ও এখন নিউ

ইয়র্কের অন্যান্য পরিবারগুলোর সমর্থন যোগাড় করবার চেষ্টা করছে, যাতে বুড়ো ভদ্রলোক একবার হুকুম করলেই আমরা ওর পিছনে না লাগি।"

সনি ভুরু কুঁচকে বলল, "ওরা তা করতে যাবে কোন্ দুঃখে?"

ধৈর্য ধরে হেগেন বুঝিয়ে বলল, "যাতে একটা বড় গোছের যুদ্ধ বেধে না যায়, তাতে সকলেরই ক্ষতি হয়, তাছাড়া সংবাদপত্রগুলো আর গভর্ণমেন্ট পর্যন্ত জড়িয়ে পড়ে। সলট্‌সো ওদের সকলকে ব্যবসার ভাগ দেবে। জানই তো মাদক ব্যবসার কি দারুণ লাভ। কর্লিয়নি পরিবারের ও-সব দরকার নেই, আমাদের জুয়োর ব্যবসাটা রয়েছে, সেটাই সব চাইতে ভালো। কিন্তু অন্য পরিবারগুলোর বেজায় খিদে। সলট্‌সো অভিজ্ঞ লোক, ওরা সবাই জানে ব্যবসাটাকে ও ফলাও করে জমিয়ে তুলতে পারবে। ওর বেঁচে থাকা মানে ওদের পকেটে টাকা আসা, ও মলেই ওদের যত মুশকিল।"

সনির এরকম মুখের চেহারা মাইকেল কখনো দেখেনি। ওর ভারি কিউপিডের মুখ আর তামাটে রঙ যেন ছাইয়ের মতো। সনি বলল, "ওরা কি চায় না চায় তা আমি থোড়াই কেয়ার করি। এই যুদ্ধে যেন কেউ নাক গলাতে না আসে।"

ক্লেমেন্‌জা আর টেসিও চেয়ারে বসে অস্বস্তির সঙ্গে উস্‌খুস করে উঠল, গোলন্দাজ নেতারা যেমন করে থাকে। তাদের জেনারেল যদি পাগলের মতো হুকুম দেয় যে একটা দুর্ভেদ্য পর্বত আক্রমণ করতেই হবে, তার জন্য যত ক্ষতি হয় হোক। হেগেন কিঞ্চিৎ অসহিষ্ণুভাবে বলল, "কি যে বল, সনি, তোমার বাবা ও-রকম কথা শুনলে কখনোই খুশি হতেন না। জানই তো উনি সর্বদা কি বলেন, 'ওটা স্রেফ লোকশান!' এ-কথা ঠিক যে বুড়ো ভদ্রলোক যদি বলেন সলট্‌সোকে চেপে ধরতে হবে, তাহলে কেউ আমাদের আটকাতে পারবে না। কিন্তু এটা একটা ব্যক্তিগত প্রশ্ন নয়, এটা ব্যবসার ব্যাপার। যদি তুর্কের পিছনে লাগি আর অন্য পরিবারগুলো বাধা দিতে চায়,

তাহলে কথাবার্তা বলতে হয়। তারা যেই দেখবে যে সলট্‌সোকে আমরা ঘায়েল করব বলে সঙ্কল্প করেছি, তারা হস্তক্ষেপ করবে না। অন্যান্য ক্ষেত্রে ওদের সুবিধা করে দিয়ে ডন ক্ষতিপূরণ করে দেবেন। তাই বলে এই ধরনের একটা ব্যাপার নিয়ে একেবারে রক্তলোলুপ হয়ে উঠো না। এ হল ব্যবসার কথা। এমন কি তোমার বাবাকে গুলি করাটাও ব্যবসার খাতিরে, ব্যক্তিগত কারণে নয়। এত দিনে তোমার সেটুকু বোঝা উচিত ছিল।"

সনির চোখে তখনো কঠিনতা দেখা যাচ্ছিল। "আচ্ছা, আচ্ছা, তা না-হয় বুঝলাম। তবে এটুকু তোমাকে মেনে নিতেই হবে যে সলট্‌সোব পিছনে যখন লাগব, তখন কেউ বাধা দিতে পাবে না।"

সনি টেসিওর দিকে ফিরল, "লুকার কোনো খবর পেলে ?"

টেসিও মাথা নেড়ে বলল, "কিচ্ছু না। নিশ্চয়ই সলট্‌সোর কবলে পড়েছে।"

শান্তভাবে হেগেন বলল, "লুকার বিষয়ে সলট্‌সো ঘাবড়াচ্ছিল না, সেটা আমাব একটু অদ্ভুত লেগেছিল। সলট্‌সোর মতো চালাক কেউ লুকার মতো লোককে ভয় করবে না, এটা হয় না। আমার মনে হয় যে উপায়েই হোক না কেন, লুকাকে ও দৃশ্যপট থেকে সরিয়ে দিয়েছে।"

সনি বিড়বিড় করে বলল, "কি সর্বনাশ ! আশা করি লুকা আমাদের বিরুদ্ধে লড়ছে না। ঐ একটি জিনিসকে আমি ভয় করি। ক্লেমেন্‌জা, টেসিও, তোমাদের কি মনে হয় ?"

ক্লেমেন্‌জা আস্তে আস্তে বলল, "যে-কেউ বিগড়ে যেতে পারে। পলিকেই দেখ না। কিন্তু লুকার বেলা অন্য কথা, তার একটিমাত্র পথ। একটিমাত্র মানুষকে ও বিশ্বাস করে, ভয় করে, সেই মানুষ হল ধর্মবাপ। শুধু তাই নয়, সনি, লুকা ওঁকে যত ভক্তি করে, তেমন আর কেউ করে না, যদিও তিনি সকলের ভক্তি অর্জন করেছেন। না, লুকা কখনোই আমাদের সঙ্গে বিশ্বাসঘাতকতা করবে না। কিন্তু আমার পক্ষে এ-কথা বিশ্বাস করাও শক্ত যে সলট্‌সো যতই ধূর্ত হোক না কেন, লুকাকে সে

কখনো রাগে পাবে। লুকা সর্বদাই সব রকম বিপদের জন্য প্রস্তুত। হয় তো ইচ্ছা করেই সে কয়েক দিনের জন্য কোথাও গেছে। যে-কোনো সময় বোধ হয় ওর খবর পাওয়া যাবে।”

সনি টেসিওর দিকে ফিরল। ব্রুকলিনের ক্যাপোরেজিমি কাঁধ তুলে বলল, “যে-কোনো লোক বিশ্বাসঘাতকতা করতে পারে। লুকা বড় অল্পেই আঘাত পেত। হয়তো ডন ওকে কোনো ভাবে ক্ষুণ্ণ করেছিলেন। সেটা খুবই হতে পারে। তবু আমার মনে হয় সলট্‌সো ওকে অতর্কিতে ধরেছে। কনসিলিওরির সঙ্গে আমার এ-বিষয়ে মতের মিল আছে। আমাদের এবার সবচাইতে বড় বিপদের জন্য তৈরি থাকা দরকার।”

সনি তখন সবাইকে বলল, “পলি গাটোর খবর এবার সলট্‌সোর কানে পৌঁছনো উচিত। তাতে ওর কেমন প্রতিক্রিয়া হবে?”

ক্লেমেন্‌জার মুখখানা কঠোর দেখাচ্ছিল, সে বলল, “শুনে ওর ভাবনা হওয়া উচিত। ও বুঝবে কর্লিয়নিরা নির্বোধ নয়। ও বুঝতে পারবে কাল ও কপাল জোরে পার পেয়েছিল।”

তীক্ষ্ণকণ্ঠে সনি বলল, “ওটা কপাল জোরে হয়নি। অনেক সপ্তাহ ধরে সলট্‌সো ঐ ফন্দিটা পাকিয়েছিল। ওরা নিশ্চয়ই রোজ রোজ বাবার পিছন পিছন ওঁর আপিস পর্যন্ত যেত, ওঁর কার্যক্রম লক্ষ্য করত। তার পর পলিকে ঘুষ দিয়ে হাত করেছিল, হয়তো লুকাকেও। টমকেও ঠিক সময়টিতে ছিনতাই করেছিল। যা যা চেয়েছিল, সবই ওরা করেছিল। কপাল জোরে ওটা হয়নি, কপালটা ওদের মন্দ ছিল বলেই হয়নি। ঐ যে খুনেগুলোকে ওরা ভাড়া করেছিল, তারা যথেষ্ট দক্ষ ছিল না, বাবা বড্ড তাড়াতাড়ি সরে গেছিলেন। যদি বাবাকে মেরে ফেলত, আমি রক্ষা করতে বাধ্য হতাম, সলট্‌সোর জিত হত। এখনকার মতো। আমি হয়তো সুযোগের অপেক্ষায় থাকতাম, তারপর পাঁচ-দশ বছর বাদে ওকে বাগে পেতাম। তবু ওটাকে কপাল-জোর বল না, পীট, তাহলে ওকে যথাযোগ্য স্বীকৃতি দেওয়া হয় না, ইদানীং আমরা ওটা বড় বেশি করেছি।”

বাট্‌ন্‌-ম্যানদের একজন রান্নাঘর থেকে এক পাত্র স্প্যাগেটি নিয়ে

এল, তারপর প্লেট, কাঁটা, মদ আনল। কথা বলতে বলতে ওরা খেতে লাগল। মাইকেল অবাক হয়ে চেয়ে রইল। ও নিজে কিছু খেল না, টমও না। কিন্তু সনি, ক্লেমেন্‌জা, টেসিও তৃপ্তি করে খেল, রুটির টুকরো দিয়ে ঝোলটুকু মুছে নিল। ব্যাপারটা প্রায় হাস্যকর। আলোচনা চলতে লাগল।

টেসিওর মতে পলি গাটোর অন্তর্ধানে সলট্‌সো একটুও ঘাবড়াবে না, এমন কি তুর্ক হয়তো সেইরকম কিছু মনেই করেছিল, হয়তো তাতে সন্তুষ্টই হয়েছিল। একটা অপদার্থের মাস-মাইনে বেঁচে গেল। এবং সে মোটেই ভয় পাবে না। কর্লিয়নিরা কি এমন অবস্থায় পড়লে ভয় পেত?

এবার মাইকেল নম্র গলায় বলল, "আমি জানি এ-সব ব্যাপারে আমি আনকোরা কাঁচা, কিন্তু সলট্‌সো সম্বন্ধে তোমরা সবাই যা বললে, তার ওপর যখন সে হঠাৎ টমের সঙ্গে যোগাযোগ ছিন্ন করেছে, সমস্ত মিলিয়ে আমার মনে হচ্ছে ও নিজের কোনো গোপন সুবিধা করে নিয়েছে। হয়তো এমন কোনো ওস্তাদি চাল চেলে বসবে, যার ফলে ও-ই কর্তা হয়ে দাঁড়াবে। সেটা যে কি, সেইটে ধরতে পারলেই আমরা গিয়ে চালকের আসনে বসতে পারব।"

অনিচ্ছার সঙ্গে সনি বলল, "ঠিক, আমিও তাই ভাবছিলাম। একমাত্র সুবিধার বিষয় হতে পারে লুকা। চারদিকে খবর দেওয়া হয়ে গেছে যে কর্লিয়নি পরিবারে ওর পুরনো দায়িত্বগুলো নেবার আগে ওকে একবার এখানে আসতে হবে। এ ছাড়া আর একটিমাত্র কথা মনে হচ্ছে যে হয়তো সলট্‌সো এর মধ্যেই নিউ ইয়র্কের অন্যান্য পরিবার-গুলোর সঙ্গে আপস করে নিয়েছে এবং কালকেই আমরা খবর পেতে পারি যে একটা সংগ্রাম বাধলে ওরা আমাদের বিপক্ষে যাবে। তাহলে তুর্কের প্রস্তাবে আমাদের রাজী হতেই হবে। ঠিক কি না, টম?"

হেগেন মাথা নেড়ে সায় দিল, "সেই রকমই তো মনে হচ্ছে। আর তোমার বাবার অনুমতি ছাড়া আমরা তো আর ঐ ধরনের বিরোধের সম্মুখীন হতে পারব না। একমাত্র উনিই অন্য পরিবারগুলোর বিপক্ষে

দাঁড়াতে পারেন। যে-সমস্ত রাজনৈতিক পৃষ্ঠপোষকতার ওদের সব সময় দরকার হয়, সেগুলোর বদলে ওদের সঙ্গে বোঝাপড়া উনিই করতে পারেন। অবশ্য যদি তেমন-তেমন ইচ্ছা থাকে।"

যে লোকের প্রধান বাট্‌ন্‌-ম্যান সম্প্রতি বিশ্বাসঘাতকতা করেছে, তার পক্ষে যেন একটু ঔদ্ধত্যের সঙ্গেই ক্লেমেন্‌জা বলল, "সলট্‌সো কখনো এ-বাড়ির ত্রিসীমানায় ঘেঁষতে পারবে না, কর্তা, সেজন্য তোমাকে চিন্তা করতে হবে না।"

একটুক্ষণ চিন্তান্বিতভাবে ওর দিকে চেয়ে, সনি টেসিওকে বলল, "হাসপাতালে কি ব্যবস্থা হয়েছে? তোমার লোকজনরা পাহারা দিচ্ছে তো?"

সেদিনের আলোচনায় এই প্রথম মনে হল টেসিও আত্মপ্রত্যয়ের সঙ্গে কথা বলছে, "ভিতরে বাইরে পাহারার ব্যবস্থা। চব্বিশ ঘণ্টা ধরে। পুলিসের লোকরাও ভালো বন্দোবস্ত করেছে। ওঁর ঘরের দোর-গোড়ায় গোয়েন্দারা বসে আছে, উনি একটু সুস্থ হলেই জিজ্ঞাসাবাদ করবে। ওটা একটা হাস্যকর ব্যাপার। ডনকে এখনো নল দিয়ে ঐ-সব দেওয়া হচ্ছে, খাবার দাবার দেওয়া যাচ্ছে না, কাজেই রান্নাঘর পাহারা দেবার কথা উঠছে না। ঐ তুর্কের দলের সঙ্গে কারবার করতে হলে ও-বিষয়ে ভাবতে হয়, ওরা বিষে বিশ্বাস করে। এ-ভাবে ওরা ডনের নাগাল পাবে না, কোনো দিক দিয়েই নয়।"

সনি তার চেয়ারটাকে পিছু হেলিয়ে বলল, "আমাকে দিয়ে তো চলবে না। এখন হলে ওদের আমার সঙ্গে কারবার করতে হবে, ওদের দরকার আমাদের পারিবারিক যন্ত্রটাকে।" মাইকেলের দিকে চেয়ে হেসে সনি বলল, "তুমি হলে চলবে কি না কে জানে? হয়তো সলট্‌সো মতলব করেছে তোমাকে ছিনতাই করে, জামিন রেখে, আমাদের সঙ্গে রফা করবে।"

ক্ষুণ্ণমনে মাইকেল ভাবছিল, কে'র সঙ্গে বেরোনো তাহলে হয়ে গেল! সনি ওকে বাড়ি থেকে বেরোতেই দেবে না। কিন্তু অসহিষ্ণুভাবে

হেগেন বলল, "না, যদি জামিনেরই দরকার ছিল, তাহলে তো যে-কোনো সময় ওরা মাইককে ধরে নিয়ে যেতে পারত। কিন্তু মাইক যে পারিবারিক ব্যবসার মধ্যে নেই, এ-কথা সবাই জানে। ও একজন সাধারণ নাগরিক; সলট্সো যদি ওকে ধরে, তাহলে নিউ ইয়র্কের আর সব পরিবারের সমর্থন হারাবে! টাটাগ্লিয়ারা পর্যন্ত সলট্সোকে ধরে আনতে সাহায্য করতে বাধ্য হবে। না, ব্যাপারটা খুবই সহজ। কাল সব পরিবারগুলোর পক্ষ থেকে একজন প্রতিনিধি এসে আমাদের জানাবে যে তুর্কের সঙ্গে আমাদের কারবার করতেই হবে। এরই জন্য ও অপেক্ষা করে আছে। এটাই হল ওর গোপন সুবিধা।"

নিশ্চিন্ত হয়ে মাইকেল একটা নিশ্বাস ছেড়ে বলল, "খুব ভালো। আমাকে আজ রাতে শহরে যেতে হবে।"

তীক্ষ্ণকণ্ঠে সনি বলল, "কেন?"

মাইকেল এক গাল হাসল। "ভাবছি হাসপাতালে গিয়ে বাবাকে, মাকে, কনিকে দেখে আসব। তাছাড়া আরো কাজ আছে।" ডনেরই মতো, মাইক-ও তার আসল উদ্দেশ্য কাউকে বলত না, কাজেই কে'র সঙ্গে দেখা করবে, এ-কথা সনিকে জানাতে ইচ্ছা করল না। না জানাবার অবশ্য কোনো কারণ ছিল না, ঐ ওর একটা অভ্যাস।

রান্নাঘরে চাপা গলায় জোরে জোরে কথাবার্তা শোনা গেল। কি হল দেখতে ক্লেমেন্‌জা সেখানে গেল। ফিরে এল যখন, ওর হাতে দেখা গেল লুকা ব্রাসির গুলি-প্রতিরোধক গেঞ্জিটা। তার মধ্যে জড়ানো মস্ত একটা মরা মাছ।

নীরস কণ্ঠে ক্লেমেন্‌জা বলল, "তুর্ক তার চর পলি গাটোর কথা জেনেছে।"

তেমনি নীরস কণ্ঠে টেসিও বলল, "আর আমরা এখন লুকা ব্রাসির কথা জানলাম।"

সনি একটা চুরুট ধরিয়ে হুইস্কি ঢেলে নিল। মাইকেলের কেমন গোলমাল লাগছিল, সে জিজ্ঞাসা করল, "মরা মাছের মানেটা কি?"

আইরিশ কনসিলিওরি হেগেন সে-কথার উত্তর দিল। "মাছের মানে লুকা ব্রাসি মহাসাগরের নিচে ঘুমিয়ে আছে। ও হল একটা পুরনো সিসিলীয় বার্তা।"

নয়

সেদিন রাতে মাইকেল কর্লিয়নি যখন শহরে গেল, মনটা ওর বিমর্ষ হয়ে ছিল। ওর মনে হচ্ছিল যে ওর ইচ্ছার বিরুদ্ধে ওকে পারিবারিক ব্যবসাতে জড়িয়ে ফেলা হচ্ছে, এমন কি সনি যে ওকে দিয়ে টেলিফোন ধরাচ্ছিল, তাতেও ওর মন বিরূপ হয়ে উঠছিল। পারিবারিক পরামর্শের কেন্দ্রস্থলে থাকতে ও অস্বস্তি বোধ করছিল, যেন খুনের মতো গোপন কাজ দিয়ে ওকে একেবারে বিশ্বাস করা যায়। এখন যে কে'র সঙ্গে দেখা করতে যাচ্ছে, সে বিষয়-ও কেমন নিজেকে অপরাধী মনে হচ্ছিল। নিজের পরিবারের সব কথা ও কে'র কাছে প্রকাশ করেনি। ওঁদের বিষয়ে কিছু কিছু বলেছিল বটে, কিন্তু তাও পরিহাসের ছলে, ছোট ছোট সব রঙদার ঘটনা, শুনে সত্যিকার ব্যাপারের চাইতে সেগুলোকে রঙীন চলচ্চিত্রের চাঞ্চল্যকর কাহিনীর মতো লাগত। আর এখন ওর বাবাকে গুলি খেয়ে রাস্তায় পড়তে হয়েছে, আর ওর বড় ভাই খুনের ষড়যন্ত্র করছে। সোজা কথা তো ঐ, কিন্তু ওভাবে তো আর কে-কে কথাটা বলা হবে না। ওকে আগেই মাইক বলে রেখেছে বাবার গুলি খাওয়াটা অনেকটা আকস্মিক ঘটনার মতো আর সব গোলমাল মিটে গেছে। এখন মনে হচ্ছে এই তো সবে কলির সন্ধ্যা। সনি আর টম সলটৃসোর প্রকৃত মাপ পাচ্ছে না, ওরা এখনো ওকে ছোট করে দেখছে, যদিও বিপদের সম্ভাবনা দেখবার মতো বুদ্ধি সনির আছে। মাইকেল ভাবতে চেষ্টা করছিল তুর্কের গোপন মতলবটা কি। নিঃসন্দেহে লোকটার সাহস আছে, বুদ্ধি আছে, অসাধারণ শক্তি আছে। ওর দিক থেকে হঠাৎ অপ্রত্যাশিত আক্রমণ আসার সম্ভাবনা আছে। কিন্তু সনি, টম, ক্লেমেনজা,

টেসিও সবাই একমত যে অবস্থাটা সামলানো গেছে ; মাইকের চাইতে ওদের প্রত্যেকের অভিজ্ঞতা বেশি। মাইক ভাবল হাসির কথা হল যে এই লড়াইয়ে ও-ই হল সাধারণ নাগরিক। তাছাড়া এ যুদ্ধে যোগ দিতে ওকে রাজী করাতে হলে দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধে ওকে যে-সব পদক ইত্যাদি দেওয়া হয়েছিল, তার চাইতেও ভালো জিনিস দিতে হবে।

এই চিন্তা মনে আসতেই, বাবার জন্য কেন আরো সহানুভূতি হচ্ছে না ভেবে, নিজেকে আবার অপরাধী মনে হতে লাগল। নিজের বাবার সারা গায়ে বন্দুকের গুলি বিঁধেছে, অথচ কি এক অদ্ভুত উপায়ে ও-ই সব চাইতে ভালো করে বুঝতে পেরেছিল টমের সেই কথার মানে—এ হল ব্যবসার কথা, ব্যক্তিগত ব্যাপার নয়। সারাজীবন বাবা যে ক্ষমতা প্রয়োগ করেছেন, সকলের কাছ থেকে যে সম্মান আদায় করে এসেছেন, এবাব তার দাম দিতে হচ্ছে।

মাইকেলের মন যা চাইছিল সে হল, এর বাইরে, এই সমস্ত থেকে দূরে বেরিয়ে পড়ে, নিজের পছন্দ মতো জীবন কাটাতে। কিন্তু উপস্থিত সঙ্গীন অবস্থা কেটে না যাওয়া অবধি পরিবার থেকে নিজেকে বিচ্ছিন্ন করা সম্ভব ছিল না। সাধারণ নাগরিক হিসাবে ওদের যথাসম্ভব সাহায্য *করতে হবে। সহসা মাইকের চোখ খুলে গেল, ও বুঝতে পারল ওকে যে ভূমিকাটা দেওয়া হচ্ছে আসলে তাতেই ওর আপত্তি, বিশেষ সুবিধা-প্রাপ্ত অসামরিক ব্যক্তির ভূমিকা, বিবেকের দোহাই দিয়ে যে সামরিক কর্তব্য থেকে রেহাই পায়, তার ভূমিকা। সেই জন্যেই ঐ সাধারণ নাগরিক কথাটা মনে এলেই এত বিরক্ত লাগছিল।

হোটেলে পৌঁছে মাইক দেখল কে ওর জন্য লবিতে অপেক্ষাকরছে। ক্লেমেন্জার জনা দুই লোক ওকে গাড়ি করে শহরে পৌঁছে দিয়ে, আগে চারদিকে ভালো করে দেখে নিয়েছিল কেউ পিছু নিয়েছে কি না, তারপর ওকে হোটেলের কাছে মোড়ের মাথায় ছেড়ে দিয়েছিল।

ওরা একসঙ্গে ডিনার খেল, কিছু পানীয়ও নিল। কে জিজ্ঞাসা করল, "তোমার বাবাকে দেখতে যাবে কটার সময় ?"

মাইকেল ঘড়ি দেখে বলল, "সাড়ে আটটার পর কাউকে দেখতে যেতে দেয় না। ভাবছি সবাই চলে গেলে তবে যাব। আমাকে ঢুকতে দেবে ঠিকই। বাবার নিজের আলাদা ঘর, আলাদা নার্স, কাজেই ওঁর কাছে একটুক্ষণ বসতেও পারব। এখনো কথা বলতে পারছেন বলে মনে হয় না, আমি যে আছি তাই হয়তো টের পাবেন না। তবু তাঁকে তো শ্রদ্ধা জানাতে হবে।"

শান্তকণ্ঠে কে বলল, "তোমার বাবার জন্য এত দুঃখ হচ্ছে। বিয়ের সময় দেখেছিলাম, মনে হয়েছিল কত ভালো মানুষ। কাগজে ওঁর সম্বন্ধে যা লিখেছে, সে আমার বিশ্বাস হয় না। আমি ঠিক জানি তার বেশির ভাগ-ই মিথ্যা কথা।"

সৌজন্য রক্ষা করে মাইকও বলল, "আমারও তাই মনে হয়।" কে-র সঙ্গে নিজেকে এত ঢেকে কথা বলতে দেখে ও নিজেই অবাক হয়ে যাচ্ছিল। কে-কে ও ভালোবাসত, বিশ্বাস করত, তবু বাবার বিষয় কিংবা পারিবারিক ব্যবসা সম্বন্ধে ওকে মাইক কখনো কিছু বলবে না। কারণ ও বাইরের লোক।

কে জিজ্ঞাসা করল, "তুমি কি করবে? খবরের কাগজে যে মহা ফলাও করে ঐ-সব দল-যুদ্ধের কথা লিখেছে, তুমিও কি তার মধ্যে জড়িয়ে পড়বে নাকি?"

এক গাল হেসে, মাইক কোটের বোতাম খুলে, সামনেটা ফাঁক করে ধরে বলল, "দেখ, বন্দুক-টন্দুক নেই।" কে হাসল।

রাত হয়ে যাচ্ছিল, ওরা নিজেদের ঘরে গেল। দুজনার জন্য পানীয় তৈরি করে, মাইকের কোলে বসে সেটা পান করল কে। পোশাকের নিচে রেশমী অন্তর্বাস। মাইকের হাত ওর উরুর উদ্ভাসিত ত্বক স্পর্শ করল। বিছানায় শুয়ে পড়ে, ওরা প্রেমালিঙ্গনে আবদ্ধ হল, বেশভূষা ছাড়ল না, অধরে অধর। তারপরে চুপ করে শুয়ে রইল দুজনে, কাপড় চোপড় ভেদ করে দেহের উষ্ণতা অনুভূত হতে থাকল। কে চাপা গলায় বলল, "একেই কি সৈনিকরা 'কুইকি' বলে?"

মাইক বলল, "হ্যাঁ।"

ঝিমিয়ে পড়েছিল দুজনে, হঠাৎ ব্যস্ত হয়ে উঠে বসে হাতঘড়ির দিকে তাকাল মাইক, "কি জ্বালা! প্রায় দশটা বাজে। একবার হাসপাতালে যেতে হয়।" স্নানের ঘরে গিয়ে হাতমুখ ধুয়ে, চুল আঁচড়ে এল সে। কে-ও সঙ্গে সঙ্গে উঠে এসে, পিছন থেকে ওর কোমর জড়িয়ে ধরে বলল, "আমাদের বিয়ে হবে কবে?"

মাইকেল বলল, "যখনি বলবে। আমাদের এই পরিবারিক ব্যাপারটা চুকলেই, বাবা একটু সুস্থ হলেই। তবে তোমার মা-বাবাকে এখনি সব কথা ভালো করে বুঝিয়ে বলা উচিত।"

শান্তভাবে কে বলল, "কোন কথা বুঝিয়ে বলা উচিত?"

চুলের মধ্যে দিয়ে চিরুনি চালাতে চালাতে মাইক বলল, "শুধু এই-টুকু বল যে ইতালীয় বংশের একজন সাহসী সুদর্শন ব্যক্তির সঙ্গে তোমার দেখা হয়েছে। ডার্টমাথের ভালো নম্বর পাওয়া ছাত্র, যুদ্ধে ডিস্‌টিঙ্গুইশ্‌ড্‌ সার্ভিস্‌ ক্রস, তার ওপর পাপ্‌ল্‌ হার্ট দ্বারা ভূষিত। পরিশ্রমী। কিন্তু ছেলের বাপ একজন ম্যাফিয়া নেতা; তিনি দুষ্টু লোকদের মেরে ফেলতে এবং মাঝে-মধ্যে উচ্চপদস্থ সরকারী কর্মচারীদের ঘুষ দিতে বাধ্য হন। এ-সব কাজ করতে গিয়ে নিজেও সর্বাঙ্গে গুলিবিদ্ধ হয়ে থাকেন। কিন্তু তার সঙ্গে তাঁর সৎ এবং পরিশ্রমী ছেলের কোনো সম্পর্ক নেই। এত সব কথা তোমার মনে থাকবে মনে হয়?"

ওকে ছেড়ে দিয়ে, কে স্নানের ঘরের দরজায় ঠেস দিয়ে দাঁড়াল। "সত্যি তাই? ঐ রকম করেন উনি?" তারপব একটু থেমে আবার বলল, "লোক মারেন?"

চুল আঁচড়ানো শেষ করে, মাইক বলল, "সেটা ঠিক বলতে পারছি না। কেউ পারে না। কিন্তু মারলে কিছুই আশ্চর্য হব না।"

মাইকেল দরজা দিয়ে বেরিয়ে যাবার আগে কে জিজ্ঞাসা করল, "আবার কখন তোমার সঙ্গে দেখা হবে?"

মাইক ওকে চুমো খেয়ে বলল, "আমার ইচ্ছা তুমি তোমাদের ঐ

অজ পাড়াগেঁয়ে শহরে ফিরে গিয়ে সমস্ত কথা একটু ভালো করে ভেবে দেখ। আমার ইচ্ছা নয় তুমি এই ব্যাপারে কোনো ভাবে জড়িয়ে পড়। বড়দিনের ছুটির পর আমি আবার কলেজে ফিরে যাব, তখন হ্যানভারেই দুজনার দেখা হবে, কেমন ?"

কে বলল, "বেশ।" দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে দেখল মাইক দরজা দিয়ে বেরিয়ে গেল, লিফ্‌টে উঠবার আগে একবার হাত নাড়ল। এর আগে কখনো নিজেকে মাইকের সঙ্গে এত ঘনিষ্ঠ, এত নিগূঢ় প্রেমে আবদ্ধ বলে মনে হয়নি। এই সময় কেউ যদি ওকে বলত তিনটি বছর না পেরোলে মাইকের সঙ্গে আর দেখা হবে না, সে গভীর বেদনা কে সইতে পারত না।

ফ্রেঞ্চ হসপিটালের সামনে মাইকেল যখন ট্যাক্সি থেকে নামল, সে আশ্চর্য হয়ে দেখল যে রাস্তাটা সম্পূর্ণ জনমানবশূন্য। পরে হাসপাতালের ভিতরে ঢুকে, লবিটাকেও একেবারে জনহীন দেখে আরো আশ্চর্য হয়ে গেল। এর কি মানে! ক্লেমেন্‌জা টেসিও করছেটা কি? যদিও ওরা ওয়েস্ট পয়েন্টের সামরিক প্রশিক্ষণ পায়নি, তবু সামরিক পদ্ধতির এটুকু তো ওদের জানা ছিল যে পাহারাদার রাখতে হয়। লবিতে অন্ততঃ গোটা দুই লোক থাকা উচিত ছিল।

শেষ আগন্তুকরাও চলে গেছিল, প্রায় সাড়ে দশটা বেজে গেছিল। ততক্ষণে মাইকেল-সজাগ, সচেতন হয়ে উঠেছিল। ইনফর্মেশন ডেস্কে ও দাঁড়াল না, বাবার ঘরের নম্বর ওর জানা ছিল, চার তলায়। স্বয়ংক্রিয় লিফ্‌টে চড়ে উঠে গেল মাইক। অবাক কাণ্ড, চার তলায় নার্সদের বসবার জায়গায় পৌঁছবার আগে কেউ ওকে থামাল না। নার্সের প্রশ্নের উত্তর না দিয়ে, মাইক বাবার ঘরে ঢুকল। দরজার বাইরে কেউ ছিল না। যে দুজন গোয়েন্দার ওখানে থাকার কথা ছিল, বাবাকে পাহারা দেবার এবং প্রশ্ন করার উদ্দেশ্যে, তারাই বা কোন্ চুলোয় গেল? টেসিও, ক্লেমেন্‌জার লোকরা কোথায়? ঘরের মধ্যে কেউ আছে নাকি? কিন্তু দরজাটা খোলাই ছিল। মাইকেল ভিতরে গেল।

খাটে কেউ একজন শুয়েছিল। জানলার কাচের মধ্যে দিয়ে ডিসেম্বরের শীতল চাঁদের আলো এসে খাটে পড়েছিল, মাইকেল ওর বাবার মুখটা দেখতে পেল। তখন পর্যন্ত তাঁর মুখে কোনো ভাব ছিল না, অসমান নিশ্বাস, বুকটার বড় মৃদু ওঠা-পড়া। ইস্পাতের ফাঁসিকাঠ থেকে নল ঝুলে এসে নাসারন্ধ্রে ঢুকেছে। নিচের মেঝেতে একটা কাচের আধারে পাকস্থলীর অশুদ্ধ বস্তু অন্য নল দিয়ে বেরিয়ে এসে জমা হচ্ছে। কয়েক মিনিট সেখানে রইল মাইক, দেখে নিল বাবা ভালো ভাবেই রয়েছেন, তারপব পিছু হটে ঘর থেকে বেরিয়ে এল।

নার্সকে বলল, "আমার নাম মাইকেল কর্লিয়নি, আমি বাবার কাছে শুধু একটু বসে থাকতে চাই। যে গোয়েন্দাদের পাহাবা দেবার কথা ছিল, তারা কোথায় গেল?"

নার্সটিব বয়স কম, দেখতে সুন্দর, নিজের পদগত ক্ষমতার ওপর অগাধ আস্থা। সে বলল, "আপনাব বাবার কাছে বড্ড বেশি লোকজন আসছিল, হাসপাতালের কাজের ব্যাঘাত হচ্ছিল। দশ মিনিট আগে পুলিসের লোক এসে তাদের সবাইকে ভাগিয়ে দিয়েছে। আর সবে পাঁচ মিনিট হল হেডকোয়ার্টার থেকে জরুরী টেলিফোন এসেছিল, পুলিসদেব ডেকে দিলাম, তারপর তাবাও চলে গেল। কিন্তু একটুও চিন্তা কববেন না। আমি একটু পর-পবই আপনার বাবাব ঘবে উঁকি মারছি, সেখান থেকে টুঁ শব্দটি শুনতে পাচ্ছি না। ঐ জন্যই দরজাগুলো খুলে বাখা হয়।"

মাইকেল বলল, "ধন্যবাদ। আমি একটু বাবার কাছে বসি, কেমন?"

মেয়েটি ওব দিকে চেয়ে হেসে বলল, "একটুক্ষণ বসুন, তারপর কিন্তু আপনাকে চলে যেতে হবে। এই রকমই নিয়ম, জানেন তো।"

মাইকেল বাবার ঘরে ফিরে গেল। ফোন তুলে হাসপাতালের অপারেটরের কাছে লং বীচের নম্বর চাইল, কোণার আপিস-ঘরের নম্বর। সনি উত্তর দিল। মাইকেল ফিসফিস করে বলল, "সনি, আমি হাসপাতাল থেকে বলছি। এখানে দেরি করে এসে দেখি, কেউ কোথাও

নেই। টেসিওর লোকরা কেউ নেই। দরজায় গোয়েন্দারা নেই। বাবা একেবারে অরক্ষিত অবস্থায় আছেন।" মাইকের গলা কাঁপছিল।

অনেকক্ষণ নীরব থাকার পর উল্টো দিক থেকে সনির গলা শোনা গেল, চাপা এবং উদ্বিগ্ন, "এটা হল সলট্‌সোর চাল, যার কথা তুমি বলেছিলে।"

মাইক বলল, "আমারও তাই মনে হচ্ছে। কিন্তু ও কি করে পুলিসের লোকদের সবাইকে সরাতে পারল? তারা গেলই বা কোথায়? টেসিওর লোকদের কি হয়েছে? কি সর্বনাশ, সলট্‌সো ব্যাটা বজ্জাত কি নিউ ইয়র্কের পুলিস্ ডিপার্টমেন্টকেও হাত করে ফেলেছে নাকি?"

সান্ত্বনার সুরে সনি বলল, "ব্যস্ত হয়ো না, ভাই। আমাদের কপাল ভালো বলতে হবে যে তুমি এত দেরি করে হাসপাতালে গেলে। বাবার ঘরেই থাকো। ভিতর থেকে দরজা বন্ধ করে দাও। পনেরো মিনিটের মধ্যে কয়েকজন লোক পাঠাচ্ছি, কয়েকটা ফোন করতে যেটুকু সময় লাগবে। চুপ করে বসে থাক, ঘাবড়িও না। ঠিক আছে, ভাই?"

মাইকেল বলল, "না, ঘাবড়াব না।" এই ব্যাপারটা শুরু হয়ে অবধি এই প্রথম একটা প্রচণ্ড রাগ ওকে পেয়ে বসল, বাবার শত্রুদের ওপর হিমশীতল একটা বিদ্বেষ। ফোন তুলে, ঘণ্টি বাজিয়ে মাইক নার্সকে ডাকল। এবার সে সনির পরামর্শ অমান্য করে, নিজের বিচার মতো কাজ করবে স্থির করল। নার্স আসতেই, মাইক বলল, "তোমাকে ভয় পাইয়ে দিতে চাই না, কিন্তু বাবাকে এক্ষুনি এখান থেকে সরাতে হবে। অন্য ঘরে, কিংবা অন্য তলায়। ঐসব টিউবগুলো খুলে ফেলতে পারবে? যাতে খাটটাকে চাকার ওপর ঠেলে বের করে নেওয়া যায়।"

নার্স বলল, "তাই কখনো হয়? ডাক্তারের অনুমতি নিতে হবে যে।"

মাইকেল দ্রুতকণ্ঠে বলল, "কাগজে নিশ্চয় বাবার কথা পড়েছ। দেখতেই পাচ্ছ আজ ওঁকে পাহারা দেবার কেউ নেই। আমি এক্ষুনি খবর পেলাম, ওঁকে মেরে ফেলবার জন্য কয়েকজন লোক এই হাসপাতালে

আসবে। দয়া করে আমার কথা বিশ্বাস কর, আমাকে সাহায্য কর।"

মাইকেলের আশ্চর্য ক্ষমতা ছিল ইচ্ছা করলেই সবাইকে প্রভাবিত করতে পারত।

নার্স বলল, "টিউব খুলবার দরকার নেই, খাটের সঙ্গে ঐ স্ট্যাণ্ড-টারও চাকা গড়িয়ে নিয়ে যাওয়া যায়।"

মাইক ফিসফিস করে বলল, "খালি ঘর আছে?"

নার্স বলল, "হলের ও মাথায় আছে।"

কয়েক মিনিটের মধ্যেই, দ্রুত দক্ষভাবে কাজ সারা হল। তারপর মাইকেল নার্সকে বলল, "যতক্ষণ না সাহায্য এসে পৌঁছয়, ওঁর সঙ্গে এখানে থেকো। যদি বাইরে তোমার নিজের জায়গায় থাক, তাহলে তুমিও আহত হতে পার।"

ঠিক সেই মুহূর্তে মাইকেল বিছানা থেকে বাবার গলার স্বর শুনতে পেল, গলাটা ভাঙা কিন্তু জোরালো, "মাইকেল, তুমি নাকি? কি হয়েছে, ব্যাপারটা কি?"

খাটেব ওপর ঝুঁকে পড়ে, বাবার হাতটা নিজের হাতে ধরল মাইক, "আমি মাইক। ভয় পেও না। শোন, বাবা, একটুও শব্দ কর না। বিশেষতঃ কেউ যদি এসে তোমায় নাম ধবে ডাকে। কয়েকটা লোক তোমাকে মেরে ফেলতে চায়, বুঝতে পারছ? কিন্তু আমি এখানে আছি, তোমার কোনো ভয় নেই।"

তখনো ডন কর্লিয়নি সম্পূর্ণ উপলব্ধি করতে পারছিলেন না কাল তাঁর কি হয়েছিল; শবীরে অসহ্য যন্ত্রণা, তবু কনিষ্ঠ পুত্রের দিকে সদাশয় ভাবে হাসলেন, দেহে শক্তি নেই কিন্তু মনের ইচ্ছা তাকে বলেন, "এখন কেন ভয় পাব? বারো বছর বয়স থেকে কত অচেনা লোক আমাকে মেরে ফেলবার জন্য এসেছে।"

দশ

হাসপাতালটি ছোট, বে-সরকারী, তার একটিমাত্র প্রবেশপথ। জানলা দিয়ে মাইকেল নিচে রাস্তার দিকে তাকাল। বাঁকা একটা উঠোন থেকে সিঁড়ি দিয়ে রাস্তায় নেমে যাওয়া যেত, রাস্তায় একটাও গাড়ি ছিল না। কিন্তু হাসপাতালের ভিতরে যে-ই আসুক, তাকে ঐ একটি প্রবেশপথ দিয়েই আসতে হত। মাইকেল জানত হাতে বেশি সময় নেই, তাই দৌড়ে ঘর থেকে বেরিয়ে, চার প্রস্থ সিঁড়ি নেমে, এক তলার চওড়া সদর দরজা দিয়ে বেরিয়ে বাইরে এল। এক ধারে অ্যাম্বু-লেন্স রাখার বাঁধানো জায়গাটা দেখা গেল, কিন্তু সেখানেও কোনো গাড়ি কিংবা অ্যাম্বুলেন্স ছিল না।

হাসপাতালের বাইরে ফুটপাথে দাঁড়িয়ে মাইকেল একটা সিগারেট ধরাল। তারপর কোটের বোতাম খুলে রাস্তার একটা বাতির নিচে গিয়ে দাঁড়াল, যাতে সবাই তার মুখ দেখতে পায়। নাইন্‌থ্ অ্যাভেনিউ থেকে একজন যুবক তাড়াতাড়ি হেঁটে আসছিল, তার বগলের তলায় একটা প্যাকেট। যুবকের পরনে কম্ব্যাট-জ্যাকেট, মাথায় ঘন কালো চুলের রাশি। আলোর নিচে আসতেই মুখখানাকে চেনা-চেনা লাগল, কিন্তু কে তা ঠাওর হল না। এদিকে যুবক ওর সামনে এসে দাঁড়িয়ে, হাত বাড়িয়ে, ভারি ইতালীয় টান দিয়ে বলল, "ডন মাইকেল, আমাকে মনে নেই? আমি এন্‌জো, রুটিওয়ালা নাজরিনি পানিতেরার সহকারী, তাঁর জামাইও। আপনার বাবা সরকারকে বলে আমার অ্যামেরিকায় থাকার বন্দোবস্ত করেছিলেন, আমার প্রাণ বাঁচিয়েছিলেন।"

মাইকেল তার কর-মর্দন করল, এবার তাকে মনে পড়ল। এন্‌জো বলে চলল, "আপনার বাবাকে শ্রদ্ধা জানাতে এসেছি। এত রাতে কি আমাকে হাসপাতালে ঢুকতে দেবে?"

মৃদু হেসে, মাইক মাথা নাড়ল। "না, তবু অনেক ধন্যবাদ। আমি

ডনকে বলব তুমি এসেছিলে।” গর্জন করে একটা গাড়ি এল, মাইক অমনি সজাগ হয়ে উঠল। এনজোকে বলল, “এখান থেকে শীগগির চলে যাও। গোলমাল হতে পারে। আর পুলিসের সঙ্গে গোলমালে জড়িত হয়ে কাজ নেই।”

ইতালীয় ছোকরার মুখে ভীতির ভাব দেখা গেল। পুলিসের সঙ্গে গোলমালে পড়ার ফলে দেশ থেকে বহিষ্কৃত হতে পারে, হয়তো নাগরিকত্বও পাবে না। ছোকরা কিন্তু তবু সটাং দাঁড়িয়ে রইল। ইতালীয় ভাষায় ফিসফিস করে বলল, “গোলমাল বাধলে, আমি এখানে থেকে সাহায্য করব। ধর্মবাপের কাছে সেটুকু ঋণী আমি।”

কথাটা মাইকেলের মনে লাগল। সবে আরেকবার তাকে চলে যেতে বলতে যাচ্ছিল, এমন সময় মনে হল, থেকেই যাক না ছোকরা। হাসপাতালের সামনে দুজন লোককে দেখলে হয়তো সলটুসোর দঙ্গলের কেউ কাজ হাসিল করতে এসে, পেছপাও হতে পারে। একজনকে দেখে কখনোই হবে না। এনজোকে একটা সিগারেট দিয়ে, সেটি ধরিয়ে দিল মাইকেল। ডিসেম্বরের সেই শীতের রাতে দুজনে পথের আলোর নিচে দাঁড়িয়ে রইল। হাসপাতালের জানলার হলদে সার্সিগুলো বড়দিন উপলক্ষ্যে সবুজ পাতার মালায় দ্বিখণ্ডিত দেখাচ্ছিল, মনে হচ্ছিল তারা ওদের দিকে মিটমিট করে চাইছে। সিগারেট প্রায় শেষ হয়ে এসেছে এমন সময় নাইন্‌থ্ অ্যাভেনিউ থেকে একটা নিচু লম্বা কালো গাড়ি থার্টিয়েথ স্ট্রীটে ঢুকে, ফুটপাথ ঘেঁষে, ওদের দিকে এগিয়ে এল। প্রায় থেমে গেছিল গাড়িটা। মাইকেল আরোহীদের মুখ দেখবার জন্য গাড়ির মধ্যে উঁকি মারল, নিজের অজ্ঞাতসারে ওর শরীরটা কুঁকড়ে এল। গাড়িটা থামতে গিয়েও আবার বেগ বাড়িয়ে এগিয়ে গেল। মাইকেলকে কেউ চিনতে পেরেছিল। মাইক এনজোকে আরেকটা সিগারেট দিতে গিয়ে লক্ষ্য করল রুটিওয়ালার হাত কাঁপছে। আশ্চর্য হয়ে দেখল নিজের হাত অকম্পিত।

বড়জোর দশ মিনিট ওরা পথে দাঁড়িয়ে সিগারেট খেল, তারপর

পুলিস গাড়ির সাইরেনের শব্দে নৈশ বাতাস বিদীর্ণ হয়ে গেল। নাইন্থ্ অ্যাভেনিউ থেকে একটা টহলদার গাড়ি এত জোরে মোড় নিল যে টায়ারগুলো ফ্যাঁশ-ফ্যাঁশ করে উঠল; গাড়িটা হাসপাতালের সামনে থামল। পিছন পিছন আরো দুটো স্কোয়াড গাড়ি এসে দাঁড়াল। হাসপাতালের প্রবেশপথে ইউনিফর্ম পরা পুলিস আর গোয়েন্দা গিজগিজ করতে লাগল। মাইকেল একটা স্বস্তির নিশ্বাস ফেলল। সাবাস্ সনি! সে নিশ্চয় পত্রপাঠ পুলিসে খবর দিয়েছিল। ওদের দিকে মাইক এগিয়ে গেল।

দুজন বিশালদেহ হোঁৎকা পুলিসের লোক ওর দু হাত চেপে ধরল। আরেকজন দেখে নিল সঙ্গে বন্দুক আছে কিনা। লম্বা-চওড়া এক পুলিসের কাপ্তান, টুপিতে সোনালী ফিতে বসানো, সিঁড়ি দিয়ে উঠে এল, ওর লোকরা সসম্ভ্রমে সরে গিয়ে ওর যাবার পথ করে দিল। অতখানি মোটা মানুষ, টুপির নিচ থেকে দেখা যাচ্ছিল চুল পেকেছে, কিন্তু শরীর কেমন ক্ষিপ্র। মুখটা গোমাংসের মতো লাল। লোকটা মাইকেলের কাছে এসে কর্কশকণ্ঠে বলল, "আমার ধারণা ছিল তোমার মতো সব চালবাজ গুণ্ডাদের ফাটকে পোরা হয়েছে। তুমি কে হে, এখানে করছই বা কি?"

মাইকেলের পাশ থেকে একজন পুলিস বলল, "ওর কাছে অস্ত্রশস্ত্র নেই, ক্যাপ্টেন।"

মাইকেল কোনো উত্তর দিল না। পুলিসের এই কাপ্তানকে সে খুব নজর করে দেখছিল, আবেগশূন্যভাবে ওর মুখ, ওর ইস্পাতের মতো নীল চোখ পর্যবেক্ষণ করছিল। সাধারণ পোশাক পরা একজন গোয়েন্দা বলল, "উনি হলেন মাইকেল কর্লিয়নি, ডনের ছেলে।"

শান্তকণ্ঠে মাইক জিজ্ঞাসা করল, "যে-সব গোয়েন্দাদের বাবাকে পাহারা দেবার কথা ছিল, তাদের কি হল? ও-কাজ থেকে কে তাদের সরাল।"

রাগের চোটে পুলিস কাপ্তানের মুখ আরো লাল হয়ে উঠল, "ব্যাটা

বজ্জাত গুণ্ডা, কোথাকার কে তুমি যে আমাকে আমার কাজ শেখাতে এসেছ? আমি ওদের সরিয়েছি। যত সব ডেগো গুণ্ডারা কে কাকে খুন করল, তাতে আমার বয়ে গেল। যদি আমার কথায় কাজ হত, তাহলে তোমার বাপকে বাঁচাতে একটা আঙুল তুলতাম না। এবার এখান থেকে কেটে পড় দেখি। এই রাস্তা থেকে সরে পড়, হারামজাদা, আর রুগীদের সঙ্গে দেখা করবার নির্দিষ্ট সময় ছাড়া এই হাসপাতালে এসো না।"

মাইকেল তখনো মনোযোগ দিয়ে তার মুখ দেখছিল। ও যা বলল তাতে মাইকের একটুও রাগ হয়নি। বিদ্যুৎবেগে ওর মস্তিষ্ক কাজ করছিল। এও কি সম্ভব যে ঐ প্রথম গাড়িতে সলট্‌সো ছিল এবং সে মাইককে হাসপাতালের সামনে দাঁড়িয়ে থাকতে দেখেছিল? এও কি সম্ভব যে তারপর সলট্‌সো গিয়ে এই কাপ্তানটাকে ফোন করে বলেছিলো. "এটা কি করে হল যে কর্লিয়নির লোকরা এখনো হাসপাতালের চার-দিকে ঘুরে বেড়াচ্ছে? ওদের আটক করে রাখার জন্য তোমাদের না টাকা দেওয়া হয়েছে?" এ-ও কি সম্ভব যে সনি যেমন বলেছিল এ সমস্তই সযত্নে পূর্ব-পরিকল্পিত? সব ঠিক ঠিক মিলে যাচ্ছে। তখনো মাথা ঠাণ্ডা রেখে মাইক কাপ্তানকে বলল, "বাবার ঘরের চারদিকে তুমি পাহারাওয়ালা না বসানো পর্যন্ত আমি এখান থেকে নড়ছি না।

কাপ্তান কোনো উত্তর না দিয়ে, পাশেই যে গোয়েন্দা দাঁড়িয়েছিল, তাকে বলল, "ফিল, এই হতভাগাকে আটক কর।"

গোয়েন্দাটি ইতস্ততঃ করে বলল, "ছোকরার কাছে অস্ত্র নেই, ক্যাপ্টেন। যুদ্ধে ওর বীরত্বের খ্যাতি ছিল, ও কখনো কোনো বে-আইনী কাজে জড়িত থাকেনি। কাগজে এই নিয়ে বিশ্রী সমালোচনা হতে পারে।"

কাপ্তান অমনি গোয়েন্দার দিকে রুখে দাঁড়িয়ে, রাগে মুখ লাল করে, গর্জন করে উঠল, "উচ্ছন্ন যাও! বলিনি ওকে আটক কর।"

মাইক তখনো ঠাণ্ডা মাথায় চিন্তা করছিল; একটুও রাগ না দেখিয়ে সুচিন্তিত বিদ্বেষের সঙ্গে সে বলল, "বাবাকে ঘায়েল করবার জন্য

সলট্সো তোমাকে কত টাকা দিচ্ছে, ক্যাপ্টেন ?"

তখন পুলিস-কাপ্তান ওর দিকে ফিরে, সেই দুই হোঁৎকা গোয়েন্দা-দের বলল, "ওকে ধর।" মাইকেল টের পেল দু পাশ থেকে ওর দুই হাত ওরা চেপে ধরল। তারপর দেখতে পেল কাপ্তানের বজ্রমুষ্টি বাঁকা ভাবে ওর মুখের দিকে এগিয়ে আসছে। সরে যাবার চেষ্টা করল মাইক, তবু ঘুষিটা গিয়ে গালের হাড়ে লাগল। মাথার মধ্যে যেন একটা বিস্ফোরণ ঘটল। মুখের ভিতরটা রক্তে আর ছোট ছোট শক্ত হাড়ের কুচিতে ভরে গেল, কুচিগুলো যে ওর দাঁত মাইক সেটা বুঝল। আরো অনুভব করল যে মাথার একটা পাশ ফুলে উঠেছে, বাতাস পুরলে যেমন হয়। পায়ের কোনো ওজন ছিল না, পড়েই যেত, পুলিসের লোকদুটো যদি ওকে ধরে না রাখত। তখনো কিন্তু ওর জ্ঞান ছিল। সাধারণ পোশাক পরা গোয়েন্দাটি মাইকের সামনে এসে দাঁড়িয়েছিল, যাতে কাপ্তান ওকে আবাব মারতে না পারে, সে বলছিল, "কি সর্বনাশ, কাপ্তান, ওকে বড়ই জখম করলেন যে !"

কাপ্তান জোরে জোরে বলল, "আমি ওকে ছুঁইনি। ও-ই আমাকে আক্রমণ করতে গিয়ে পড়ে গেছে। বুঝলে কথাটা? গ্রেপ্তার হতে আপত্তি করছিল।"

একটা লাল কুয়াশার মধ্যে দিয়ে মাইক দেখল আরো কয়েকটা গাড়ি এসে ফুটপাথের ধারে দাঁড়িয়েছে। গাড়ি থেকে লোকজন নামছিল। একজনকে চিনতেও পারল, সে হল ক্লেমেন্জার উকীল ; সে পুলিস-কাপ্তানকে দৃঢ় কায়দাদুরস্ত ভাবে বলছিল, "কর্লিয়নি পরিবার একটা বে-সরকারী গোয়েন্দা কোম্পানিকে ভাড়া করেছে মিঃ কর্লিয়নিকে পাহারা দেবার জন্য। আমার সঙ্গে যে-সব লোক এসেছে তাদের বন্দুকের লাইসেন্স আছে, ক্যাপ্টেন। ওদের যদি আপনি গ্রেপ্তার করেন, কাল সকালে একজন জজের সামনে আপনাকে উপস্থিত হয়ে কারণ দর্শাতে হবে।"

উকীল তারপর মাইকেলের দিকে ফিরে বলল, "যে তোমার এই হাল

করেছে,"তার নামে কি তুমি অভিযোগ আনতে চাও ?"

মাইকেলের কথা বলতে কষ্ট হচ্ছিল। চোয়ালদুটো একসঙ্গে মিলছিল না, তবু কোনোমতে বিড়বিড় করে বলল, "আমি পা পিছলে পড়ে গেছিলাম।" দেখলে কাপ্তান ওর দিকে ফিরেছে, চোখে জয়োল্লাসের দৃষ্টি। তার উত্তরে মাইক হাসবার চেষ্টা করল। ওর অভিপ্রায়, যেমন করে হোক মনের ঐ মধুর হিমশীতল ভাবটা, সারা দেহে প্রবাহিত বরফের মতো ঠাণ্ডা আক্রোশের ভাবটা গোপন করতে হবে। এখন মনের মধ্যে যা হচ্ছিল, সেটার সম্বন্ধে দুনিয়ার কাউকে সতর্ক করে দেবার ওর ইচ্ছা হচ্ছিল না। ডনেরও হত না। তারপরেই টের পেল ওকে হাসপাতালে নিয়ে যাওয়া হচ্ছে। তারপর মাইক জ্ঞান হারিয়েছিল।

সকালে উঠে মাইক দেখল ওর চোয়াল দুটি তার দিয়ে বাঁধা, আর মুখের বাঁ ধারের চারটে দাঁত নেই। খাটের পাশে হেগেন বসে ছিল।

মাইকেল জিজ্ঞাসা করল, "আমাকে কি ওষুধ দিয়ে বেহুঁশ করা হয়েছিল ?"

হেগেন বলল, "হ্যাঁ। মাড়ি থেকে হাড়ের কুচি বের করতে হয়েছিল। ওরা ভাবল তাতে তোমার বড্ড ব্যথা লাগবে। তাছাড়া এমনিতেই তো প্রায় বেহুঁশ হয়েই ছিলে।"

মাইকেল জিজ্ঞাসা করল, "আর কোথাও জখম হয়েছি ?" হেগেন বলল, "না। সনি তোমাকে লং বীচের বাড়িতে নিয়ে যেতে চাইছে। যেতে পারবে মনে হয় ?"

মাইকেল বলল, "নিশ্চয়ই। ডন ভালো আছেন ?" হেগেনের মুখটা লাল হয়ে উঠল। "মনে হয় এবার ও সমস্যাটা মেটানো গেছে। একটা বে-সরকারী গোয়েন্দা কোম্পানি ভাড়া করা হয়েছে, সমস্ত জায়গাটা আমাদের আয়ত্তের মধ্যে। গাড়িতে উঠে তোমাকে আরো বলব।"

ক্লেমেন্জা গাড়ি চালাচ্ছিল, মাইকেল আর হেগেন পিছনে বসে ছিল। মাইকের মাথা দপ-দপ করছিল। "কাল রাতে আসলে কি কাণ্ড ঘটেছিল তা তোমরা বের করতে পেরেছিলে কি ?"

হেগেন শান্ত ভাবে বলল, "সনির একজন লোক আছে পুলিসে, ঐ যে ফিলিপ্‌স্‌ বলে গোয়েন্দা, যে তোমাকে বাঁচাতে চেষ্টা করেছিল। ও-ই আমাদের সব জানিয়েছে। ম্যাক্‌ক্লাস্কি বলে ঐ পুলিস-কাপ্তান পুলিসে ঢুকে অবধি বেজায় ঘুষ খায়। আমাদের পরিবারও ওকে প্রচুর টাকা দিয়েছে। ব্যাটা ভারি লোভী, তার ওপর ওকে বিশ্বাস করা যায় না। তবে সলট্‌সো নিশ্চয় দেদার টাকা দিয়েছে। রুগীদের সঙ্গে দেখা করবার সময় পেরিয়ে যাবামাত্র ম্যাক্‌ক্লাস্কি টেসিওর লোকদের হাসপাতালের ভিতর থেকে, বাইরে থেকে ধরে নিয়ে গেছিল। কারো কারো সঙ্গে বন্দুক থাকা সত্ত্বেও কোনো সুবিধা করতে পারেনি। তারপর ডনের ঘরের দরজা থেকে সরকারী পাহারাদার গোয়েন্দাদেরও ব্যাটা সরিয়ে দিয়েছিল। বলেছিল ওদের আরেকটা কাজের জন্য দরকার, ওদের জায়গায় অন্য পুলিস এসে পাহারার ভার নেবে, কিন্তু ও-সব ওর চালাকি! সব ভুয়ো। ডনকে ঘায়েল করার সুবিধা করে দেবার জন্য হত-ভাগা টাকা খেয়েছিল। ফিলিপ্‌স্‌ বলছে ও এমনি লোক যে আবার চেষ্টা করবে। সলট্‌সো নিশ্চয়ই শুরুতেই ওকে এন্তার টাকা দিয়ে রেখেছে আর কাজ হাসিল হলে আকাশ থেকে চাঁদ পেড়ে দেবে বলেছে।"

"আমার আহত হওয়ার কথা কাগজে বেরিয়েছিল?

হেগেন বলল, "না। ওটা আমরা চেপে গেছি। কেউ চায় না যে ওটা জানাজানি হয়। পুলিসও না, আমরাও না।"

মাইকেল বলল, "ভালো কথা। এন্‌জো ছোকরা সরে পড়তে পেরেছিল?"

হেগেন বলল, "হ্যাঁ। ও তোমার চেয়ে চটপটে। পুলিস দেখা দিতেই ও অদৃশ্য হয়ে গেছিল। এখন বলছে এখান দিয়ে সলট্‌সোর গাড়ি চলে যাবার সময় ও তোমাকে ঠেকা দিয়েছিল। সত্যি নাকি?"

মাইকেল বলল, "হ্যাঁ। ছেলেটা ভালো।"

হেগেন বলল, "সেজন্য ওর ভালো ব্যবস্থা হবে। তোমার এখন

কেমন লাগছে ?" হেগেনের মুখে উদ্বেগ। "দেখতে বিশ্রী লাগছে।"

মাইকেল বলল, "আমি ভালোই আছি। পুলিস-কাপ্তানের কি নাম বললে ?"

হেগেন বলল, "ম্যাক্‌ক্লাস্কি। ভালো কথা, হয়তো শুনে খুশি হবে যে শেষ পর্যন্ত কর্লিয়নি পরিবার একটা ব্যবস্থা করতে পেরেছে। ব্রুনো টাটাগ্লিয়া, ভোর চারটের সময়।"

মাইকেল সোজা হয়ে উঠে বসল, "কি করে হল ? আমি তো ভেবে-ছিলাম আমরা এখন চুপ করে এঁটে বসে থাকব।"

হেগেন কাঁধ তুলল। "হাসপাতালের ঐ ব্যাপারের পর সনির মন শক্ত হয়ে গেল। সারা নিউ-ইয়র্ক, নিউ-জার্সিময় আমাদের বাটন্‌-ম্যানরা চারিয়ে ছিল। কাল রাতে তালিকা তৈরি হয়ে গেল। আমি সনিকে ঠেকিয়ে রাখবার চেষ্টা করছি, মাইক। তুমিও ওর সঙ্গে কথা বলে দেখতে পার। একটা বড় রকম লড়াই না বাধিয়েও গোটা ব্যাপারটা মিটিয়ে দেওয়া সম্ভব।"

মাইকেল বলল, "ওর সঙ্গে কথা বলে দেখব। আজ সকালে পরামর্শ করা হবে নাকি ?"

হেগেন বলল, "হ্যাঁ। শেষ অবধি সলট্‌সো যোগাযোগ করেছে, আমাদের সঙ্গে বসতে চায়। একজন মধ্যস্থ হয়ে খুঁটিনাটি বন্দোবস্ত করছে। তার মানে আমাদের জিত। সলট্‌সো জানে ও হেরে গেছে, এখন প্রাণ নিয়ে সরে পড়তে পারলে বাঁচে।" একটু হেসে হেগেন বলল, "হয়তো ভেবেছিল আমরা কমজুরি হয়ে পড়েছি, হার মানতে আমরা তৈরি, কারণ আমরা উল্টে মার দিইনি। এখন টাটাগ্লিয়াদের এক ছেলে মরাতে, ও টের পেয়েছে আমরা সহজে ছেড়ে দেব না। ডনকে আক্রমণ করে ব্যাটা মস্ত ঝুঁকি নিয়েছিল। ভালো কথা, লুকা সম্বন্ধে পাকা খবর পাওয়া গেছে। তোমার বাবাকে গুলি করবার আগের রাতে ওরা ওকে মেরে ফেলেছিল। ব্রুনোর নাইট-ক্লাবে। বোঝ একবার !"

মাইকেল বলল, "নিশ্চয়ই ওকে অতর্কিতে আক্রমণ করেছিল।"

লং বীচের বাড়ির প্রবেশপথে আড়ভাবে একটা লম্বা কালো গাড়ি দাঁড়িয়ে, রাস্তা বন্ধ করে রেখেছিল। গাড়ির ছুডে ঠেস দিয়ে দুজন লোক দাঁড়িয়ে ছিল। মাইক লক্ষ্য করল দুই পাশের বাড়ি দুটোর ওপর-তলার জানলাগুলো খোলা। সনি তাহলে সত্যিই সহজে ছাড়বে না।

প্রাঙ্গণের বাইরে ক্লেমেন্‌জা গাড়ি দাঁড় করাল, ওরা হেঁটে ভিতরে গেল। রক্ষীরা দুজনই ক্লেমেন্‌জার লোক, ওদের দেখে সে ভুরু কুঁচকাল, ঐ রকমই তার অভিবাদন। তারাও মাথা দুলিয়ে স্বীকৃতি জানাল। কেউ হাসল না, কেউ মুখে অভিবাদন করল না। ক্লেমেন্‌জা হেগেনকে আর মাইকেল কর্লিয়নিকে বাড়ির মধ্যে নিয়ে গেল। ওরা ঘন্টি দেবার আগেই আরেকজন রক্ষী দরজা খুলে দিল।

বোঝাই গেল সে ওপরের জানলা থেকে চোখ রাখছিল। কোণের আপিস ঘরে গিয়ে ওরা দেখল সনি আর টেসিও ওদের জন্য অপেক্ষা করছে। সনি উঠে মাইকেলের কাছে এসে, দুই হাতে ছোট ভাইয়ের মাথাটি ধরে তামাশা করে বলল, "বাঃ, চমৎকার, চমৎকার।" মাইকেল ওর হাত ঠেলে সরিয়ে ডেস্কের কাছে গিয়ে খানিকটা স্কচ্‌ হুইস্কি ঢেলে নিল, তাতে যদি তার-বাঁধা চোয়ালের চাপা বেদনাটা কমে।

ঘরের চারদিকে পাঁচজন বসে পড়ল, এবার কিন্তু ঘরের আবহাওয়াটা আগের বারের চাইতে আলাদা। সনি আরো খুশি, আরো প্রফুল্ল; মাইকেল বুঝতে পারল সে প্রফুল্লতার অর্থটা কি। বড় ভাইয়ের মনে এখন আর কোনো সংশয় নেই। সে মন স্থির করে ফেলেছে, কিছুতেই তাকে আর বিচলিত করা যাবে না। আগের রাতের সলট্‌সোর ঐ চেষ্টাটার পর আর কথা নয়। মিটমাট করার কোনো প্রশ্নই উঠতে পারে না।

সনি হেগেনকে বলল, "তুমি যখন ছিলে না, তখন যে লোকটা মধ্যস্থতা করছিল, তার কাছ থেকে খবর পেলাম, তুর্ক এখন দেখা করতে চায়।" সনি হাসতে লাগল, "ব্যাটাচ্ছেলের বুকের পাটা দেখেছ!" কণ্ঠস্বরে শ্রদ্ধার সুর, "কাল ঐরকম তাড়া খেয়ে আজ কিংবা আগামী

কাল আবার দেখা করতে চায়! এদিকে আমরা বুঝি চুপ করে শুয়ে শুয়ে ও যা বলবে তাই মেনে নেব! হারামজাদার আস্পর্ধা কম নয়!"

টম সাবধানে জিজ্ঞাসা করল, "তুমি কি উত্তর দিলে?" এক গাল হেসে সনি বলল, "আমি বললাম, হ্যাঁ, নিশ্চয়, দেখা করব না কেন? ও যখনি বলবে। আমাদের কোনো তাড়া নেই। চব্বিশ ঘণ্টা রাস্তায় রাস্তায় আমাদের শতখানেক বাট্‌ন্‌-ম্যান ঘুরছে। সলট্‌সো তার পোঁদের রোঁয়াটুকু দেখালে ওরা ওকে কোতোল করবে। যত সময় চায়, নিক না ওরা।"

হেগেন জিজ্ঞাসা করল, "কোনো পাকা প্রস্তাব দিয়েছিল?" সনি বলল, "হ্যাঁ। মাইক যেন গিয়ে ওদের প্রস্তাব শুনে আসে। মধ্যস্থ লোকটা ওর নিরাপত্তার জামিন হবে। সলট্‌সো নিজের নিরাপত্তার জামিন চায়নি, ও জানে তা চাইবার কারণ নেই। কোনো প্রয়োজনও নেই। ওদের দিক থেকেই মোকাবিলার বন্দোবস্ত করা হবে। ওর লোকরাই মাইককে তুলে মিটিং-এর জায়গায় নিয়ে যাবে। মাইক সলট্‌সোর কথা শুনবার পর, ওরা ওকে ছেড়ে দেবে। কিন্তু মিটিং-এর জায়গাটা প্রকাশ করা হবে না। ওরা কথা দিচ্ছে যে প্রস্তাবটা এত ভালো যে আমরা কখনোই সেটা প্রত্যাখ্যান করব না।"

হেগেন জিজ্ঞাসা করল, "আর টাটাগ্লিয়াদের কি খবর? ব্রুনোর বিষয় নিয়ে তারা কি করবে?"

"ওটাও প্রস্তাবের মধ্যে আছে। মধ্যস্থ বলছে টাটাগ্লিয়া পরিবার সলট্‌সোকে সমর্থন করে যাবে বলে স্থির করেছে। ব্রুনোর কথা ওরা মন থেকে মুছে ফেলবে। বাবাকে ওরা যা করেছিল, ব্রুনো তারি দাম দিয়েছে। সব শোধ-বোধ হয়ে গেছে।" সনি আবার হাসতে লাগল, "হারামজাদাদের সতর্কতা দেখ!"

সাবধানে হেগেন বলল, "ওদের কি বলার আছে, সেটা আমাদের শোনা উচিত।"

সনি মাথা নাড়ল, "না, না, কনসিলিওরি, এবার নয়।" ওর কণ্ঠে

সামান্য একটু ইতালীয় টান শোনা গেল। মজা করবার জন্য, ইচ্ছা করে সনি বাপের নকল করছিল। "আর মিটিং নয়। আর আলোচনা নয়। সলট্সোর চালাকি আর নয়।" মধ্যস্থ যেই আমাদের উত্তর শুনবার জন্য আবার যোগাযোগ করবে, আমার ইচ্ছা তুমি তাকে একটিমাত্র উত্তর দাও। আমি সলট্সোকে চাই। না পেলে, সামগ্রিক লড়াই। আমরা তোশক নেব; বাট্ন্-ম্যানদের সবাইকে পথে ছাড়ব। ব্যবসার ক্ষতি হবে, সে আর কি করা যায়।"

হেগেন বলল, "অন্য পরিবারগুলো সামগ্রিক লড়াইতে সম্মত হবে না। তাতে সকলের বড় ক্ষতি হয়।"

সনি কাঁধ তুলে বলল, "তার একটা সহজ সমাধান আছে। হয় আমার কাছে সলট্সোকে দাও, নয় কর্লিয়নি পরিবারের সঙ্গে লড়াই কর।" একটু থামল সনি, তারপর কর্কশ ভাবে বলল, "কি করে মিটমাট করা যায়, সে সম্বন্ধে আর কোনো পরামর্শ নয়, টম। সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়ে গেছে। তোমার কাজ হল আমাকে জয়লাভ করতে সাহায্য করা। বুঝলে তো।"

হেগেন মাথা নিচু করল। একটুক্ষণের জন্য সে গভীর চিন্তায় মগ্ন হল। তারপর বলল, "থানায় তোমার চরের সঙ্গে কথা হল। সে বলছে ক্যাপ্টেন ম্যাক্‌ক্লাস্কি অবশ্যই সলট্সোর কাছে টাকা খায় এবং বড় টাকা খায়। শুধু তাই নয়, তাকে মাদক-ব্যবসার একটা ভাগ দেওয়া হবে। সে সলট্সোর দেহরক্ষী হতে রাজী হয়েছে। সঙ্গে ম্যাক্‌ক্লাস্কি না থাকলে গর্ত থেকে তুর্ক নাকটি পর্যন্ত বাড়াবে না। আলোচনার জন্য যখন সলট্সো মাইকের সামনে বসবে, ম্যাক্‌ক্লাস্কি ওর পাশে বসে থাকবে। সাধারণ পোশাক পরে, কিন্তু বন্দুক নিয়ে। এখন তোমাকে এ-কথা বুঝতে হবে, সনি, যে যতক্ষণ সলট্সো এভাবে রক্ষিত থাকবে, ওকে ধরা-ছোঁয়া যাবে না। আজ পর্যন্ত কেউ কোনো নিউ-ইয়র্ক পুলিস-কাপ্তানকে গুলি করে মেরে পার পায়নি। শহর তাহলে অসহ্য রকম গরম হয়ে উঠবে, খবরের কাগজ, পুলিস বিভাগ, গির্জার কর্তৃপক্ষ, সকলে

তেরিয়া হয়ে উঠবে। সে এক সর্বনেশে অবস্থা হবে। ইতালীয় পরিবার-গুলোও তোমাদের বিপক্ষে যাবে। কর্লিয়নি পরিবারকে এক-ঘরে করা হবে। এমন কি বুড়ো ভদ্রলোকের রাজনৈতিক পৃষ্ঠপোষকরাও পালিয়ে বাঁচবে। এ-সমস্ত ভেবে নিয়ে তবে কাজ কর।"

সনি কাঁধ তুলল, "ম্যাক্‌ক্লাস্কি তো আর চিরকাল তুর্কের কাছে থাকতে পারবে না। আমরাও অপেক্ষা করব।"

টেসিও আর ক্লেমেন্‌জা অস্বস্তির সঙ্গে চুরুট ফু কছিল, কিছু বলতে সাহস পাচ্ছিল না কিন্তু ঘেমে ঝোল হচ্ছিল। ভুল সিদ্ধান্ত নেওয়া হলে, ওদেরই গায়ের চামড়া ছাড়িয়ে দড়িতে শুকোনো হবে।

এই প্রথম মাইকেল কথা বলল। হেগেনকে জিজ্ঞাসা করল, "বাবাকে হাসপাতাল থেকে সরিয়ে এখানে নিয়ে আসা যায় না?"

হেগেন মাথা নাড়ল। "আমিও প্রথমেই ও-কথা জানতে চেয়ে-ছিলাম। একেবারে অসম্ভব। তাঁর অবস্থা খুব খারাপ। বেঁচে উঠবেন, কিন্তু নানা রকম যত্ন দবকার, হয়তো আবো অস্ত্র করতে হতে পারে। অসম্ভব।"

মাইকেল বলল, "তাহলে এখনি সলট্‌সোকে ধরতে হবে। আর অপেক্ষা করা যায় না। ব্যাটা বড্ড সাংঘাতিক। কখন কোন্ নতুন ফন্দি আঁটবে। মনে রেখো, বাবাকে সরাতে পারলেই ওর জিত। ও সেটা জানে। বেশ ও বুঝেছে যে অবস্থা সঙ্গীন, তাই আপাততঃ প্রাণের নিরাপত্তার বদলে হার মানতে রাজী আছে। কিন্তু শেষ পর্যন্ত যদি ওর কপালে মরণই লেখা থাকে, তাহলে ডনকে মারবার আরেকটা চেষ্টা ও দেবেই। আর ঐ পুলিস কাপ্তান স্যাঙাৎ থাকলে, কখন কি হয়, তাই বা কে বলতে পারে। সে ঝুঁকি আমরা নিতে পারি না। এখনি সলট্‌সোকে ঘায়েল করতে হবে।"

সনি চিন্তিত ভাবে দাড়ি চুলকোচ্ছিল। সে বলল, "যা বলেছ, ভাই। একেবারে মোক্ষম কথাই বলেছ। বাবাকে মারবার আরেকবার চেষ্টা করার সুযোগ সলট্‌সোকে কখনই দেওয়া যায় না।"

আস্তে আস্তে হেগেন বলল, "আর ক্যাপ্টেন ম্যাক্‌ক্লাস্কির কি হবে?"

ঠোঁটে ছোট্ট এবং অদ্ভুত একটা হাসি নিয়ে সনি মাইকের দিকে ফিরল, "হ্যাঁ, তাহলে জাঁদরেল পুলিস-কাপ্তানের কি ব্যবস্থা হবে?"

মাইকেল আস্তে আস্তে বলল, "বেশ, এটা একটা চরম অবস্থা। কিন্তু এমন সব সময় আসে যখন চরম ব্যবস্থাও অবলম্বন করা বাঞ্ছনীয়। এখন এই ভাবে চিন্তা করতে হবে যে ম্যাক্‌ক্লাস্কিকেও মেরে ফেলা দরকার। সেটা করবার একটা উপায় হল ওকে এমন জটিল ভাবে জড়িয়ে ফেলতে হবে, যাতে সকলেই দেখতে পাবে যে কর্তব্যরত একজন সৎ পুলিস কাপ্তানকে হত্যা করা হয়নি, বরং একজন দুর্নীতিপরায়ণ পুলিস কর্মচারী নানান বে-আইনী কীর্তিকলাপে জড়িত ছিল, অন্যান্য দুষ্কৃতকারীদের মতো সেও তার উচিত সাজা পেয়েছে। আমাদের মাইনে-করা কর্মীদের মধ্যে সাংবাদিকরাও আছে, তাদের কাছে বিবৃতি দেওয়া যায়; বিবৃতির সমর্থনে যথেষ্ট প্রমাণও দেওয়া যায়। তাতে গরম ভাবটা কিছু কমবে। কি রকম মনে হয়?" বিনীতভাবে মাইকেল অন্যদের দিকে তাকাল। টেসিও আর ক্লেমেন্‌জার মুখ হাঁড়ি, দুজনেই কিছু বলতে নারাজ। সেই রকম অদ্ভুত করে হেসে সনি বলল, "বলে যাও, ভাই, খাসা বলছ। ডন সর্বদা বলতেন, 'শিশুদের মুখ থেকেই···'। থেমো না, আরো বল।"

হেগেনও অল্প হেসে, মুখ ফিরিয়ে রেখেছিল। মাইকেলের মুখ রাঙা হয়ে উঠল। "দেখ ওরা চায় আমি সলট্‌সোর সঙ্গে কথা বলতে যাই। আমি, সলট্‌সো আর ম্যাক্‌ক্লাস্কি ছাড়া কেউ থাকবে না। সে রকম ব্যবস্থাই হোক, আজ থেকে দুদিন বাদে; তারপর আমাদের গুপ্তচরদের লাগাও, কোথায় মিটিং হবে খুঁজে বের করুক। বলে দিও সাক্ষাৎকারটা প্রকাশ্য জায়গায় হতে হবে, আমি কারো ফ্ল্যাটে, কিংবা বাড়িতে যেতে রাজী নই। একটা রেস্তোরাঁয়, কিংবা 'বারে', ডিনার খাবার ভিড়ের সময়, তাহলে আমি নিরাপদ বোধ করব। ওরাও তাই করবে।

সলট্‌সো পর্যন্ত সন্দেহ করবে না যে ক্যাপ্টেনকে গুলি করবার সাহস আমাদের হবে। আমি পৌঁছতেই নিশ্চয়ই ওরা দেখে নেবে সঙ্গে অস্ত্র আছে কি না, তখন বন্দুক থাকলে চলবে না ; কিন্তু ওদের সঙ্গে কথা-বার্তা বলার সময় কি উপায়ে আমার কাছে বন্দুক পৌঁছে দেওয়া যায়, সেটা তোমরা ভেবে দেখো। তাহলে আমি দুজনকেই ঘায়েল করব।”

চারটে মুখ ওর দিকে ফিরে হাঁ করে চেয়ে রইল। ক্লেমেন্‌জা আর টেসিও গম্ভীর হলেও অবাক্‌। হেগেনের মুখখানি করুণ, কিন্তু বিস্মিত নয়। কি যেন বলতে শুরু করে আবার মত বদলাল সে। শুধু সনির কিউপিডের মতো ভারি মুখটা আমোদে কুঁচকে উঠল, তার পরেই সে উচ্চৈঃস্বরে হেসে উঠল। নকল হাসি নয়, পেটের ভিতর থেকে উঠে আসা সত্যিকারের হাসি। ও বাস্তবিকই আহ্লাদে আটখানা। মাইকেলেব দিকে আঙুল দেখিয়ে, হাসির দমকের মাঝে মাঝে সনি কথা বলবার চেষ্টা করছিল, ‘তুমি হলে কলেজের সেরা ছেলে, পারিবারিক ব্যবসার সঙ্গে তুমি কোনোদিনও জড়িত হতে চাও না। এখন কি না সেই তুমি-ই তুর্ককে আর এক পুলিস কাপ্তানকে নস্যাৎ করতে চাও, কেন না ম্যাক্‌-ক্লাস্কি তোমার মুখ ভেঙে দিয়েছে। ব্যাপারটাকে তুমি ব্যক্তিগত ভাবে নিচ্ছ। আরে এটা একটা ব্যবসার বিষয়, ব্যক্তিগত কিছু নয়। একটা চড় খেয়েই তুমি দু-দুটো লোককে মেরে ফেলতে চাইছ। যত সব ভাঁওতা। এতকাল শুধু ভাঁওতা দিয়েই এসেছ!”

ক্লেমেন্‌জা আব টেসিও সমস্ত ব্যাপারটাকেই ভুল বুঝল, ওরা ভাবল যে ছোট ভাইয়ের তেজ দেখে সনি বুঝি তামাশা করছে, কাজেই তারাও মাইকেলের দিকে খানিকটা কৃপার ভাব দেখিয়ে গাল ভরে হাসতে আরম্ভ করেছিল। একমাত্র হেগেন সতর্কতা অবলম্বন করে মুখে কোনো ভাব প্রকাশ করেনি।

মাইকেল সবার দিকে তাকিয়ে, শেষে সনির দিকে চোখ ফেরাল, সনি তখনো হাসি থামাতে পারেনি। সনি বলল, “তুমি কিনা দুজনকে ঘায়েল করবে? দেখ ভাই, এর জন্য কেউ তোমাকে পদক দেবে না, বরং

ইলেক্ট্রিক চেয়ারে বসাবে। সেটা জান তো? এটা কিছু বাহাত্তুরের খেল নয়, ভাই, এক মাইল দূর থেকে কাউকে গুলি করা নয়। লোকদের চোখের সাদাটা দেখা গেলে তবে গুলি ছুঁড়তে হয়, মনে নেই স্কুলে এই রকম শেখানো হয়েছিল? একেবারে পাশে দাঁড়িয়ে মুণ্ডু উড়িয়ে দিতে হয় আর ওদের মাথার ঘিলু তোমার সুন্দর আইভি লীগ স্যুটের উপর ছিটিয়ে পড়ে। কি মনে হয়, ভাই, এক ব্যাটা বুদ্ধু পুলিস তোমাকে থাপ্পড় দিয়েছে বলে তোমার ঐ রকম করতে ইচ্ছা করছে?" তখনো সনি হাসছিল।

মাইকেল উঠে দাঁড়িয়ে বলল, "এবার হাসিটা থামালে ভালো হয়।" ওর মধ্যে এমন এক অভাবনীয় পরিবর্তন দেখা গেল যে ক্লেমেন্‌জার আর টেসিওর মুখ থেকে হাসি মুছে গেল।

মাইকেল খুব লম্বা-চওড়া ছিল না, কিন্তু ওর সমস্ত সত্তা থেকে যেন বিপদের সঙ্কেত বিচ্ছুরিত হচ্ছিল। সেই মুহূর্তে ওকে ডন কর্লিয়নিরই অবতার বলে মনে হচ্ছিল। চোখ দুটি কেমন ফিকে বাদামী দেখতে হয়েছিল, মুখ সম্পূর্ণ বিবর্ণ। মনে হচ্ছিল, যে কোন মুহূর্তে ওর চাইতে বড় আর জোরালো ভাইয়ের ওপর ও আছড়ে পড়তে পারে। এ বিষয়ে কোনো সন্দেহই নেই যে মাইকের হাতে অস্ত্র থাকলে, সনির বিপদ হত। সনি হাসি থামাল। ঠাণ্ডা মারাত্মক স্বরে মাইক বলল, "তুমি কি ভাবছ এ আমি করতে পারব না, হারামজাদা?"

সনি তার হাসির বেগ সামলে নিয়েছিল। সে বলল, "আমি জানি তুমি পারবে। তুমি যা বললে তাই নিয়ে আমি হাসিনি, মাইক। শেষ পর্যন্ত কি রকম অদ্ভুত অবস্থা দাঁড়াচ্ছে, তাই ভেবে হাসছিলাম। আমি সর্বদাই বলে এসেছি যে কর্লিয়নি পরিবারে তুমিই সব চাইতে জবরদস্ত, ডনের চাইতেও জবরদস্ত। একমাত্র তুমিই বুড়ো ভদ্রলোকের প্রভাব এড়িয়ে যেতে পেরেছিলে। তোমার ছোটবেলাকার কথা আমার মনে আছে। বাপরে, কি প্রচণ্ড মেজাজ ছিল তোমার! আরে তুমি আমার সঙ্গেও মারামারি করতে, অথচ আমি তোমার চাইতে কত বড়।

আর ফ্রেডিকে তো প্রতি সপ্তাহে অন্ততঃ একবার তোমাকে পিটিয়ে ছাতু করতে হত। এখন সলট্‌সো তোমাকে পরিবারের নাড়ুগোপাল ঠাউরেছে, কারণ তুমি ম্যাক্‌ক্লাস্কির কাছে মার খেয়েও কিছু বলনি, তা-ছাড়া পারিবারিক লড়াই থেকে তুমি সর্বদা সরে থেকেছ। ও ভেবেছে তোমার সঙ্গে মুখোমুখি দেখা করলে ভাবনার কিছু নেই। ম্যাক্‌ক্লাস্কিও তোমাকে ভীতু ঠাউরেছে।" সনি একটুক্ষণ থেমে আস্তে আস্তে বলল, "কিন্তু তুমিও তো একজন কর্লিয়নি, ওরে ব্যাটা বেল্লিক। সে-কথা আমি ছাড়া কেউ জানত না। গত তিনদিন ধরে, বাবার গুলি লাগা অবধি, আমি এইখানে বসে বসে অপেক্ষা করছি কখন তুমি তোমার ঐ আইভি লীগের যোগ্য বীব যোদ্ধার ভুয়ো সাজ খুলে ফেলে বেরিয়ে পড়বে। আমি অপেক্ষা করে ছিলাম কখন তুমি আমার ডান হাত হয়ে উঠবে, তখন দুজনে মিলে যত হাবামজাদা আমাদের বাবাকে আর পবিবারকে ধ্বংস করতে চাইছে, সব কটাকে নিকেশ করে দেব। শুধু চোয়ালে একটা ঘুষির অপেক্ষায় ছিল সব। কি বলবে বল।" ভারি মজাব একটা অঙ্গভঙ্গি করল সনি, একটা ঘুষির মতো, তারপব আবাব বলল, "কি বলবে বল।"

ঘরেব আড়ষ্টতা দূব হয়ে গেছিল। মাইক মাথা নেড়ে বলল, "সনি, আমি এরকম করছি কারণ এ ছাড়া উপায় নেই। বাবাকে মারাব সুযোগ সলট্‌সোকে আর দেওয়া যায় না। মনে হচ্ছে একমাত্র আমিই ও ব্যাটার খুব কাছে যেতে পারব। সমস্তটা আমি এঁচে বেখেছি। একজন পুলিস কাপ্তান কোতল করার জন্য তোমরা আর কাউকে পাবে বলে আমার মনে হয় না। হয়তো তুমি নিজে করতে পারতে, সনি, কিন্তু তোমার স্ত্রী আছে, ছেলেমেয়ে আছে। তাছাড়া বাবা ভালো হয়ে না ওঠা অবধি পারিবারিক ব্যবসাটাও তো তোমাকেই দেখতে হবে। তাহলে বাকি থাকি আমি আব ফ্রেডি। ফ্রেডির তো শক্‌ লেগেছে, কিছুই করতে পারবে না। শেষ পর্যন্ত রইলাম আমি। এ তো সহজ যুক্তির কথা। চোয়ালে ঘুষির সঙ্গে তার কোনো সম্পর্ক নেই।"

সনি উঠে এসে মাইককে বুকে জড়িয়ে ধরল। "কেন কি করছ তাতে আমার কিছুই যায়-আসে না, যতক্ষণ তুমি আমাদের দলে আছ। আরেকটা কথাও বলে রাখি, যা যা বলেল, ঠিকই বলেছ। তুমি কি বল, টম?"

হেগেন কাঁধ তুলে বলল, "যুক্তিতে তো কোনো খুঁত নেই। তার কারণ আমার মতে ঐ রফা করার ব্যাপারে তুর্কের কোনো সততা দেখা যাবে না। আমার মনে হয় ওসব সত্ত্বেও ও ডনের ক্ষতি করতে চায়। এতাবৎ ওর যে-রকম হালচাল দেখেছি, তাতে অন্ততঃ সেই রকমই মনে হয়। কাজেই সলট্‌সোকে ঘায়েল করতে হবে। তার জন্য যদি পুলিস কাপ্তানকেও ঘায়েল করতে হয় তো তাই সই। কিন্তু কাজটা যে করবে, তার ওপর বেদম চাপ পড়বে। মাইককেই কি ও কাজ করতে হবে?"

সনি আস্তে আস্তে বলল, "আমি করতে পারি।" অসহিষ্ণুভাবে মাথা নাড়ল হেগেন। "দশটা পুলিস কাপ্তান পাশে থাকলেও, ও তোমাকে ওর এক মাইলের মধ্যে পা দিতে দেবে না। তাছাড়া তুমি সাময়িক ভাবে আমাদের পরিবারের মাথা। তোমাকে বিপদের ঝুঁকি নিতে দেওয়া যায় না।" তারপর থেমে, ক্লেমেন্‌জা টেসিওর দিকে ফিরে জিজ্ঞাসা করল, "তোমাদের মধ্যে কারো কোনো সুপটু বাট্‌ন্‌-ম্যান আছে, বিশেষ দক্ষ কেউ যে এ কাজের ভার নিতে রাজী আছে? বাকি জীবনটা তার আর টাকাকড়ির জন্য ভাবতে হবে না।"

ক্লেমেন্‌জাই আগে কথা বলল, "সলট্‌সো চেনে না এমন কেউ নেই, দেখালেই ও সব বুঝে ফেলবে। আমি কিংবা টেসিও গেলেও একই কথা।"

হেগেন বলল, "খুব জবরদস্ত কেউ নেই, যে এখনো নাম করেনি, খুব ভালো, কিন্তু আনকোরা নতুন কেউ?"

দুই ক্যাপোরেজিমি মাথা নাড়ল। কথার ঝাঁঝ কমাবার জন্য একটু হেসে টেসিও বলল, "ও হল আন্তর্জাতিক খেলায় রংরুট নামানোর মতো।"

সনি তখন সংক্ষিপ্ত স্বরে বলল, "তাহলে মাইককেই যেতে হয়। তার লক্ষ লক্ষ কারণ আছে। তার মধ্যে প্রধান কারণ হল যে ওরা ওকে আনাড়ি ঠাউরেছে"। কাজটা ও করতে পারবে, সে গ্যারান্টি আমি দিতে পারি ; তারও গুরুত্ব আছে, কারণ ঐ ছ্যাঁচড় হারামজাদা তুর্ককে ঘায়েল করার এই একটাই সুযোগ পাওয়া যাবে। কাজেই এখন আমাদের ভাবতে হবে কি উপায়ে মাইকের সুবিধা করে দেওয়া যায়। টম, ক্লেমেন্‌জা, টেসিও, তোমরা খুঁজে বের কর সাক্ষাৎকারের জন্য মাইককে ওরা কোথায় নিয়ে যাবে। তার জন্য যতই খরচ হয় হোক। জায়গাটা জানলে, ওর হাতে কি ভাবে অস্ত্র পৌঁছে দেওয়া যাবে সে-কথা ভাবা যাবে। ক্লেমেন্‌জা, তোমার সংগ্রহ থেকে একটা সত্যিকার নিরাপদ বন্দুক ওকে দেবে। সব চাইতে ঠাণ্ডা অস্ত্র, যার কোনো সূত্র ধরা যাবে না। দেখো যেন ব্যারেল বেঁটে আর বিস্ফোরণের ক্ষমতা বেশি হয়। বন্দুকের লক্ষ্য খুব নির্ভুল না হলেও চলবে। ব্যবহারের সময় মাইক তো একেবারে ওদের ঘাড়ের ওপর থাকবে। মাইক, বন্দুক ছুঁড়েই ওটাকে মাটিতে ফেলে দেবে। ওটা সমেত ধরা পড় না। ক্লেমেন্‌জা, ব্যারেলে আর ঘোড়াতে ঐ যে তোমার সেই বিশেষ জিনিসটা টেপ করে দিও, তাহলে আঙুলের ছাপ পড়বে না। মনে রেখো, মাইক, আমরা প্রত্যক্ষদর্শী ইত্যাদির সব বন্দোবস্ত করতে পারব, কিন্তু গ্রেপ্তার হবার সময় হাতে বন্দুক থাকলে কিছুই করতে পারব না। যানবাহন, রক্ষণাবেক্ষণ, সব তৈরি থাকবে। তারপর তুমি একেবারে অদৃশ্য হয়ে গিয়ে, লম্বা ছুটি উপভোগ করবে, যত দিন না এদিককার চাপটা কেটে যায়। অনেক দিনের মতো তোমাকে বাইরে থাকতে হবে, মাইক, কিন্তু আমি চাই না তুমি তোমার বান্ধবীর কাছ থেকে বিদায় নাও, কিংবা আদৌ তাকে ফোন কর। সব চুকেবুকে, তুমি বিদেশে গেলে, আমি ওকে জানিয়ে দেব যে তুমি ভালো আছ। এই আমাব আদেশ।"

ভাইয়ের দিকে তাকিয়ে একটু হেসে সনি বলল, "এখন ক্লেমেন্‌জার কাছে কাছে থেকে, ও যে-বন্দুক বেছে দেবে, সেটি সরগড় করে নাও

দিকি। পার তো একটু অভ্যাসও করে নিও। আর সব ব্যবস্থা আমরা করব। সব। ঠিক আছে, ভাই?"

আরেকবার মাইকেল কর্লিয়নি তার সমস্ত শরীর দিয়ে সেই মধুর সজীব শীতলতা অনুভব করল। বড় ভাইকে বলল, "এ রকম একটা বিষয় সম্বন্ধে বান্ধবীকে কিছু বলা নিয়ে ও-সব যা-তা বলার কোনো দরকার ছিল না। তুমি কি ভেবেছিলে আমি ওকে টেলিফোন করে বিদায়-গ্রহণ করব?"

সনি তাড়াতাড়ি বলে উঠল, "ঠিক আছে, ঠিক আছে, তবে এখনো তো তুমি একজন রংরুট, তাই বানানটানানগুলো বলে দিচ্ছিলাম। ওসব ভুলে যাও।"

এক গাল হেসে মাইক বলল, "ও আবার কেমন কথা, রংরুট? তুমি যেমন মন দিয়ে বুড়ো ভদ্রলোকের কথা শুনতে, আমিও তেমনি শুনতাম। নইলে এত চালাক হলাম কি করে?" দুজনেই হাসতে লাগল।

হেগেন সকলের জন্য পানীয় ঢেলে দিল। তার মুখটাকে একটু হাঁড়িপানা দেখাচ্ছিল। রাষ্ট্রনীতিবিৎকে জোর করে যুদ্ধে পাঠানো হচ্ছে, আইনজ্ঞকে আইনের শরণ নিতে হচ্ছে। শেষটা টম বলল, "সে যাই হোক গে, কি করা হবে না হবে সেটা অন্ততঃ জানা গেল।"

এগারো

ক্যাপ্টেন মার্ক ম্যাক্‌ক্লাস্কি তার আপিসে বসে বসে বাজির স্লিপে বোঝাই তিনটে খাম নিয়ে নাড়াচাড়া করছিল। কপালে ভ্রূকুটি, মনে মনে ভাবছিল স্লিপের ওপর গোপন সঙ্কেতে লেখা তথ্যগুলো পড়তে পারলে হত। পড়তে পারার খুবই দরকার। আগের রাতে কর্লিয়নি পরিবারের একজন বুকমেকারের আস্তানায় হামলা দিয়ে ওর লোকরা ওগুলো সংগ্রহ করে এনেছিল। এখন বুকমেকারটিকে ওগুলো আবার

কিনে নিতে হবে, নইলে বাজি-খেলোয়াড়রা তাদের জিতের টাকা দাবি করতে না পেরে ওকে মেরে ছাতু করবে।

ক্যাপ্টেন ম্যাক্‌ক্লাস্কির দিক থেকে বাজির কাগজের অর্থ উদ্ধার করার খুবই দরকার ছিল, বুকমেকারের কাছে ওগুলি আবার বিক্রি করবার সময় যাতে ঠকতে না হয়। যদি .পঞ্চাশ হাজার ডলারের কারবার হয়, তাহলে হয়তো পাঁচ হাজার চাওয়া যেতে পারে। কিন্তু যদি বড় বড় বাজি ধরা হয়ে থাকে, লাখ দু লাখের ব্যাপার যদি হয়, তাহলে তো দামটা আরো অনেক বেশি হওয়া উচিত। কিছুক্ষণ খামগুলো নিয়ে নাড়াচাড়া করবার পর ম্যাক্‌ক্লাস্কি স্থির করল বুকি ব্যাটা খানিক ভেবে মরুক, তারপর সে-ই একটা প্রস্তাব দিক। তার থেকেই বোঝা যাবে আসল দাম কত হওয়া উচিত।

* আপিসের দেয়ালে টানানো থানার ঘড়ির দিকে তাকাল কাপ্তান। তেলতেলা তুর্ক 'সলট্‌সোকে তুলে নেবার সময় হয়ে গেছিল, কর্লিয়নি পরিবারের সঙ্গে কোথায় যেন দেখা করবার জন্য তাকে নিয়ে যেতে হবে। দেয়াল-আলমারির কাছে গিয়ে, ইউনিফর্ম ছেড়ে ম্যাক্‌ক্লাস্কি সাধারণ পোশাক পরতে লাগল। কাপড় ছাড়া হলে, স্ত্রীকে ডেকে বলে দিল রাতে বাড়িতে খাবে না, একটা কাজে বেরোতে হচ্ছে। স্ত্রীকে সে কোনো কথাই বলত না। তার ধারণা ছিল স্বামীর পুলিসের চাকরির আয় থেকেই ওদের ও-ভাবে চলত। ভেবে মজা লাগছিল ম্যাকক্লাস্কির যে ওর মারও ঐ রকম বিশ্বাস ছিল, কিন্তু ও নিজে অল্প বয়সেই সব জেনে গেছিল। বাবাই ওকে পথ দেখিয়ে দিয়েছিলেন।

বাবা ছিলেন পুলিস সার্জেন্ট। প্রত্যেক সপ্তাহে তিনি ছ বছরের ছেলেকে সঙ্গে করে নিজের এলাকাটা ঘুরে আসতেন আর দোকানদারদের কাছে ওকে চিনিয়ে দিয়ে বলতেন, "এটি আমার ছেলে।"

তারা ওর সঙ্গে হ্যাণ্ডশেক করে, ওর উচ্ছ্বসিত প্রশংসা করত, তারপর ক্যাশ-রেজিস্টার খুলে ওকে পাঁচ-দশ ডলার উপহার দিত।

দিনের শেষে খুদে মার্ক ম্যাকৃম্মাকিন প্রত্যেক পকেট [illegible]
হয়ে যেত। ওর ভেবেও বেজায় গর্ব হত যে বাবার বন্ধুরা ওকে এত ভালোবাসে যে প্রত্যেক মাসে ওকে দেখলেই উপহার দেয়। বাবা অবশ্য টাকাগুলো ওর জন্য ব্যাঙ্কে জমা করে দিতেন, যাতে ওর কলেজে পড়ার খরচ ওঠে; খুদে মার্ক বড় জোর একটা পঞ্চাশ সেন্টের মুদ্রা হাতে পেত।

তারপর বাড়ি ফিরলে যখন ওর পুলিস-কাকারা জিজ্ঞাসা করত বড় হয়ে ও কি হবে, ও আধো-আধো বুলিতে বলত, "পুলিস-ম্যান হব।" শুনে তারা হাসিতে ফেটে পড়ত। বলা বাহুল্য, পরে যদিও বাবার ইচ্ছা ছিল যে আগে ও কলেজের পড়া শেষ করুক, হাই-স্কুল শেষ করেই ও পুলিসে ঢুকবার জন্য পড়াশুনো করতে শুরু করে দিয়েছিল।

ভালো পুলিস ছিল ও, খুব সাহসী। পথের মোড়ে যত সব গুণ্ডা মাস্তান ছোকরা দৌরাত্ম্য করে বেড়াত, ও কাছে এলেই তারা পালাত। শেষ পর্যন্ত ওরা ওর এলাকাটাই ছেড়ে চলে গেছিল। জবরদস্ত পুলিস ছিল ও।

ন্যায় বিচার ও করত। নিজের ছেলেকে ও কখনো দোকানদারদের কাছে নিয়ে যেত না; আঁস্তাকুড়ের নিয়ম ভাঙার জন্য কিংবা বে-আইনী ভাবে গাড়ি রাখার জন্য কেউ ওর ছেলেকে টাকা দিত না। টাকাটা ও নিজের হাতেই নিত, ওর মনে হত ওটা ও-ই রোজগার করেছে। অন্যান্য পুলিসদের মতো, পায়ে হেঁটে টহল দেবার সময় ও কখনো বিশেষ করে শীতের রাতে সিনেমা হলে ঢুকে পড়ত না, চুপিসাড়ে কোনো রেস্তোরাঁতেও ঢুকত না। ও সর্বদা রঁদে ঘুরত। দোকানগুলোর যথেষ্ট রক্ষণাবেক্ষণ করত, অনেক সুবিধাও করে দিত। 'বাওয়ারি'র দিক থেকে যদি মোদোরা আর মাতালরা গুটিগুটি ওর বীটের মধ্যে এসে উৎপাত শুরু করত, ও তাদের এমনি কঠোর ভাবে বিদায় করে দিত যে বাছাধনরা আর সেখানে মুখ দেখাত না। ওর এলাকার দোকানদাররা সেজন্য কৃতজ্ঞ ছিল এবং সে কৃতজ্ঞতাটা তারা প্রকাশও করত।

ম্যাক্‌ক্লাস্কি নিজেও নিয়ম মেনে চলত। ওর এলাকার বুকিরা জানত নিজে একটু বেশি লাভ করার উদ্দেশ্যে ও কখনো ওদের বিপদে ফেলবে না। থানার কমিশনের ন্যায্য ভাগ নিয়েই ও সন্তুষ্ট থাকত। তালিকায় আর সকলের সঙ্গে ওর নামও ছিল, বাড়তি মুনাফার ও কোনো চেষ্টা করত না। লোকটা ছিল একজন সৎ পুলিস কর্মী, ঘুষ খেত ন্যায্য ভাবে, ফলে পুলিস বিভাগে ওর পদোন্নতি কিছু চাঞ্চল্যকর না হলেও, নিয়মিত ভাবেই হয়ে চলেছিল।

এরই মধ্যে ও চারটি ছেলে নিয়ে একটা বড় পরিবার প্রতিপালন করেছিল। তাদের মধ্যে কেউই পুলিসে ঢোকেনি। সকলেই ফর্ডহ্যাম ইউনিভার্সিটিতে গেছিল; ততদিনে মার্ক ম্যাকক্লাস্কিও সার্জেণ্ট থেকে লেফটেনান্ট, অবশেষে কাপ্তানের পদে উন্নীত হওয়াতে ওর পরিবারকে কখনো অভাবের সম্মুখীন হতে হয়নি। ঠিক এই সময়ই সকলে বলতে শুরু করল ম্যাক্‌ক্লাস্কির বড় বেশি টাকার খাঁই। ওর এলাকার বুক-মেকারদের শহরের অন্যান্য এলাকার লোকদের চাইতে বেশি করে বাটা দিতে হত। তবে সেটা হয়তো চার চারটে ছেলের কলেজে পড়ার খরচ যোগাতে হত বলে।

ম্যাক্‌ক্লাস্কির নিজের ধারণা ছিল ন্যায্য ঘুষে কোনো দোষ নেই। পুলিস বিভাগ তাদের কর্মীদের খরচপত্র দিয়ে ভালোভাবে পরিবার প্রতিপালন করবার মতো মাইনে দেয় না বলে ওর ছেলেরাই বা কিসের জন্য সি-সি-এন্-আই কিংবা কোনো সস্তা দক্ষিণী কলেজে পড়তে যাবে? ও প্রাণ দিয়ে এই সমস্ত লোকদের রক্ষণাবেক্ষণ করত, কর্মস্থলে ওর কর্ম-বিবরণীতে উল্লেখ ছিল বন্দুকধারী ডাকাতদের সঙ্গে ও কত দ্বন্দ্বযুদ্ধ করেছিল, কত সব ঠ্যাঙাড়ে ঘুষখোর, বেশ্যাদের দালালদের সঙ্গে। বদ-মায়েসগুলোকে ও পিটিয়ে একেবারে মাটিতে বিছিয়ে দিয়েছিল। এই বিশাল শহরের মধ্যে ওর নিজের ছোট্ট কোণটিকে সাধারণ লোকের পক্ষে ও একেবারে নিশ্চিন্ত নিরাপদ করে রেখেছিল। ঐ যে প্রতি সপ্তাহে একটি মাত্র একশো ডলারের নোট হাতে আসত, ওর নিশ্চয়ই তার

চাইতে বেশি পাওয়া উচিত। তবে কম মাইনের জন্য ওর মনে কোনো ক্ষোভ ছিল না, এটুকু ও বুঝত যে যে-যার নিজেরটা গুছোতে ব্যস্ত।

ব্রুনো টাটাগ্লিয়া ছিল ওর একজন পুরনো বন্ধু। ম্যাক্‌ক্লাস্কির এক ছেলের সঙ্গে সে ফর্ডহ্যাম ইউনিভার্সিটিতে গেছিল, তারপর ব্রুনো তার নাইট-ক্লাবটা খুলেছিল আর মাঝে-মধ্যে যদি কখনো ও সপরিবারে শহরে সন্ধ্যা কাটাতে যেত, ব্রুনোর নাইট-ক্লাবে বিনি-পয়সায় পানাহার ক্যাবারে শো উপভোগ করত। নতুন বছরের আগের সন্ধ্যায় ম্যানেজ-মেণ্টের অতিথি হবার জন্য ওরা এন্‌গ্রেভ করা নিমন্ত্রণপত্র পেত, সেখানে উপস্থিত হলে সব চাইতে ভালো টেবিলের একটাতে ওদের জায়গা হত। ব্রুনো দেখত যাতে ওর ক্লাবে যে-সব বিশিষ্ট ব্যক্তিরা নাচ গান করত, তাদের সঙ্গে ম্যাক্‌ক্লাস্কিদের আলাপ হয়, তাদের মধ্যে কয়েকজন নামকরা গাইয়ে আর হলিউডের তারকাও থাকত। অবশ্য মাঝে মাঝে ব্রুনো ওর কাছে কোনো ছোটখাটো উপকার চাইত, যেমন হয়তো ক্যাবারেতে কাজের লাইসেন্স পেতে কোনো কর্মীর রেকর্ড অনুমোদন করে দেওয়া, কর্মীটি সাধারণতঃ পুলিসের খাতায় দুর্নীতিপূর্ণ কর্মের জন্য নাম লেখা কোনো সুন্দরী মেয়ে। ম্যাক্‌ক্লাস্কি খুশি হয়ে ব্যবস্থা করে দিত।

ম্যাকক্লাস্কির একটা নিয়ম ছিল, অন্য লোকের কীর্তি-কলাপ সম্বন্ধে সে যে কিছু টের পেয়েছে, সেটা কাউকে বুঝতে দিত না। সলট্‌সো যখন অনুরোধ করল যে বুড়ো কর্লিয়নিকে হাসপাতালে অরক্ষিত অবস্থায় রাখতে হবে, সে তখনো তার কারণ জিজ্ঞাসা করেনি। শুধু কত টাকা পাবে জানতে চেয়েছিল। সলট্‌সো যখন বলল, দশ হাজার ডলার, ম্যাক্‌ক্লাস্কি বুঝল কেন। একটুও ইতস্ততঃ করল না সে। কর্লিয়নি হল দেশের সব চাইতে ক্ষমতাশালী মাফিয়া দলের একটির পাণ্ডা, তার যত রাজনৈতিক পৃষ্ঠপোষক ছিল, অ্যাল ক্যাপনিয়োর তত ছিল না। ওকে যে ঘায়েল করবে সে দেশের একটা বড় উপকার করবে। কাজেই ম্যাক্‌ক্লাস্কি টাকাটা আগাম নিয়ে, কাজটা করে ফেলল। সলট্‌সো যখন খবর দিল

যে তখনো কর্লিয়নিদের দুজন লোক হাসপাতালের সামনে রয়েছে ও চটে কাঁই। টেসিওর সমস্ত লোককে ফাটকে পুরেছিল, হাসপাতালে কর্লিয়নির দরজা থেকে সব গোয়েন্দা রক্ষীদের সরিয়ে দিয়েছিল। আর এখন কি না, যেহেতু সে সৎ, তাই দশ হাজার ডলার ফেরত দিতে হবে। ঐ টাকা দিয়ে ও মনে মনে নাতিদের লেখাপড়ার জন্য বীমা করে রাখবে বলে স্থির করেছিল। সেই রাগের মাথায় ম্যাক্‌ক্লাস্কি হাসপাতালে গিয়ে মাইকেল কর্লিয়নিকে ঘুষি মেরেছিল।

শেষ পর্যন্ত তাতে অবশ্য ভালোই হয়েছিল। টাটাগ্লিয়া নাইট-ক্লাবে সলট্‌সোর সঙ্গে দেখা হয়েছিল এবং আগের চাইতেও ভালো রফা করা গেছিল। এবারও সে কোনো প্রশ্ন করেনি, কারণ উত্তরগুলো তার সব জানা ছিল। শুধু দামটা ঠিক করে নিয়েছিল। ওর একবারও মনে হয় নি যে নিজের কোনো বিপদ আছে। কেউ যে এক মুহূর্তের জন্যও এক-জন নিউ ইয়র্ক শহরের পুলিস-কাপ্তানকে মেরে ফেলার কথা ভাবতে পারে, এটা তার কল্পনার বাইরে ছিল। নিচু স্তরের কোনো পুলিসের লোকও তাকে থাপ্পড় দিয়ে বেড়ালে, মাফিয়াদের সব চাইতে জবরদস্ত গুণ্ডারা চুপ করে দাঁড়িয়ে থাকত। পুলিস মেরে কোনো লাভ ছিল না। কারণ তা করলে হঠাৎ একগাদা গুণ্ডাও মারা পড়ত, গ্রেপ্তারের প্রতিবাদ করতে গিয়ে, কিংবা কোনো দুষ্কর্মের অকুস্থল থেকে পালাতে গিয়ে। এ ব্যাপারের কে-ই বা কোন সুরাহা করতে পারত?

একটা দীর্ঘনিশ্বাস ফেলে ম্যাক্‌ক্লাস্কি থানা থেকে বেরিয়ে পড়বার ব্যবস্থা করতে লাগল। সমস্যা, কেবলই সমস্যা। আয়ারল্যাণ্ডে ওর শালী সবে মারা গেছিল, অনেক বছর ক্যান্সার রোগের সঙ্গে লড়াই করবার পর, তার জন্য ম্যাক্‌ক্লাস্কিরও কম টাকা খরচ হয়নি। এখন তাকে সমাধি দেবার জন্য আরো বেশি টাকা ঢালতে হবে। মাতৃভূমিতে ওর নিজের বুড়ো কাকা পিসিদেরও মাঝে মাঝে সাহায্যের দরকার হত, তাদের আলুর ক্ষেত চালু রাখবার জন্য; সেজন্য ও তাদেরও টাকা পাঠাত। তাতে ওর কোনো আপত্তি ছিল না। ও আর ওর স্ত্রী যখন পুরনো দেশে

গেছিল, রাজার সম্মান পেয়েছিল। হয়তো এবার গ্রীষ্মকালে আরেক-বার যাওয়া যেতে পারে, যুদ্ধও থেমে গেছে, হাতেও এতগুলো বাড়তি টাকা এসে যাচ্ছে। ওর পুলিস কর্মচারী কেরানীকে ম্যাক্‌ক্লাস্কি বলে গেল দরকার হলে ওকে কোথায় পাওয়া যেতে পারে। কোনো সতর্কতা অবলম্বন করা দরকার বলে মনে হয়নি। তেমন তেমন হলে সর্বদাই বলা যাবে যে সলট্‌সো কিছু খবর সরবরাহ করবে বলে ওর সঙ্গে দেখা করেছিল। থানা থেকে বেরিয়ে কয়েকটা ব্লক হেঁটে গিয়ে ম্যাক্‌ক্লাস্কি একটা ট্যাক্সি নিয়ে যে বাড়িতে সলট্‌সোর সঙ্গে দেখা করতে হবে সেখানে গেল।

মাইকেলের দেশ ত্যাগের সব ব্যবস্থা টম হেগেনকে করতে হয়েছিল, ওর নকল পাসপোর্ট, ওর নাবিক কার্ড, একটা ইতালীয় মালবাহী জাহাজে ওর জন্য বার্থের ব্যবস্থা; জাহাজটি একটা সিসিলীয় বন্দরে গিয়ে পৌঁছবে। সেই দিনই প্লেনে করে সিসিলিতে ওদের চর চলে গেল, সিসিলির পার্বত্য অঞ্চলে একজন মাফিয়া নেতার কাছে মাইকের লুকিয়ে থাকার জায়গা স্থির করবার জন্য।

সনি একটি গাড়ি আর একজন একান্ত বিশ্বাসী চালকের বন্দোবস্ত করেছিল, সলট্‌সোর সঙ্গে যে রেস্তোরাঁতে সাক্ষাৎকারের ব্যবস্থা হয়ে-ছিল, সেখান থেকে বেরিয়েই মাইক ঐ গাড়িতে চড়তে পারবে। চালক স্বয়ং টেসিও। সে স্বেচ্ছায় ঐ কাজের ভার নিয়েছিল। লড়-ঝড়ে চেহারার একটি গাড়ি, কিন্তু তার মোটরটি নিখুঁত। গাড়িতে নকল লাইসেন্স প্লেট ঝোলানো থাকবে, গাড়ির সূত্রে কেউ কিছু জানতে পারবে না। এ-গাড়ি তুলে রাখা হয়েছিল, বিশেষ প্রয়োজনের জন্যে, যখন ভালো জিনিসের দরকার পড়বে।

ক্লেমেন্‌জার সঙ্গে দিনটা কাটাল মাইক, যে ছোট বন্দুকটি ওর হাতে পৌঁছে দেওয়া হবে, সেটি নিয়ে অভ্যাস করে। একটা '২২ বন্দুক তাতে নরম-মুখো গুলি ভরা, সে গুলি ঢুকবার সময় পিন ফোটার মতো ছোট ছ্যাঁদা আর দেহ থেকে বেরোবার সময় মস্ত মস্ত হাঁ-করা গর্ত

বানায়। মাইক আবিষ্কার করল যে লক্ষ্যের কাছ থেকে পাঁচ পদক্ষেপ দূরে থাকলে, টিপ হয় অব্যর্থ। তারপর গুলিটা যেদিকে-সেদিকে চলে যেতে পারে। ঘোড়াটি ছিল বড় আঁটো, তবে ক্লেমেন্‌জা কয়েকটা হাতিয়ার ব্যবহার করবার পর অনেকটা ঢিলা হয়ে এল। ওরা স্থির করেছিল বিস্ফোরণের শব্দ বন্ধ করা হবে না। ওদের ইচ্ছা ছিল না যে কোনো নির্দোষ পথচারী পরিস্থিতিটা বুঝতে না পেরে, ভ্রান্ত বীরত্ব দেখিয়ে, হস্তক্ষেপ করবার চেষ্টা করে। বন্দুকের শব্দ কানে গেলেই ওরা মাইকেলের কাছ থেকে সরে থাকবে।

প্রশিক্ষণের সময় ক্লেমেন্‌জা ওকে বারবার বলেছিল, "বন্দুক ছোঁড়া হয়ে গেলেই, ওটাকে ফেলে দেবে। হাতটা পাশে ঝুলিয়ে দিও, বন্দুকটা ফস্কে নিচে পড়ে যাক। কেউ লক্ষ্য করবে না। সবাই ভাববে তখনো তোমার হাতে বন্দুক রয়েছে। ওরা তোমার মুখের দিকে চেয়ে থাকবে। খব তাড়াতাড়ি হেঁটে ওখান থেকে বেরিয়ে যেও, কিন্তু দৌড়িও না। কারো চোখের দিকে সোজা তাকিও না, তাই বলে চোখ ফিরিয়েও নিও না। মনে রেখো, ওরা সবাই তোমাকে দেখে ভয় পাবে, বিশ্বাস কর, সবাই ভয় পাবে। কেউ বাধা দেবে না। বাইরে বেরিয়েই দেখবে টেসিও গাড়িতে অপেক্ষা করছে। উঠে পড়ে, বাকিটা ওর হাতে ছেড়ে দিও। কোনো দুর্ঘটনা ঘটবে বলে ভেবো না। এ-সব ব্যাপার কেমন সুষ্ঠু ভাবে চলে দেখে অবাক হয়ে যাবে। এবার এই টুপিটা পর তো, দেখি কেমন দেখায়।" একটা ছাই রঙের ফিডরা টুপি মাইকের মাথায় চাপিয়ে দিল সে। মাইক মুখ বিকৃত করল, সে কখনো টুপি পরত না। ক্লেমেন্‌জা ওকে আশ্বাস দিল, "এতে তোমাকে চেনা শক্ত হবে, সে-রকম অবস্থা যদি হয়। সাধারণতঃ আমরা সাক্ষীদের জানান দিলে ঐ টুপিটার জন্যই ওরা কাউকে সনাক্ত করা বিষয়ে মত বদলাবার একটা অছিলা পেয়ে যায়। মনে রেখো মাইক, আঙুলের ছাপ নিয়ে মাথা ঘামিও না, হাতল আর ঘোড়ার ওপর বিশেষ টেপের ব্যবস্থা করা হয়েছে। বন্দুকের অন্য কোনো জায়গায় হাত দিও না, সেটা ভুলে যেও না।"

মাইকেল বলল, "সনি কি জানতে পেরেছে সলট্‌সো আমাকে কোথায় নিয়ে যাবে?"

ক্লেমেন্‌জা কাঁধ তুলে বলল, "এখনো না। সলট্‌সো বেজায় সাবধানে কাজ করছে। কিন্তু ও তোমার কোনো অনিষ্ট করবে ভেবে ঘাবড়িও না। তুমি নিরাপদে ফিরে না আসা পর্যন্ত মধ্যস্থ লোকটা তো আমাদের হাতে থাকবে। তোমার কিছু হলে, ওকে দাম দিতে হবে।"

মাইকেল জিজ্ঞাসা করল, "সে কেন বিপদের ঝুঁকি নেবে?"

ক্লেমেন্‌জা বলল, "মোটা মুনাফা পাবে বলে। ছোটখাটো একটা রাজঐশ্বর্য। পরিবারগুলোর মধ্যে তার যথেষ্ট সম্মানও আছে। ও জানে সলট্‌সো তোমার কোনো অনিষ্ট হতে দিতে পারবে না। সলট্‌সোর কাছে ঐ মধ্যস্থটির প্রাণের দাম তোমার প্রাণের দামের চাইতে বেশি। খুব সহজ ব্যাপার। তোমার কোনো বিপদ হতে পারে না। আমাদেরই পরে বেদম ঠেকায় পড়তে হবে।"

মাইকেল জিজ্ঞাসা করল; "কত খারাপ অবস্থা হবে?"

ক্লেমেন্‌জা বলল, "খুব খারাপ। টাটাগ্লিয়া পরিবারের সঙ্গে কর্লিয়নিদের সমূহ লড়াই। অন্যদের বেশির ভাগই টাটাগ্লিয়াদের পক্ষ নেবে। স্বাস্থ্য সংরক্ষণ বিভাগকে এই শীতে একগাদা লাস কুড়োতে হবে।" কাঁধ দুটো একটু তুলে ক্লেমেন্‌জা আরো বলল, "বছর দশেক অন্তর এই ধরনের ব্যাপার ঘটে থাকে। তাতে দূষিত রক্ত দূর হয়। তাছাড়া ছোটখাটো ব্যাপারে যদি আমরা ওদের মেনে নিই, অমনি ওরা সর্বস্ব গাপ্‌ করতে চাইবে। গোড়াতেই ওদের খেল বন্ধ করতে হবে। মিউনিকেই যেমন হিটলারের খেল বন্ধ করা উচিত ছিল। ওখানে ওকে পার পেতে দেওয়া উচিত হয়নি। ঐখানেই যত নষ্টের গোড়া, ওকে পার পেতে দেওয়া ঠিক হয়নি।"

এ-কথা মাইকেল ওর বাবাকেও আগে বলতে শুনেছিল, যুদ্ধ শুরু হবার ঠিক আগেই, ১৯৩৯ সালে। এক গাল হেসে মাইকেল ভাবল নিউ ইয়র্কের পাঁচটি পরিবারের হাতে যদি রাষ্ট্র বিভাগ পরিচালনার ভার

থাকত, তাহলে দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধ ঘটতই না।

ওরা গাড়ি করে প্রাঙ্গণের মধ্যে ডনের বাড়িতে ফিরে এল, তখনো সেখানেই সনির হেডকোয়ার্টার। মাইক ভাবছিল আর কত দিন সনি প্রাঙ্গণের নিরাপদ আবেষ্টনীর মধ্যে বন্ধ হয়ে থাকতে পারবে। শেষ পর্যন্ত তাকে বেরোতেই হবে। গিয়ে দেখল সনি কৌচে শুয়ে ঘুমোচ্ছে, দুপুরের খাওয়া সে দেরিতে খেয়েছিল, একটা কফি টেবিলে তার ধ্বংসাবশেষ পড়ে ছিল, স্টেকের টুকরো, রুটির ছিল্কা, আধ বোতল হুইস্কি।

বাবার সাধারণতঃ পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন আপিস-ঘরটি ক্রমে একটা অযত্নে রাখা ভাড়াটে ঘরের আকার ধারণ করছিল। মাইকেল বড় ভাইকে ঝাঁকিয়ে জাগিয়ে দিয়ে বলল, "এ রকম একটা বাউণ্ডুলের মতো এখানে কতদিন থাকবে? জায়গাটা পরিষ্কার করাও না কেন?"

হাই তুলে সনি বলল, "কি ছাই করছ তুমি, ব্যারাক পরিদর্শন নাকি? মাইক, এখনো খবর পেলাম না ওরা তোমাকে কোথায় নিয়ে যাবে, ঐ সলট্‌সো হারামজাদা আর ম্যাক্‌ক্লাস্কি। সেটা না জানতে পারলে, বন্দুকটা কি করে তোমার কাছে পৌঁছে দেব?"

মাইক জিজ্ঞাসা করল, "সঙ্গে নিতে পারব না? হয়তো ওরা খুঁজে দেখবে না, কিংবা যদি আমরা তেমন ধূর্ত হই, খুঁজলেও পাবে না। আর যদি পায়ও, তাহলেই বা কি? নিয়ে নেবে, এই তো, তাতে ক্ষতি কি?"

সনি মাথা নাড়ল, "না! সলট্‌সো হারামজাদাকে এবার কোতোল না করলেই নয়। মনে থাকে যেন, সম্ভব হলে ওকেই আগে নেবে। ম্যাক্‌ক্লাস্কি আরো ধীরে নড়েচড়ে, আরো বোকা। তাকে নেবার যথেষ্ট সময় পাবে। ক্লেমেন্‌জা তোমাকে বলেছে কি যে বন্দুকটা অবশ্যই মাটিতে ফেলে দেবে?"

মাইকেল বলল, "দশ লক্ষবার বলেছে।"

সনি সোফা থেকে উঠে গা মোড়ামুড়ি দিল। "চোয়ালটা এখন

কেমন, ভাই?"

মাইকেল বলল, "বিশ্রী।" মুখের বাঁ দিকটার খানিকটা অসাড় হয়ে ছিল, কাঁপুনি ওষুধ-মাখা তার দিয়ে ভাঙা চোয়াল বাঁধা হয়েছিল, বাকিটুকুতে বড় ব্যথা। টেবিল থেকে হুইস্কির বোতলটা তুলে, লম্বা একটা চুমুক দিতেই ব্যথাটা কমল।

সনি বলল, "সাবধান, মাইক, মদ খেয়ে হাতের টিপ কমানোর সময় এটা নয়।"

মাইকেল বলল, "ধুত্তোর, সনি, আর দাদাগিরি ফলিও না। সলট্সোর চাইতে আরো কড়া শত্রুর সঙ্গে এর আগে লড়াই করেছি, আরো সঙ্গীন অবস্থাতে। ওর মর্টার কোথায়? মাথার ওপর রক্ষী-বিমান আছে? ভারি কামান? ল্যাণ্ড মাইন? ব্যাটা তো শুধু একটা অতি-চালাক বেজন্মা বেল্লিক আর স্যাঙাৎটি একটা হাম্বড়া পেয়াদা! একবার যদি মন ঠিক করে ফেলা যায় যে ওদের মারতে হবে, তারপর আর কোনো সমস্যাই থাকে না। ঐটেই শক্ত, ঐ মন ঠিক করে ফেলাটা। কে যে ওদের মারল তাই টের পাবে না ওরা।"

ফোন বেজে উঠল। সনি ধরল, অন্য হাতটা তুলে রাখল যেন ওদের চুপ করতে ইশারা করছে, যদিও কেউ কোনো কথাই বলেনি। একটা প্যাডে কয়েকটা কথা লিখে নিয়ে সনি বলল, "বেশ, ও যাবে সেখানে।" ফোন নামিয়ে রাখল সনি।

হাসছিল সনি, "সলট্সো হারামজাদা বাস্তবিক একটি চিজ্! এইরকম ব্যবস্থা করেছে সে। আজ রাত আটটার সময় ব্রড্ওয়ের ওপর জ্যাক ডেম্পসির বারের সামনে থেকে ও আর ক্যাপ্টেন ম্যাক্‌ক্লাস্কি মাইককে তুলে নেবে। তারপর কোথাও একটা যাবে কথাবার্তার জন্য, তারপর আরো শোনো, মাইক আর ও ইতালীয় ভাষায় কথা বলবে, যাতে কাপ্তান কিছু না বোঝে। আরো বলল ব্যাটা, কোনো ভাবনা নেই, ও জানে যে কাপ্তান এক বর্ণ ইতালীয় জানে না, একটি কথা বাদে, সেটি হল 'সল্ডি'! আর তোমার বিষয় খবর নিয়ে সলট্সো

জেনেছে তুমি সিসিলীয় পরিভাষাও বোঝ।"

নীরস কণ্ঠে মাইক বলল, "ও ভাষায় আমি খুব কাঁচা, সে যাই হোক গে, বেশিক্ষণ তো আর কথা বলতে হবে না।"

টম হেগেন বলল, "মধ্যস্থটি এসে না পৌঁছলে মাইককে ছাড়া হবে না। ঠিক তো?"

ক্লেমেন্‌জা মাথা দুলিয়ে সায় দিল। "মধ্যস্থটি এসে আমার বাড়িতে আমার তিনটি লোকের সঙ্গে পিনক্‌ল্ খেলছে। আমি না বললে ওকে ওরা ছাড়বে না।"

সনি চামড়ার আরাম-কেদারায় হেলান দিয়ে বসে পড়ল, "তাহলে কি উপায়ে সাক্ষাৎকারের জায়গাটা জানা যায়? টম, টাটাগ্লিয়া পরিবারের মধ্যেই তো আমাদের চর রয়েছে, এটা কি করে হল যে তারা কোনো খবর দিচ্ছে না?"

হেগেন কাঁধ তুলে বলল, "সলট্‌সো হতভাগা সত্যি বেজায় চালাক। এ ব্যাপারটা ও একেবারে ঢাকাচাপা দিয়ে করছে, এমন কি নিরাপত্তার জন্যেও লোক রাখছে না। ওর বিশ্বাস কাপ্তান সঙ্গে থাকলেই হল, ওরকম নিরাপত্তা বন্দুকের চাইতেও গুরুত্বপূর্ণ। সেকথা ঠিক। মাইকের পিছনে আমাদের ফেউ রেখে, আশায় আশায় থাকতে হবে।"

সনি মাথা নাড়ল, "না, ইচ্ছে থাকলে যে কেউ ফেউ ঝেড়ে ফেলতে পারে। ওরা প্রথমেই দেখবে কেউ পিছু নিল কিনা।"

ততক্ষণে বিকেল পাঁচটা বেজে গেছিল। সনি উদ্বিগ্ন মুখে বলল, "তাহলে হয়তো মাইককে তুলতে যখন গাড়ি আসবে, গাড়িতে যে-ই থাকুক তাকে গুলি করাই ভালো।"

হেগেন মাথা নাড়ল, "যদি গাড়িতে সলট্‌সো না-ই থাকে? তাহলে মিছিমিছি হাতের তাস দেখানো হবে। কি জ্বালা, সলট্‌সো ওকে কোথায় নিয়ে যাবে, সেটা তো জানা দরকার।"

ক্লেমেন্‌জা বলল, "হয়তো আমাদের এও জানতে হবে সলট্‌সোই বা কেন এমন ঢাক-ঢাক-গুড়গুড় কাণ্ড করছে।"

অনাহূতভাবে [illegible]

উঠছে। যদি আমাদের কাছ থেকে কিছু গোপন করা সম্ভব হয়, তাহলে সেটা জানাবেই বা কেন? তাছাড়া, বিপদের গন্ধও পাচ্ছে। ছায়ার মতো পুলিস কাপ্তান সঙ্গে থাকলেও, ভয়ে নিশ্চয় ওর প্রাণপাখি খাঁচাছাড়া।"

হঠাৎ হেগেন আঙুল মটকে বলল, "আচ্ছা ঐ যে গোয়েন্দা ফিলিপ্‌স্‌, ওকে একবার ফোন কর না কেন, সনি? ও হয়তো বলতে পারবে কাপ্তানের সঙ্গে যোগাযোগ করতে হলে, কোথায় তাকে পাওয়া যেতে পারে। একবার চেষ্টা দেওয়া উচিত। ও কোথায় যাচ্ছে সে-কথা কে জানল না জানল তাতে তো ম্যাক্‌ক্লাস্কির ভারি বয়ে গেল।"

সনি ফোন তুলে একটা নম্বর ডায়েল করল। আস্তে কিছু বলে আবার ফোন নামাল, "ও আমাদের জানাবে।"

প্রায় ত্রিশ মিনিট অপেক্ষা করার পর ফোন বেজে উঠল ফিলিপ্‌স্‌ কিছু বলল, সনি প্যাডের ওপর কি যেন লিখে নিল, তারপর টেলিফোন নামিয়ে রাখল। ওর মুখের পেশীগুলোকে কেমন আড়ষ্ট দেখাচ্ছিল, বলল, "পাওয়া গেল মনে হচ্ছে। ক্যাপ্টেন ম্যাক্‌ক্লাস্কি সর্বদা খবর রেখে যায় ওকে কোথায় পাওয়া যাবে। আজ রাত আটটা থেকে দশটা অবধি ব্রঙ্ক্‌সে 'লুনা অ্যাজিওর' রেস্তোরাঁয় ও থাকবে। জায়গাটা কেউ চেন নাকি?"

নিশ্চয়তার সঙ্গে টেসিও বলল, "আমি চিনি। আমাদের পক্ষে আদর্শ জায়গা। ছোট একটা পারিবারিক ব্যাপার, বড় বড় খোপ আছে, সেখানে লোকে নিরিবিলি কথা বলতে পারে। ভালো খাবার দেয়। যে যার নিজের কাজে মন দেয়। আদর্শ ব্যাপার।" সনির ডেস্কের ওপর ঝুঁকে টেসিও কয়েকটা পোড়া সিগারেট দিয়ে নক্সা সাজাল। "এটা হল ঢুকবার দরজা। মাইক, তোমার কাজ হয়ে গেলে বেরিয়ে এসে বাঁয়ে ঘুরো, তারপর একটা মোড় নিও। আমিই তোমাকে খুঁজে নিয়ে হেডলাইট জ্বেলে, চলন্ত অবস্থায় তোমাকে তুলে নেব। কোনো

চেষ্টা করব। ক্লেমেন্‌জা, তোমাকে তাড়াতাড়ি কাজ করতে হবে। ওখানে কাউকে পাঠিয়ে দাও, বন্দুক রেখে আসার জন্য। ওদের পায়খানাটা সেকেলে ধরনের, জলের ট্যাঙ্কি আর দেয়ালের মধ্যিখানে খানিকটা ফাঁকা জায়গা। ওর পিছনে তোমার লোক যেন বন্দুকটা টেপ দিয়ে আটকে রাখে। দেখ মাইক, গাড়িতে একবার যখন ওরা হাতড়ে দেখবে তোমার কাছে অস্ত্র নেই, তারপর আর তোমাকে নিয়ে মাথা ঘামাবে না। রেস্তোরাঁয় ঢুকে একটু অপেক্ষা করে, উঠবার অনুমতি চেও। তার চাইতেও ভালো হয় পায়খানায় যেতে চেও। আগে একটু ভাব দেখিও যেন কিছু অসুবিধে হচ্ছে, তা তো খুবই স্বাভাবিক। ওরা কিছুই সন্দেহ করবে না। কিন্তু পায়খানা থেকে বেরিয়ে এসে আর সময় নষ্ট কর না। আবার টেবিলের ধারে বস না, অমনি গুলি ছুঁড়তে আরম্ভ করে দিও। কোনো চান্স নিও না। মাথায় মারবে, একেকজনকে দুবার, তার পরেই যত তাড়াতাড়ি পার সরে পড়বে।”

সনি মন দিয়ে শুনে ক্লেমেন্‌জাকে বলল, “বন্দুক রেখে আসার জন্য খুব দক্ষ খুব নিরাপদ কাউকে দরকার। আমি চাই না আমার ভাই বিনা অস্ত্রে পায়খানা থেকে বেরিয়ে আসে।”

ক্লেমেন্‌জা জোর গলায় বলল, “বন্দুক ঠিকই থাকবে।”

সনি বলল, “বেশ। তাহলে যে যার কাজে লাগো।”

টেসিও আর ক্লেমেন্‌জা বিদায় নিল। টম হেগেন বলল, “সনি, আমার কি মাইককে নিউ ইয়র্কে পৌঁছে দেওয়া উচিত?”

সনি বলল, “না। তোমাকে এখানে চাই। মাইকের কাজ শেষ হলে আমাদের কাজ শুরু হবে, তখন তোমাকে দরকার। সাংবাদিকদের ব্যবস্থা করে রেখেছ?”

হেগেন মাথা দুলিয়ে বলল, “এদিকের ব্যাপার শুরু হলেই ওদের সঙ্গে সঙ্গে তথ্য পরিবেশন করতে থাকব।”

সনি উঠে এসে মাইকের সামনে দাঁড়াল। মাইকের হাত ধরে নেড়ে

কেন যাবার আগে দেখা করে গেলে না। আর তোমার বান্ধবীকেও খবর দেব, যখনি মনে করব তার সময় হয়েছে। ঠিক আছে?"

মাইক বলল, "ঠিক আছে। কবে ফিরতে পারব মনে হয়?"

সনি বলল, "অন্তুতঃ এক বছর বাদে।"

টম হেগেন মাঝখান থেকে বলল, "ডন হয়তো আরো তাড়াতাড়ি বন্দোবস্ত করতে পারবেন। কিন্তু তার ওপর নির্ভর কর না মাইক। সময়ের বিষয়টা অনেকগুলো অন্যান্য ব্যাপারের ওপর নির্ভর করে। খবরের কাগজে কতটা সাফল্যের সঙ্গে আমরা বিবৃতি দিতে পারি। পুলিস বিভাগ কতখানি চাপা দিতে চায়। অন্যান্য পরিবারগুলো কতখানি তীব্রভাবে প্রতিক্রিয়া করে। ভীষণ চাপের সৃষ্টি হবে, আবহাওয়া গরম হয়ে উঠবে। ঐ একটি বিষয়ে নিশ্চয় করে বলা যায়।"

মাইকেল হেগেনের করমর্দন করে বলল, "যতটা পার কর। আবার বাড়ি ছেড়ে তিন বছর বাইরে বাইরে থাকতে চাই না।"

কোমল কণ্ঠে হেগেন বলল, "এখনো পেছিয়ে যাবার সময় আছে, মাইক। আর কাউকে পাঠানো যায়, অন্য যারা আছে তাদের কথা আরেকবার ভাবা যেতে পারে। হয়তো সলট্‌সোকে কোতোল করবার তেমন দরকার নেই।"

মাইকেল হাসল, "নিজেদের বোধ হয় যা ইচ্ছা বোঝানো যায়। কিন্তু প্রথমে যেটা স্থির করেছিলাম সেটাই ঠিক। চিরকাল আমি শুধু আরামই করে এসেছি, এখন তার দাম দেবার সময় হয়েছে।"

হেগেন বলল, "ঐ ভাঙা চোয়ালটা দিয়ে নিজেকে অতখানি প্রভাবিত হতে দিও না। ম্যাক্‌ক্লাস্কি ভারি নির্বোধ আর ওটাও ব্যবসার খাতিরে হয়েছিল, ব্যক্তিগত কিছু নয়।"

এই দ্বিতীয়বার হেগেন দেখল মাইকেলের মুখটা জমে একটা মুখোসের মতো হয়ে গেল, তার সঙ্গে ডনের মুখের একটা অদ্ভুত

সাদৃশ্য। মাইক বলল, টম, কাউকে ভোগা দিও না। সবটাই ব্যক্তি-
গত ব্যাপার, সমস্ত ব্যবসার বিষয়গুলোও। যত অপমান মানুষকে সারা জীবন ধরে রোজ সইতে হয়, সে সমস্তই ব্যক্তিগত ব্যাপার। তাকে ব্যবসা বলতে চাও, ভালো কথা, তবু সবই নরক-যাতনার মতো ব্যক্তিগত। জান ও-কথা কার কাছে শিখেছি? ডনের কাছ থেকে। আমার বাবা। ধর্মবাপ। যদি তাঁর কোনো বন্ধুর মাথায় বাজ পড়ে, বাবা সেটাকেও ব্যক্তিগত ভাবে নেন। আমি যখন নৌ-বাহিনীতে যোগ দিয়েছিলাম, বাবা সেটাকে ব্যক্তিগত ভাবে নিয়েছিলেন। ঐ জন্যই তিনি মহৎ। মহান ডন। সব কিছুকে উনি ব্যক্তিগত ভাবে নিয়ে থাকেন। ভগবানের মতো। চড়াইপাখির ল্যাজ থেকে একটা পালক খসে পড়লেও তিনি জানতে পারেন, সে পালকটা কোন্ চুলোয় গেল তাও জানেন। ঠিক কিনা? আরেকটা কথা জান? যারা আকস্মিক ঘটনাকে ব্যক্তিগত অপমান বলে মনে করে, তাদের কোনো আকস্মিক ঘটনা ঘটে না। আমি দেরিতে এসেছি ঠিক কথা, কিন্তু সমস্ত পথটা আমি পার হয়ে আসছি। ঠিক বলেছ, ঐ ভাঙা চোয়ালটাকে আমি ব্যক্তিগত ভাবে নিচ্ছি। ঠিক বলেছ, বাবাকে মারবার জন্য সলট্সোর চেষ্টাকেও আমি ব্যক্তিগতভাবে নিচ্ছি!" হেসে উঠল মাইক, "বুড়ো ভদ্রলোককে বল এসব আমি তাঁর কাছ থেকে শিখেছি। আর বল যে আমার জন্য তিনি যে এত করেছেন তার প্রতিদান দেবার এই সুযোগ পেয়ে আমি সুখী। বড় ভালো আমার বাবা।" তারপর একটু থেমে চিন্তিত ভাবে হেগেনকে আবো বলল, "জান, বাবা আমাকে কখনো মেরেছেন বলে মনে করতে পারি না। কিংবা সনিকে। কিংবা ফ্রেডিকে। আর কনির কথা তো ছেড়েই দিলাম, তাকে কখনো জোরে বকেননি পর্যন্ত। আর সত্যি কথা বল টম, ডন কজন লোককে মেরেছেন, কিংবা মারিয়েছেন?"

টম হেগেন মুখ ফিরিয়ে নিয়ে বলল, "আমিও একটা জিনিসের কথা বলব যা তুমি তাঁর কাছে শেখনি: এখন যেমন কথা বলছ, ওভাবে কথা বলা। কোনো কোনো জিনিস কাজ করে দেখাতে হয়; সেগুলো

করতে হয়, তাহলে নিয়ে কখনো কথা বলতে হয় না। সেগুলোর স্থায্যতা প্রমাণ করার চেষ্টা করতে হয় না। প্রমাণ করা যায় না। শুধু করে যেতে হয়। তারপর ভুলে যেতে হয়।"

মাইকেল কর্লিয়নি ভ্রূকুটি করল। তারপর আস্তে আস্তে বলল, "কনসিলিওরি হয়ে তুমি স্বীকার করছ যে সলট্‌সোকে বেঁচে থাকতে দেওয়া বাবার এবং আমাদের পরিবারের পক্ষে বিপজ্জনক?"

হেগেন বলল, "হ্যাঁ।"

মাইকেল বলল, "বেশ, তাহলে সলট্‌সোকে মেরে ফেলতে হয়।"

ব্রডওয়েতে মাইকেল কর্লিয়নি জ্যাক ডেম্পসির রেস্তোরাঁর সামনে দাঁড়িয়ে গাড়ির জন্য অপেক্ষা করছিল। ঘড়ির দিকে তাকিয়ে দেখল আটটা বাজতে পাঁচ মিনিট বাকি। সলট্‌সো ঠিক সময় মতোই আসবে। মাইকেল ইচ্ছা করেই হাতে যথেষ্ট সময় রেখে পৌঁছেছিল। পনেরো মিনিট ধরে সে অপেক্ষা করছিল।

লং বীচ থেকে এত দূর আসবার পথে ও হেগেনকে যে কথাগুলো বলেছিল সেগুলোকে ভুলতে চেষ্টা করছিল। কারণ যা বলেছিল তাই যদি ওর প্রকৃত বিশ্বাস হয়ে থাকে, তাহলে এখন থেকে ওর জীবনটা এক অপ্রত্যাহার্য গতি নেবে। কিন্তু আজ রাতের পর কি তার অন্যথা হওয়া সম্ভব? কঠোর ভাবে মাইক ভাবল এসব বাজে কথা মন থেকে দূর না করলে আজ রাতের পর ওর মৃত্যুও হতে পারে। হাতের কাজের ওপর সমস্ত মন নিবদ্ধ করতে হবে। সলট্‌সো কিছু একটা খেলার পুতুল নয়, আর ম্যাক্‌ক্লাস্কি ভারি জবরদস্ত লোক। ক্লান্ত চোয়ালে বেদনা অনুভব করে, মাইক সে ব্যথাকে স্বাগত জানাল, ওর জন্যই ওকে সজাগ থাকতে হবে।

যদিও থিয়েটার যাত্রীদের আসবার সময় আগত, ব্রডওয়েতে এই ঠাণ্ডা শীতের রাতে সেরকম ভিড় হয়নি। একটা লম্বা কালো গাড়ি ফুটপাথের ধারে এসে থামতেই মাইকেল সঙ্কুচিত হয়ে উঠল। গাড়ির

চালক ঝুঁকে পড়ে দরজা খুলে বলল, উঠে পড়, মাইক। চালকটা
ওর অচেনা, ছোকরা এক মাস্তান, চকচকে কালো চুল, গলা খোলা শার্ট, তবু উঠে পড়ল মাইক। পিছনের সীটে ক্যাপ্টেন ম্যাক্‌ক্লাস্কি আর সলট্‌সো।

সলট্‌সোর সীটের ওপর দিয়ে হাত বাড়িয়ে দিল, মাইকেল হ্যাণ্ড-শেক করল। হাতটা অচল, উষ্ম, শুকনো। সলট্‌সো বলল, "তুমি এসেছ বলে খুশি হয়েছি, মাইক। আশা করি আমরা সব মিটিয়ে ফেলতে পারব। এ বড় সাংঘাতিক ব্যাপার, এ-রকম দাঁড়াবে তা আমি আদৌ চাইনি। এ রকম হওয়াই উচিত হয়নি।"

শান্ত ভাবে মাইকেল কর্লিয়নি বলল, "আশা করি আজ রাতে সব মিটমাট করে ফেলা যাবে। আমি চাই না যে বাবাকে আর বিরক্ত করা হয়।" আন্তরিক ভাবে সলট্‌সো বলল, "তাঁকে আর বিরক্ত করা হবে না। আমার সন্তানদের দিব্যি, আর হবে না। কথাবার্তার সময় শুধু মনটাকে খোলা রেখো। আশা করি তোমার ভাই সনির মতো তোমারও মাথা গরম নয়। ওর সঙ্গে কোনো কাজের কথা বলাই অসম্ভব।"

ক্যাপ্টেন ম্যাক্‌ক্লাস্কি হেঁড়ে গলায় বলল, "ও বড় ভালো ছেলে, ও ঠিক আছে।" এই বলে সামনে ঝুঁকে মাইকেলের কাঁধে সস্নেহে একটু থাবড়ে দিল। "সে রাতের জন্য আমি খুব দুঃখিত, মাইক। এ কাজের পক্ষে বোধ হয় বড্ড বুড়ো হয়ে পড়ছি, মেজাজটা বিগড়ে যায়। মনে হচ্ছে শীগগিরই আমার অবসর নেওয়া উচিত। কোনো রকম ঝামেলা সইতে পারি না, আর রোজ কিনা খালি ঝামেলা। জানই তো কি রকম হয়।" তারপর করুণ একটা দীর্ঘনিশ্বাস ফেলে বেশ ভালো করে হাতড়ে দেখে নিল মাইকেলের কাছে কোনো অস্ত্র আছে কি না।

চালকের মুখে ক্ষীণ একটু হাসি লক্ষ্য করল মাইক। ওরা পশ্চিম দিকে চলেছিল, কেউ পিছু নিয়ে থাকলে তাকে ঝেড়ে ফেলার কোনো চেষ্টা দেখা গেল না। যানবাহনের মাঝখান দিয়ে গাড়ি ওয়েস্ট সাইড

হাইওয়ে দিয়ে পশ্চিমে চলল। কেউ পিছু নিয়ে থাকলে তাকেও ঠিক তাই করতে হত। তারপর মাইক দেখে হতাশ হল যে গাড়িটা জর্জ ওয়াশিংটন ব্রিজে ঢুকবার পথটা ধরল, ওরা নিউ জার্সির দিকে চলেছিল। মিটিংএর জায়গা সম্বন্ধে যে সনিকে খবর দিয়েছিল, সে তাহলে ভুল বলেছিল।

গাড়িটা ব্রিজে উঠবার পথে সযত্নে এগিয়ে চলে, ব্রিজের ওপরেও উঠল, আলোক-সজ্জিত শহর পিছনে পড়ে রইল। মুখটাকে ভাবশূন্য করে রেখেছিল মাইক। ওকে কি ওরা জলাভূমিতে ডুবিয়ে দেবে নাকি, না চতুর সলট্‌সো শেষ মুহূর্তে জায়গা বদলেছে? প্রায় সবটা পার হয়ে গিয়ে হঠাৎ চালক চাকা ধরে একটা জোরে প্যাঁচ দিল। ভারি গাড়িটা শহরে ফিরে যাবার লেনগুলিকে আলাদা করে রেখেছিল যে বেড়া, তার সঙ্গে ধাক্কা খেয়ে শূন্যে লাফিয়ে উঠল। তারপর বেড়া ডিঙিয়ে শহরে ফেরার লেনে পড়ল। সলট্‌সো আর ম্যাক্‌ক্লাস্কি ঘাড় ফিরিয়ে দেখবার চেষ্টা করতে লাগল অন্য কোনো গাড়ি ঐভাবে বেড়া ডিঙোল কি না। এদিকে চালক প্রচণ্ড বেগে আবার নিউ ইয়র্কের দিকে চলেছিল, তার পরেই ব্রিজ থেকে নেমে ওরা ঈস্ট ব্রঙ্কসের দিকে চলল। ছোট রাস্তা দিয়ে চলেছিল ওরা, কেউ পিছু নেয়নি। ততক্ষণে প্রায় নটা বেজে গেছিল। কেউ যে পিছন পিছন আসছে না সে বিষয়ে ওরা নিশ্চিন্ত। ম্যাকক্লাস্কির আর মাইকের সামনে সিগারেটের প্যাকেট ধরল সলট্‌সো, ওরা কেউ নিল না, সলট্‌সো একাই সিগারেট ধরাল। সলট্‌সো চালককে বলল, "খুব ভালো কাজ দেখালে। আমি মনে করে রাখছি।"

দশ মিনিট বাদে, ইতালীয় পাড়ার মধ্যে ছোটখাটো একটা রেস্তোরাঁর সামনে গাড়ি থামল। রাস্তায় জনমানব ছিল না, এত রাতে ভিতরেও মাত্র কয়েকজন লোক ডিনার খাচ্ছিল। মাইকেলের ভাবনা হচ্ছিল চালক যদি ওদের সঙ্গে ভিতরে আসে, কিন্তু সে বাইরে গাড়িতে থেকে গেল। মধ্যস্থ লোকটি কোনো চালকের কথা বলেনি, কেউ

বলেছিল। নিয়মের দিক থেকে দেখতে গেলে সলট্সো ওকে এনে চুক্তির সর্ত ভেঙেছিল। কিন্তু মাইকেল স্থির করল সেটার উল্লেখ করবে না, ও জানত যে ওরাও কিছু বলতে সাহস পাবে না, পাছে আলোচনার সাফল্যের সম্ভাবনা কমে যায়।

সলট্সো খোপের মধ্যে বসতে রাজী না হওয়াতে ওরা তিনজন ঘরের একমাত্র গোল টেবিলে বসল। রেস্তোরাঁয় তখন মাত্র আরো দু-জন লোক ছিল। মাইকেল ভাবছিল তারা সলট্সোর চর কি না। কিন্তু তাতে কিছু এসে যাবে না। ওবা হস্তক্ষেপ করবার আগেই ব্যাপারটা চুকে যাবে।

সত্যিকার আগ্রহ নিয়ে ম্যাক্‌ক্লাস্কি জিজ্ঞাসা করল, "এখানকার ইতালীয় খাবার কি খুব ভালো?"

সলট্সো ওকে আশ্বস্ত কবে বলল, "'ভীল'টা খেয়ে দেখ, নিউ ইয়র্কে কোথাও এত ভালো পাবে না।" একমাত্র ওয়েটার ওদের টেবিলে এক বোতল মদ এনে তার ছিপি খুলে দিল। তিনটি গেলাস সে ভরে দিল। আশ্চর্যের বিষয় ম্যাক্‌ক্লাস্কি মদ খেত না। সে বলল, "আমিই হয়তো একমাত্র আইরিশম্যান যে মদ ছোঁয় না। মদ খেয়ে খেয়ে বড্ড বেশি লোককে বিপদে পড়তে দেখেছি কিনা।"

সলট্সো একটু খোশামোদের সুরে কাপ্তানকে বলল, "মাইকের সঙ্গে আমি ইতালীয় ভাষায় কথা বলব, তোমাকে বিশ্বাসকরি না বলে নয়, আমি সব কথা ইংরিজিতে ভালো করে বোঝাতে পারি না বলে, আমি চাই মাইক বিশ্বাস কবে যে আমার উদ্দেশ্যটা ভালো, আজ রাতে যদি আমরা একটা রফা করে ফেলতে পারি, তাহলে সকলেবই লাভ হবে। এতে কিন্তু অপমান বোধ কর না, তোমাকে যে আমি অবিশ্বাস করি, এমন নয়।"

ক্যাপ্টেন ম্যাক্‌ক্লাস্কি কাষ্ঠ হেসে বলল, "নিশ্চয়ই, আপনারা কথা বলতে থাকুন। আমি আমার ভীল আর স্প্যাগেটির দিকে মন দিই।"

দ্রুত সিসিলীয় ভাষায় সলট্সো মাইকেলকে বলতে লাগল, "এটা

তোমাকে বুঝতে হবে যে তোমার বাবার সঙ্গে আমার যা ঘটেছে সেটা একেবারে একটা ব্যবসা সম্পর্কীয় ব্যাপার। আমি ডন কর্লিয়নিকে অত্যন্ত শ্রদ্ধা করি এবং তাঁর কাজ করবার সুযোগ ভিক্ষা করি। কিন্তু তোমাকে এ-ও বুঝতে হবে যে তোমার বাবা বড় সেকেলে ধরনের। তিনি উন্নতির পথে বাধাস্বরূপ। আমি যে ব্যবসা করি, তার ভবিষ্যৎ উজ্জ্বল। সে ব্যবসার ঢেউয়ের মাথায় চড়ে সকলে অগুনতি লক্ষ ডলার কামাতে পারে। কিন্তু কতকগুলো অবাস্তব সংস্কারের জন্য তোমার বাবা তাতে বাধা দিচ্ছেন। বাধা দিতে গিয়ে আমার মতো লোকদের ওপর তাঁর ইচ্ছাটা আরোপ করছেন। হ্যাঁ, হ্যাঁ, আমি জানি তিনি আমাকে বলেছেন, 'তুমি তোমার ব্যবসা চালিয়ে যাও।' কিন্তু তুমি আমি দু-জনেই জানি কথাটা অবাস্তব। তাহলে আমরা দুজনেই পরস্পরের বিরক্তির কারণ হব। উনি যা বলেন তার আসল মানে হল ও ব্যবসা আমি চালাতে পারব না। আমার আত্মসম্মান আছে ; আরেকজন লোক আমার ওপর তার ইচ্ছা আরোপ করবে, এ আমি হতে দিতে পারি না, কাজেই যা হবার তা হয়েছে। এটুকু বলতে চাই যে নিউ ইয়র্কের সমস্ত পরিবার নীরবে আমাকে সমর্থন করেছে। টাটাগ্লিয়া পরিবার আমার পার্টনার হয়েছে। এই বিরোধ যদি চলতে থাকে, তা-হলে কর্লিয়নি পরিবারকে সকলের বিপক্ষে একলা দাঁড়াতে হবে। তোমাদের বাবা সুস্থ থাকলে সেটা হয়তো সম্ভব হত। কিন্তু তাঁর বড় ছেলে ধর্মবাপের মতো হয়নি, অবিশ্যি আমি কাউকে কোনো অসম্মান দেখাতে চাই না। আর ঐ আইরিশ কনসিলিওরি হেগেন কিছু গেন্‌কো আবানদা'ণ্ডোর মতো নয়, ঈশ্বর তাকে শান্তি দিন। কাজেই আমি শান্তির প্রস্তাব করছি, অস্ত্র সংবরণের প্রস্তাব। যতদিন না তোমাদের বাবা সেরে উঠে এই সব দরাদরির ভার নিতে পারেন, ততদিন বিরো-ধিতা বন্ধ থাকুক। আমার অনুরোধে, আমার জামিনে, টাটাগ্লিয়া পরিবার তাদের ছেলে ব্রুনোর জন্য বদলা নেবার দাবি ছেড়ে দিতে প্রস্তুত। আমাদের মধ্যে শান্তি হোক। ইত্যবসরে আমাকেও তো জীবিকা অর্জন

করতে হবে, নিজের ব্যবসা চালাতে হবে। তোমাদের সহযোগিতা চাইছি না, শুধু অনুরোধ করছি কর্লিয়নি পরিবার যেন আমার ব্যবসায় বাধা না দেয়। এই আমার প্রস্তাব। ধরে নিচ্ছি রফা করবার অধিকার তোমাকে দেওয়া হয়েছে।"

সিসিলীয় ভাষায় মাইকেল বলল, "আপনি কি ভাবে ব্যবসা শুরু করতে চান, সে-বিষয়ে আরেকটু বলুন, আমাদের পরিবার কি ভূমিকা নিতে পারে, তাতে লাভই বা কত আশা করা যায়?"

সলট্‌সো বলল, "তবে কি তুমি সমস্ত পরিকল্পনাটা আগাগোড়া শুনতে চাও?"

গম্ভীর মুখে মাইকেল বলল, "সব চাইতে বড় কথা হল আমি নিশ্চিত গ্যারান্টি চাই যে আমার বাবার প্রাণহানির আর চেষ্টা হবে না।"

আবেগ ভরে দু হাত তুলে সলট্‌সো বলল, "আমি আবার কি গ্যারান্টি দেব? আমিই তো শিকারের পশু। আমিই তো সুযোগ হারিয়েছি। তুমি আমাকে বড় বেশি মান দিচ্ছ, বন্ধু, আমার অত বুদ্ধি নেই।"

এতক্ষণে মাইকেল নিশ্চিত বুঝল যে এই আলোচনার একমাত্র উদ্দেশ্য হল হাতে কিছু সময় পাওয়া। ডনকে মারতে সলট্‌সো আরেকবার চেষ্টা করবে। সব চাইতে চমৎকার কথা হল যে সলট্‌সো ওকে অনভিজ্ঞ ছোকরা ঠাউরেছে। সারা দেহে মাইক আবার সেই অদ্ভুত মধুর শৈত্য অনুভব করল। জোর করে নিজের মুখে একটা উদ্বেগের ভাব আনল সে। তীক্ষ্ণ কণ্ঠে সলট্‌সো জিজ্ঞাসা করল, "কি হল?"

একটু অপ্রতিভ ভাবে মাইকেল বলল, "মদটা আমার ব্ল্যাডারে পৌঁছেছে। এতক্ষণ চেপে রেখেছিলাম। একবার বাথরুমে যেতে পারি?"

কালো চোখ দিয়ে সলট্‌সো নিবিষ্ট ভাবে ওর মুখ দেখছিল। হাত বাড়িয়ে রূঢ় ভাবে মাইকেলের কুঁচকির চারপাশে হাতড়ে কোনো অস্ত্র

লুকোনো আছে কি না দেখে নিল। মাইকেলের মুখে ক্ষুব্ধ ভাব। ম্যাক্-ক্লাস্কি সংক্ষেপে বলল, "আমি দেখেছি। হাজার হাজার মাস্তান হাতড়েছি। ওর কাছে কোনো অস্ত্র নেই।"

ব্যাপারটা সলট্সোর পছন্দ হচ্ছিল না। কোনো কারণ ছিল না, তবু পছন্দ হচ্ছিল না। ওদের উল্টো দিকে একটা লোক একটা টেবিলের ধারে বসে ছিল, তার দিকে ফিরে, সলট্সো বাথরুমের দরজার প্রতি ভুরু তুলে ইঙ্গিত করল। সেও সামান্য মাথা নেড়ে জানাল যে বাথরুমটা সে পরীক্ষা করেছে, ভিতরে কেউ নেই। তখন অনিচ্ছা সত্ত্বেও সলট্সো বলল, "বেশি দেরি কর না।" অদ্ভুত ওর বোধ-শক্তি ; ও ভয় খাচ্ছিল।

মাইকেল উঠে বাথরুমে গেল। প্রস্রাব পাত্রে তারের জালে ধরা একটা লম্বা গোলাপী সাবান ছিল। ছোট ঘরটাতে ঢুকল মাইক। বাস্তবিকই যাবার দরকার হয়েছিল, পেট কেমন আলগা হয়ে এসেছিল। তাড়াতাড়ি কাজ সেরে, এনামেল করা জলাধারের পিছনে হাতড়ে, টেপ দিয়ে আটকানো খুদে, ভোঁতা-নাকের বন্দুকটা পেল। সেটাকে টেনে খুলে আনল, মনে পড়ল ক্লেমেন্‌জা বলেছিল টেপে আঙুলের ছাপ পড়লেও ব্যস্ত হয়ো না। বন্দুকটাকে কোমরে গুঁজে, তার ওপর দিয়ে কোটের বোতাম এঁটে দিল। হাত ধুল, চুল ভেজাল। রুমাল দিয়ে কলের ওপর থেকে আঙুলের ছাপ মুছে ফেলল। তারপর ঘর থেকে বেরিয়ে এল।

সলট্সো ঐ দরজাটার দিকে মুখ করে বসে ছিল, কালো চোখ সজাগ, চকচকে। মাইক একটু হেসে স্বস্তির নিশ্বাস ফেলে বলল, "এবার কথা বলতে পারব।"

ক্যাপ্টেন ম্যাক্‌ক্লাস্কির ভীল আর স্প্যাগেটি এসে পৌঁছেছিল, সে তাই খেতে ব্যস্ত ছিল। ওদিকে দেয়ালের সামনের লোকটা সতর্কতায় আড়ষ্ট হয়ে ছিল, তাকেও এবার ঢিল দিতে দেখা গেল।

মাইকেল আবার বসল। মনে পড়ল ক্লেমেন্‌জা এটা বারণ করে-ছিল, বলেছিল বাথরুম থেকে বেরিয়েই গুলি ছুঁড়তে। কিন্তু সে তা করল

না, কোনো স্বভাবজাত সতর্কতা থেকেই হোক, কিংবা স্রেফ ভয়ের কারণেই হোক। ওর মনে হয়েছিল হঠাৎ যদি একটা দ্রুত কিছু করতে যায়, ওরা ওকে কেটে ফেলবে। এখন অনেকটা নিরাপদ মনে হচ্ছিল, খানিকটা ভয় নিশ্চয়ই পেয়েছিল, কারণ পায়ের ওপর এখন দাঁড়িয়ে থাকতে হচ্ছিল না বলে বেশ আরাম লাগছিল। কাঁপুনির চোটে পায়ে জোর ছিল না।

সলট্‌সো ওর দিকে ঝুঁকে পড়েছিল। মাইকেলের পেটের দিকটা টেবিলের আড়ালে ছিল, সে কোটের বোতাম খুলে, মন দিয়ে শুনতে লাগল। কিন্তু লোকটা কি যে বলছে এক বর্ণ বুঝতে পারছিল না। মনে হচ্ছিল কি সব আবোলতাবোল বকছে। ওর মন তখন উত্থিত রক্ত-স্রোতে এমন পরিপূর্ণ হয়ে গেছিল যে কোনো কথারই মানে বুঝছিল না। টেবিলের নিচে ওর ডান হাতটা কোমরে গোঁজা বন্দুকের ওপর গিয়ে পড়তেই, সেটিকে টেনে বের করে আনল। ঠিক সেই সময় ওয়েটার ওদের ফরমায়েস শুনতে এল, সলট্‌সো তার সঙ্গে কথা বলবার জন্য মাথা ফেরাল। অমনি বাঁ হাতে টেবিলটাকে ঠেলে সরিয়ে দিয়ে ডান হাতে বন্দুকটাকে মাইকেল প্রায় সলট্‌সোর মাথায় ঠেকিয়ে ধরল। লোকটার এমনি তীক্ষ্ণ প্রতিক্রিয়া যে মাইকেলের হাত নাড়ার সঙ্গে সঙ্গে নিজের শরীরটাকে এক পাশে সরিয়ে নিতে যাচ্ছিল। কিন্তু মাই-কেলের বয়স কম, প্রতিক্ষেপ তীক্ষ্ণতর, অমনি সে ঘোড়া টিপে দিল। সলট্‌সোর চোখের আর কানের মধ্যিখান দিয়ে গুলিটা ঢুকে যখন অন্য দিক দিয়ে বেরিয়ে গেল, এক দলা রক্ত আর খুলির হাড়ের টুকরো স্তম্ভিত ওয়েটারের কোটের উপর ছিটকে পড়ল। সঙ্গে সঙ্গে মাইকেল টের পেল একটা গুলিই যথেষ্ট। শেষ মুহূর্তে সলট্‌সো মাথা ঘুরিয়েছিল, ওর চোখে প্রাণের আলো নিবে যেতে দেখেছিল মাইক, মোমবাতির শিখা যেমন নিবে যায়, তেমনি স্পষ্ট করে।

মাইকেলের ঘুরে ম্যাক্‌ক্লাস্কির দিকে বন্দুকের নিশানা করতে মাত্র এক সেকেণ্ড সময় লেগেছিল। পুলিস-কাপ্তান ওর দিকে এমন নিরুদ্বেগ

বিস্ময়ের সঙ্গে তাকিয়েছিল যেন ব্যাপারটার সঙ্গে ওর কোনো সম্পর্ক নেই। নিজের সঙ্কট সম্বন্ধে একটুও সচেতন বলে মনে হল না। মাংস-সুদ্ধ কাঁটাটি তার হাতে ধরা রইল, চোখ দুটো সবে মাইকেলের দিকে ফিরছিল, মুখের ভাবে এমন একটা ক্ষুব্ধ আত্মপ্রত্যয়, যেন আশা করে আছে মাইকেল হয় এক্ষুনি ক্ষমা চাইবে, নয়তো দৌড়ে পালাবে যে মাইকও বন্দুকের ঘোড়া টিপবার সময় মৃদু হাসছিল। ভালো নিশানা হয়নি, লোকটা মরল না। ষাঁড়ের মতো মোটা গলায় গিয়ে গুলি লাগল, বিষম খেল ম্যাক্‌ক্লাস্কি, যেন বড্ড বড় টুকরো মাংস গিলে ফেলেছে। তারপর বিদীর্ণ ফুসফুস থেকে কাশি উঠতেই চারদিকের বাতাস যেন রক্তময় কুয়াসায় ভরে গেল। খুব ঠাণ্ডা মাথায়, ভেবেচিন্তে ওর সাদা চুলে ঢাকা মাথার খুলিতে মাইক তার দ্বিতীয় গুলিটা ছুঁড়ল।

বাতাসটা যেন গোলাপী কুয়াশায় ভরা। দেয়ালে ঠেস দিয়ে বসা লোকটার দিকে মাইক ঘুরে দাঁড়াল। সে এক চুল নড়েনি। যেন পক্ষা-ঘাতগ্রস্থ হয়েছে। এবার সে সযত্নে টেবিলের ওপর হাত দুটো তুলে দিয়ে, মুখ ফিরিয়ে নিল। ওয়েটার টলতে টলতে পিছু হটে রান্নাঘরের দিকে যাচ্ছিল, মুখে ভীষণ আতঙ্কের ভাব নিয়ে সে মাইকেলের দিকে চেয়ে ছিল যেন নিজের চোখকে বিশ্বাস করতে পারছে না। সলট্‌সো তখনো চেয়ারে বসে, শরীরের পাশটা টেবিলের ধারে ঠেকা দেওয়া। ম্যাক-ক্লাস্কি তার দেহের ভারে নিচের দিকে ঝুলে গিয়ে, চেয়ার থেকে মাটিতে পড়ে গেছিল। মাইকেল বন্দুকটা ছেড়ে দিতেই, ওর গায়ে একটু ধাক্কা খেয়ে নিঃশব্দে সেটা নিচে পড়ে গেল। মাইক দেখল যে দেয়ালে ঠেস দিয়ে বসা লোকটা, কিংবা ওয়েটার, কেউই বন্দুক ফেলে দেওয়াটা লক্ষ্য করেনি। কয়েক পদক্ষেপে দরজার কাছে পৌঁছে, দরজা খুলে ফেলল মাইক। সলট্‌সোর গাড়ি তখনো ফুটপাথের ধারে দাঁড় করানো, কিন্তু চালকের টিকি দেখা গেল না। মাইকের বাঁ দিকে ফিরে, মোড় ঘুরে এগিয়ে গেল। অমনি হেড-লাইট জ্বেলে একটা লড়ঝড়ে সিড্যান এসে দাঁড়াল, তার দরজাটি খুলে গেল। লাফিয়ে উঠে পড়ল মাইক, সঙ্গে সঙ্গে

গাড়িও গর্জন করে ছুটে চলল। মাইক দেখল টেসিও গাড়ির চালক, তার পরিপাটি মুখ চোখ শ্বেতপাথরের মতো কঠিন।

টেসিও জিজ্ঞাসা করল, "সলট্‌সোর ওপর কাজ সারলে?"

টেসিওর ভাষা শুনে মুহূর্তের জন্য মাইকেল অবাক হল। ও-কথা সর্বদা যৌন ব্যাপার সম্বন্ধে বলা হত, কোনো মেয়ের ওপর কাজ সারা মানে তার সঙ্গে যৌন সম্বন্ধ করা। টেসিওর এ-ভাবে ও-কথার ব্যবহার একটু অদ্ভুত শোনাল। মাইকেল বলল, "তুজনের ওপরেই।"

টেসিও জিজ্ঞাসা করল, "ঠিক জান?"

মাইকেল বলল, "ওদের মগজের ঘিলু দেখলাম।"

বেশ পরিবর্তন করবার জন্য একপ্রস্থ পোশাক ছিল গাড়িতে। কুড়ি মিনিটের মধ্যে সিসিলিগামী একটা মালবাহী জাহাজে মাইকেল আরূঢ় হল। তু ঘণ্টা বাদে জাহাজটা সমুদ্রে পাড়ি দিল। নিজের ক্যাবিন থেকে মাইকেল দেখতে পেল নিউ ইয়র্ক শহরের আলোগুলো নরকের কুণ্ডের মতো জ্বলছে। গভীর স্বস্তি অনুভব করছিল সে। এবার ও-সব থেকে বেরিয়ে পড়া গেল। মনের এই ভাবটি ওর পরিচিত, মনে পড়ল যুদ্ধের সময় ওদের নৌ-বহর একটা দ্বীপ আক্রমণ করেছিল, সেখানকার সমুদ্র-তীর থেকেও ওকে উদ্ধার করা হয়েছিল। যুদ্ধ তখনো চলেছিল, সামান্য জখম হয়েছিল মাইকেল, নৌকো করে ওকে হাসপাতাল-জাহাজে নিয়ে যাওয়া হয়েছিল। এখনকার মতো তখনো গভীর একটা স্বস্তি অনুভব করেছিল সে। এবার নরক ভেঙে বেরিয়ে আসুক, কিন্তু মাইকেল এখানে থাকবে না।

সলট্‌সো আর ক্যাপ্টেন ম্যাক্‌ক্লাস্কির খুনের পরদিন নিউ ইয়র্ক শহরের প্রত্যেক থানার পুলিস-কাপ্তান আর লেফ্‌টেনান্টরা চারদিকে আদেশ পাঠাল, আর জুয়ো-খেলা চলবে না, বেশ্যাবৃত্তি চলবে না, কোনো রকম চাল চলবে না, যতদিন না কাপ্তানকে যে খুন করেছে সে ধরা পড়ছে। শহরের সমস্ত বে-আইনী ব্যবসা একেবারে বন্ধ হয়ে গেল।

সেদিন আরো পরে ইতালীয় পরিবারগুলোর একজন প্রতিনিধি

কর্লিয়নি পরিবারকে জিজ্ঞাসা করেছিল ওরা খুনেকে সমর্পণ করতে রাজী আছে কি না। ওরা বলল খুনের ব্যাপারের সঙ্গে কর্লিয়নিদের কোনো সম্পর্ক নেই। সেই রাতে লং বীচে কর্লিয়নিদের প্রাঙ্গণে একটা বোমা বিস্ফোরণ হল, একটা গাড়ি প্রবেশপথের শিকলের সামনে এসে, বোমাটা ছুঁড়ে, আবার গর্জন করে চলে গেল। সেই রাতেই কর্লিয়নিদের দুজন বাট্‌ন্‌-ম্যান গ্রেনিচ ভিলেজের ছোট একটা ইতালীয় রেস্তোরাঁতে নিরিবিলি ডিনার খাচ্ছিল, সেখানে তারা নিহত হল। ১৯৪৬ সালের পাঁচ পরিবারের লড়াই এই ভাবে শুরু হয়ে গেল।

দ্বিতীয় পর্ব

হাত নেড়ে তাচ্ছিল্যের সঙ্গে চাকরটাকে বিদায় করে দিয়ে জনি ফন্টেন বলল, "কাল সকালে দেখা হবে, বিলি।" কৃষ্ণকায় বাটলার প্রকাণ্ড যুগ্ম খাবার-ঘর বসবার-ঘর থেকে 'বাও' করে বেরিয়ে গেল। ঐ ঘর থেকে প্রশান্ত মহাসাগরের দৃশ্য দেখা যেত। 'বাও'টা ঠিক চাকরের 'বাও' ছিল না বরং দুই বন্ধুর মধ্যে বিদায় নেবার 'বাও'। ডিনারের অতিথি উপস্থিত না থাকলে, বাটলার 'বাও' করত না।

অতিথিটি হল শ্যারন মূর বলে একটি মেয়ে; সে নিউ ইয়র্ক শহরের গ্রেনিচ ভিলেজ থেকে এসেছিল, একটা ফিল্মে পার্ট পাবার চেষ্টায়, ফিল্মের প্রযোজক ওরই এক পুরনো ভক্ত, এখন সে খুব নাম করেছিল। জনি যখন য়োলট্‌সের ছবি করছিল, ও তখন সেট্ দেখতে এসেছিল। জনি দেখল মেয়েটি তরুণী, সুকুমারী, মিষ্টি, সুরসিকা, তাই তাকে রাতে ডিনার খেতে নেমন্তন্ন করল। জনির ডিনারের নিমন্ত্রণের খ্যাতি বরাবরই ছিল, অনেকটা রাজাদেশের মতোও ছিল, মেয়েটি অবশ্যই নিমন্ত্রণ গ্রহণ করেছিল।

জনির যে-রকম নাম ছিল, শ্যারন মূর নিশ্চয় ভেবেছিল ও তাকে একেবারে গ্রাস করে ফেলতে চাইবে, কিন্তু জনি হলিউডের ঐ গোগ্রাসে মাংস গেলার ভাবটি দু'চক্ষে দেখতে পারত না। কোনো মেয়ের সঙ্গে ও শুত না, যদি না তার মধ্যে বিশেষ কোনো মোহিনী গুণ দেখতে পেত। মাঝে মাঝে অবশ্য বড্ড বেশি মদ খেয়ে সকালে উঠে দেখত এ কার সঙ্গে শুয়ে আছে, একে কখনো চিনেছে বা দেখেছে বলেও স্মরণ হত না। এখন জনির পঁয়ত্রিশ বছর বয়স, একটা বিয়ে ভেঙেছে, দ্বিতীয় স্ত্রীর সঙ্গে বনিবনা নেই, হয়তো হাজার মেয়ের দেহ অধিকার করেছে,— আজকাল আর তার আগেকার সে আগ্রহ নেই। তবু শ্যারন মূরের মধ্যে এমন কোনো গুণ ছিল, যার জন্য জনির মনে স্নেহের উদ্রেক হয়ে-

জনি নিজে বেশি কিছু খেত না, কিন্তু ও জানত সুন্দরী তরুণী মেয়েরা না খেয়ে টাকা জমিয়ে, ভালো ভালো কাপড়চোপড় কেনে আর কেউ নেমন্তন্ন করে খাওয়ালে খুব সাঁটায়; সেই জন্য টেবিলে যথেষ্ট খাবারের ব্যবস্থা ছিল। যথেষ্ট পানীয়ও ছিল; একটা বালতিতে শ্যাম্পেন, তাছাড়া স্কচ, রাই ব্র্যাণ্ডি, আর সাইডবোর্ডের ওপর লিকিওর। জনি পানীয়গুলোকে আর প্লেটে করে সাজানো খাবার পরিবেশন করল। খাওয়াদাওয়ার পর শ্যারনকে ওর প্রকাণ্ড বসবার ঘরে নিয়ে গেল, তার একটা দেয়াল আগাগোড়া কাচের তৈরি, তার ভিতর দিয়ে প্রশান্ত মহাসাগর দেখা যেত। 'হাই-ফাই'য়ের ওপর একগোছা এলা ফিট্স্‌-জেরাল্ডের রেকর্ড রেখে, জনি শ্যারনের পাশে কৌচের ওপর আরাম করে বসল। কিছুক্ষণ ওর সঙ্গে গাল-গল্প করে, ও ছেলেবেলায় কেমন ছিল সে-সব খবর বের করল; দুরন্ত ছেলের মতো ছিল, নাকি ছেলে দেখলে ক্ষেপে যেত; সাদামাটা ছিল, নাকি সুন্দরী; একা থাকত, নাকি ফুর্তিবাজ ছিল। এ-সব ছোটখাটো তথ্য সর্বদা ওর মনে লাগত। প্রেম করতে হলে ওর যে কোমলতার প্রয়োজন হত, এতে তারই উদ্রেক হত।

সোফার ওপর দুজনে কাছাকাছি বসে ছিল, ভারি অন্তরঙ্গ ভাবে, ভারি আরামে। শ্যারনের ঠোঁটে চুমো খেল জনি, নিষ্কাম বন্ধুত্বের চুমো, শ্যারনও যখন ঐ ভাবটিই রক্ষা করল, জনিও তাই করল। প্রকাণ্ড জানলার বাইরে চাঁদের আলোতে দেখতে পাচ্ছিল গাঢ় নীল প্রশান্ত মহাসাগর সমতলভাবে বিস্তীর্ণ।

শ্যারন জিজ্ঞাসা করল, "তুমি যে বড় তোমার রেকর্ড বাজাচ্ছ না?" সুরে একটু পরিহাস। জনি ওর দিকে চেয়ে হাসল। ওকে শ্যারন পরিহাস করছে বলে ওর মজা লাগছিল। বলল, "অতটা হলিউডি নই আমি।"

শ্যারন বলল, "কিছু বাজিয়ে শোনাও। কিংবা গান শোনাও। জান

টো। খেলে কেমন করে। আর আমি উচ্ছ্বসিত হয়ে তোমার ওপর গলে পড়ব, পরদার ওপর মেয়েরা যেমন করে।”

জনি হেসে উঠল। যখন বয়স কম ছিল, ঠিক ঐ সব জিনিসই ও করত, তার ফলটাও বেশ নাটুকে হত, মেয়েগুলো বিগলিত মোহিনী চেহারা ধারণ করবার চেষ্টা করত, একটা কল্পিত রূপকথার ক্যামেরার উদ্দেশ্যে তাদের চোখগুলোকে কামোদ্ভাসিত করে আনত। আজকাল কোনো মেয়েকে গান গেয়ে শোনাবার কথা ও স্বপ্নেও ভাবত না; প্রথম কথা অনেক মাস ও গানই গায়নি, নিজের গলার ওপর ও আস্থা হারিয়েছিল। দ্বিতীয় কথা শখের শিল্পীদের কোনো ধারণাই ছিল না পেশাদার গাইয়েরা যে অত ভালো গান করে, তার কতখানি যান্ত্রিক সহযোগিতার ওপর নির্ভর করে। অবশ্য নিজের গানের রেকর্ড বাজাতে পারত, কিন্তু নিজের তরুণ উদ্দীপ্ত কণ্ঠস্বর শুনে কেমন একটা কুণ্ঠা বোধ করত, যেমন চুল পাতলা হয়ে আসা, মোটা হয়ে পড়া আধা-বয়সী অভিনেতারা নিজেদের পরিপূর্ণ যৌবনের ছবি দেখাতে লজ্জা পায়।

তাই জনি বলল, “গলাটা ঠিক জুত নেই, তাছাড়া নিজের গান শুনে শুনে বিরক্তি ধরে গেছে।”

দুজনে গেলাসে চুমুক দিল। তারপর শ্যারন বলল, “শুনছি এই ছবিতে তুমি একেবারে মাত করে দিয়েছ। সত্যিই কি বিনা পয়সায় ছবিটা করেছ?”

জনি বলল, “ঐ নামে মাত্র একটু নিয়েছি।”

শ্যারনের ব্র্যাণ্ডির গেলাস আবার ভরে দেবার জন্য উঠে দাঁড়াল জনি, ওকে একটা সোনালী মনোগ্রাম করা সিগারেট দিয়ে, সেটি জ্বালিয়ে দেবার জন্য লাইটার বাড়িয়ে ধরল। সিগারেট টানতে আর ব্র্যাণ্ডিতে চুমুক দিতে লাগল শ্যারন, জনি আবার তার পাশে গিয়ে বসল।

শ্যারনের চাইতে নিজের গেলাসে অনেক বেশি করে ব্র্যাণ্ডি ঢেলেছিল; শরীরটাকে গরম করতে, মনটাকে প্রফুল্ল করতে, উৎসাহ জমাবার জন্য ওটুকুর ওর দরকার ছিল। সাধারণ প্রেমিকদের ঠিক উল্টো অবস্থা

ওর। মেয়েদেরকে উন্মত্ত না করে ওর নিজেকে উন্মত্ত করতে হত। সাধারণত মেয়েটি একটু. বেশি করেই রাজী থাকত, কিন্তু ও নিজে থাকত না। গত দু বছরে ওর আত্মসম্মান বড় বেশি আহত হয়েছিল, তাই সেটাকে সুস্থ করে তুলবার জন্য এই সহজ উপায় অবলম্বন করেছিল, এক রাতের জন্য কোনো সুকুমারী তরুণীর পাশে শুয়ে, তাকে বার কতক বাইরে ডিনার খেতে নিয়ে গিয়ে, একটা দামী উপহার দিয়ে, তারপর যাতে তার মনে কষ্ট না লাগে এই রকম নম্র ভাবে তাকে ঝেড়ে ফেলা। পরে ঐ মেয়েরা বলে বেড়াতে পারত যে বিখ্যাত জনি ফন্টেনের সঙ্গে তাদের একটা বিশেষ সম্পর্ক ছিল। প্রকৃত প্রেম না হলেও, মেয়েটি যদি রূপসী আর বাস্তবিকই ভালো হত তাহলে হেনস্থা করবার মতোও কিছু নয়। কঠিন মেয়েমানুষগুলোকে ও দেখতে পারত না, তারা ওর সঙ্গে যৌন সম্বন্ধ করেই, অমনি বন্ধুবান্ধবদের বলতে ছুটত যে বিখ্যাত জনি ফন্টেনের সঙ্গে তারা আশনাই করেছে। আবার সেই সঙ্গে জুড়ে দিত যে তার চাইতে ভালো অভিজ্ঞতা তাদের আছে। সব চাইতে অবাক হত জনি ওদের সহানুভূতিশীল স্বামীদেব দেখে, তারা প্রায় ওর মুখের ওপরেই বলে দিত যে স্ত্রীদেব তারা স্বচ্ছন্দে ক্ষমা করছে, যেহেতু অতিশয় সতী-সাধ্বী স্ত্রীদের বিখ্যাত জনি ফন্টেনের সঙ্গে ব্যভিচার করবার অনুমতি দেওয়া যেতে পারে। এ-কথা শুনে জনি বাস্তবিকই হতভম্ব হয়ে যেত।

রেকর্ডের এলা ফিট্‌স্‌জেরাল্ডকে ও ভালোবাসত। ঐ ধরনের স্পষ্ট ভাবে গাওয়া, অমন পরিচ্ছন্ন গানের পদ ও ভালোবাসত। জীবনে ঐ একটি মাত্র জিনিসই জনি বুঝত এবং ও এও জানত ও-কথা ওর চাইতে ভালো কবে দুনিয়াতে আর কেউ বুঝত না। এই মুহূর্তে কৌচে হেলান দিয়ে শুয়ে গলায় ব্র্যাণ্ডির উত্তাপ অনুভব করে, ওর গাইতে ইচ্ছা করছিল ; সুর করে গান গাইতে নয়, রেকর্ডের সঙ্গে সঙ্গে পদ বেঁধে গাইতে, অথচ একজন বাইরের লোকের সামনে সেটা তো সম্ভব ছিল না। এক হাতের গেলাস থেকে চুমুক দিতে দিতে অন্য

হাতটি পাশে শ্যারনের কোলে রাখল। কোনো চাতুরি না করে, উত্তাপের সন্ধানে শিশুর মতো ইন্দ্রিয়াসক্ত হয়ে, শ্যারনের কোলে রাখা হাতটি দিয়ে জনি তার রেশমী পোশাক একটু টেনে তুলতেই, সোনালী বুনটের মোজার ওপর দুধের মতো সাদা খানিকটা উরু দেখা গেল। তাই দেখে সব মেয়েগুলোকে, বছরগুলোকে, অভ্যাসগুলোকে ভুলে গেল জনি, তার সারা দেহের মধ্যে দিয়ে একটা সান্দ্র উষ্ণ জোয়ার বয়ে গেল। এখনো সেই অসম্ভব সম্ভব হত। কিন্তু আর যখন হবে না, গলার স্বর যেমন আর সম্ভবে না, তখন জনি কি করবে?

এবার জনি প্রস্তুত। লম্বা মীনে-করা ককটেল-টেবিলের ওপর হাতের পানীয় নামিয়ে রেখে জনির দেহ শ্যারনের দিকে ফিরল। কোনো অনিশ্চয়তা নেই, সুচিন্তিত অথচ বড় কোমলভাবে। জনির আদরে ধূর্ত কিছু ছিল না, লোচ্ছা লাম্পট্যও ছিল না। ওর ঠোঁটে চুমো খেল জনি, জনির হাত ওর বক্ষ স্পর্শ করে, ওর উষ্ণ উরুতে এসে পড়ল, রেশমের মতো মোলায়েম ওর ত্বক। উত্তরে শ্যারন ওকে চুমো খেল, তাতে স্নেহ ছিল, কাম ছিল না। এখন জনির ঐ রকমই ভালো লাগছিল। যে-সব মেয়েরা হঠাৎ গরম হয়ে উঠত, জনির তাদের ভালো লাগত না। তাদের দেহগুলো যেন লোমশ একটা সুইচের স্পর্শে জেগে ওঠা মোটরের মতো।

তারপর জনি সর্বদা যা করত তাই করল, এতে ও নিজে উচ্চকিত হয়ে উঠত। খুব আস্তে অনুভূতি রক্ষা করতে যতটা হাল্কাভাবে সম্ভব, ওর মধ্যম আঙুলের আগাটি দিয়ে শ্যারনের উরুর মাঝখানে সুগভীর স্পর্শ করল। প্রেম করার এই ভূমিকা কোনো কোনো মেয়ে লক্ষ্যই করত না। কেউ কেউ বিহ্বল হয়ে উঠত, বুঝতে পারত না ওটি দৈহিক স্পর্শ কি না, কারণ সঙ্গে সঙ্গে জনি ওদের অধরে গভীরভাবে চুমো খেত। কেউ কেউ যেন আঙুলটাকে চুষে খেত। এবং বলা বাহুল্য, জনি বিখ্যাত হবার আগে, কোনো কোনো মেয়ে ওর গালে টেনে চড় লাগাত। এটাই ছিল ওর কর্মপদ্ধতি, সাধারণতঃ এতে বেশ ফল পাওয়া যেত।

শ্যারনের প্রতিক্রিয়া হল অন্য রকমের। সবটাই সে গ্রহণ করল, স্পর্শটুকু, চুম্বনটি, তারপর জনির মুখ থেকে মুখ সরিয়ে, নিজের শরীরটাকেও কৌচের ওপর খুব সামান্য একটু সরিয়ে নিয়ে, পানীয়ের গেলাসটা তুলে নিল। শীতল কিন্তু সুনিশ্চিত প্রত্যাখ্যান। মাঝে মাঝে এমন হত। কদাচিৎ; কিন্তু হত। জনিও তার পানীয় তুলে নিয়ে, সিগারেট ধরাল।

কিছু বলছিল শ্যারন, ভারি মিষ্টি করে, ভারি লঘু ভাবে। "তোমাকে যে আমার ভালো লাগে না, এমন নয়, জনি ; যতটা ভেবেছিলাম, তুমি তার চাইতে ঢের ভালো। এবং আমি ওরকম মেয়ে নই বলেও নয়। কথা হল যে কারো সঙ্গে ওরকম সম্বন্ধ করতে হলে আমার নিজের খানিকটা প্রেরণার দরকার হয়, আমার কথা বুঝতে পারলে জনি ?"

জনি ফন্টেন ওর দিকে ফিরে মৃদু হাসল। তখনো ওকে ভালো লাগছিল। "আর আমার কাছে সে প্রেরণা পাও না বুঝি ?"

শ্যারন একটু কুণ্ঠিত হয়ে উঠল, "বুঝলে কি না, তুমি যখন বিখ্যাত গাইয়ে বলে নাম করেছিলে, আমি তখনো খুব ছোট। আমি ঠিক তোমার নাগাল পাই না, আমি এক পুরুষ পরে জন্মেছি। সত্যি বলছি আমি খুব একটা ভালো মানুষ নই। তুমি যদি একজন চিত্রতারকা হতে, ছোটবেলা থেকে যাকে দেখে এসেছি, এক্ষুনি কাপড়-চোপড় খুলে ফেলতাম।"

এখন আর ওকে ততটা ভালো লাগছিল না জনির। মিষ্টি বটে, সুরসিকা, বুদ্ধিমতী। ওর সঙ্গে রমণ করতে উঠি-পড়ি করে ছুটেও আসেনি, ওর সঙ্গে ঘনিষ্ঠতা থাকলে চিত্রজগতে সুবিধা হতে পারে বলে ওকে ছুড়োও দেয়নি। সত্যি ভারি খাঁটি মানুষ। তবু আরেকটা জিনিসও জনি বুঝতে পেরেছিল। এরকম এর আগেও কয়েকবার হয়েছিল। কোনো কোনো মেয়ে ওর সঙ্গে সন্ধ্যা কাটাবার আগেই মনে মনে ঠিক করে রাখত ওর সঙ্গে শোবে না, তা ওকে যত ভালোই লাগুক না কেন, যাতে করে সে বন্ধুবান্ধবদের, এমন কি নিজেকেও, বলতে পারবে যে

বিখ্যাত জনি ফন্টেনের সঙ্গে শোবার সুযোগ সে ছেড়ে দিয়েছিল। এখন জনির বেশ বয়স হয়েছে, তাই ঐ মনোভাব বুঝতে পারল এবং রাগ হল না। শুধু আগের মতো শ্যারনকে অতটা ভালো লাগল না, আগে সত্যিই খুব ভালো লেগেছিল।

আর এখন তাকে ততটা ভালো লাগছিল না বলেই জনি অনেকখানি আশ্বস্ত হল। প্রশান্ত মহাসাগরের দিকে তাকিয়ে ও গেলাসে চুমুক দিতে লাগল। শ্যারন বলল, "আশা করি তুমি চটে যাওনি, জনি। হয়তো একটু অদ্ভুত ব্যবহার করছি, বোধহয় হলিউডে সঙ্গীকে গুড্ নাইট্ করবার সময় একটা চুমো খাওয়াও যা, তার সঙ্গে সহবাস কবাকেও সকলে সেই রকমই মনে করে। আমি তো এখানে খুব বেশি দিন থাকিনি।"

মৃদু হেসে জনি ওর গাল থাবড়ে দিল। হাত নামিয়ে জনি ওর স্কার্টটাকে টেনে আরো সভ্যভব্যভাবে ওর সুগোল রেশমী হাঁটুদুটি ঢেকে দিল। বলল, "মোটেই চটিনি। সেকেলে মেয়েব সঙ্গে সন্ধ্যা কাটাতে ভালো লাগে।" তাহলে তাকে মনের কথা বলতে হয় না: দক্ষ প্রেমিক বলে প্রমাণ দেবার দবকার থাকে না, পরদায় প্রক্ষিপ্ত দেবমূর্তির মান বাখতে হয় না: তাই মনে কি আরাম। ও সেই মূর্তির যোগ্য আচরণ করেছে এবং মেয়েটার ওপরেও উপযুক্ত প্রতিক্রিয়া হয়েছে, এই সব শুনবার দরকার হয় না। সহজ সরল নিত্যনৈমিত্তিক একটা ঘটনাকে বেশি করে ফুলিয়ে ফাঁপিয়ে তুলবারও দরকার করে না।

ওরা আরেকবার ব্র্যাণ্ডি খেল, আরো কতকগুলো ঠাণ্ডা চুমোর আদানপ্রদান হল, তারপর শ্যারন স্থির করল এবার যেতে হয়। সৌজন্য দেখিয়ে জনি বলল, "একদিন তোমাকে কোথাও ডিনাব খেতে নিয়ে যেতে পারি?"

শেষ পর্যন্ত শ্যারন সরল ও সততাপূর্ণ আচরণ করেছিল। বলেছিল, "আমি জানি তুমি খানিকটা সময় নষ্ট করে, শেষে নিরাশ হতে চাও না। এই চমৎকার সন্ধ্যাটার জন্য ধন্যবাদ। একদিন আমার ছেলে-

মেয়েদের বলব যে একবার বিখ্যাত জনি ফন্টেনের সঙ্গে তার বাড়িতে একা সাপার খেয়েছিলাম।"

মৃদু হাসল জনি, বলল, "এবং তুমি হার মানোনি।" দুজনেই হেসে ফেলল। শ্যারন বলল, "ও কথাটা ওরা কখনোই বিশ্বাস করবে না।" তারপর জনি একটু কৃত্রিমতা অবলম্বন করে বলল, "না হয় লিখে দেব ; তাই চাও নাকি ?" মাথা নাড়ল শ্যারন। জনি বলে চলল, "কেউ যদি অবিশ্বাস করে, আমাকে একটা ফোন করতে বলো, আমি সব ঠিক করে দেব। বলব তোমাকে বাড়িময় তাড়া করে বেড়িয়েছিলাম, তবু তুমি সতীত্ব রক্ষা করেছিলে, কেমন ?"

অবশেষে ব্যবহারটা একটু নিষ্ঠুর হয়ে গেছিল, ওর কচি মুখে বেদনার ছাপ দেখে জনির সে কি দুঃখ। শ্যারন বুঝতে পেরেছিল জনি বলতে চাইছে সে যথেষ্ট চেষ্টা করেনি। বিজয়ের আনন্দের মধুরতাটুকু জনি হরণ করে নিল। এখন ওর মনে হবে ওর মাধুর্যের কিংবা আকর্ষণীয়তার অভাবের জন্যই আজ রাতে ও জয়ী হয়েছিল। আর ও যেমন মেয়ে, যখনই কারো কাছে গল্প করবে কেমন করে বিখ্যাত জনি ফন্টেনের প্রলোভন ও জয় করেছিল, তখন একটু বাঁকা হেসে সেই সঙ্গে জুড়ে দেবে, "অবিশ্যি ও তেমন চেষ্টাও করেনি।" কাজেই ওর ওপর জনির মায়া হল, বলল, "কখনো যদি খুব বেশি বিমর্ষ বোধ কর, আমাকে ফোন কর, কেমন ? আমি যত মেয়েকে চিনি, সকলের সঙ্গে কিছু শুয়ে পড়ি না।"

সে বলল, "ফোন করব।" এই বলে দরজা দিয়ে বেরিয়ে গেল। জনির হাতে সারা দীর্ঘ শূন্য সন্ধ্যাটা পড়ে রইল। জ্যাক য়োলট্স্ যাকে বলত 'মাংসের কারবার', ছোট ছোট উৎসুক হবু-তারকাদের আস্তাবলে যেতে পারত জনি, কিন্তু ও চাইছিল কোনো সত্যিকার মানুষের সঙ্গে কথা বলতে। ওর প্রথম স্ত্রী ভার্জিনিয়ার কথা মনে পড়ল। এখন ছবির কাজ শেষ হয়ে গেছে, এবার মেয়েদের একটু সময় দিতে পারা যাবে। আবার ওদের জীবনের একটা অঙ্গ হতে ইচ্ছা করছিল।

ভার্জিনিয়ার জন্যেও ভাবনা হত। হলিউডের মাস্তানগুলোকে সামলাবার ক্ষমতা ওর ছিল না, ওরা হয়তো ওর পিছনে লাগবে, পরে যাতে বড়াই করে বেড়াতে পারে যে জনি ফণ্টেনের প্রথম স্ত্রীর সঙ্গে ওদের ঘনিষ্ঠ সম্বন্ধ ছিল। যতদূর জনির জানা ছিল এখন পর্যন্ত ও-কথা কেউ বলতে পারেনি। সঙ্গে সঙ্গে ভেবে মন বিরূপ হল যে দ্বিতীয় স্ত্রীর বেলা কিন্তু ও-কথা সবাই বলতে পারে। ফোন তুলল জনি।

সঙ্গে সঙ্গে গলার স্বরটি চিনতে পারল, কিন্তু তাতে আশ্চর্য হবার কিছুই ছিল না। দশ বছর বয়সে, দুজনে যখন ফোর-বি ক্লাসে পড়ত, তখন প্রথম ঐ গলা শুনেছিল। জনি বলল, "শোন জিনি, আজ রাতে কি তুমি খুব ব্যস্ত আছ, একটুক্ষণের জন্য আসতে পারি ?"

জিনি বলল, "বেশ, এসো। মেয়েরা কিন্তু ঘুমিয়ে পড়েছে। ওদের জাগাতে চাই না।"

জনি বলল, "ঠিক আছে। তোমার সঙ্গেই শুধু একটু কথা বলতে চাইছিলাম।"

জিনির স্বরটা একটু ইতস্ততঃ করল, তারপর অতি সাবধানে, যাতে কোনো উদ্বেগ প্রকাশ না পায়, গলাটা সামলে নিয়ে জিনি জিজ্ঞাসা করল, "জরুরী কিছু নাকি, গুরুতর কিছু ?"

জনি বলল, "না। ছবিটা আজ শেষ হয়ে গেল, তাই ভাবলাম তোমাকে একবার দেখি, একটু গল্প করি। হয়তো মেয়েদেরও একবার দেখতে পাব, যদি মনে কর ওরা জেগে যাবে না।"

জিনি বলল, "ঠিক আছে। তুমি যে পার্টটা চেয়েছিলে সেটা পেয়ে গেলে জেনে খুশি হয়েছিলাম।"

জনি বলল, "ধন্যবাদ। আধঘণ্টার মধ্যে দেখা হবে।"

বেভারলি হিলসে যে বাড়িটা একদিন ওর বাসস্থান ছিল, সেখানে পৌঁছে জনি ফণ্টেন কিছুক্ষণ বাড়িটার দিকে চেয়ে চুপ করে গাড়িতে বসে রইল। মনে পড়ল ধর্মবাপ বলেছিলেন, নিজের ইচ্ছামতো জীবনটাকে গড়ে নেওয়া যায়। কি যে ইচ্ছা সেটা জানা থাকলে ভারি

সুবিধা হয়। কিন্তু ওর নিজের ইচ্ছাটা কি ?

দরজার কাছে ওর প্রথম স্ত্রী দাঁড়িয়ে ছিল। লাবণ্যময়ী, ছোটখাটো, গাঢ় রঙের চুল, মিষ্টি একটি ইতালীয় মেয়ে। পাশের বাড়ির মেয়ে, যে কখনো অন্য কোনো পুরুষের দিকে তাকাবে না এবং সে সময় সেটাকেই বড় কথা বলে মনে হয়েছিল। এখনো কি ওকে পেতে ইচ্ছা করে, এ-কথা জনি নিজেকে জিজ্ঞাসা করলে, উত্তর এল 'না'। একটা কারণ হল ওর সঙ্গে আর প্রেম করা চলত না, দুজনার মধ্যেকার স্নেহটা বড় বেশি পুরনো হয়ে গেছিল। তাছাড়া যৌন সম্পর্ক বাদ দিয়েও আরো কয়েকটা জিনিস জিনি কখনোই ক্ষমা করতে পারত না। তাই বলে ওদের মধ্যে এখন আর কোনো শত্রুতাও ছিল না।

ওর জন্য কফি করে দিল জিনি, বসবার ঘরে বসিয়ে ওকে ঘরে তৈরি মিষ্টি খাওয়াল। বলল, "ঐ সোফাটাতে লম্বা হয়ে শুয়ে পড়, তোমাকে ক্লান্ত মনে হচ্ছে।" কোট আর জুতো খুলে ফেলল জনি, গলার টাইটা ঢিলা করে দিল ; জিনি ওর সামনে একটা চেয়ারে বসে, মুখে ছোট্ট একটু গম্ভীর হাসি নিয়ে বলল, "এ তো বড় মজার।"

কফিতে চুমুক দিতে দিতে, শার্টে একটু ছল্‌কে ফেলে জনি জিজ্ঞাসা করল, "কি বড় মজার ?"

জিনি বলল, "বিখ্যাত জনি ফন্টেনের সন্ধ্যা কাটাবার সঙ্গী নেই।"

জনি বলল, "বিখ্যাত জনি ফন্টেন যদি শরীরটাকে আবার চাগিয়ে তুলতে পারে, তবে ওর অনেক ভাগ্য।"

এত স্পষ্ট কথা ও সাধারণতঃ বলত না। জিনি জিজ্ঞাসা করল, "সত্যি কিছু হয়েছে নাকি ?"

জনি এক গাল হেসে উত্তর দিল, "আমার ফ্ল্যাটে একজন মেয়ের সঙ্গে 'ডেট' ছিল, সে আমাকে ঝেড়ে ফেলেছে। আর জান, তাতে আমি ভারি আরাম বোধ করেছি।"

বলেই অবাক হয়ে লক্ষ্য করল জিনির মুখে চকিত একটা রাগের ভাব প্রকাশ পেল। সে বলল, "ঐ সব বদ মেয়েমানুষদের নিয়ে মন

খারাপ কর না। ও নিশ্চয় ভেবেছিল ও রকম ব্যবহার করলে তোমার আগ্রহ আরো বেড়ে যাবে।" জনির ভেবে মজা লাগল যে ঐ মেয়েটা ওকে প্রত্যাখ্যান করেছিল বলে জিনি তার ওপর সত্যি সত্যি চটে যাচ্ছে।

জনি বলল, "দূর ছাই, ওসব থাক গে, আমার ওতে বিরক্তি ধরে গেছে। এক সময় তো আমাকে সাবালক হতে হতই। এখন আর গাইতে পারি না, কাজেই মহিলাদের ব্যাপারে খানিকটা কষ্ট তো পেতেই হবে। জানই তো, শুধু চেহারার জোরে আমি খুব একটা সুবিধা করতে পারি না।"

আনুগত্য রক্ষা করে জিনি বলল, "ছবিতে যেমন ওঠে, তার চাইতে তুমি বরাবরই বেশি ভালো দেখতে।"

জনি মাথা নাড়ল। "মোটা হয়ে যাচ্ছি, টাক পড়ছে। এ ছবির সাহায্যে যদি আমার পুরনো খ্যাতি ফিরে না পাই, তাহলে আমার 'পিট্‌সা পাই' তৈরি করতে শেখা উচিত। কিংবা তোমাকে ছবিতে নামানো যেতে পারে, তোমার খাসা চেহারা।"

দেখে বোঝা যেত ওর পঁয়ত্রিশ বছর বয়স। সযত্নে লালিত পঁয়ত্রিশ হলেও, পঁয়ত্রিশই বটে। হলিউডে পঁয়ত্রিশও যা, একশোও তাই। সুন্দরী তরুণীরা ইঁদুরের মতো দলে দলে শহরময় চারিয়ে থাকত, কেউ এক বছর টিকত, কেউ বা দু বছর। তাদের মধ্যে কেউ বা এত রূপসী যে দেখলেই বুকের ধুকপুক বন্ধ হয়ে আসে, যতক্ষণ না তারা মুখ খুলছে, যতক্ষণ না সাফল্যের লোভে চোখের অপরূপ রূপমাধুরী আচ্ছন্ন হয়ে যাচ্ছে। দৈহিক রূপের দিক থেকে সাধারণ মেয়েরা কখনোই ওদের সঙ্গে প্রতিযোগিতায় দাঁড়াতে পারবে না। আর মুখে যতই না মাধুর্য, বুদ্ধিমত্তা, কায়দা-কেতা, গাম্ভীর্যের কথা বলা যাক, ঐ মেয়েগুলোর আন্‌কোরা সৌন্দর্যের কাছে সব কিছু হার মেনে যায়। হয়তো অত অসংখ্য সুন্দরী না থাকলে, সাধারণ সুশ্রী মেয়েরাও এক-আধটা সুযোগ পেয়ে যেত। আর যেহেতু জনি ফন্টেন যখন ওদের সকলকে, কিংবা

প্রায় সকলকেই অধিকার করতে পারত, জিনি বুঝতে পারল শুধু ওকে খুশি করার জন্যই এত সব বলা হল। ঐ দিক দিয়ে জনির ব্যবহার সর্বদাই বড় ভালো। সাফল্যের শিখরে দাঁড়িয়েও মেয়েদের প্রতি ও চিরকাল ভারি সৌজন্য দেখাত, প্রশংসা করত, সিগারেট ধরাবার জন্য লাইটার জ্বেলে দিত, দরজা খুলে দিত।

এ সমস্ত সাধারণতঃ অন্য লোকে জনির জন্যেই করত ; যে সব মেয়েদের সঙ্গে ও বেরোত, তারা তাই দেখে আরো প্রভাবিত হত। সব মেয়েদের সঙ্গেই জনি ঐ রকম ব্যবহার করত, এমন কি এক রাতের কি যেন তোমার নাম বান্ধবীদের সঙ্গেও।

ওর দিকে চেয়ে হাসল জিনি, বন্ধুর মতো হাসল। "তুমি তো আমাকে আগেই অধিকার করেছিলে, জনি, মনে নেই? বারো বছর ধরে। এখন আমাকে ভোলাবার চেষ্টা করার কোনো দরকার নেই।"

দীর্ঘনিশ্বাস ফেলে সোফায় লম্বা হল জনি, "ঠাট্টা নয়, জিনি, তোমাকে বড় ভালো দেখতে লাগে। আমাকেও যদি অতটা ভালো দেখাত তাহলে বেশ হত।"

জিনি সে কথার উত্তর দিল না। দেখতেই পাচ্ছিল জনির মন খারাপ। জিজ্ঞাসা করল, "ছবিটা ভালো হয়েছে মনে হয়? তাতে তোমার কিছু সুবিধা হবে তো?"

জনি মাথা দুলিয়ে সায় দিল, "তা হবে। হয়তো আগেকার প্রতিষ্ঠা ফিরে পেতেও পারি। যদি আকাদেমির স্বীকৃতিটা পাই আর বুদ্ধি করে অগ্রসর হই, তাহলে গান না গেয়েও আগের মতো নাম করতে পারব। তাহলে হয়তো তোমাকে আর মেয়েদের আরো কিছু টাকা দিতে পারব।"

জিনি বলল, "আমাদের যা আছে, তা যথেষ্টর চাইতেও বেশি।"

জনি বলল, "মেয়েদের আরো বেশি দেখতে চাই। স্থিতি হয়ে এবার একটু বসতে চাই। প্রত্যেক শুক্রবার রাতে এখানে এসে যদি আমি খাই, তাতে কি কোনো বাধা আছে? কথা দিচ্ছি একটা

শুক্রবারও বাদ দেব না, তা সে যত দূরেই থাকি না কেন, যত কাজই থাকুক না। তারপর যখনই সম্ভব শনি-রবি এসে কাটাতে পারি, কিংবা মেয়েরা তাদের ছুটির খানিকটা আমার সঙ্গে কাটাতে পারে।"

জনির বুকের ওপর একটা ছাইদানি রেখে জিনি বলল, "আমার কোনো আপত্তি নেই। আমি আর বিয়ে করলাম না, যাতে তুমি ওদের বাবার পদেই থাকতে পার।" কোনো রকম আবেগ না দেখিয়ে জিনি কথাগুলো বলল। কিন্তু ছাদের দিকে তাকিয়ে জনি বুঝতে পারছিল এক সময়ে যে সমস্ত নিষ্ঠুর কথা জিনি ওকে বলেছিল, সেই যখন ওদের বিয়ে ভেঙে গেছিল আর জনির কর্মজীবনের অবনতি শুরু হয়েছিল, এ কথাগুলো তারই ক্ষতিপূরণ।

জিনি বলল, "ভালো কথা, বল তো কে আমাকে ফোন করেছিল?"

ও খেলায় জনি নামল না, কোনো কালেই নামত না। জিজ্ঞাসা করল, "কে?"

জিনি বলল, "আহা, একবার আন্দাজ করার চেষ্টা করতে পার তো।" জনি কোনো উত্তর দিল না। জিনি বলল, "তোমার ধর্মবাপ।"

জনি বাস্তবিক অবাক হয়ে গেল। "উনি তো কাউকে ফোন করেন না। কি বললেন?"

জিনি বলল, "বললেন তোমাকে সাহায্য করতে। বললেন আবার তুমি অনেক দিন আগের মতো নাম করতে পার, করতে শুরুও করেছ। কিন্তু তোমার ওপর আস্থা আছে, তোমার এমন লোকের দরকার। আমি জিজ্ঞাসা করেছিলাম, আমি কেন সাহায্য করব? বললেন, কারণ তুমি আমার সন্তানদের বাবা। এমন মিষ্টি মানুষ উনি আর ওরা ওঁর নামে কি সব সাংঘাতিক কথা বলে।"

ভার্জিনিয়া ফোন পছন্দ করত না। তাই নিজের শোবার ঘরের আর রান্নাঘরের ফোন ছাড়া, বাড়ির সব এক্‌স্‌টেন্‌শন খুলে ফেলিয়েছিল। ঠিক সেই সময় ওরা রান্নাঘরের ফোনটা শুনতে পেল। জিনি

ফোন ধরতে গেল। যখন আবার বসবার ঘরে ফিরে এল, ওর মুখে বিস্ময়ের ভাব। বলল, "তোমার ফোন, জনি। টম হেগেন ডাকছে, নাকি বড় জরুরী কথা।"

জনি রান্নাঘরে গিয়ে ফোন তুলে বলল, "বল, টম।" টম হেগেনের কণ্ঠে উদ্বেগ ছিল না, "জনি, ধর্মবাপের ইচ্ছা আমি গিয়ে কয়েকটা ব্যবস্থা করে আসি, তাতে তোমার সুবিধা হবে, ছবি তো এখন শেষ হয়ে গেছে। বলছেন সকালের প্লেন ধরতে। তুমি লস এঞ্জেলেসে আসবে কি, প্লেনটা নামার সময়? ঐ রাতেই আমাকে আবার নিউ ইয়র্ক ফিরতে হবে, কাজেই আমার জন্য রাতটা খালি রাখার বিষয়ে তোমাকে ভাবতে হবে না।"

জনি বলল, "নিশ্চয়ই, টম। আমার একটা রাত নষ্ট হবে বলে মাথা ঘামিও না। থেকে গিয়ে একটু আরাম কর। আমি একটা পার্টির আয়োজন করব, চলচ্চিত্র জগতের কয়েকজন লোকের সঙ্গে তোমার আলাপ হোক।" এ প্রস্তাব ও সর্বদা করত, ও চাইত না যে পুরনো প্রতিবেশীরা মনে করে ওদের নিয়ে ও লজ্জিত।

হেগেন বলল, "ধন্যবাদ। কিন্তু সত্যিই আমাকে ভোরের প্লেন ধরে ফিরে আসতে হবে। ঠিক আছে, তুমি তাহলে সকাল সাড়ে এগারোটায় নিউ ইয়র্কের প্লেন নামার সময় উপস্থিত থাকবে?"

জনি বলল, "নিশ্চয়ই থাকব।"

বসবার ঘরে ফিরে যেতেই জিনি জিজ্ঞাসু নেত্রে তাকাল। জনি বলল, "ধর্মবাপ আমার খানিকটা সুবিধা করে দেবার মতলব করেছেন। ঐ ছবি-টাতে কি উপায়ে যে আমার পার্টটা বাগালেন সে আমার আজও জানা নেই। কিন্তু বাকিটাতে উনি আর জড়িয়ে না পড়লেই ভালো হত।"

সোফার কাছে ফিরে গেল জনি। বড়ই ক্লান্ত লাগছিল। জিনি বলল, "আজ রাতটা আমার অতিথিদের শোবার ঘরে শোও না কেন, বাড়িতে না গিয়ে? তাহলে মেয়েদের সঙ্গে ব্রেকফাস্ট খেতে পারবে আর এত রাতে গাড়ি চালিয়ে বাড়ি ফিরতে হবে না। যাই বল,

তোমার কি একা লাগে না?"

জনি বলল, "বাড়িতে তো খুব বেশি থাকি না।"

জিনি হেসে বলল, "তাহলে খুব বেশি বদলাওনি তুমি।" তারপর একটু থেমে বলল, "অন্য শোবার ঘরটা ঠিক করে দিই তাহলে?"

জনি বলল, "তোমার শোবার ঘরে শুতে পাব না কেন?" জিনির মুখটা একটু রাঙা হয়ে উঠল, বলল, "না।" ওর দিকে চেয়ে হাসল জিনি, জনিও হাসল। দুজনার মধ্যে বন্ধুত্বটা তখনো টিকে ছিল।

পরদিন সকালে ঘুম ভাঙলে জনি দেখল অনেক বেলা হয়ে গেছে। পরদাগুলো টানা তার ফাঁক দিয়ে রোদ ঢুকছে, তাতেই বোঝা যাচ্ছিল। বিকেলে ছাড়া ওভাবে ঘরে কখনো রোদ ঢুকত না। জনি চেঁচিয়ে বলল, "কোথায় গেলে জিনি? ব্রেকফাস্ট পাব তো এখনো?" দূর থেকে জিনির গলা শোনা গেল, "এই যে, এক সেকণ্ড।"

সত্যিই এক সেকেণ্ড। সব জিনিস নিশ্চয় তৈরি রেখেছিল, ওভেনের আঁচে, ট্রেও নিশ্চয় কাছেই ছিল, সাজিয়ে দিলেই হল। কারণ দিনের প্রথম সিগারেট ধরাতে না ধরাতে, শোবার ঘরের দরজা খুলে গেল আর ওর ছোট ছোট মেয়ে দুটি ব্রেকফাস্টের গাড়িটি ঠেলে নিয়ে এল।

এত সুন্দর ওরা, দেখে জনির বুক ফেটে গেল। মুখগুলি নির্মল, সমুজ্জ্বল, চোখগুলি কৌতূহলে আর ওর কাছে ছুটে আসবার ব্যগ্রতায় উদ্ভাসিত। চুলগুলো সেকেলে নিয়মে লম্বা লম্বা দুটো করে বেণী বাঁধা, সেকেলে ফ্রক গায়ে, পায়ে সাদা পেটেন্ট লেদারের জুতো। ব্রেকফাস্ট-গাড়ির পাশে দাঁড়িয়ে জনির সিগারেট নেবানো দেখতে লাগল ওরা, অপেক্ষা করে রইল কখন জনি ডাকবে ওদের, দু হাত বাড়িয়ে দেবে। ডাকবামাত্র ছুটে এল ওরা। জনি ওদের কচি সুগন্ধী দুটি গালের মধ্যিখানে নিজের মুখ চেপে ধরল, ওদের গালে দাড়ি-মুখ ঘষে দিল, ওরাও চ্যাঁচাতে লাগল। শোবার ঘরের দরজায় জিনি দেখা দিয়ে

যাতে জনি শুয়ে শুয়ে খেতে পারে। খাটের কিনারায় ওর পাশে বসে জিনি কফি ঢেলে দিল, রুটিতে মাখন মাখিয়ে দিল। ছোট মেয়ে দুটি শোবার ঘরের কৌচে বসে জনিকে দেখতে লাগল। আজকাল বালিশ নিয়ে লড়াই করা, কিংবা শূন্যে ছুঁড়ে দেওয়ার পক্ষে ওরা বড্ড বড় হয়ে গেছিল। এর মধ্যেই ওরা নিজেদের এলোমেলো চুল ঠিক করছিল। জনি ভাবছিল, কি সর্বনাশ, দেখতে দেখতে বড় হয়ে যাবে যে ওরা! হলিউডের মাস্তানরা ওদের পিছু নেবে!

খেতে খেতে ওদের টোস্টের আর বেকনের ভাগ দিচ্ছিল জনি, কফির পেয়ালায় চুমুক দিতে দিচ্ছিল। সেই যখন ব্যাণ্ডে গান গাইত জনি, তখনকার পুরনো অভ্যাস। তখন ওদের সঙ্গে কচিৎ খাওয়া হত, কাজেই ও যেমন যখন-তখন খেতে বসত, ওরাও এসে ভাগ বসাত, হয়তো বিকেলে ব্রেকফাস্ট, কিংবা সকালে রাতের খাওয়া। খাবার সময়ের এই উল্টোপাল্টা ব্যবস্থা ওরা বড়ই উপভোগ করত, সকাল সাতটায় মাংসের স্টেক আর মোটা করে আলু ভাজা, কিংবা বিকেলে বেকন আর ডিম খাওয়া।

একমাত্র জিনি আর নিকট বন্ধু দু-চারজন জানত মেয়ে দুটিকে জনি কি ভয়ঙ্কর ভালোবাসত। বিয়ে ভাঙা আর বাড়ি ছাড়ার ব্যাপারের ঐটাই ছিল সব চাইতে বেদনাময় অংশ। ঐ একটা জিনিস নিয়ে এবং ওরই জন্য জনি আদালতে লড়েছিল, যাতে ওদের বাপের পদ থেকে বিচ্যুত না হয়। ভারি চতুর ভাবে জিনিকে ও জানিয়ে দিয়েছিল সে আবার বিয়ে করলে জনি খুশি হবে না, ওর বিষয়ে ঈর্ষার কারণে নয়, নিজের পিতৃপদের ঈর্ষায়। এমন ভাবে টাকাকড়ির বন্দোবস্ত করে দিয়েছিল যাতে বিয়ে না করলেই জিনির অনেক বেশি লাভ হয়। দুজনার মধ্যে এই রকম একটা বোঝাপড়াও হয়ে গেছিল যে জিনির প্রণয়ী পর্যন্ত থাকতে পারে, কিন্তু ওর পারিবারিক জীবনে তাদের প্রবেশাধিকার থাকবে না। তবে এই বিষয়ে জিনির ওপর জনির অগাধ

লাজুক ছিল। হলিউডের নটবররা ওর চারদিকে ঘোরাঘুরি করত আর ছোঁক ছোঁক করে বেড়াত ওর বিখ্যাত স্বামী ওর নামে কত টাকা লিখে দিয়েছে তার লোভে, স্বামীটির কাছ থেকে কত রকম সুবিধা আদায় করা যায়, এই সব উদ্দেশ্য নিয়ে। কিন্তু কেউ কোনো সুবিধা করতে পারেনি।

জনির মনে কোনো ভয় ছিল না যে গত রাতে জিনির সঙ্গে শুতে চেয়েছিল বলে জিনি আশা করবে ও আবার সব মিটমাট করে নেবে। পুরনো স্বামী-স্ত্রীর সম্পর্ক দুজনার মধ্যে কেউই ফিরে চাইত না। জিনি ওর রূপতৃষ্ণা বুঝতে পারত, জিনির চাইতে শতগুণে সুন্দরী মেয়েদের প্রতি জনির দুর্নিবার আকর্ষণ। সবাই জানত যে ওর সহকর্মী তারকাদের সঙ্গে ও অন্ততঃ একবার করে শুত। জনির কাছে ওদের সৌন্দর্যের মতো, ওদের কাছেও জনির সুকুমার মাধুরীর একটা দুর্নিবার আকর্ষণ ছিল।

জিনি বলল, "এবার উঠে তোমাকে তৈরি হতে হবে। টমের প্লেন আসার সময় হয়ে এল।" এই বলে মেয়েদের ঘর থেকে ভাগিয়ে দিল।

জনি বলল, "ঠিক। ভালো কথা, জিনি, জান বোধহয় আমি আবার বিয়ে ভাঙছি? আবার একজন মুক্ত পুরুষ হয়ে যাব।"

ওর কাপড় পরা দেখতে লাগল জিনি। ডন কর্লিয়নির মেয়ের বিয়ের পর থেকে দুজনার মধ্যে এই নতুন সম্পর্কটা গড়ে উঠে অবধি জিনির বাড়িতে ও এক প্রস্থ কাপড়চোপড় রাখত।

জিনি বলল, "বড়দিনের মাত্র দু সপ্তাহ বাকি। তুমি এখানে থাকবে ধরে নিয়ে ব্যবস্থা করব?"

ছুটির কথা এই প্রথম জনির মনে পড়ল: গলা যখন ভালো ছিল, কত লাভজনক গান গাইবার ডাক পেত, কিন্তু তখনো বড়দিনকে একটা পবিত্র অনুষ্ঠান বলে মনে হত। এবার বড়দিন বাদ দিলে, এই নিয়ে দুবার হবে। গত বছর এই সময়টা স্পেনে কেটেছিল, দ্বিতীয় স্ত্রীকে বিয়েতে মত করাবার চেষ্টায়।

নতুন বছরের আগের রাতের কথা আর উল্লেখ করল না। মাঝেমাঝে ওর একেকটা বেপরোয়া রাতের দরকার হত, বছরের শেষদিন সেই রকম একটা বন্ধুবান্ধব নিয়ে প্রাণ ভরে মদ খাবার রাত, বৌ-টৌ সঙ্গে থাকলে মুশকিল। তাই নিয়ে নিজেকে অপরাধীও মনে হল না।

কোট পরতে সাহায্য করল জিনি, ব্রাশ্ করে দিল কোটটাকে। পরিচ্ছন্নতা সম্বন্ধে সর্বদাই জনি বড় খুঁতখুঁতে ছিল। জিনি লক্ষ্য করল আজ যে শার্টটা পরেছিল সেটি ওর পছন্দমতো ধোলাই হয়নি বলে জনি ভুরু কোঁচকাল: হাতার বোতামগুলোও অনেকদিন পরা হয়নি, আজকাল জনি আর অত জমকালো বোতাম পরত না। আস্তে আস্তে একটু হেসে জিনি বলল, "টম কোনো তফাত লক্ষ্য করবে না।"

বাড়ির তিন মেয়ে ওর সঙ্গে দরজা পর্যন্ত গেল, তারপর বাইরে গাড়ি অবধি। ছোট ছোট মেয়ে দুটি ওর দুই হাত ধরে দুপাশে চলেছিল। স্ত্রী একটু পিছনে। জনিকে কত সুখী দেখাচ্ছে, লক্ষ্য করে জিনিরও আনন্দ হচ্ছিল। গাড়ির কাছে পৌঁছে ঘুরে দাঁড়িয়ে পালা করে দুই মেয়েকে অনেক উঁচুতে শূন্যে তুলে ধরে, নামাবার সময়ে ওদের চুমো খেল জনি। তারপর স্ত্রীকে চুমো খেয়ে গাড়িতে উঠে পড়ল। অনেকক্ষণ ধরে বিদায় নেওয়া ওর পছন্দ ছিল না।

জনির সহকারী এবং জন-সম্পর্কের লোকটি অর্থাৎ 'পি-আর', সমস্ত ব্যবস্থা করে রেখেছিল। বাড়িতে একটা গাড়ি এবং চালক অপেক্ষা করছিল, গাড়িটি ভাড়া করা। গাড়িতে ছিল ঐ জন-সম্পর্কের লোকটি আর তার একজন বিভাগীয় সঙ্গী। জনি নিজের গাড়ি পার্ক করে, ঐ গাড়িতে উঠে পড়ল, অমনি ওরা বিমানঘাঁটি অভিমুখে রওনা হয়ে গেল। জনি গাড়িতে বসে রইল, 'পি-আর' গেল টম হেগেনের প্লেন নামা দেখতে। তারপর টম এসে গাড়িতে উঠলে, ওরা হ্যাণ্ড-শেক করে, আবার বাড়িমুখো চলল।

[illegible] জুড়ে, আমাদের পরিবারের বিপক্ষে কথা বল না। ডনের কাছে এ-কথার আমি উল্লেখ পর্যন্ত করব না।" তারপর মো গ্রীনের দিকে ফিরে বলল, "যারা তোমাকে সাহায্য করবার চেষ্টা করছে, তাদের কখনো অপমান কোরো না। তার চাইতে বরং ক্যাসিনো কেন লোকসানে চলছে, সেদিকে নজর দিও। কর্লিয়নি পরিবার ওটাতে অনেক টাকা বিনিয়োগ করেছে, কিন্তু তার যথোপযুক্ত ফল পাওয়া যাচ্ছে না। তবে তোমাকে গালাগাল দিতে আমি এখানে আসিনি। তোমাকে সাহায্য করার জন্য হাত বাড়িয়ে দিলাম। তুমি যদি সেই হাতে থুতু ফেল, সে তুমি বুঝবে। আমার আর কিছু বলার নেই।"

একবারও গলা তোলেনি মাইকেল, কিন্তু ওর কথা শুনে গ্রীন আর ফ্রেডি দুজনেই ঠাণ্ডা হয়ে গেছিল। মাইকেল ওদের দুজনের দিকে তাকিয়ে, টেবিলের কাছ থেকে সরে গেল, অর্থাৎ বুঝিয়ে দিল এবার ওদের বিদায় নিতে হয়।

টম হেগেন উঠে দরজা খুলে দিল। ওরা দুজন 'গুড-নাইট' না বলেই চলে গেল।

পরদিন সকালে মাইকেল মো গ্রীনের কাছ থেকে খবর পেল : সে তার শেয়ার বিক্রি করবে না, তাকে যত দামই দেওয়া হোক না কেন। ফ্রেডি এসে খবরটা দিয়ে গেল। মাইকেল কাঁধ তুলে বলল, "নিউ ইয়র্কে ফিরে যাবার আগে একবার নিনোকে দেখতে চাই।"

নিনোর স্যুইটে গিয়ে ওরা দেখল জনি ফন্টেন কৌচে বসে ব্রেক-ফাস্ট খাচ্ছে। শোবার ঘরের পর্দা টানা, তার পিছনে জুল্‌স্‌ নিনোকে পরীক্ষা করছে। অবশেষে পর্দা সরিয়ে দেওয়া হল।

নিনোর চেহারা দেখে মাইকেলের চক্ষুস্থির। চোখের সামনে লোকটা যেন ভেঙে পড়ছিল। চোখে স্তম্ভিত ভাব, মুখ ঝুলে পড়েছে, গালের পেশীগুলো ঢিলে হয়ে গেছে। মাইকেল ওর খাটের পাশে বসে বলল, "নিনো, তোমাকে শেষ পর্যন্ত ধরতে পেরে খুশি হলাম। ডন সর্বদা তোমার কথা জিজ্ঞাসা করেন।"

বল আমি মরতে বসেছি। বল যে জলপাই তেলের ব্যবসার চাইতেও এই নাচ-গানের ব্যবসাটা আরো বেশি বিপজ্জনক।"

মাইকেল বলল, "তুমি ঠিক হয়ে যাবে। যদি কোনো দুশ্চিন্তা থাকে, কর্লিয়নি পরিবারের কিছু করার থাকে, আমাকে বল, ভাই।"

নিনো মাথা নেড়ে বলল, "না, কিছুই নেই।"

ওর সঙ্গে কয়েক মিনিট গল্প করে মাইকেল চলে গেল। ফ্রেডি ওদের সঙ্গে এয়ারপোর্টে এল, কিন্তু মাইকেলের অনুরোধে প্লেন ছাড়া অবধি থাকল না। টম হেগেন আর অ্যালবার্ট নেরির সঙ্গে প্লেনে উঠতে উঠতে মাইকেল নেরির দিকে ফিরে জিজ্ঞাসা করল, "ওকে ভালো করে আঁচ করে নিয়েছ তো?"

নেরি কপালে টোকা দিয়ে বলল, "মো গ্রীনকে এখানে গুছিয়ে নম্বর দিয়ে রেখেছি।"

আটাশ

নিউ ইয়র্কে ফিরবাব পথে মাইকেল কর্লিয়নি গায়ে একটু ঢিল দিয়ে, ঘুমোবার চেষ্টা করেছিল। কিন্তু বৃথা। ওর জীবনের সব চাইতে সাংঘাতিক সময় আসন্ন. সময়টা একেবারে মর্মান্তিকও হতে পারে। সব প্রস্তুত ছিল, সব রকম সতর্কতা অবলম্বন করা হয়েছিল, দু বছর ধরে আটঘাট বাঁধা হয়েছিল। আর বেশি দেরি করা যায় না। গত সপ্তাহে ডন যখন তাঁর ক্যাপোরেজিমিদের আর কর্লিয়নি পরিবারের অন্যান্য সদস্যদের কাছে তাঁর অবসর নেবার সঙ্কল্পের কথা বলেছিলেন, তখনি মাইকেল বুঝেছিল বাবা তাঁর নিজস্ব নিয়মে ওকে জানিয়ে দিলেন এবার সময় হয়েছে।

সিসিলি থেকে ফিরে আসার পর তিন বছর কেটে গেছে, দু বছর হল কে-র সঙ্গে ওর বিয়ে হয়েছে। এই তিনটি বছরে ও পারিবারিক

হয়েছিল, ডনের সঙ্গেও তাই। কর্লিয়নি পরিবার যে প্রকৃতপক্ষে কত ধনী আর কত শক্তিশালী তা দেখে মাইকেল অবাক হয়ে গেছিল। নিউ ইয়র্ক শহরের মধ্যভাগে ওদের অনেকগুলো বহুমূল্য স্থাবর সম্পত্তি ছিল, গোটা-গোটা অফিস-বাড়ি। বেনামায় ওয়াল স্ট্রীটে ছুটি দালালী ব্যবসার অংশীদার ওরা, লং আইল্যাণ্ডের ব্যাঙ্কের শেয়ার ছিল, কতকগুলো তৈরী পোশাকের কোম্পানির শেয়ার ছিল। এ-সব ছাড়াও বে-আইনী জুয়োখেলার কারবার ছিল।

সবচাইতে কৌতূহলোদ্দীপক খবর হল যে কর্লিয়নি পরিবারের পুরনো দলিলপত্র ঘাঁটতে ঘাঁটতে মাইকেল আবিষ্কার করেছিল যে যুদ্ধের অনতিকাল পরে একদল জালিয়াত কর্লিয়নি পরিবারের পৃষ্ঠপোষকতার জন্য নিয়মিত টাকা দিত, তারা গানের রেকর্ড জাল করত। বিখ্যাত গাইয়েদের ফোনোগ্রাফ রেকর্ডের নকল তৈরী করে, এমন বুদ্ধি করে পাচার করে দিত যে কখনো ধরা পড়েনি। বলা বাহুল্য ঐসব রেকর্ড বিক্রির টাকার অংশের এক পয়সাও গাইয়েরা কিংবা মূল রেকর্ড পরিবেশকরা পেত না। মাইকেল কর্লিয়নি লক্ষ্য করেছিল যে এদের কেরামতির জন্য জনি ফন্টেনেরও অনেক টাকার ক্ষতি হয়েছিল, কারণ সে সময়ে, ওর গলা খারাপ হবার ঠিক আগেকার সময়টাতে, সারা দেশের মধ্যে ওর গানের রেকর্ডই সবচাইতে জনপ্রিয় ছিল।

টম হেগেনকে মাইকেল এ-বিষয়ে জিজ্ঞাসা করেছিল। ডন কেন ঐ সব জালিয়াতদের তাঁর ধর্মপুত্রকে ঠকাতে দিয়েছিলেন ? হেগেন কাঁধ ঝাঁকিয়ে বলেছিল যে ব্যবসা হল ব্যবসা। তাছাড়া ঐ সময় জনি তার ছোটবেলাকার প্রিয়ার সঙ্গে বিয়ে ভেঙে দিয়েছিল, মার্গট অ্যাশটনকে বিয়ে করার জন্য। এতে ডন বড়ই অসন্তুষ্ট হয়েছিলেন।

মাইকেল জিজ্ঞাসা করল, "শেষ পর্যন্ত ঐ লোকগুলো তাদের ব্যবসা বন্ধ করল কেন ? পুলিসের তাড়ায় নাকি ?"

হেগেন মাথা নেড়ে বলল, ডন তাঁর পৃষ্ঠপোষকতা বন্ধ করে

এই রকম ব্যাপার মাইকেলকে বহুবার দেখতে হয়েছিল। যাদের দুর্দশা তিনি নিজে কিয়দংশে ঘটিয়েছিলেন, তাদেরই আবার তিনি সাহায্য করতে লেগে যেতেন। কোনো ধূর্ততা কিংবা মতলবের জন্য নয়, বরং তাঁর নানান বিচিত্র বিষয়কর্মের কারণে, কিংবা বিশ্বব্রহ্মাণ্ডের ঐ রকম নিয়ম বলে; ভালোয়-মন্দয় জড়িয়ে থাকা; সেটাই স্বাভাবিক।

কে-র সঙ্গে মাইকেলের বিয়ে হয়েছিল নিউ ইংল্যাণ্ডে, নিরিবিলিতে, শুধু কে-র বাড়ির লোকরা আর কয়েকজন বন্ধুবান্ধব উপস্থিত ছিল। তারপর ওরা প্রাঙ্গণের একটা বাড়িতে এসে উঠেছিল। মাইকেলের মা-বাবার সঙ্গে, প্রাঙ্গণেব অন্যান্য বাসিন্দাদের সঙ্গে কে কেমন বনিয়ে চলত দেখে মাইকেল আশ্চর্য হয়ে গেছিল। বলা বাহুল্য সেকেলে ভালো ইতালীয় বৌদের মতো অল্পদিনের মধ্যেই কে অন্তঃসত্ত্বা হয়েছিল, তাতে ফল ভালোই হয়েছিল। দু বছবের মধ্যে দ্বিতীয় সন্তানেব সম্ভাবনাটা হয়েছিল সোনায় সোহাগা '

কে নিশ্চয় ওর জন্য এয়ারপোর্টে এসে অপেক্ষা করবে, ও সর্বদাই তাই করত: কোনো জায়গা থেকে মাইকেল যখন ঘুবে আসত, কে বড় খুশি হত। মাইকেলও খুশি হত। এখন ছাড়া। তাব কারণ এই যাত্রার সমাপ্তির মানেই হল যে-কাজের জন্য আজ তিন বছর ধরে ওর প্রস্তুতি চলছিল, এবার সে কাজ শুরু করতে হবে। ডন ওর জন্য অপেক্ষা করে থাকবেন। ক্যাপোরেজিমিরা অপেক্ষা কবে থাকবে। আর তাকে, অর্থাৎ মাইকেল কর্লিয়নিকে এমন সব আদেশ দিতে হবে, সিদ্ধান্ত নিতে হবে, যার ওপর তার এবং তাদের পরিবারের ভাগ্য নির্ভর করবে।

রোজ সকালে উঠে কে অ্যাডাম্‌স্‌ কর্লিয়নি যখন তার খোকাব ভোর বেলাকার খাবার ঠিক করত, ও দেখতে পেত ডনের স্ত্রী, কর্লিয়নিদের মাকে দেহরক্ষীদের একজন গাড়ি করে কোথায় নিয়ে যাচ্ছে,

ফিরতেন এক ঘণ্টা বাদে। অল্পদিনের মধ্যেই কে শুনেছিল যে ওর শাশুড়ী প্রত্যেক দিন সকালে গির্জায় যান।

ফিরে এসে প্রায়ই তিনি সকালের কফি খাবার আর নতুন নাতিকে দেখবার জন্য ওদের বাড়িতে আসতেন।

এসে প্রথমেই জিজ্ঞাসা করতেন কে কেন ক্যাথলিক হবার কথা চিন্তা করছে না; ভুলেই যেতেন যে ইতিপূর্বেই কে-র ছেলেকে প্রটেস্টান্ট মতে দীক্ষা দেওয়া হয়ে গেছিল। কাজেই কে-র মনে হল মাকে এ কথা জিজ্ঞাসা করাতে দোষ নেই, কেন তিনি রোজ সকালে গির্জায় যান, ক্যাথলিক হলে কি তাই করতেই হয়?

বুড়ি ভদ্রমহিলা হয়তো ভাবলেন এই জন্যেই কে ক্যাথলিক হচ্ছে না, তাড়াতাড়ি বললেন, "না, না, কোনো কোনো ক্যাথলিক তো শুধু ঈস্টার আর বড় দিনের সময় গির্জায় যায়। যখনই যাবার ইচ্ছা হয়, তখনি যেতে হয়।"

কে হেসে বলল, "তা হলে আপনি কেন রোজ সকালে যান?"

অতি স্বাভাবিক ভাবে শাশুড়ী বললেন, "আমার স্বামীর জন্যে আমি যাই।" তারপর ঘরের মেঝের দিকে আঙুল দেখিয়ে বললেন, "যাতে ওঁকে ঐ নিচের দিকে যেতে না হয়।" একটু থেমে আবার বললেন, "রোজ আমি ওঁর আত্মার কল্যাণের জন্য প্রার্থনা করি, যাতে উনি ঐ ওপর দিকে যেতে পারেন।" এই বলে আকাশের দিকে দেখালেন। বলবার সময় তাঁর মুখে এমন একটা দুষ্টুমির হাসি দেখা গেল, যেন কোনো উপায়ে স্বামীর মতলব ফাঁসিয়ে দিচ্ছেন, কিংবা কোনো পরাজিত পক্ষকে জিতিয়ে দিচ্ছেন। প্রায় পরিহাস-ছলে, কিন্তু গুরু-গম্ভীর ইতালীয় বুড়ির মতো করেই কথাগুলো বলা হল আর ডন উপস্থিত না থাকলে যেমন সর্বদাই হত, শাশুড়ীর হাবভাবে ডনের প্রতি বেশ খানিকটা অশ্রদ্ধা প্রকাশ পেল।

ভদ্রতা করে কে জিজ্ঞাসা করল, "আপনার স্বামী আজ কেমন আছেন?"

কাঁধ তুলে শাশুড়ী বললেন, "ওঁকে ওরা গুলি করার পর থেকে উনি আর আগের মতো নেই। আজকাল মাইকেলকে দিয়ে সব কাজ করান। নিজে তাঁর বাগান আর লঙ্কাগাছ আর টোমাটো গাছ নিয়ে খেলা করেন। এখনো যেন সেই চাষীর ছেলেটিই আছেন। তবে পুরুষরা ঐ রকমই হয়।"

আরেকটু বেলা হলে কনি কর্লিয়নি তার দুই ছেলেমেয়ে নিয়ে প্রাঙ্গণ পার হয়ে কে-র সঙ্গে গল্প করতে আসত। কে-র কনিকে ভালো লাগত, কেমন হাসি-খুশি, কি উৎসাহ আর মাইকেলের প্রতি যে ভাবি প্রাণের টান সে দেখলেই বোঝা যেত। কনি কে-কে ইতালীয় রান্না কিছু কিছু শিখিয়েছিল, তবু মাঝে মাঝে মাইকেলকে চা খাবার জন্য নিজেই আরো সুপটু ভাবে এটা-ওটা রেঁধে আনত।

প্রায়ই যেমন করত, আজও কনি কে-কে জিজ্ঞাসা করেছিল, কনির স্বামী কার্লো সম্বন্ধে মাইকেলের কি রকম ধারণা। মাইকেল কি সত্যিই কার্লোকে পছন্দ করে, দেখে তো তাই মনে হয়। এর আগে শ্বশুর-বাড়ির সঙ্গে কার্লোর খুব বনিবনা ছিল না, কিন্তু গত কয়েক বছরের মধ্যে মনে হত সে-সমস্ত মিটে গেছে। শ্রমিক সংঘে ও বাস্তবিকই ভালো কাজ করছিল। কিন্তু বড্ড বেশি খাটতে হচ্ছিল, সেই সকাল থেকে সন্ধ্যে। কনি তো বরাবরই বলে এসেছে কার্লো সত্যিই মাইকেলকে পছন্দ করে। অবিশ্যি মাইকেলকে সবাই পছন্দ করে, কনির বাবাকেও যেমন সবাই পছন্দ করে। মাইকেল তো অবিকল আরেকটি ডন। মাইকেল যে ওদের জলপাই তেলের পারিবারিক ব্যবসা চালাবে, এর চাইতে ভালো কথা আর কি হতে পারে।

কে লক্ষ্য করেছিল যে কনি যখনই পারিবারিক প্রসঙ্গে ওর স্বামীর কথা বলত, সর্বদাই কি রকম ভয়ে ভয়ে চেষ্টা করত কার্লো সম্বন্ধে দুটো প্রশংসার কথা হোক। মাইকেল কার্লোকে পছন্দ করে কিনা, এই বিষয়ে কনির মনে কি রকম ভয় আর দুশ্চিন্তা, সেটা যদি কে-র চোখে না পড়ত, তাহলে তাকে বোকা বলতে হত। একদিন রাতে কে সে-কথা

মাইকেলকে বলেছিল আর এ-কথাও বলেছিল যে সনি কর্লিয়নির বিষয়ে কেন কেউ কিছু বলে না, তার নাম পর্যন্ত করে না, অন্ততঃ কে-র সামনে তো নয়। একবার ডন আর তাঁর স্ত্রীর কাছে কে তার দুঃখ প্রকাশ করবার চেষ্টা করেছিল, তাঁরা প্রায় অভদ্র ভাবে চুপ করে কথাটা শুনেছিলেন, তারপর একেবারে উপেক্ষা করে গেছিলেন। কনিকেও তাঁর বড় ভাই সম্বন্ধে কথা বলাবার চেষ্টা করে কে ব্যর্থ হয়েছিল।

সনির স্ত্রী সাণ্ড্রা তার ছেলেমেয়ে নিয়ে ফ্লরিডাতে চলে গেছিল, সেখানে তার মা-বাবা থাকতেন। কিছু টাকাকড়ির বন্দোবস্ত করে দেওয়া হয়েছিল, যাতে ও আর ওর ছেলেমেয়েরা ভালোভাবে থাকতে পারে, তবে সনি কোনো স্থাবর সম্পত্তি রেখে যায়নি।

খানিকটা অনিচ্ছার সঙ্গে মাইকেল ওকে বুঝিয়ে বলেছিল সনির মৃত্যুর রাত্রে কি হয়েছিল। কার্লো তার স্ত্রীকে মেরেছিল, কনি প্রাঙ্গণে টেলিফোন করেছিল, সনি টেলিফোন ধরেছিল, ব্যাপার শুনেই রাগে অন্ধ হয়ে সে বাড়ি থেকে বেরিয়ে গেছিল। কাজেই কনির আর কার্লোর এই ভয় ছিল যে বাড়ির অন্যান্য লোকরা কনিকে পরোক্ষভাবে সনির মৃত্যুর কারণ বলে মনে করে। অর্থাৎ তার স্বামী কার্লোকে দোষী করে। কিন্তু আসলে সে রকম কিছু নয়। তার প্রমাণস্বরূপ ওরা কনি কার্লোকে প্রাঙ্গণের মধ্যেই বাড়ি দিয়েছে, শ্রমিক সংঘের সংগঠনে কার্লোকে একটা গুরুত্বপূর্ণ চাকরি দিয়েছে। আর কার্লোও আজকাল শুধরে গেছে, মদ খায় না, মেয়েমানুষ নিয়ে ঘোরে না, বেশী চালাকি করার চেষ্টাও করে না। গত দু'বছর ওর কাজ আর হাবভাব দেখে কর্লিয়নি পরিবারও সন্তুষ্ট। যা ঘটেছিল তার জন্য কেউ তাকে দোষ দেয় না।

কে বলল, "তা হলে কেন একদিন সন্ধ্যায় ওদের এখানে নেমতন্ন করে, কনিকে আশ্বস্ত করে দাও না? বেচারার সদাই ভয় ওর স্বামী সম্বন্ধে তোমার না জানি কি মতামত। ওকে বলেই দাও না। বল যে মাথা থেকে ঐ সব পাগলামি দূর করে দিতে।"

মাইকেল বলল, "তা করতে পারি না। আমাদের বাড়িতে ও সব নিয়ে আলোচনা করা হয় না।"

কে বলল, "তুমি কি চাও যে আমাকে যা বললে, সেটুকু ওকে বলি ?"

এই রকম একটা সহজ কর্তব্য নিয়ে মাইকেলের এত ভাববার কি আছে কে বুঝতে পারল না। শেষ পর্যন্ত মাইকেল বলল, "আমার মনে হয় কিছু না বলাই উচিত, কে। বলে কোনো লাভ হবে না। ও এই নিয়ে ভাববেই। এ এমন একটা জিনিস যাতে বাইরের কেউ কিছু করতে পারে না।"

কে আশ্চর্য হয়ে গেল। সে বুঝতে পাবত কনি মাইকেলকে এতটা ভালোবাসলেও, মাইকেল সর্বদা অন্যদের প্রতি যে রকম সস্নেহ ব্যবহার করত, কনির সঙ্গে তার চাইতে কম করত। কে জিজ্ঞাসা করল, "আশা করি সনিব মৃত্যুর জন্য তুমি কনিকে দায়ী কর না ?"

একটা নিশ্বাস ছেড়ে মাইকেল বলল, "নিশ্চয় কবি না। ও আমাব ছোট বোন, ওকে আমি খুব ভালোবাসি। ওব জন্য আমাব বড় দুঃখ হয়। কার্লো অনেক শুধরে গেছে, তবু সত্যি কথা বলতে কি, ও ওর উপযুক্ত স্বামী নয়। ঐ বকম হয় মাঝে মাঝে। ও-কথা ভুলে যাওয়া যাক।"

স্বামীর পিছনে টিকটিক করা কে-র স্বভাব ছিল না, কাজেই ও প্রসঙ্গটা ছেড়ে দিল। তাছাড়া এতদিনে ও বুঝেছিল যে মাইকেলকে বেশি পেড়াপীড়ি করা যায় না, করতে গেলে মাইকেলও কিরকম স্নেহশূন্য অপ্রীতিকর ব্যবহার করে। কে জানত যে একমাত্র ও-ই মাইকেলের মত বদলাতে পারে, সেই সঙ্গে কিন্তু এ-ও জানত যে বারবার প্রয়োগ করলে ও ক্ষমতাটি সে হারাবে। তা ছাড়া গত দু বছর ওর সঙ্গে বাস করার ফলে মাইকেলের প্রতি ওর প্রেম আরো গভীর হয়ে উঠেছিল।

মাইকেলকে ও ভালোবাসত কারণ মাইকেল সর্বদা ন্যায় ব্যবহার

করত। জিনিসটা একটু অদ্ভুত। কিন্তু সর্বদা মাইকেল ওর চারপাশের সকলের সঙ্গে ন্যায় ব্যবহার করত, কখনো কোনো ছোটখাটো বিষয়েও বিধিবহির্ভূত কাজ করত না। কে দেখত মাইকেলের আজকাল প্রচুর প্রতিপত্তি, কত লোকে ওদের বাড়িতে আসত মাইকেলের পরামর্শ নিতে, উপকার চাইতে। তারা ওকে সমীহ করত, শ্রদ্ধা করত। তবে অন্য সব কিছুর চাইতে, একটি জিনিসের জন্য মাইকেলের প্রতি ওর ভালোবাসা দিনে দিনে বেড়ে উঠছিল।

ভাঙা মুখ নিয়ে মাইকেল সিসিলি থেকে ফিরে এসে অবধি, বাড়ির সকলে কেবলই ওকে পেড়াপীড়ি করত ভাঙা হাড়ে অস্ত্র করাও। মাইকেলের মা তো অনবরত ঐ কথা বলতেন। একটা রবিবার প্রাঙ্গণে সমস্ত পরিবার এক সঙ্গে ডিনার খেতে বসেছিল, তারই মধ্যে মা চেঁচামেচি করতে লাগলেন, "তোমাকে ঠিক ফিল্মের গুণ্ডার মতো দেখতে লাগছে, যীশুখৃষ্ট আর তোমার স্ত্রী বেচারার কথা মনে করে মুখটা সারিয়ে নাও। তাহলে দিন-রাত একটা আইরিশ মাতালের মতো নাক দিয়ে জল গড়াবে না।"

টেবিলের মাথার দিকে ডন বসেছিলেন, সব লক্ষ্য করছিলেন, তিনি কে-কে বললেন, "তোমার কি খুব খারাপ লাগে?"

কে মাথা নাড়ল। ডন তাঁর স্ত্রীকে বললেন, "ও এখন তোমার হাতের বাইরে, তুমি এই নিয়ে মাথা ঘামিও না।" বুড়ি ভদ্রমহিলা সঙ্গে সঙ্গে চুপ করে গেলেন। স্বামীকে যে তিনি ভয় করে চলতেন, তা নয়; তবে অন্যদের সামনে এই নিয়ে তর্কাতর্কি করলে তাঁকে অসম্মান করা হত।

ডনের সব চাইতে আদরের সন্তান কনি, সে রান্নাঘরে সেদিনকার রান্নাবান্না করছিল। এই সময় সে এসে বলল, "আমার মতে ওর মুখটা মেরামত করে নেওয়া উচিত। আগে আমাদের মধ্যে ও-ই সব চাইতে সুন্দর দেখতে ছিল। কি বল মাইক, বল মুখটা সারাবে?"

মাইকেল ওর দিকে অন্যমনস্কভাবে চেয়ে রইল। মনে হল ও

বাস্তবিকই কনির কথা শুনতে পায়নি। উত্তর তো দিলই না।

বাবার পাশে গিয়ে দাঁড়াল কনি, বাবাকে বলল, "ওকে অস্ত্র করাতে বাধ্য কর, বাবা।" বাবার কাঁধে দুই হাত রেখে, আস্তে আস্তে হাত বুলিয়ে দিতে লাগল কনি। একমাত্র ও-ই বাবার এত কাছে যেতে পারত। বাবার প্রতি ওর ভালোবাসা দেখলে মন অভিভূত হত। যেন ছোট মেয়ের মতো ও বাবার ওপর নির্ভর করে থাকত। ডন ওর একটা হাত আস্তে আস্তে থাবড়ে বললেন, "খিদেয় আমাদের পেট জ্বলে গেল যে। আগে টেবিলে স্প্যাগেটিটা রাখ, তারপর বকবক করিস।"

কনি তার স্বামীর দিকে ফিরে বলল, "কার্লো, তুমি মাইককে বল না ওর মুখটা সারাতে। তোমাব কথা হয়তো ও শুনবে।" ভাব-খানা যেন অন্যান্যদেব চাইতে কার্লোব সঙ্গেই মাইকেলের সব চাইতে বেশি বন্ধুত্ব।

কার্লোর চেহারাটা রোদে-বাঙা, সুশ্রী, সোনালী চুল পরিপাটি ক'রে ছাটা, আঁচড়ানো; সে তাব ঘরে তৈরি মদের গেলাসে একটু চুমুক দিয়ে বলল, "মাইক কারো কথায় চলে না।" প্রাঙ্গণে উঠে এসে অবধি কার্লো অন্য বকম হয়ে গেছিল। কর্লিয়নি পরিবাবে ওর নিজের স্থান বুঝে নিয়ে ও সেই রকম আচরণ করত।

এই সমস্তর মধ্যে এমন কিছু ছিল যা কে সঠিক বুঝে উঠতে পারত না, একটা কিছু যা ঠিক প্রকট হয়ে উঠত না। নারীর চতুব চোখ দিয়ে ও দেখতে পেত যে কনি ইচ্ছা করে বাবাকে খুশি করার চেষ্টা কবত, সুন্দরভাবে কাজটা করত সে, মন থেকেই করত। তবু যেন স্বতঃস্ফূর্ত ভাবে নয়। কার্লোও যেমন উত্তর দেবার সময় ভারি পৌরুষ দেখিয়ে নিজের কপালে আঙুল দিয়ে টোকা দিয়েছিল। মাইকেল এ-সব কিছুই যেন দেখতেই পেল না।

স্বামীর মুখের বিকৃত চেহারা নিয়ে কে মাথা ঘামাত না, কিন্তু তার ফলে যে সাইনাসের কষ্ট হত তাই নিয়ে তার যথেষ্ট ভাবনা ছিল।

অস্ত্র করে মুখের হাড় সারালে, সাইনাসের গণ্ডগোলটাও সেরে যাবে। এই জন্যই কে-র ইচ্ছা ছিল মাইকেল হাসপাতালে ভরতি হয়ে, প্রয়োজনীয় কাজটুকু করিয়ে নেয়। কিন্তু সেই সঙ্গে কে এও বুঝত যে কিঞ্চিৎ দুর্বোধ্য ভাবে ঐ বিকৃতিটাকে মাইকেল পুষে রাখতে চাইত। কে-র বিশ্বাস ছিল যে এ কথাটা ডনও বুঝতে পেরেছিলেন।

কিন্তু ওদের প্রথম সন্তানের জন্মের পর, কে-কে অবাক করে দিয়ে মাইকেল জিজ্ঞাসা করেছিল, "তুমি কি চাও যে আমি আমার মুখটাকে সারিয়ে নিই?"

কে মাথা হেলিয়ে জানিয়েছিল তাই চায়, বলেছিল, "জানই তো ছেলেপিলে কেমন হয়, তোমার ছেলে যেই একটু বড় হয়ে বুঝতে শিখবে যে তোমার মুখটা স্বাভাবিক নয়, ওর খুব খারাপ লাগবে। মোট কথা আমি চাই না যে আমাদের ছেলে তোমার ভাঙা মুখ দেখে। সত্যি বলছি, মাইকেল, আমার নিজের কিছুই মনে হয় না।"

মাইকেল ওর দিকে চেয়ে মৃদু হেসে বলেছিল, "বেশ। তাই করিয়ে নেব।"

কে হাসপাতাল থেকে বাড়ি আসা অবধি মাইকেল অপেক্ষা করেছিল, তারপরেই সমস্ত প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা করে ফেলেছিল। খুব ভালোভাবে অস্ত্র হয়ে গেল। গালের তোবড়ানো জায়গাটা দেখাই যেত না।

বাড়ির সকলেও মহা খুশি, বিশেষতঃ কনি। রোজ হাসপাতালে সে মাইকেলকে দেখতে যেত, কার্লোকেও টেনে নিয়ে যেত। মাইকেল বাড়ি এলে, তাকে জড়িয়ে ধরে চুমো খেয়ে, সপ্রশংস নয়নে ওর দিকে চেয়ে কনি বলেছিল, "বাঃ! এই তো আমার সুন্দর ভাইটি!"

খালি ডনের ওপর কোনো প্রভাব দেখা গেল না, তিনি কাঁধ ঝাঁকিয়ে ঔদাসীন্যের সঙ্গে বললেন, "কি এমন তফাত হল?"

কিন্তু কে ভারি কৃতজ্ঞ। সে জানত নিজের ইচ্ছার বিরুদ্ধে মাইকেল এ-কাজটি করেছে। করেছে, কারণ কে ওকে অনুরোধ করেছিল, সমস্ত

পৃথিবীতে একমাত্র কে-ই ওকে নিজের স্বভাবের বিরুদ্ধে কোনো কাজ করাতে পারত।

যেদিন বিকেলেব দিকে মাইকেল ভেগাস থেকে ফিরল সেদিন রকো ল্যাম্পনি লিমুসীন গাড়িটাকে প্রাঙ্গণে নিয়ে এল, কে-কে তুলে ঐ গাড়ি মাইকেলকে আনবার জন্য এয়ারপোর্টে যাবে। শহরের বাইরে মাইকেল কোথাও গেলেই, ও ফেরার সময় কে এয়ারপোর্টে উপস্থিত থাকত, কারণ মাইকেল কাছে না থাকলে ওর বড় একা লাগত, এমনিতেই প্রাঙ্গণটা ছিল একটা দুর্গেব মতো।

কে টম হেগেন আব অ্যালবার্ট নেবি বলে ওদের নতুন লোকটির সঙ্গে মাইকেলকে প্লেন থেকে নামতে দেখল। নেবিকে কে-র খুব ভালো লাগত না, ওকে দেখে লুকা ব্রাসির কথা মনে পডত, ওর মধ্যেও সেই রকম একটা চাপা হিংস্রতা ছিল। কে দেখল নেরি টপ কবে মাইকেলেব পিছনে, এক পাশে সবে গিয়ে তার তীক্ষ্ণ দৃষ্টি আশপাশেব সকলেব ওপব বুলিয়ে নিল। নেরিই প্রথম কে-কে দেখতে পেয়ে, মাইকেলেব কাঁধে একটু হাত বেখে তার চোখ কে-র দিকে ফিরিয়ে দিল।

কে ছুটে গেল স্বামীব বাহুবন্ধনে; ওকে তাড়াতাড়ি একটা চুমো খেয়ে, মাইকেল ছেড়ে ছিল। মাইকেল, টম হেগেন আর কে লিমুসীন চড়ল, অ্যালবার্ট নেরি অদৃশ্য হয়ে গেছিল। কে লক্ষ্যই করল না যে নেরি আরো দুটো লোকের সঙ্গে আরেকটা গাড়িতে চড়ে, লং বীচেব বাড়ি পর্যন্ত ওদের গাড়িব পিছন পিছন চলল।

কে মাইকেলকে কখনো জিজ্ঞাসা কবত না তাব কাজকর্ম কেমন হল। ভদ্রতা করে এই ধরনের প্রশ্ন করলেও সেটা কুণ্ঠার কারণ হতে পাবে বলে ও ধরে নিয়েছিল। মাইকেল যে ঐ বকম ভদ্রতা করেই তার প্রশ্নের জবাব দিত না, তাও নয়, কিন্তু প্রশ্ন করলেই হয়তো দুজনেরি মনে পড়ে যাবে ওদের বিবাহিত জীবনে মস্ত একটা নিষিদ্ধ ক্ষেত্র চিরকাল থেকে যাবে। তাই নিয়ে কে আজকাল আর মন খারাপ করত না। কিন্তু মাইকেল যখন বলল যে আজ রাতে ওকে বাবার

তখন নিরাশ হয়ে কে একটু ভুরু না কুঁচকে পারল না।

মাইকেল বলল, "আমারও খুব খারাপ লাগছে। কাল আমরা নিউ ইয়র্কে গিয়ে একটা 'শো' দেখব আর ডিনার খাব, কেমন?" এই বলে কে-র পেটটি আস্তে আস্তে চাপড়ে দিল মাইকেল, ও তখন পাঁচ মাস অন্তঃসত্ত্বা ছিল। মাইকেল বলল, "বাচ্চাটা জন্মাবার পর তো তুমি আবার বাড়িতে আটকা পড়বে। ইস্, তুমি দেখছি যত না ইয়াঙ্কি, তার চাইতে বেশি ইতালীয়। দু বছরে দুটো বাচ্চা!"

ঝাঁঝালো সুরে কে বলল, "আর তুমি যত না ইতালীয়, তার চাইতে বেশি ইয়াঙ্কি। ফিরে এসে প্রথম দিন কোথায় বাড়িতে থাকবে, তা না, ব্যবসা আর ব্যবসা!' কিন্তু কথাগুলো বলবার সময় কে-র মুখে হাসি দেখা যাচ্ছিল, "বেশি দেরি করে ফিরবে না তো?"

মাইকেল বলল, "মাঝরাতের আগেই ফিরব। তুমি কিন্তু জেগে বসে থেকো না।"

কে বলল, "আমি জেগে থাকব।"

সে রাতে ডন কর্লিয়নির বাড়ির কোণের লাইব্রেরিতে ডন নিজে, মাইকেল, টম হেগেন, কার্লো রিট্‌সি আর দুই ক্যাপোরেজিমি, ক্লেমেন্‌জা আর টেসিও পরামর্শ করতে বসেছিল।

এ মিটিঙে আগেকার মতো হৃদ্যতাব আবহাওয়া ছিল না। যে-দিন থেকে ডন কর্লিয়নি আধা অবসর গ্রহণের কথা আর মাইকেলের হাতে পারিবারিক ব্যবসার ভার দেবার কথা বলেছিলেন, সেদিন থেকেই কেমন একটা আড়ষ্ট ভাব দেখা যাচ্ছিল। কর্লিয়নি পরিবারের ব্যবসার মতো ব্যাপারে পরিচালনার ভার উত্তরাধিকারসূত্রে বাপ থেকে ছেলের হাতে বর্তাত না। অন্য কোনো পরিবার হলে, ক্লেমেন্‌জা কিংবা টেসিওর মতো ক্ষমতাশালী ক্যাপোরেজিমিদের একজন ডনের পদ নিতে পারত। অন্ততঃ তাদের আলাদা হয়ে গিয়ে নিজের নিজের পরিবার প্রতিষ্ঠা করার অধিকার দেওয়া হত।

স্থাপন করা অবধি কর্লিয়নিদের শক্তি কমে গেছিল। আজকাল নিউ ইয়র্ক অঞ্চলে বার্জিনি পরিবারই যে সব চাইতে প্রতিপত্তিশালী সে কথা নিয়ে তর্ক উঠতে পারত না। টাটাগ্লিয়াদের সঙ্গে একজোট হয়ে তারাই আজকাল কর্লিয়নি পরিবারের পুরনো শ্রেষ্ঠ আসনটি অধিকার করেছিল। তাছাড়া অতি ধূর্তভাবে ওরা এখানে-ওখানে একটু একটু করে কর্লিয়নিদের ক্ষমতা থেকে খুবলে খাচ্ছিল। ওদের জুয়োর ব্যবসাতে জোর-জবরদস্তি করে সেঁদোচ্ছিল ; যেখানেই দুর্বলতার চিহ্ন দেখছিল, সেখানেই নিজেদের বুকমেকার বসাচ্ছিল।

ডন অবসর নিচ্ছেন শুনে অবধি বার্জিনিরা আর টাটাগ্লিয়ারা আহ্লাদে আটখানা। মাইকেল যতই না দুরন্ত হোক, ডনের মতো চতুর আর প্রভাবশালী হয়ে উঠতে ওর এখনো দশ বছর লাগবে। কর্লিয়নি পরিবারের যে এখন পড়ন্ত অবস্থা সে-বিষয়ে সন্দেহ ছিল না।

অবশ্য কর্লিয়নিদের কতকগুলো বড় বড় দুর্ঘটনা ঘটে গেছিল। শেষ পর্যন্ত দেখা গেল ফ্রেডি একটা হোটেলওয়ালা আর মেয়েঘেঁষা নটবর ছাড়া আর কিছুই নয় ; মেয়েঘেঁষা নটবরের একটা ইতালীয় পরিভাষা আছে, কিন্তু সেটার অনুবাদ হয় না, তবে তার মানেটা দাঁড়ায় মাই-চোষা পেটুক ছেলে--এক কথায় পৌরুষবর্জিত। সনির মৃত্যুতে সর্বনাশ হয়েছিল। সে ছিল ভয় করবার মতো একটা মানুষ, তাকে তুচ্ছ-তাচ্ছিল্য করা যেত না। অবশ্য তুর্ককে আর পুলিস-কাপ্তানকে মারবার জন্য ছোট ভাই মাইকেলকে পাঠানোটা ওর ভুল হয়েছিল। উপস্থিত পরিস্থিতির পক্ষে প্রয়োজনীয় মনে হলেও, দূরদর্শী পরিকল্পের দিক থেকে ওখানে একটা গুরুতর ভুল হয়ে গেছিল। তার ফলে ডনকে রোগশয্যা থেকে উঠে আসতে হয়েছিল। মাইকেলকে দুটি বছরের মূল্যবান অভিজ্ঞতা এবং বাপের কাছে প্রশিক্ষণ থেকে বঞ্চিত হতে হয়েছিল। ডন অবশ্য জীবনে একটি মাত্র বোকামি করে-ছিলেন, শেষটা একটা আইরিশ লোককে কনসিলিওরির পদে বসিয়ে-

সিসিলির লোকদের সমান হয়। এই ছিল অন্য পরিবারগুলোর অভিমত, কাজেই কর্লিয়নিদের চাইতে তারা বার্জিনি-টাটাগ্লিয়া জোট-কেই বেশি খাতির করত। মাইকেল সম্পর্কে ওদের ধারণা ছিল যে শক্তিতে সে সনির সমকক্ষ ছিল না, যদিও বুদ্ধিসুদ্ধি অবশ্যই বেশি ছিল, তবে তাও বাপের মতো ছিল না। উত্তরাধিকারী হিসেবে মাইকেল মাঝারি মানের, ওকে বেশি ভয় করবার কোনো কারণ ছিল না।

এ-সব ছাড়া, যদিও শান্তি স্থাপন করার ব্যাপারে ডনের কূট-নীতিকে সকলেই শ্রদ্ধা করত, তবু ছেলের মৃত্যুর প্রতিশোধ নিলেন না বলে কর্লিয়নি পরিবার লোকের চোখে অনেকখানি সম্মান হারিয়েছিল। সকলেরই মনে হয়েছিল ঐরকম কূটনীতির মূলে ছিল দুর্বলতা।

সে রাতে ঐ ঘরে যারা বসেছিল তারা সকলেই এ সমস্ত কথা জানত, কেউ কেউ হয়তো বিশ্বাসও করত। কার্লো রিটসি মাইকেলকে পছন্দ করত, কিন্তু সনিকে যতখানি ভয় করত ওকে ততটা করত না। ক্লেমেনজাও তাই: যদিও সে তুর্ক আর পুলিস-কাপ্তান হত্যার ব্যাপারে মাইকেলের বাহাদুরির প্রশংসা করত, তবু এ-কথা ও মনে না করে পারত না যে ডন হবার পক্ষে মাইকেলের মন বড় নরম। ক্লেমেনজা আশা করেছিল ওকে নিজের পরিবার প্রতিষ্ঠা করার অনুমতি দেওয়া হবে, কর্লিয়নিদের এলাকা থেকে আলাদা ভাবে নিজের একটা সাম্রাজ্য গড়ে তুলতে পারবে। কিন্তু ডন ওকে জানতে দিয়েছিলেন যে তা হবার নয় আর ডনকে ক্লেমেনজা এত ভক্তি করত যে তাঁর কথা অমান্য করতে পারত না। যদি না সমস্ত পরিস্থিতিটা অসহ্য হয়ে ওঠে।

মাইকেল সম্পর্কে টেসিওর ধারণা আরো ভালো ছিল। টেসিও ওর মধ্যে আরো কিছুর সন্ধান পেত, চতুরভাবে গোপন করা একটা শক্তি, সাধারণের দৃষ্টি থেকে নিজের প্রকৃত ক্ষমতা অতি সাবধানে রক্ষা করা, ডনের সেই পুরনো শিক্ষা অনুসরণ করা: বন্ধুরা যেন তোমার গুণের মাপ কমিয়ে দেখে আর শত্রুরা যেন তোমার দোষের মাপ বাড়িয়ে দেখে।

কোনো বিভ্রান্তি ছিল না। মাইকেল আবার কর্লিয়নি পরিবারকে প্রতিষ্ঠিত করতে পারবে, ডনের মনে যদি এই দৃঢ় বিশ্বাস না থাকত তিনি কখনোই অবসর নিতেন না। গত দু বছর ধরে হেগেন মাইকেলের প্রশিক্ষণের ভার নিয়েছিল, পারিবারিক ব্যবসার নানান অন্ধি-সন্ধি মাইকেল কেমন টপ করে বুঝে নিত দেখে সে অবাক হয়ে গেছিল। যেমন বাপ, তাঁর তেমন ছেলে।

ক্লেমেন্‌জা আর টেসিও দুজনেই মাইকেলের ওপর অসন্তুষ্ট হয়েছিল, কারণ সে ওদের দল দুটিকে আরো হাল্কা করে দিয়েছিল, তার ওপর সনির দলটাকে নতুন করে গড়েনি। বাস্তবিকই আজকাল কর্লিয়নি পরিবারের দুটিমাত্র সেনাদল ছিল, তাদের লোকবলও আগের চাইতে কম হয়ে গেছিল। ক্লেমেন্‌জা আর টেসিও সেটাকে আত্মহত্যার সামিল বলে মনে করত, বিশেষতঃ আজকাল যখন ওদের সাম্রাজ্যে বার্জিনি-টাটাগ্লিয়া দল অনধিকার প্রবেশ করতে শুরু করেছিল। এবার ওদের খুব আশা হয়েছিল হয়তো এই বিশেষ অনুষ্ঠানে ঐ-সব ভুলগুলো সংশোধন করা হবে।

গোড়াতেই মাইকেল তার ভেগাস যাত্রার বিবরণী দিল; মো গ্রীন তার শেয়ার কিনে নেওয়ার প্রস্তাব প্রত্যাখ্যান করেছে সে-কথা বলল। বলেই মাইকেল আরো বলল, "কিন্তু ওর কাছে এবার এমন প্রস্তাব দেওয়া হবে যেটা ও প্রত্যাখ্যান করতেই পারবে না। তোমরা সকলেই জান যে কর্লিয়নি পরিবারের কাজকর্ম পশ্চিমে তুলে নিয়ে যাবার সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়েছে। ভেগাসের স্ট্রিপ্ বলে জায়গাটাতে আমরা চারটে হোটেল ক্যাসিনোর মালিকানা নেব। তবে এক্ষুনি এত সব হয়ে উঠবে না। সমস্ত ব্যাপারটা গুছিয়ে নিতে সময় লাগবে।" এবার মাইকেল ক্লেমেন্‌জাকে সোজাসুজি বলল, "পীট, তুমি আর টেসিও আছ, তোমরা দুজন বিনা প্রশ্নে, বিনা আপত্তিতে, একটা বছর আমার মত মেনে নিয়ে কাজ কর। বছরের শেষে তোমরা দুজনেই কর্লিয়নি

পেতো হওয়া যায়। তারা সুন্দরী মেয়েদের এক রকম কামুক বিদ্বেষের সঙ্গে উপভোগ করত। হিসাব করে ক্ষমতা কিংবা টাকাকড়ির সুবিধা প্রয়োগ করত, কে কখন বিশ্বাসঘাতকতা করে, তাই সদাই সজাগ থাকত, সদাই মনে এই ধারণা পোষণ করত যে মেয়েরা ওদের প্রবঞ্চনা করবে, পরিত্যাগ করবে। মেয়েরা হল শত্রু, তাদের পরাহত করতে হবে। কিংবা মেয়েদের ঘৃণা করতে অস্বীকার করা যায়, সর্বদা তাদের বিশ্বাস করা যায়।

জনি জানত মেয়েদের না ভালোবেসে ও থাকতে পারবে না; যতই বিশ্বাসঘাতক প্রবঞ্চক তারা হোক না কেন, তবু তাদের ভালো না বাসলে, জনির অন্তরের খানিকটা মরে যাবে। পৃথিবীতে যাদের ও সব চাইতে বেশি ভালোবাসত, চঞ্চলা ভাগ্যদেবীর কোপে পড়ে ওকে ভগ্ন, লাঞ্ছিত অবস্থায় দেখলে, তারাই যে গোপনে উল্লসিত হয়ে উঠত, তাতে জনির কিছু এসে যেত না; যৌন সম্বন্ধ বাদ দিয়ে, কেমন একটা বিষম বিকটভাবে ওরা যে ওর প্রতি বিশ্বাসঘাতকতা করত, তাতেও ওর কিছু এসে যেত না। ওর অন্য কোনো উপায় ছিল না। ওদের মেনে নিতে ও বাধ্য হত। কাজেই ও সকলের সঙ্গে প্রেম করত, সকলকে উপহার দিত, ওর সর্বনাশে ওদের আনন্দের বেদনা লুকিয়ে রাখত। ওদের ও ক্ষমা করত, কারণ ও জানত যে এতকাল নারী জাতির কাছ থেকে ও সম্পূর্ণ মুক্ত থাকতে পেরেছে, অথচ নারীদের কাছ থেকে পরিপূর্ণ আদর পেয়েছে, তাই এখন ওরা তার প্রতিশোধ নিচ্ছে। এখন আর ওদের প্রতি বিশ্বাসঘাতকতা করলে জনির নিজেকে দোষী মনে হত না। জিনির সঙ্গে যে ব্যবহার করত, তার জন্যেও নিজেকে দোষ দিত না, সন্তানদের একমাত্র বাপের আসনটি জুড়ে থাকছে, অথচ জিনির আরেকবার বিয়ে করার কথা মনেও স্থান দিচ্ছে না। এমন কি জিনিকে ওর বর্তমান মনের অবস্থা জানতেও দিত। শিখর থেকে পতনের সময়ে ঐ একটি মাত্র জিনিসই ও রক্ষা করতে পেরেছিল। মেয়েদের যে বেদনা দিত, সে বিষয়ে মনের চারদিকে একটা পুরু চামড়া গজিয়ে নিয়েছিল।

শরীরটা ক্লান্ত, শুতে যেতে হচ্ছে। কমাহুল, তবু একটি স্মৃতি মনের মধ্যে লেগে ছিল : সে হল নিনোর সঙ্গে গান গাওয়ার স্মৃতি। হঠাৎ জনি বুঝতে পারল কি করলে ডন কর্লিয়নি সব চাইতে খুশি হবেন। ফোনটা তুলে অপারেটরকে বলল নিউ ইয়র্ক দিতে। তারপর সনি কর্লিয়নিকে ডেকে নিনো ভ্যালেন্টির নম্বর চাইল। তারপর নিনোকে ডাকল। সর্বদা যেমন হত, নিনোকে কিঞ্চিৎ নেশাগ্রস্ত মনে হল।

জনি বলল, "এই নিনো, এখানে এসে আমার সঙ্গে কাজ করতে তোর কেমন লাগবে? আমার একটা বিশ্বাসী লোক দরকার।"

নিনো একটু রঙ্গ করে বলল, "কি জানি, জনি, আমার এই ট্রাক চালানোর কাজটাই বা মন্দ কি, পথে যেতে গিন্নিদের সঙ্গে রস জমাই, প্রত্যেক হপ্তায় পাক্কা দেড়শো ডলার কামানো। তুই আমাকে কি দিতে পারবি?"

জনি বলল, "পাঁচশোতে শুরু, চিত্রতারকাদের সঙ্গে না-দেখা 'ডেট', কেমন লাগবে? আর হয়তো আমি যখন পার্টি দেব, তোকে গান গাইতে দেব।"

নিনো বলল, "তাই বুঝি? খুব ভালো; তাহলে ব্যাপারটা একটু ভেবে দেখতে হয়, আমার উকীল আর অ্যাকাউন্টেন্ট আর যে-লোকটা আমাকে ট্রাক চালাতে সাহায্য করে, তাদের সঙ্গে কথা বলে দেখতে হয়।"

জনি বলল, "ইয়ার্কি রাখ্, নিনো, আমার এখানে তোকে চাই। আমার ইচ্ছা তুই কাল উড়ে চলে এসে, হপ্তায় পাঁচশো ডলার মাইনের একটা এক বছরের কন্ট্র্যাক্ট সই করে যাস্। তাহলে পরে যদি তুই আমার মেয়েমানুষদের ভাগিয়ে নিস্ আর আমি তোর চাকরি খেয়ে দিই, অন্ততঃ এক বছরের মাইনে তো পেয়ে যাবি। কি বলিস্, ঠিক তো?"

অনেকক্ষণ চুপচাপ। তারপর নিনোর গলা, "হ্যাঁ রে জনি, ঠাট্টা করছিস্ না তো?" তার নেশা ছুটে গেছিল।

জনি বলল, "সত্যি বলছি, ভাই। নিউ ইয়র্কে আমার এজেন্টের আপিসে যাস্। তারা তোকে প্লেনের টিকিট আর কিছু টাকাকড়ি

দেবে। কাল ভোরে উঠে সবার আগে ওদের ফোন করে বলে দেব। তুই ওখানে দুপুরের পরে যাস্। ঠিক আছে? এদিকে এয়ারপোর্টে কাউকে রাখব, সে তোকে আমার এখানে নিয়ে আসবে।"

আবার অনেকক্ষণ চুপচাপ, তারপর নিনোর গলা, ভারি সংযত, অনিশ্চিত, "ঠিক আছে, জনি।" স্বরে নেশার চিহ্নমাত্র ছিল না।

জনি এবার ফোন রেখে, শোবার তোড়জোড় করতে লাগল। সেই মূল রেকর্ডটা ভেঙে ফেলে অবধি তার মন কখনো এত ভালো হয়নি।

তেরো

প্রকাণ্ড রেকর্ডিং স্টুডিওতে বসে জনি ফন্টেন একটা হলদে প্যাডে খরচের হিসাব কষছিল। বাজিয়েরা সারি বেঁধে ঢুকছিল, ছোকরা বয়সে জনি যখন ব্যাণ্ডে গান গাইত, তখন থেকেই এদের সবাইকে ও চিনত। বাদ্য-পরিচালক ছিল পপ্ সঙ্গীতের শ্রেষ্ঠ শিল্পীদের একজন, জনির জীবনে যখন সব গোলমাল হয়ে যাচ্ছিল, এই লোকটির কাছ থেকে সে সহানুভূতি পেয়েছিল। এখন সে প্রত্যেকটি বাদককে একতাড়া করে স্বরলিপির কাগজপত্র আর মুখে মুখে কিছু নির্দেশ দিয়ে দিচ্ছিল। তার নাম ছিল এডি নীল্স্। নিজের হাতে অনেক কাজ থাকা সত্ত্বেও, জনির প্রতি বিশেষ আনুকূল্যের কারণে সে এই রেকর্ড করার ভার নিয়েছিল।

নিনো ভ্যালেন্টি একটা পিয়ানোর সামনে বসে ভয়ে ভয়ে চাবিগুলোতে টুংটাং করছিল আর একটা প্রকাণ্ড গেলাস ভরা রাই হুইস্কিতে চুমুক দিচ্ছিল। জনির তাতে কোনো আপত্তি ছিল না। ও জানত যে মাতাল হোক বা নাই হোক, জনি সমান ভালো গাইবে আর আজ যে কাজ হচ্ছে তার জন্য নিনোর খুব বেশি দক্ষতার প্রয়োজন হবে না।

কতকগুলো পুরনো ইতালীয় আর সিসিলীয় গানের ব্যবস্থা করেছিল

এডি নীল্‌স্‌ আর ঐ যে দ্বন্দ্বযুদ্ধের দ্বৈত সঙ্গীত। নিনো আর জনি কাল কর্লিয়নির বিয়ের দিন গেয়েছিল, সেটিকেও বিশেষ ভাবে রেকর্ড করা হবে। জনির এই রেকর্ড করার প্রধান কারণ হল ডন এসব গান বড় ভালোবাসতেন, ; ঐ রেকর্ডটি খাসা একটা বড়দিনের উপহার হবে। তাছাড়া জনির কেমন মনে হচ্ছিল রেকর্ডটা বিক্রি হবে ভালো, অবশ্য দশ লক্ষ হবে না। জনি আঁচ করেছিল নিনোকে সাহায্য করাই হল ডনের অভিপ্রেত প্রতিদান। আর যাই হোক, নিনোও তো তাঁর আরেকটি ধর্মপুত্র।

ক্লিপ্‌বোর্ড আর হলদে প্যাড পাশের চেয়ারে রেখে, জনি উঠে পিয়ানোর পাশে দাঁড়াল। জনি বলল, "ও হে দেশ-ভাই!"

নিনো মুখ তুলে হাসবার চেষ্টা করল। ওকে একটু অসুস্থ দেখাচ্ছিল। ঝুঁকে পড়ে জনি ওর কাঁধের হাড় ঘষে দিল। বলল, "ঘাবড়িও না, ভাই। আজ ভালো করে গেয়ো, তাহলে আমি তোমার সঙ্গে হলিউডের সব চাইতে বিখ্যাত নিতম্বিনীর বন্দোবস্ত করে দেব।"

নিনো এক ঢোক হুইস্কি গিলে বলল, "সে কে? ল্যাসি কুকুরটা নাকি?"

জনি হেসে বলল, "না, ডীনা ডান। খাসা মেয়ে, কথা দিচ্ছি।"

নিনো শুনে খুশি হল, তবু একটা মেকি আশান্বিত ভাব দেখিয়ে বলল, "কেন, ল্যাসির সঙ্গে ঠিক করে দিতে পার না?"

অর্কেস্ট্রাতে মিশ্র সঙ্গীতের প্রথম গানের সুর বেজে উঠল। জনি ফন্টেন মনোযোগ দিয়ে শুনতে লাগল। এডি নীল্‌স্‌ একবার সব কটি গানের বৈশিষ্ট্যগুলির দিকে দৃষ্টি রেখে বাজিয়ে নেবে। তারপর রেকর্ডের জন্য প্রথম 'টেক্‌' হবে। শুনতে শুনতে জনি মনে মনে মক্স করে নিচ্ছিল প্রত্যেকটি পদ কি ভাবে গাইবে, কি ভাবে প্রত্যেকটি গান শুরু করবে। ও জানত ওর গলা বেশিক্ষণ টিকবে না, কিন্তু নিনোই বেশির ভাগ গাইবে, জনি শুধু সঙ্গে সঙ্গে থাকবে। এক ঐ দ্বন্দ্বযুদ্ধের দ্বৈত সঙ্গীতটি বাদে। সেটার জন্যেই গলাটাকে বাঁচিয়ে চলতে হবে।

হাত ধরে টেনে নিনোকে দাঁড় করিয়ে দিল জনি, দুজনে গিয়ে নিজের নিজের মাইক্রোফোনের সামনে দাঁড়াল। নিনো গোড়াতেই ভুল করল, তারপর আবার ভুল করল। অপ্রস্তুত হয়ে মুখ লাল। জনি ঠাট্টা করতে লাগল, "কি রে, ওভারটাইম নেবার তালে আছিস নাকি?"

নিনো বলল, "হাতে ম্যাণ্ডোলিনটা না থাকলে সুবিধে লাগে না।"

জনি এক মিনিট ভেবে বলল, "ঐ মদের গেলাসটা হাতে করে ধরে রাখ না।"

মনে হল তাতেই হয়ে গেল। গাইতে গাইতে নিনো মাঝে-মধ্যে চুমুক দিচ্ছিল বটে, কিন্তু খাসা গাইছিল। জনিও সহজ সুরেই গাইছিল, গলায় কোনো রকম জোর দিচ্ছিল না, নিনোর প্রধান সুরের চারদিকে যেন ওর স্বরটা নেচে বেড়াচ্ছিল। এ ভাবে গান গেয়ে মনে কোনো সুখ পাওয়া যাচ্ছিল না, তবু নিজের গলার পেশাদারী দক্ষতা দেখে জনি নিজেই অবাক হচ্ছিল। দশ বছরের গানের পেশা থেকে তাহলে কিছু শেখা গেছিল।

রেকর্ডের শেষ গান হল ওদের সেই দ্বন্দ্বযুদ্ধের দ্বৈত সঙ্গীত, জনি এবার গলা ছেড়ে গাইল; রেকর্ড করা শেষ হয়ে গেলে কণ্ঠনালীতে বেদনা শুরু হয়ে গেছিল। শেষ গানের সময়ে বাদ্যকররাও যেন কেমন অনুপ্রাণিত হয়ে উঠেছিল, ওদের মতো ঝুনো বাজিয়েদের ওরকম বড় একটা হত না। বাদ্যযন্ত্রগুলো পিটিয়ে, পা ঠুকে তারা অভিনন্দন জানিয়েছিল, ঢোল-বাদকরা একপ্রস্থ ড্রাম পিটিয়ে দিয়েছিল।

মাঝে মাঝে থামতে হচ্ছিল, পরামর্শ করতে হচ্ছিল, প্রায় চার ঘণ্টা খাটবার পর তবে সেদিন ওরা কাজ বন্ধ করেছিল। এডি নীল্‌স্‌ জনির কাছে এসে আস্তে আস্তে বলেছিল, "গলাটা তো চমৎকার শোনাল, ভাই। এবার হয়তো একটা রেকর্ড করতে পারবে। আমার হাতে একটা নতুন গান আছে, ঠিক যেন তোমার জন্যেই তৈরি!"

জনি মাথা নাড়ল, "যাও যাও, এডি, আমার সঙ্গে মস্করা কর না।

তাছাড়া ঘণ্টা দুইয়ের মধ্যে গলা এত ভেঙে যাবে যে কথা বলাই কষ্টকর হবে। আজ যে-ধরনের জিনিস রেকর্ড করলাম, তোমার মতে এ রকম আরো অনেকখানি করতে হবে নাকি?”

চিন্তিতভাবে এডি বলল, “নিনোকে কাল একবার স্টুডিওতে আসতে হবে, ও কয়েকটা ভুল করেছে। কিন্তু যতখানি ভেবেছিলাম, ও দেখছি তার চাইতে ঢের ঢের ভালো। কিছু যদি আমার অপছন্দ হয়, শব্দ-যন্ত্রীদের দিয়ে সেটুকু ঠিক করিয়ে নেব। ঠিক আছে?”

জনি বলল, “ঠিক আছে। প্রেসিংটা কবে শুনতে পাব?”

এডি নীল্‌স্‌ বলল, “কাল রাতে। তোমার বাড়িতে?”

জনি বলল, “হাঁা। অনেক ধন্যবাদ, এডি। তাহলে কাল দেখা হবে।”

এই বলে নিনোর বাহু ধরে স্টুডিও থেকে বেরিয়ে এল। জিনির বাড়ি না গিয়ে জনিরা নিজের বাড়ি গেল।

ততক্ষণে বেলা পড়ে এসেছিল। নিনোর তখনো অর্ধেক নেশা ছিল। জনি ওকে ঝরনা-কলে স্নান করে, এক ঘুম দিয়ে নিতে বলল। রাত এগারোটায় একটা বড় পার্টিতে দুজনকে যেতে হবে।

নিনোর ঘুম ভাঙলে জনি ওকে শিখিয়ে পড়িয়ে নিল। বলল, “এই পার্টিটা হল চিত্রতারকাদের একটা ‘লোন্‌লি হার্ট্‌স্‌ ক্লাবের’ পার্টি। আজ যে-সব মেয়েমানুষদের দেখতে পাবে, তাদের তুমি পরদার ওপর মোহিনী মায়াবিনী রূপে দেখেছ, তাদের সঙ্গে প্রেম করতে পারলে, লক্ষ লক্ষ লোক তাদের ডান হাত কেটে দিতে রাজী হয়। তাদের আজকের এই পার্টিতে আসার একমাত্র কারণ হল তারা একটি করে নাগর চায়। কেন জান? কারণ ঐ জিনিসটার জন্য তারা লালায়িত, অথচ বয়সটা কিঞ্চিৎ বেশি। তাছাড়া সব মেয়েদের মতোই, জিনিসটাকে ওরা খানিকটা কায়দাদুরস্ত-ভাবে চায়।”

নিনো জিজ্ঞাসা করল, “তোমার গলার আবার কি হল?”

জনি প্রায় ফিসফিস করে কথা বলছিল, “একটুক্ষণ গাইলেই আমার

এরকম হয়। এখন গান এক লাইন গাইতে পারব না। তবে দিন দুয়েকের মধ্যে গলা-ভাঙাটা সেরে যাবে।"

চিন্তিতভাবে নিনো বলল, "ভারি মুশকিল তো।"

জনি কাঁধ দুটো তুলে বলল, "শোন, নিনো, আজ রাতে বেশি মাতাল হয়ে পড় না। হলিউডের ঐ মেয়েমানুষগুলোকে দেখিয়ে দিতে হবে যে আমার পাড়াগাঁয়ের বন্ধুটি একেবারে আহাম্মুক নয়। তোমাকে জমিয়ে তুলতেই হবে। মনে রেখো, ঐ মেয়েমানুষদের চিত্রজগতে বেজায় প্রতিপত্তি, ওরা তোমাকে কাজ জুটিয়ে দিতে পারে। নিজের সুবিধা করে নিতে পারলে, খানিকটা মিষ্টি ব্যবহার করতে ক্ষতি কি?"

নিনো আবার গেলাসে মদ ঢালছিল, সে বলল, "আমি সর্বদাই মিষ্টি ব্যবহার করি।" গেলাসটা নিঃশেষ করে, এক গাল হেসে নিনো বলল, "ঠাট্টা রাখ, সত্যি বল আমাকে ডীনা ডানের কাছাকাছি নিয়ে যেতে পারবে?"

জনি বলল, "অত ভাববার কিছু নেই। যে রকম মনে করছ, এ সে রকম ব্যাপারই নয়।"

হলিউডের চিত্রতারকাদের লোন্‌লি হার্ট্‌স্‌ ক্লাবের নাম দিয়েছিল ছোকরা তারকারা, তাদের উপস্থিতি ছিল বাধ্যতামূলক। প্রতি শুক্রবার রাতে সভ্যরা য়োলট্‌স্‌ ইন্টারন্যাশনাল ফিল্ম কর্পোরেশনের প্রেস এজেন্ট—বরং তাকে জন-সংযোগ উপদেষ্টা বলা চলে—রক ম্যাক্‌এল্‌রয়ের প্রাসাদোপম বাসগৃহে মিলিত হত। বাড়িটার আসল মালিক হল ঐ স্টুডিওটি। ম্যাক্‌এল্‌রয়ের বাড়ির পার্টি হলেও, বুদ্ধিটা এসেছিল জ্যাক য়োলট্‌সের কার্যকরী মস্তিষ্ক থেকে। যে-সব তারকাদের জন্য ওর স্টুডিওর এত রোজগার, তাদের মধ্যে কারো কারো এখন বয়স হয়ে গেছিল। বিশেষ আলোকসম্পাত আর মেক্‌-আপওয়ালাদের জাদু ছাড়া তাদের বয়স বোঝাও যেত। তাই তাদের নানান সমস্যা দেখা দিচ্ছিল। তাছাড়া শারীরিক ও মানসিক দিক থেকেও তাদের ফুর্তি খানিকটা কমে গেছিল।

আর তারা প্রেমে পড়তে পারত না। আর তারা খুদরার পাত্রীর ভূমিকা নিতে পারত না। বড় বেশি মেজাজীও হয়ে পড়েছিল তারা, অত টাকা, অত নামডাক, অতখানি প্রাক্তন রূপের কারণে। য়োলট্স্ এই পার্টিগুলো দিত, যাতে তাদের পক্ষে পছন্দমতো প্রণয়ী খুঁজে নেওয়া সহজ হয়। প্রথমে এক রাত্রের ব্যাপার, তারপর লেগে গেলে, সব সময়ের শয্যাসঙ্গীর ব্যবস্থা থেকে শুরু করে, ক্রমশঃ উন্নতি। ব্যাপারটা মাঝে মাঝে নামতে নামতে মারপিট, যৌন আতিশয্যে দাঁড়াত, তখন আবার পুলিসের হাঙ্গামা বাধত। শেষটা য়োলট্স্ স্থির করল পার্টিগুলোকে জন-সংযোগ উপদেষ্টার বাড়িতে করতে হবে, সে ভদ্রলোক নিজে উপস্থিত থেকে গোলমাল মিটিয়ে দেবে, সাংবাদিকদের আর পুলিস-অফিসারদের টাকাকড়ি দিয়ে বুঝিয়ে-সুঝিয়ে দেবে, যাতে ঐ নিয়ে বেশি হট্টগোল না হয়।

স্টুডিও থেকে মাইনে-করা সতেজ তরুণ পুরুষ অভিনেতাদের মধ্যে যারা তখনো তারকার পদে উন্নীত হয়নি, তাদের কারো কারো কাছে ঐ শুক্রবারের পার্টিগুলোকে সব সময় খুব একটা উপভোগ্য কর্তব্য বলে মনে হত না। তার একটা প্রমাণ এই যে বাইরে মুক্তি দেওয়া হয়নি, এমন আনকোরা নতুন একেকটা ছবি ঐ পার্টিতে দেখানো হত। এমন কি সেটাকে উপলক্ষ্য করেই পার্টি। লোকে বলত, 'চল, অমুকের তৈরি নতুন ছবিটা দেখে আসা যাক।' এই ভাবে পার্টিগুলোতে একটা পেশাদারী রঙ চড়ানো হত।

শুক্রবার রাতের পার্টিগুলোতে তরুণী ছোট তারকাদের প্রবেশ নিষেধ ছিল। অন্ততঃ তাদের না যাওয়াটাকেই উৎসাহ দেওয়া হত। বেশির ভাগই ইঙ্গিতটা বুঝতে পারত।

রাত দুপুরে নতুন ছবি দেখানো হত, জনি আর নিনো এগারোটার সময় গিয়ে পৌঁছল। প্রথম দর্শনেই রয় ম্যাক্এল্রয়কে বেজায় ভালো লাগত, ফিটফাট, চমৎকার সাজ-পোশাক। জনি ফন্টেনকে দেখে আশ্চর্য হয়ে সে সানন্দে বলে উঠল, "ও কি। তুমি এখানে কি করছ?" বাস্তবিকই সে অবাক হয়ে গেছিল।

[illegible]
স্থান সব দেখিয়ে বেড়াচ্ছি। নিনোর সঙ্গে আলাপ কর।"

ম্যাক্‌এল্‌রয় নিনোর সঙ্গে হ্যাণ্ড-শেক করে, তার দিকে তাকিয়ে যাচাই করে নিয়ে জনিকে বলল, "ওরা ওকে জ্যান্ত খেয়ে ফেলবে।" এই বলে ওদের পিছন দিকের চাতালে নিয়ে গেল।

পিছনের চাতাল বলতে আসলে পর পর সাজানো কয়েকটা বিশাল ঘর, তাদের মস্ত মস্ত কাচের দরজার বাইরে একটি বাগান আর পুকুর। প্রায় শতখানেক লোক সেখানে ভিড় করেছিল, সবার হাতে পানীয়। জায়গাটা এমনি নিপুণভাবে আলোকিত যাতে নারীদের মুখ আর গায়ের চামড়া সুন্দর দেখায়। নিনো যখন তরুণ কিশোর তখন আঁধার-করা ছবির পরদায় এদেরই দেখতে পেত। ওর কৈশোরের প্রেম-স্বপ্নে এরা সব ভূমিকা নিত। এখন তাদের স্থূল দেহ দেখে মনে হল ওরা বুঝি বিকট কিছু সেজে এসেছে। ওদের দেহ মনের অসীম ক্লান্তি কোনো কিছুতে ঢাকা পড়বার নয়। কালের প্রকোপে পড়ে তাদের দেবত্ব ঘুচে গেছে। ওদের ভঙ্গিমা, ওদের চলাফেরা সেই আগেকার স্মৃতিচিত্রের মতো হলেও, দেখাচ্ছিল যেন মোমের ফল, তাতে পুরুষের গ্রন্থিতে স্নেহের উদ্রেক হয় না। নিনো ছুটো পানীয় নিল, তারপর ঘুরতে ঘুরতে একটা টেবিলের ধারে গিয়ে, একগোছা বোতলের পাশে দাঁড়াল। জনিও ওর কাছে সরে এল। দুজনে মদ খেতে লাগল, যতক্ষণ না পিছন থেকে ডীনা ডানের গলার স্বর কানে এল।

আরো লক্ষ লক্ষ পুরুষের মতো নিনোর মনেও ঐ কণ্ঠস্বর চিরকালের মতো গাঁথা হয়ে ছিল। ডীনা ডান, দুবার আকাদেমি পুরস্কার পেয়েছিল। হলিউডের যে ছবি সব চাইতে টাকা কামিয়েছিল তাতে ডীনা ডান ছিল। পরদার ওপর ওর মধ্যে কেমন একটা মার্জারীসুলভ নারীত্বের লাবণ্য প্রকাশ পেত যা দেখে কোনো পুরুষ অবিচলিত থাকতে পারত না। কিন্তু সেই মেয়ের মুখে এখন যে কথা শোনা গেল, রূপোলী পরদায় তেমন কেউ শোনেনি। "জনি হারামজাদা, আবার আমাকে আমার

করলে। দ্বিতীয় বারের জন্য আর এলে না কেন শুনি?"

ডীনা গাল বাড়িয়ে দিতে, জনি তাতে চুমো খেল, "তুমি যে আমাকে এক মাসের মতো ঘায়েল করে ফেলেছিলে। এবার আমার মাসতুতো ভাইয়ের সঙ্গে আলাপ কর। খাসা এক বলিষ্ঠ ইতালীয় ছোকরা। ও হয়তো তোমার সঙ্গে সমানে টেক্কা দিতে পারবে।"

ডীনা ডান মাথা ঘুরিয়ে নিনোর দিকে নিরুত্তাপভাবে তাকাল। "ও কি ছবির আগাম দেখতে ভালোবাসে?"

জনি হাসল, "কখনো সুযোগ পেয়েছে কি না সন্দেহ। তুমি ওকে শিখিয়ে নাও না কেন?"

ডীনা ডানের সঙ্গে একলা পড়ে নিনোকে বড় এক গেলাস হুইস্কি খেয়ে নিতে হল। নির্বিকার হবার চেষ্টা করছিল বটে, কিন্তু কাজটা খুব শক্ত। অ্যাংলো-স্যাক্সন রূপসীদের মতো ডীনা ডানের নাকের ডগাটা একটু তোলা, মুখটা কাটা-কাটা নিখুঁত। তাছাড়া ওকে নিনো খুব ভালো করেই জানত। একটা শোবার ঘরে ওকে একাকিনী দেখেছিল, মৃত পাইলট স্বামীর জন্য কাঁদছে; কতকগুলো পিতৃহীন সন্তান। ওকে ক্রুদ্ধ, ক্ষুব্ধ, অপমানিত হতে দেখেছিল, যখন লোচ্চা ক্লার্ক গেব্‌ল্ প্রথমে নিজের সুবিধা করে নিয়ে, তারপর একটা মোহিনী মেয়েমানুষের জন্য ওকে ত্যাগ করে চলে গেল: তখনো কেমন একটা গাম্ভীর্যময় গৌরবে ও উদ্ভাসিত হয়ে উঠেছিল। চলচ্চিত্রে ডীনা কখনো মোহিনী মেয়ের ভূমিকায় নামত না। ডীনাকে পরিতৃপ্ত প্রেমে রাঙা মুখে তার প্রিয়তমের আলিঙ্গনাবদ্ধ হতে দেখেছিল, এবং অন্ততঃ আধ ডজন বার কি সুন্দর করে মরে যেতে দেখেছিল। ওকে দেখেছিল, শুনেছিল, ওর স্বপ্ন দেখেছিল, তবু ওকে একা পেয়ে প্রথম যে কথা ডীনা বলল, তার জন্য প্রস্তুত ছিল না। বলেছিল, "এ শহরে যে দু-একজন পুরুষের মুরোদ আছে, জনি তাদের একজন। বাকি সবাই নিষ্কর্মা, রুগ্ন ক্লীব, ওদের মুখে একগাড়ি স্প্যানিশ মাছি পুরে দিলেও কোনো মেয়েমানুষের সঙ্গে আসঙ্গ করতে

যোগিতা থেকে দূরে, ঘরের এক কোণে নিয়ে গেল।

সেখানে গিয়ে নিরুত্তাপ মাধুর্যের সঙ্গে ওর নিজের বিষয়ে জিজ্ঞাসা করতে লাগল। ওকে চিনতে নিনোর বাকি রইল না। ও বুঝতে পারল ডীনা এবার একজন ধনী অভিজাত কন্যার আস্তাবলের সইস, কিংবা গাড়ির চালকের প্রতি দয়া দেখানোর ভূমিকা করছে। ছবিতে যদি ছোকরা প্রেম করতে যেত, তাহলে ঐ ভূমিকায় স্পেন্সার ট্রেসি নামলে দাবড়ি খেত, কিন্তু ক্লার্ক গেব্‌ল্ নামলে তার প্রতি কামাসক্ত হয়ে ঐ মেয়ে সব ছেড়েছুড়ে ওর সঙ্গে চলে যেত। কিন্তু তাতে কিছু যায়-আসে না। নিনো দেখল ও দিব্যি বলে যাচ্ছে ও আর জনি কেমন একসঙ্গে নিউ ইয়র্কে ছোট থেকে বড় হয়েছিল, ওরা কেমন ছোট ছোট ক্লাবের ব্যাপারে ডাক পেয়ে একসঙ্গে গাইত। আশ্চর্য রকম সমবেদনা আর মনোযোগের সঙ্গে ডীনা সব কথা শুনছিল। একবার কথাচ্ছলে ডীনা জিজ্ঞাসা করল, 'জনি কি করে হতভাগা জ্যাক য়োলট্‌সের কাছ থেকে ঐ পার্টটা আদায় করেছিল জান কি?' অমনি কাঠ হয়ে গিয়ে মাথা নেড়েছিল নিনো। ডীনাও কথাটাকে আর টানেনি।

য়োলট্‌সের নতুন ছবি দেখার সময় হয়ে এল। ডীনা ডান তখন উষ্ণ হাতে নিনোর হাত চেপে ধরে ওকে বাড়ির ভিতরের একটা ঘরে নিয়ে গেল। সে-ঘরের কোনো জানলা ছিল না; আসবাবের মধ্যে ছিল গোটা পঞ্চাশেক দুজন করে বসবার কৌচ, সেগুলি ঘরময় এমনভাবে ছড়ানো ছিল যে প্রত্যেকটি কৌচ যেন এক্কেকটি প্রায়-নির্জনতার দ্বীপ।

নিনো দেখল কৌচের পাশে ছোট টেবিল, টেবিলে বরফের পাত্র, গেলাস, মদের বোতল, ট্রেতে সাজানো সিগারেট। ডীনা ডানকে ও একটা সিগারেট দিয়ে, সেটি ধরিয়ে দিল। তারপর দুজনার জন্য পানীয় মিশিয়ে নিল। পরস্পরের সঙ্গে কোনো কথা বলেনি ওরা। একটু পরে ঘরের আলোগুলো নিবে গেল।

সাংঘাতিক কিছুর জন্য প্রস্তুত ছিল নিনো। হলিউডের কলুষিত

সতর্কবাণী না দিয়েই যে ডীনা ডান ওর ওপর ওরকম আছড়ে পড়বে, তার জন্য নিনো একেবারেই তৈরি ছিল না। নিনো মদের গেলাসে একটু একটু চুমুক দিতে আর চলচ্চিত্রটা দেখতে লাগল, যদিও কোনো স্বাদও পাচ্ছিল না, কিছু দেখতেও পাচ্ছিল না। নিনো যে রকম উত্তেজিত হয়ে পড়েছিল তেমন আর কখনো হয়নি, তার খানিকটা কারণ হল যে নারী অন্ধকারে ওর সেবায় রত ছিল, সে ছিল ওর কৈশোরের স্বপ্নের নায়িকা।

আবার অন্য দিক দিয়ে ওর পৌরুষ অপমানিত হচ্ছিল। কাজেই যখন বিশ্ববিখ্যাত ডীনা ডান পরিতৃপ্ত হয়ে, ওকে আবার সাজিয়ে-গুজিয়ে দিল, ও অম্লান বদনে অন্ধকারে তার জন্য এক গেলাস পানীয় ঢেলে দিল, একটা নতুন সিগারেট ধরিয়ে দিল আর পরম আয়েসের সঙ্গে বলল, "মনে হয় ছবিটা ভালোই।"

কৌচের ওপর ডীনা ডানের শরীরটা কাঠ হয়ে উঠেছে, নিনো টের পেল। এও কি হতে পারে যে ও দু একটা প্রশংসাবাক্যও আশা করছে? অন্ধকারে হাতের কাছে যে বোতলটা পেল, তার থেকে মদ ঢেলে গেলাস ভরে নিল। চুলোয় যাকগে। ডীনা ডান এমন ব্যবহার করেছিল যেন ও একটা পুরুষ বেশ্যা। যে কারণেই হোক, এখন এই মেয়েগুলোর ওপর ওর এক রকম নিরুত্তাপ রাগ হচ্ছিল। আরো মিনিট পনেরো ওরা ছবিটা দেখল। নিনো এক পাশে হেলে শুয়েছিল, যাতে পরস্পরকে স্পর্শ করতে না হয়।

শেষ পর্যন্ত কর্কশ কণ্ঠে ফিসফিস করে ডীনা বলল, "ও রকম অপোগণ্ড ছুঁচোর মতো ভাব দেখাচ্ছ কেন, বেশ তো ভালো লাগল।"

নিনো আরো দুটো চুমুক দিয়ে, আলগোছে স্বাভাবিক গলায় বলল, "ঐ রকমই থাকি সারাক্ষণ। উত্তেজিত হলে দেখতে হয়।"

একটু হাসল ডীনা ডান, তারপর ছবি শেষ হওয়া পর্যন্ত চুপ করে রইল। অবশেষে ছবিও শেষ হল, আলোও জ্বলে উঠল। নিনো চারদিকে

তাকিয়ে দেখল। বুঝতে পারল অন্ধকারে দাবা একটা বল নাচ হয়ে গেছে, আশ্চর্যের বিষয় ও তার কিছুই শুনতে পায়নি। কিন্তু মহিলাদের কারো কারো মুখ দেখতে কেমন শক্ত চকচকে লাগছিল, চোখও জ্বলছিল, খুব খানিকটা হয়ে গেলে যেমন হয়। প্রজেক্‌শন ঘর থেকে ওরা ধীরে-সুস্থে বেরিয়ে এল। অমনি ডীনা ডান ওকে ছেড়ে দিয়ে একজন বয়স্ক লোকের সঙ্গে কথা বলতে চলে গেল। নিনো তাকে চিনতে পারল, একজন বিখ্যাত অভিনেতার মুখ চোখ। এখন কিন্তু চাক্ষুষ দেখে নিনো বুঝল লোকটি একটা ধ্বংসাবশেষ ছাড়া কিছু নয়। চিন্তান্বিত ভাবে নিনো মদের গেলাসে চুমুক দিল।

জনি ফন্টেন পাশে এসে বলল, "কি বন্ধু, মজা করছ?" নিনো এক গাল হাসল, "ঠিক বলতে পারছি না। অন্য রকম লাগছে। এখন আমার পুরনো জায়গায় ফিরে গিয়ে বলতে পারব ডীনা ডান আমাকে অধিকার করেছিল।"

জনি হাসল, "তোমাকে ওর বাড়িতে নেমন্তন্ন করে নিয়ে গেলে, ওর চাইতে ভালো হবে। করেছে নাকি?"

নিনো মাথা নাড়ল, "ছবিটাতে আমার বড্ড বেশি মন বসে গেছিল।" এবার কিন্তু জনি হাসল না।

সে বলল, "ভালো কথা শোন, ভাই, ঐ রকম একজন মহিলা তোমার অনেক উন্নতি করে দিতে পারে। আরে, তুমি তো যার-তার সঙ্গে শুয়ে পড়তে। কি সব কদাকার মেয়েদের সঙ্গে আশ্‌নাই করতে, এখন মনে করলেও আমি দুঃস্বপ্ন দেখি।" মাতালের মতো গেলাস নেড়ে, জোরে জোরে নিনো বলল, "তা কদাকার হতে পারে, কিন্তু ওরা মেয়েমানুষ তো বটে।" ঘরের কোণ থেকে ডীনা মাথা ঘুরিয়ে ওদের দিকে তাকাল। নিনো গেলাস নেড়ে অভিবাদন করল।

জনি ফন্টেন দীর্ঘনিশ্বাস ছেড়ে বলল, "ঠিক আছে। তুমি একটা পাড়াগেঁয়ে ভূত।"

মধুর মোদো হেসে নিনো বলল, "বদলাবও না কখনো।" জনি

ওকে ঠিক বুঝেছিল। ও জানত নিনো যতটা দেখাচ্ছে আসলে ততটা মাতাল হয়নি। নিনো ওরকম ভান করছে যাতে প্রকৃতিস্থ অবস্থায় যে-সব কথা বলা অভদ্রতা হবে, মাতাল সেজে সেগুলো বলতে পারে। জনি সস্নেহে নিনোর ঘাড়ে হাত রেখে বলল, "ব্যাটা, তোর তো ভারি বুদ্ধি। তুই জানিস্ এক বছরের কনট্র্যাক্ট পেয়ে গেছিস, কাজেই যা খুশি করতে পারিস্, বলতে পারিস্, আমার সাধ্য নেই তোকে ছাড়াই!"

মাতালের ধূর্ততার সঙ্গে নিনো বলল, "আমাকে ছাড়াতে পার না?"

জনি বলল, "না।"

নিনো বলল, "তাহলে গোল্লায় যাও।"

এক মুহূর্তের জন্য চমকে জনি চটে যাচ্ছিল। নিনোর মুখের তাচ্ছিল্যের হাসিটা চোখে পড়ল। কিন্তু গত ক বছরে ওর নিশ্চয় সুবুদ্ধি হয়েছিল, কিংবা তারকার পদ থেকে নেমে এসে অনুভূতিগুলো আরো সূক্ষ্ম হয়ে গেছিল। সেই একটা মুহূর্তে ও নিনোকে বুঝে ফেলল কেন ওর কৈশোরের গানের সাথী কখনো বেশি সাফল্য অর্জন করেনি, এখনো কেন সাফল্যের সম্ভাবনাটুকু নষ্ট করে দিতে চাইছে। সাফল্যের জন্য যে দাম দিতে হয়, তার বিরুদ্ধে নিনোর এই প্রতিক্রিয়া, ওর জন্য যা কিছু করা হচ্ছে তাতে ও এক ধরনের অপমান বোধ করে।

নিনোর বাহু ধরে জনি তাকে বাড়ির বাইরে নিয়ে গেল। ততক্ষণে নিনোর হাঁটতে কষ্ট হচ্ছিল, জনি ওকে সান্ত্বনা দিয়ে বলতে লাগল, "বেশ ভাই, তুমি শুধু আমার জন্য গান গেয়ো। আমি তোমার সাহায্যে কিছু পয়সা করে নিতে চাই। তোমার জীবন পরিচালনা করতে চেষ্টা করব না। তোমার যা খুশি তুমি তাই করবে। কেমন, পাড়াগাঁইয়া? আমার জন্য গাইবে, আমাকে টাকা পাইয়ে দেবে, এখন তো আর আমি নিজে গাইতে পারি না। বুঝলে ভাই?"

নিনো সোজা হয়ে দাঁড়িয়ে বলল, "তোমার জন্য গাইব, জনি।" ওর কথা এত জড়িয়ে যাচ্ছিল যে ভালো করে বোঝাই যাচ্ছিল না। "আজ-

কাল আমি তোমার চাইতে ভালো গাই। বরাবরই আমি তোমার চাইতে ভালো গাই, তা জান তো?"

জনি দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে ভাবছিল, এই তবে কারণ। ও জানত যে গলা ভালো থাকলে নিনো ওর ধারেকাছেও আসতে পারত না, ছোট-বেলায় অত বছর দুজনে যে একসঙ্গে গেয়েছিল, কোনোদিনই নিনো ওর মতো গায়নি। চেয়ে দেখল ক্যালিফর্নিয়ার চাঁদের আলোতে ওর উত্তরের অপেক্ষায় নিনো দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে টলছে। জনি কোমল কণ্ঠে বলল, "গোল্লায় যাও।" অমনি দুজনে একসঙ্গে হেসে উঠল, পুরনো দিনগুলোতে দুজনে যখন সমান তরুণ ছিল, তখন যেমন করে হাসত।

জনি ফন্টেন যখন ডন কর্লিয়নির গুলি খাওয়ার কথা শুনল, ও শুধু ওর ধর্মবাপের জন্য উদ্বিগ্ন হয়ে পড়েনি, ওর ছবির টাকা যোগান দেবার কথাটা ঠিক আছে কি না ভেবেও উদ্বিগ্ন হয়েছিল। নিউ ইয়র্কে গিয়ে, হাসপাতালে শোওয়া ধর্মবাপকে ওর শ্রদ্ধা জানাতে চাওয়াতে ওকে বলা হয়েছিল যে ওর নামে কোনো অপপ্রচার হয়, সেটা ডন কর্লিয়নির একেবারেই অভিপ্রেত নয়। কাজেই জনি অপেক্ষা করে রইল। এক সপ্তাহ পরে টম হেগেনের কাছ থেকে লোক এল। টাকা যোগান দেওয়া হবে, তবে একেক বারে একটি ছবির জন্য।

এদিকে জনি নিনোকে হলিউডে ক্যালিফর্নিয়ায় যা খুশি করতে দিত। ছোট ছোট কম-বয়সী তারকাদের সঙ্গে নিনো বেশ জমিয়ে নিয়েছিল। মাঝে মাঝে জনি ওকে ডেকে পাঠাত, রাতে একসঙ্গে বেরোবে বলে, কিন্তু ওর ওপর কখনো নির্ভর করে থাকত না। ডনের গুলি খাওয়া সম্বন্ধে কথা হতে নিনো বলেছিল, "জান জনি, একবার আমি ডনকে ওঁর সংগঠনে একটা চাকরি দিতে বলেছিলাম। কিছুতেই দিলেন না। ট্রাক চালাতে আর ভালো লাগছিল না, অনেক বেশি টাকা রোজগার করতে ইচ্ছা করছিল। কি বলেছিলেন জান? বলে-

ছিলেন প্রত্যেক মানুষের একটি মাত্র নিয়তি থাকে, আমার নিয়তি হল শিল্পী হওয়া। অর্থাৎ ঐ সব বে-আইনী কারবারে আমি কিছু করতে পারব না।”

কথাটা জনি ভেবে দেখল। ধর্মবাপের মতো বুদ্ধিমান ছুনিয়াতে বোধহয় আর কেউ নেই। উনি দেখেই টের পেয়েছিলেন নিনোকে দিয়ে কালো কারবারি চলবে না। হয় বিপদে পড়ে যাবে, নয়তো কেউ মেরেই দেবে। ঐ রকম চালাক-চালাক কথা বলতে গিয়ে প্রাণটা হারাবে। কিন্তু ও যে শিল্পী হবে, সে-কথা ডন জানলেন কি করে? কারণ, ছুত্তেরি ছাই, উনি আঁচ করেছিলেন আমি নিনোকে একদিন সাহায্য করব। কি করে আঁচ করেছিলেন? কারণ উনি একদিন কথাটা আমার কানে একটু তুলে দেবেন আর আমিও কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করবার চেষ্টা করব। অবিশ্যি কোনোদিনও আমাকে কিছু করতে বলেননি। শুধু একটু জানিয়ে দিয়েছিলেন ওটা করলে উনি খুশি হবেন। জনি ফন্টেন একটা দীর্ঘনিশ্বাস ফেলল। এখন ধর্মবাপ নিজে আহত, বিপদ-গ্রস্ত, কাজেই আকাদেমি পুরস্কারের আশা ছেড়ে দিতে হবে, ওদিকে য়োলট্স্ ওর বিরুদ্ধে লড়ছে, ওর পক্ষে কেউ নেই। একমাত্র ডনেরই সেই সব ব্যক্তিগত যোগাযোগ ছিল, যার জোরে চাপ দেওয়া চলে, কর্লিয়নি পরিবারের অন্যদের তো খেয়েদেয়ে কাজ নেই। জনি ওদের সাহায্য করতে চেয়েছিল, হেগেন সটাং 'না' বলে দিয়েছিল।

নিজের ছবি তৈরির কাজ শুরু করতে জনি ব্যস্ত ছিল। যে বইতে জনি নায়কের ভূমিকা নিয়েছিল, তার রচয়িতা তাঁর নতুন উপন্যাস শেষ করে, জনির আহ্বানে পশ্চিমে এলেন। যাতে এজেন্ট কিংবা স্টুডিও বাগড়া দিতে না পারে এবং ছুজনে নিরিবিলি কথাবার্তা বলতে পারে। জনি যা চাইছিল, এই দ্বিতীয় বইটি ঠিক তাই। গানটান গাইতে হবে না, খাসা এক রুক্ষ শক্তির গল্প, প্রচুর মেয়েমানুষ আর যৌন ব্যাপার, তাছাড়া এমন একটা ভূমিকাও ছিল যা একেবারে নিনোর জন্যেই তৈরি। চরিত্রটির কথাবার্তা নিনোর মতো, কাজ নিনোর মতো, চেহারাটা পর্যন্ত

নিনোর মতো। কেমন যেন ভুতুড়ে ব্যাপার। নিনোকে কিচ্ছু করতে হবে না, শুধু মঞ্চে উঠে নিজের মতো চলতে ফিরতে হবে।

তাড়াতাড়ি কাজ করতে লাগল জনি। নিজেই আবিষ্কার করল যে প্রযোজনা সম্বন্ধে নিজের যতটা জানা আছে ভেবেছিল, আসলে তার চাইতেও বেশি জানে। তবু একজন কার্যকর প্রযোজক ভাড়া করল, দক্ষ একজন লোক, যার বিরুদ্ধে ব্ল্যাক লিস্ট ছিল বলে কোথাও কাজ পাচ্ছিল না। জনি তার সুবিধা না নিয়ে ওর সঙ্গে একটা ন্যায্য চুক্তিই করেছিল। তাকে খোলাখুলি বলেও ছিল, "আমি আশা করছি তা করলে তুমি আমার অনেক টাকা বাঁচিয়ে দেবে।"

কাজেই জনি অবাক হয়ে গেল যখন ঐ প্রযোজকটি এসে বলল যে ইউনিয়নের প্রতিনিধিকে পঞ্চাশ হাজার ডলার দিতে হবে। ওভার-টাইম কাজ করা, লোক নিয়োগ করা ইত্যাদি নিয়ে নাকি অনেকগুলো সমস্যা উঠছে, টাকাটা যোগ্য ভাবেই খরচ হবে। জনি খানিক ভাবল প্রযোজক চালাকি করছে কি না, তারপর বলল, "ইউনিয়নের লোকটিকে আমার কাছে পাঠিয়ে দাও।"

সে লোকটার নাম বিলি গফ্। জনি তাকে বলল, "আমার ধারণা ছিল যে ইউনিয়নের ব্যাপারটা আমার বন্ধুরা গুছিয়ে রেখেছে। আমাকে বলা হয়েছিল ঐ নিয়ে মাথা ঘামাতে হবে না। একটুও না।"

গফ্ জিজ্ঞাসা করল, "কে বলেছে ও-কথা?"

জনি বলল, "তুমি ভাল করেই জান কে বলেছে। তার নাম বলব না, কিন্তু সে কিছু বললে, তার কথাই থাকে।"

গফ্ বলল, "এখন সব অন্য রকম হয়ে গেছে। তোমার বন্ধু বিপদে পড়েছে, এত দূরে পশ্চিমে তার কথা আর খাটে না।"

জনি কাঁধ তুলে বলল, "দিন দুই পরে আবার দেখা কর, কেমন?"

গফ্ হাসল, "অবশ্যই, জনি। তবে নিউ ইয়র্ককে ডেকে কোনো সুবিধা করতে পারবে না।"

কিন্তু নিউ ইয়র্ককে ডেকে সুবিধা হয়েছিল বৈকি। হেগেনের আপি-

সের ফোনে তার সঙ্গে কথা হল। হেগেন স্পষ্ট বলে দিল, টাকা দিও না। সে বলল, "ঐ হারামজাদাকে একটা পয়সা দিলে তোমার ধর্মবাপ বেজায় বিরক্ত হবেন। ওতে ওঁর সম্মানহানি করা হবে, এক্ষুনি তা করলে ওঁর ক্ষতি হবে।"

জনি জিজ্ঞাসা করল, "ওঁর সঙ্গে কথা বলতে পারি কি ? তুমি কথা বলবে ? ছবিটা শুরু করে দিতে চাই যে।"

হেগেন বলল, "আপাততঃ কেউ তাঁর সঙ্গে কথা বলতে পারবে না। তিনি বড়ই অসুস্থ। ব্যাপারটা মিটিয়ে দেবার বিষয়ে সনির সঙ্গে কথা বলব। তবে এটুকু সিদ্ধান্ত আমি নিজেই নিচ্ছি। ঐ চালিয়াত চন্দরকে একটা পয়সাও দিও না। এদিকে যদি কোনো পরিবর্তন হয়, তোমাকে জানাব।"

বিরক্ত হয়ে জনি ফোন নামাল। ইউনিয়নের সঙ্গে গণ্ডগোল হওয়া মানেই একগাদা বাড়তি খরচ, আর সমস্ত কাজ পণ্ড হওয়া। একবার ভেবেছিল চুপিচুপি গফ্‌কে টাকাটা দিয়ে দেবে কি না। যে যাই বলুক, ডন নিজের মুখে কিছু বললেন, আর হেগেন কিছু বলল কিংবা হুকুম দিল, এ দুটোর মধ্যে আকাশ-পাতাল তফাত। তবু কয়েক দিন অপেক্ষা করাই স্থির করল।

অপেক্ষা করাতে পঞ্চাশ হাজার ডলার বেঁচে গেল। এর দুটো রাত বাদে, গ্লেনডেলে গফের বাড়িতে গফের গুলিবিদ্ধ মৃতদেহ পাওয়া গেছিল। আর ইউনিয়নের সঙ্গে কোনো গণ্ডগোলের কথা শোনা যায়নি। ঐ হত্যার ব্যাপারে জনি খানিকটা বিচলিত হয়েছিল। এই প্রথম ডনের দীর্ঘ বাহু জনির এত কাছে এত মর্মান্তিকভাবে আঘাত করেছিল।

যেমন সপ্তাহের পর সপ্তাহ কেটে যেতে লাগল, জনির কাজের পরিমাণও বাড়তে লাগল, পাণ্ডুলিপি তৈরি করা, কাকে কোন্ ভূমিকা দেওয়া হবে স্থির করা, প্রযোজনার হাজার রকম খুঁটিনাটি ব্যবস্থা করা। এত সবের মধ্যে নিজের গলার কথা, গাইতে না পারার কথা জনি ভুলে গেল। তবু যখন আকাদেমি পুরস্কারের প্রতিযোগীদের নাম বেরুল এবং তার মধ্যে জনি নিজের নাম দেখল, জনি বড়ই মুষড়ে পড়ল, কারণ সেদিনের

অনুষ্ঠানে অস্কার পুরস্কারের জন্য নির্বাচিত একটি গানও ওকে গাইতে বলা হয়নি। সমস্ত অনুষ্ঠানটি সারা দেশে টেলিভিশনে দেখানো হবে। তবু দুঃখটাকে ঝেড়ে ফেলে জনি কাজ করে যেতে লাগল। ধর্মবাপ কোনো চাপ দিতে পারবেন না, অতএব আকাদেমি পুরস্কার পাবার কোনো আশাই ছিল না, তবু তালিকাতে যে ওর নামটা ছিল, তারও কিছুটা মূল্য ছিল।

ও আর নিনো যে রেকর্ডটা করেছিল, যাতে ঐ সব ইতালীয় গানগুলো ছিল, সেটা ইদানিং যত রেকর্ড জনি করেছিল সবগুলোর চাইতে ভালো বিক্রি হচ্ছিল। তবে ও জানত সেটা ওর চাইতে নিনোর বাহাদুরি। মনকে জনি বুঝিয়ে নিয়েছিল যে আর কখনো পেশাদার গান গাইতে পারবে না।

সপ্তাহে একদিন জনি জিনি আর মেয়েদের সঙ্গে ডিনার খেত। যত কাজের চাপই থাক না কেন, ওটি কখনো বাদ দিত না। কিন্তু জিনির সঙ্গে শুত না। ইতিমধ্যে ওর দ্বিতীয় পক্ষের স্ত্রী মেক্সিকো গিয়ে একটা ডিভোর্স বাগিয়ে নিয়েছিল, কাজেই জনির আবার অবিবাহিত অবস্থা হয়েছিল। অদ্ভুত কথা হল সহজলভ্য হবু তারকাদের সঙ্গে প্রেম করবার জন্য ও একটুও লালায়িত হত না। আসলে ও বড় বেশি উন্নাসিক ছিল। ওর একটা দুঃখ ছিল যে অল্পবয়সী তারকারা, কিংবা এখনো শিখরাসীনা অভিনেত্রীরা ওর সঙ্গে জড়িত হয়ে পড়ত না। তবে খাটুনির একটা আনন্দ ছিল। অধিকাংশ রাতে একা বাড়ি ফিরে, রেকর্ড-প্লেয়ারে নিজের একটা পুরনো রেকর্ড চাপিয়ে, হাতে একটা পানীয় নিয়ে, সেগুলির সঙ্গে গুনগুন করে দুচার কলি গাইত। সত্যি ভালো গাইত, বড্ড ভালো গাইত। তখন টের পেত না কত ভালো গায়। ওর ঐ বিশেষ কণ্ঠ-স্বরের কথা বাদ দিলেও—গলা তো যার-তার থাকতে পারে—বড় ভালো গাইত জনি। সত্যিকার শিল্পী ছিল সে, অথচ নিজেই সে-কথা জানত না, গান গাইতে সে যে কত ভালোবাসত তাও বুঝত না। মদ খেয়ে আর তামাক টেনে আর মেয়েমানুষের সঙ্গে ফুর্তি করেই নিজের

গলার সর্বনাশ করেছিল, ঠিক যখন সমস্ত ব্যাপারটা নিজে ভাল করে বুঝতে আরম্ভ করেছিল।

মাঝে মাঝে ওর সঙ্গে এক গেলাস মদ খাবার জন্য নিনো আসত, সেও গানগুলো শুনত আর জনি তাকে তাচ্ছিল্যের সঙ্গে বলত, 'ওরে ব্যাটা আনাড়ি ভূত, অমন গান তুই জন্মে গাস্‌নি।" তখন নিনোও ওর সেই অদ্ভুত মিষ্টি হাসি হেসে, মাথা নেড়ে বলত, "নারে, গাইওনি, গাইবও না।" গলায় ওর সমবেদনার সুর থাকত, যেন জনির মনের কথা বুঝতে পারছে।

অবশেষে, নতুন ছবির শুটিং আরম্ভ হবার এক সপ্তাহ আগে, আকাদেমি পুরস্কার বিতরণের রাত আগত হল। জনি নিনোকে নেমন্তন্ন করেছিল, কিন্তু নিনো রাজী হয়নি। জনি বলেছিল, "বন্ধু, তোমার কাছে আমি কখনো কিছু চাইনি, ঠিক কি না? আজ চাইছি, এসো আমার সঙ্গে। আমি পুরস্কার না পেলে, তুমি ছাড়া কেউ আমাব জন্য দুঃখ করবে না।"

এক মুহূর্তের জন্য নিনো যেন চমকে উঠল। তারপর বলল, "নিশ্চয়ই যাব, ভাই।" একটু থেমে, আবার বলল, "পুরস্কার না পেলে ও-কথা ভুলে যেও। যত পার মদ খেও, আমি তোমাকে দেখব। আরে, আজ আমি নিজে মদ ছোঁব না। কি বল, বন্ধুর মতো কাজ কি না?"

জনি ফন্টেন বলল, "বন্ধু বলে বন্ধু!"

পুরস্কার বিতরণের রাত এল, নিনোও তার কথা রাখল। জনির বাড়িতে এল একেবারে প্রকৃতিস্থ অবস্থায়, একসঙ্গে দুজনে পুরস্কার বিতরণের থিয়েটারে গেল। নিনো ভেবে পাচ্ছিল না জনি কেন তার বান্ধবীদের কাউকে কিংবা প্রাক্তন স্ত্রীদের একজনকে নৈশভোজে আসতে বলেনি। বিশেষ করে জিনিকে। ও কি মনে করেনি জিনি ওর হয়ে উৎসাহ দেখাবে? নিনো ভাবছিল এক গেলাস মদ পেলে বেশ হত, দীর্ঘ রাতটা খুব ভালো কাটবে মনে হচ্ছিল না।

সমস্ত ব্যাপারটাকেই ওর বিরক্তিকর মনে হচ্ছিল, যতক্ষণ না শ্রেষ্ঠ পুরুষ অভিনেতার নাম ঘোষিত হল। তখন 'জনি ফন্টেনের' নাম

শুনেই নিনো দেখল সে নিজে লাফাতে আর জয়ধ্বনি দিতে শুরু করেছে। হ্যাণ্ডশেক করবার জন্য জনি হাত বাড়িয়ে দিল, নিনো হাতটা ধরে খুব ঝাঁকাল। ও বুঝেছিল যে যাকে বিশ্বাস করা যায়, এমন কারো সঙ্গে ওর বন্ধুর একটা মানবিক সংস্পর্শ দরকার আর এই তার পরম গৌরবের মুহূর্ত। নিনোর চাইতে ভালো কাউকে জনি পেল না বলে, নিদারুণ দুঃখে নিনোর অন্তঃকরণ ভরে গেল।

তারপর যা ঘটল সে যেন একটা দুঃস্বপ্নের মতো।

জ্যাক য়োলট্সের ছবি সমস্ত প্রধান পুরস্কারগুলো বাগিয়ে নিয়েছিল, কাজেই স্টুডিওর পার্টিতে যত সব সাংবাদিক আর মতলববাজ নারী-পুরুষ ভিড় করে এল। মদ খাবে না বলে নিনো কথা দিয়েছিল, সে-কথা সে রেখেছিল, জনির ওপর চোখ রাখবার চেষ্টাও করেছিল। কিন্তু উপস্থিত মেয়েমানুষরা ক্রমাগত জনিকে একটা না একটা শোবার ঘরে টেনে নিয়ে যাচ্ছিল, নাকি গল্প করবে, আর জনিও ক্রমে ক্রমে আরো বেশি মাতাল হয়ে পড়ছিল।

এদিকে যে মহিলা শ্রেষ্ঠ অভিনেত্রীর পুরস্কার পেয়েছিল, তারও ঐ একই অবস্থা, তবে অবস্থাকে সে আরো বেশি উপভোগ করছিল, সামলাচ্ছিলও আরো ভালো করে। নিনো ওকে প্রত্যাখ্যান করেছিল, অন্য কোনো পুরুষ তা করেনি।

শেষটা কার মাথায় চমৎকার এক বুদ্ধি খেলল। দুই পুরস্কার-প্রাপককে প্রকাশ্যে মিলিত করতে হবে। উপস্থিত আর সকলে দর্শকের স্থান নেবে। অভিনেত্রীর কাপড়চোপড় ছাড়ানো হল, অন্য কতকগুলো মেয়ে জনি ফন্টেনের কাপড় ছাড়াতে আরম্ভ করে দিল। ঠিক, সেই সময়, অকুস্থলের একমাত্র প্রকৃতিস্থ ব্যক্তি, নিনো, অনাবৃত জনিকে টেনে নিয়ে, নিজের কাঁধের ওপর ফেলে, সকলের সঙ্গে লড়াই করতে করতে বাড়ি থেকে বেরিয়ে, গাড়িতে গিয়ে উঠল। গাড়ি চালিয়ে জনিকে বাড়ি নিয়ে যাবার পথে নিনো ভাবছিল এর নাম যদি সাফল্য হয়, তাহলে ও দিয়ে ওর দরকার নেই।

তৃতীয় পর্ব

চোদ্দ

বারো বছর বয়সেই ডন সাবালক হয়ে গেছিলেন। মাথায় কালো চুল, ছিপছিপে শরীর, সিসিলি দ্বীপের কর্লিয়নি অঞ্চলে মূরদের গ্রামের মতো দেখতে অদ্ভুত একটা গ্রামে বাস। জন্মে অবধি নাম ছিল ভিটো আন্দোলিনি, কিন্তু যখন ওঁর বাবাকে মেরে ফেলে, ওঁকেও মারবার চেষ্টায় কয়েকজন অচেনা লোক গ্রামে এসে উপস্থিত হল, ওঁর মা ওঁকে অ্যামেরিকাতে তাঁর বন্ধুদের কাছে পাঠিয়ে দিয়েছিলেন। নতুন দেশে এসে, দেশ-গ্রামের সঙ্গে একটা সংযোগ রাখবার উদ্দেশ্যে ভিটো নিজের নাম বদলে কর্লিয়নি পদবী নিয়েছিলেন। আবেগের প্রকাশ জীবনে তিনি কমই করেছিলেন, এটি তার একটি।

উনিশ শতকের শেষে মাফিয়ারা ছিল সিসিলির দ্বিতীয় শাসন-কর্তা; রোমের আসল সরকারের চাইতে তাদের ক্ষমতা ছিল ঢের বেশি। ভিটো কর্লিয়নির বাবার আরেকজন গ্রামবাসীর সঙ্গে ঝগড়া হওয়াতে, সে মাফিয়া সরকারের শরণাপন্ন হয়েছিল। বাপ তাদের কথা মেনে না নেওয়াতে প্রকাশ্য মারামারি হয় আর ঐ মাফিয়া নেতা মারা পড়ে। তার এক সপ্তাহ পরে ভিটোর বাবার মৃতদেহ পাওয়া গেল, লুপারা বন্দুকের গুলিতে ছিন্নভিন্ন অবস্থায়। তাঁকে সমাধিস্থ করার এক মাস পরে মাফিয়া বন্দুকধারীরা ছেলেমানুষ ভিটোকে খুঁজতে এসে-ছিল। তাদের ধারণা হয়েছিল ঐ ছেলে দুদিন বাদেই সাবালক হয়ে বাপের মৃত্যুর বদলা নেবে। তখন বারো বছর বয়স্ক ভিটোর আত্মীয়স্বজনরা লুকিয়ে তাঁকে জাহাজে করে অ্যামেরিকায় পাচার করল। সেখানে তিনি আবানদাণ্ডোদের বাড়িতে উঠেছিলেন, পরে তিনি ডন হলে, তাদের ছেলে গেন্‌কোই তাঁর কন্‌সিলিওরি হয়েছিল।

নিউ ইয়র্কের 'হেল্‌স্‌ কিচেনে', নাইন্‌থ্‌ অ্যাভেনিউতে, আবানদাণ্ডো-দের মুদীখানায় ভিটো কাজ আরম্ভ করেছিলেন। আঠারো বছর বয়সে

সিসিলি থেকে নবাগত ষোল বছর বয়সের এক ইতালীয় মেয়ের সং
তাঁর বিয়ে হল। মেয়েটি ভালো রাঁধত আর অতিশয় সুগৃহিণী ছিল।
ভিটোর কর্মস্থল থেকে মাত্র কয়েকটা ব্লক দূরে, থার্টি-ফিফ্থ্ স্ট্রীটের
কাছেই টেন্থ্ অ্যাভেনিউতে একটা সস্তা ভাড়া-বাড়ির অংশে ওঁরা
সংসার পাতলেন। দু বছর বাদে ওঁদের প্রথম সন্তান সান্তিনো জন্মাল,
ছেলেটা বাপের বড় ন্যাওটা ছিল বলে সবাই ওকে ডাকত 'সনি'।

ঐ পাড়াতেই ফানুচি বলে একটা লোক থাকত। ষণ্ডা-মার্কা হিংস্র
চেহারার একটা ইতালীয়, দামী দামী ফিকে রঙের স্যুটের সঙ্গে মাথায়
ঘি-রঙের ফিডরা টুপি পরত। সবাই বলত, নাকি 'ব্ল্যাক্-হ্যাণ্ড' দলের
লোক, মাফিয়া দল থেকেই ওদের উৎপত্তি, মারের ভয় দেখিয়ে গৃহস্থদের
আর দোকানদারদের কাছ থেকে টাকা আদায় করা ছিল ওদের পেশা।
তবে ঐ অঞ্চলের অধিকাংশ বাসিন্দা নিজেরাও নানান হিংসাত্মক কাজ
করত, কাজেই ফানুচি মারের ভয় দেখিয়ে ফল পেত শুধু এমন কয়েকজন
বুড়োবুড়ির কাছ থেকে, যাদের কোনো ছেলে ছিল না যে মা-বাপকে
রক্ষা করবে। নিজেদের সুবিধার জন্য দোকানদাররা কেউ কেউ ওকে
সামান্য কিছু টাকাকড়ি দিত। সে যাই হোক, ফানুচি চোরের ওপর
বাটপাড়িও করত ; যে-সব লোক বে-আইনীভাবে ইতালীয় লটারির
টিকিট বেচত, কিংবা নিজেদের বাড়িতে জুয়োর আড্ডা চালাত, তাদের
কাছ থেকে কিছু আদায় হত। আবানদাণ্ডোরা ওকে সামান্য কিছু দর্শনী
দিত, যদিও গেন্কো ছোকরার তাতে খুব আপত্তি ছিল, সে মাঝে মাঝে
বাপকে বলত ফানুচিকে একদিন দেখে নেবে। বাপ বারণ করত।
ভিটো কর্লিয়নি এ সমস্তর মধ্যে কোনো ভাবে জড়িত না হয়েও, সব
লক্ষ্য করতেন।

ফানুচিকে এক দিন তিনজন যুবক আক্রমণ করে, এ-কান থেকে
ও-কান অবধি গলা চিরে দিল, এতটা গভীরভাবে কাটেনি যে লোকটা
মরে যায়, তবে ফানুচি যথেষ্ট ঘাবড়ে গেছিল, অনেক রক্তপাতও
হয়েছিল। ঘাতকদের কাছ থেকে ফানুচিকে পালাতে দেখেছিলেন

ভিটো, গলার গোল ক্ষতস্থান থেকে রক্ত পড়ছিল। দৌড়বার সময়ে ফান্নুচিকে নিজের থুতনির নিচে তার ঘি-রঙের ফিডরা টুপিতে রক্ত ধরতে দেখেছিলেন, যেন স্যুটটা যাতে নষ্ট না হয়, কিংবা লজ্জাস্কর রক্ত-চিহ্ন দেখা না যায়। সে দৃশ্য চিরকাল তাঁর মনে ছিল।

তবে ফান্নুচির পক্ষে এই আক্রমণটা হয়ে দাঁড়িয়েছিল শাপে বর। ছেলে তিনটে খুনে ছিল না, ওরা ছিল ভারি জবরদস্ত, ওদের উদ্দেশ্য ওকে একটু শিক্ষা দেওয়া, যাতে ভবিষ্যতে আর চোরের ওপর বাটপাড়ি না করে। কিন্তু ফান্নুচি যে সত্যি একটা খুনে, এবার সেটা দেখা গেল। যে-ছেলেটা ছোরা ধরেছিল, কয়েক সপ্তাহ পরে, তাকে কেউ গুলি করে মেরে ফেলল। বাকি দুই ছোকরার বাড়ির লোকরা ফান্নুচিকে ক্ষতিপূরণ দিয়ে ওদের নিরাপত্তার ব্যবস্থা করতে বাধ্য হয়েছিল। এর পর থেকে ফান্নুচির দর্শনীর হারটা বেড়ে গেল এবং ফান্নুচি পাড়ার একটা জুয়োর আড্ডার অংশীদার হয়ে উঠল। এ সমস্তর সঙ্গে ভিটো কর্লিয়নির কোনো সম্পর্ক ছিল না। সঙ্গে সঙ্গে তিনি সমস্ত ব্যাপারটাকে ভুলে গেছিলেন।

প্রথম বিশ্বযুদ্ধের সময় আমদানি করা জলপাই তেলের খুব অভাব দেখা দিল ; ফান্নুচি তখন আবানদাণ্ডোর মুদীখানায় শুধু জলপাই-তেল নয়, সেই সঙ্গে ইতালী থেকে আনা সালামি. হ্যাম, চিজ জুগিয়ে, নিজে ঐ কারবারের একজন অংশীদার হয়ে উঠল। তারপর নিজের এক ভাইপোকে এনে দোকানে বসাল এবং ভিটো কর্লিয়নির চাকরি গেল।

ততদিনে ওঁদের দ্বিতীয় সন্তান ফ্রেডারিকোও জন্মেছিল, ভিটো কর্লিয়নিকে চারটি পেট ভরাতে হত। এতকাল তিনি ছিলেন চুপচাপ চাপা ধরনের মানুষ, মনের কথা মনেই রাখতেন। ওঁর সব চাইতে অন্তরঙ্গ বন্ধু ছিল দোকানের মালিকের ছেলে গেন্‌কো আবানদাণ্ডো ; ভিটো যখন তার বাপের কাজের জন্য বন্ধুকে দোষ দিলেন, দুজনেই অবাক হলেন। লজ্জায় মুখ লাল করে গেন্‌কো ভিটোকে কথা দিল যে খাবার জন্য তাঁকে ভাবতে হবে না। বন্ধুর প্রয়োজন মেটাবার জন্য গেন্‌কো

নিজে বাপের দোকান থেকে চুরি করে খাবার এনে দেবে। ভিটো কিন্তু কড়াভাবে এই প্রস্তাব প্রত্যাখ্যান করলেন, বাপের কাছ থেকে ছেলে চুরি করবে, সে বড় লজ্জার কথা।

ভয়াবহ ফানুচির ওপর তরুণ ভিটোর মনে কি রকম হিমশীতল একটা রাগ জন্মাল। রাগটা কিন্তু তিনি কোনোভাবে প্রকাশ না করে, সুযোগের অপেক্ষায় রইলেন। কয়েক মাস তিনি রেলে চাকরি করলেন, তারপর যুদ্ধের শেষে চাকরির বাজারে মন্দা পড়ল, তখন মাসের মধ্যে মাত্র কয়েক দিন রোজগার হত। তাছাড়া ফোরম্যানদের বেশির ভাগই ছিল হয় আইরিশ, নয় অ্যামেরিকান, তারা শ্রমিকদের অকথ্য ভাষায় গালিগালাজ করত। পাথরের মতো মুখ করে ভিটো সব সহ্য করতেন, ভাবখানা যেন কিছুরই মানে বুঝতে পারছেন না, যদিও উচ্চারণে একটু টান থাকলেও, ইংরিজি বুঝতে তাঁর বাকি ছিল না।

একদিন সন্ধ্যেবেলায় ভিটো তাঁর পরিবারের সঙ্গে খেতে বসেছেন, এমন সময় জানলায় একটা টোকা পড়ল। ঐ জানলার বাইরে হাওয়া চলাচলেব জন্য একটা ছোট্ট ঘেরা জায়গা ছিল, তার ওধারে পাশের বাড়ি। জানলার পরদা সরিয়ে ভিটো অবাক হয়ে দেখলেন ঘেরা জায়গাটার উল্টো দিকের জানলা দিয়ে পিটার ক্লেমেন্‌জা বলে পাড়ার একজন যুবক বাইরে ঝুঁকে রয়েছে। হাতে করে সে সাদা কাপড়ে জড়ানো একটা পুঁটলি বাড়িয়ে ধরে আছে।

ক্লেমেন্‌জা বলল, "ও হে, দেশ-ভাই, যদ্দিন না আমি এটা চাইছি, একটু রেখে দেবে কি? তাড়াতাড়ি কর।" যন্ত্রচালিতের মতো হাওয়া চলাচলের ফাঁকা জায়গাটুকুর এধার থেকে হাত বাড়িয়ে ভিটো পুঁটলিটা নিয়ে নিলেন। ক্লেমেন্‌জার মুখে উদ্বেগ আর দুশ্চিন্তার ভাব ছিল। নিশ্চয় কোনো বিপদে পড়েছিল, তাই আপনা থেকেই ভিটো ওকে সাহায্য করেছিলেন। রান্নাঘরে গিয়ে পুঁটলি খুলে দেখলেন পাঁচটি তেলচুকচুকে বন্দুক, পুঁটলিতে তেলের দাগ। ওগুলো শোবার ঘরের আলমারিতে পুরে, ভিটো অপেক্ষা করতে লাগলেন। পরে শুনলেন

ক্লেমেন্‌জাকে পুলিসে ধরে নিয়ে গেছে। ফাঁকা জায়গার ওধার থেকে পুঁটলিটাকে যখন সে পাচার করছিল, পুলিস নিশ্চয় তখন ওর দরজায় ধাক্কা দিচ্ছিল।

ভিটো কাউকে একটি কথাও বলেননি এবং বলা বাহুল্য যে ভয়ের চোটে ওঁর স্ত্রীও অন্য বিষয়ে গালগল্প করতেও দু ঠোঁট আলগা করেনি, পাছে ওর স্বামীটিকে পুলিসে ধরে নিয়ে যায়। দুদিন বাদে পাড়ার মধ্যে পিটার ক্লেমেন্‌জাকে আবার দেখা গেল। কথাচ্ছলে সে ভিটোকে জিজ্ঞাসা করল, "আমার জিনিসগুলো তোমার কাছে এখনো আছে নাকি?"

ভিটো মাথা দুলিয়ে জানালেন যে আছে। কম কথা বলাই তাঁর স্বভাব ছিল। ক্লেমেন্‌জা ওঁর বাড়িতে এলে, তাকে এক গেলাস মদ দেওয়া হল; ভিটো তাঁর শোবার ঘরের আলমারি থেকে তার পুঁটলিটা বের করে এনে দিলেন।

মদটুকু খাবার সময় ক্লেমেন্‌জা তার ভারি গড়নের অমায়িক মুখখানি ভিটোর দিকে ফিরিয়ে জিজ্ঞাসা করল, "ওর মধ্যে কি আছে দেখেছিলে?"

ভিটোর মুখের ভাব বদলাল না, মাথা নেড়ে তিনি বললেন, "অন্যের ব্যাপারে আমি নাক গলাই না।"

সেদিন বাকি সন্ধ্যাটুকু ওঁরা একসঙ্গে মদ খেয়ে কাটিয়েছিলেন। পরস্পরের সঙ্গে মনের মিল খুঁজে পেয়েছিলেন ওঁরা। ক্লেমেন্‌জা খুব গল্প বলতে পারত, ভিটো কর্লিয়নি গল্প শুনতেন। মোটামুটি একটা বন্ধুত্ব গড়ে উঠল।

এর কয়েকদিন পরে ক্লেমেন্‌জা ভিটোর স্ত্রীকে জিজ্ঞাসা করেছিল বসবার ঘরের জন্য একটা গালচে চায় কি না। গালচে বয়ে নিয়ে আসবার জন্য সে ভিটোকে সঙ্গে করে নিয়ে গেল। নিয়ে গেল একটা ফ্ল্যাট বাড়িতে, তার প্রবেশপথ আর দু পাশের বড় বড় দুই থাম শ্বেতপাথরের তৈরি। চাবি দিয়ে দরজা খুলে ওরা একটা শৌখীন ফ্ল্যাটে

ঢুকল। ঘোঁত ঘোঁত করে ক্লেমেন্‌জা বলল, "ঘরের ওধারে গিয়ে এটাকে গুটোতে সাহায্য কর।"

চমৎকার লাল পশমের তৈরি গালচেটা। ক্লেমেন্‌জার উদারতা দেখে ভিটো অবাক হলেন। গালচেটাকে গোটানো হলে, ক্লেমেন্‌জা এক মাথা ধরল, ভিটো ধরলেন অন্য মাথা। গালচে নিয়ে ওরা সদর দরজার দিকে রওনা হল।

ঠিক সেই মুহূর্তে সদরের ঘন্টি বাজল। ক্লেমেন্‌জা অমনি গালচে ফেলে জানলার কাছে গিয়ে পরদাটা অল্প সরিয়ে বাইরে তাকিয়ে যা দেখল, তাতে কোটের ভিতর থেকে বন্দুক বের করতে হল। এতক্ষণ বাদে ভিটো কর্লিয়নি বুঝতে পারলেন যে ওঁরা কোনো অচেনা লোকের বাড়ি থেকে গালচে চুরি করছিলেন।

আবার ঘন্টি বাজল। কি হচ্ছে দেখবার জন্য ভিটো গিয়ে ক্লেমেন্‌জার পাশে দাঁড়ালেন। দরজায় একজন ইউনিফর্ম পরা পুলিসের লোক দাঁড়িয়ে ছিল। ওদের চোখের সামনে পুলিসের লোকটা শেষ বারের মতো ঘন্টি টিপে, কাঁধ তুলে, শ্বেতপাথরের সিঁড়ি দিয়ে নেমে রাস্তা দিয়ে চলে গেল।

সন্তুষ্টভাবে একটা ঘোঁত শব্দ করে ক্লেমেন্‌জা বলল, "চল, এবার যাওয়া যাক।" গালচেটার এক মাথা ও ধরল, অন্য মাথা ধরলেন ভিটো। পুলিসের লোকটিও সবে মোড় ঘুরেছে আর ওঁরা দুজনেও গালচের দুই মাথা ধরে, ভারি ওক্ কাঠের দরজা দিয়ে বেরিয়ে পথ ধরলেন। এর ত্রিশ মিনিট বাদে ওঁরা ভিটো কর্লিয়নির বসবার ঘরের মাপে গালচেটাকে কাটতে বসে গেলেন। এতটা বাকি রইল যে শোবার ঘরেও কুলিয়ে গেল। ক্লেমেন্‌জা ছিল একজন নিপুণ কর্মী, ওর গায়ের মাপের চাইতে বড়, ঢিলেঢালা কোটের পকেটের মধ্যে যত রকম গালচে কাটার যন্ত্র দরকার হতে পারে, সব ছিল। অত দিন আগে যদিও সে এখনকার মতো মোটা ছিল না, তবু তখনো ঢিলে কাপড়-চোপড়ই পছন্দ করত।

সময় কেটে যেতে লাগল, কিন্তু অবস্থার উন্নতি হল না। কর্লিয়নি পরিবার তো আর ঐ চমৎকার গালচেটা খেয়ে পেট ভরাতে পারত না। কি আর করা যায়, কাজকর্ম নেই, স্ত্রী আর ছেলেদের উপোস করতে হবে। বন্ধু গেন্‌কোর কাছ থেকে কয়েক পুঁটলি খাবার নিতে হল, এদিকে কি করা যায় ভাবতে লাগলেন। অবশেষে ক্লেমেন্‌জা আর টেসিও বলে পাড়ার আরেক গুণ্ডা ছোকরা একদিন ওঁর কাছে এল। এরা দুজনেই ওঁকে এবং উনি যেভাবে চলতেন, সেটাকে শ্রদ্ধা করত, তাছাড়া ওরা জানত উনি মরিয়া হয়ে উঠেছেন। ওরা প্রস্তাব করল উনি ওদের দলে যোগ দিন। থার্টিফার্স্ট স্ট্রীটের রেশমের তৈরি পোশাকের কারখানা থেকে ট্রাক বোঝাই হয়ে মাল চালান যেত, ওদের দল সেই ট্রাকগুলোকে ছিনতাই করত। কোনো বিপদের ঝুঁকি ছিল না। ট্রাকের চালকরা ছিল বুদ্ধিমান শ্রমিক, বন্দুক দেখলেই দেবদূতের মতো ভালো মানুষ সেজে ফুটপাথে নেমে পড়ত, ছিনতাইকারীরা ট্রাক চালিয়ে এক বন্ধুর মালগুদোমে পৌঁছে মাল খালাস করত।

কিছু সামগ্রী একজন ইতালীয় পাইকারি ব্যবসায়ীর কাছে বেচে দেওয়া হত, কিছু লুটের মাল ইতালীয় পাড়ায় বাড়ি বাড়ি ফেরি হত—ব্রঙ্ক্‌সের আর্থার অ্যাভেনিউতে, মালবেরি স্ট্রীটে, ম্যানহ্যাটানের চেলসি অঞ্চলে—খদ্দেররা গরীব ইতালীয় পরিবার, যারা সস্তা জিনিস খুঁজত, তাদের মেয়েরা কখনোই এত ভালো পোশাক-আশাক কিনতে পারত না। গাড়ি চালাবার জন্য ওদের ভিটোকে দরকার, ওরা জানত আবান্‌দাণ্ডোর দোকানের গাড়ি নিয়ে ও বাড়ি বাড়ি মাল পৌঁছে দিত। ১৯১৯ সালে, প্রশিক্ষণপ্রাপ্ত গাড়ির চালক মানে অনেক খরচ।

নিজের সুবুদ্ধির বিপক্ষে ভিটো কর্লিয়নি ওদের প্রস্তাবে রাজী হলেন। যে যুক্তির বিরুদ্ধে কোনো উত্তর খুঁজে পাননি, সেটি হল এই কাজটির জন্য ওঁর ভাগে পড়বে এক হাজার ডলার। তরুণ সঙ্গীদের কিন্তু বড় বেপরোয়া মনে হয়েছিল, পরিকল্পনা বড় এলোমেলো, লুটের মালের ব্যবস্থাপনায় বড় বেশি হঠকারিতা। ওদের সমস্ত কর্মপদ্ধতিই

এত অযত্নপ্রসূত যে ওঁর পছন্দ হচ্ছিল না। ওঁর মতে ওদের দুজনারই সৎ নির্ভরযোগ্য চরিত্র। পিটার ক্লেমেন্‌জার চেহারাটা ঐ বয়সেই ভারিক্কে ধরনের, দেখে মনে হত অনেকখানি নির্ভরযোগ্য, রোগা বিষণ্ণ চেহারার টেসিওকে দেখে প্রত্যয় হত।

নিখুঁত ভাবে কাজটা সম্পন্ন হয়েছিল। সঙ্গীরা যখন বন্দুক দেখিয়ে রেশমের ট্রাকের চালককে গাড়ি থেকে নামিয়ে দিল, তখনো মনে এতটুকু ভয়ের উদ্রেক হল না দেখে, ভিটো কর্লিয়নি নিজেই অবাক হলেন। তাছাড়া ক্লেমেন্‌জার আর টেসিওর অমন ঠাণ্ডা মাথা দেখে ভিটো খুবই প্রভাবিত হলেন। ওরা এতটুকু উত্তেজিত হয়নি, উল্টে বরং চালকের সঙ্গে মস্করা করে বলেছিল ও যদি লক্ষ্মী ছেলে হয়, তাহলে ওর বৌকে খানকতক পোশাক পাঠিয়ে দেবে। কিন্তু ভিটোর মনে হয়েছিল বাড়ি বাড়ি পোশাক বিক্রি করা বোকার মতো কাজ, কাজেই তাঁর ভাগের সমস্তটাই চোরা-কারবারির হাতে তুলে দিয়েছিলেন, ফলে লাভের অঙ্ক দাঁড়িয়ে ছিল মাত্র সাতশো ডলারে। তবে ১৯১৯ সালে সাতশো ডলার ছিল অনেক টাকা।

এর পরদিন ঘি-রঙের স্যুট, সাদা ফিডরা টুপি পরা ফান্নুচি ভিটো কর্লিয়নিকে পথে দাঁড় করাল। ফান্নুচি লোকটার চেহারাটা বড়ই পাশবিক, থুতনির তলাকার, এ-কান থেকে ও-কান অবধি টানা ফাঁসের মতো সাদা দাগটা ঢাকবার কোনো চেষ্টাই ছিল না। পুরু কালো ভুরু, কর্কশ মুখাবয়ব, অথচ হাসলে মুখটাকে কেন জানি অমায়িক দেখাত।

খুব বেশি সিসিলীয় টান ছিল তার উচ্চারণে; সে বলল, "কি হে ছোকরা, লোকে বলে তুমি নাকি বড়লোক হয়ে গেছ। তুমি আর তোমার দুই বন্ধু। কিন্তু তোমার কি মনে হয় না যে আমার সঙ্গে খানিকটা ছোটলোকি করেছ? যাই বল, এটা আমার এলাকা, কাজেই আমাকেও একটু ঠোঁট ভেজাতে দেওয়া উচিত ছিল।" লোকটা ম্যাফিয়াদের একটা পুরনো প্রবাদের উল্লেখ করেছিল, তাতে 'পিট্‌সু' কথাটার ব্যবহার ছিল, পিট্‌সু মানে ক্যানারি কিংবা ঐ রকম ছোট

পাখির ঠোঁট। অর্থাৎ লুটের মালের ভাগ দেওয়া উচিত ছিল।

যেমন তাঁর অভ্যাস, ভিটো কর্লিয়নি কোনো উত্তর দিলেন না। ইঙ্গিতটা সঙ্গে সঙ্গে বুঝলেও তিনি স্পষ্ট দাবির অপেক্ষায় রইলেন।

ফানুচি মুচকি হাসল, সোনা বাঁধানো দাঁত বেরিয়ে পড়ল, গলার ফাঁসের মতো দাগটা টান খেয়ে মুখের চার ধারে এঁটে এল। রুমাল দিয়ে মুখ মুছল ফানুচি, কোটের বোতাম খুলল যেন বড্ড গরম লাগছিল, আসল উদ্দেশ্য ঢিলেঢালা পেণ্টেলুনের কোমরে গোঁজা বন্দুকটা দেখানো। তারপর একটা দীর্ঘনিশ্বাস ছেড়ে বলল, "আমাকে পাঁচশো ডলার দিও, তাহলে অপমানের কথাটা ভুলে যাব। যাই বল, আমার মতো লোকের প্রতি কি করে শ্রদ্ধা দেখাতে হয়, আজকালকার ছেলে-ছোকরারা তা জানেই না।"

ভিটো কর্লিয়নি ওর দিকে চেয়ে হাসলেন, তখনো তাঁর তরুণ বয়স, রক্তে দীক্ষা হয়নি, তবু ঐ হাসিটার মধ্যে এমন একটা বরফের মতো ঠাণ্ডা ভাব ছিল যে ফানুচি একটু ইতস্ততঃ করে তবে বাকি কথাটা বলল, "তা না হলে তোমার বাড়িতে পুলিস আসবে, তোমার স্ত্রী পুত্ররা অপমান হবে, পথে দাঁড়াবে। অবিশ্যি তোমার লাভের অঙ্কটা যদি ভুল শুনে থাকি, তাহলে ঠোঁটটা আরো কম ডোবাব। তাই বলে তিনশোর কমে হবে না। আর দেখ, আমাকে ঠকাবার চেষ্টা কর না।"

এই প্রথম ভিটো কর্লিয়নি কথা বললেন। কণ্ঠস্বরে রাগ ছিল না, ছিল যুক্তি। ভদ্রভাবেই কথা বললেন, ফানুচির মতো নাম করা একজন বয়স্ক লোকের সঙ্গে একজন যুবকের যে-ভাবে কথা বলা উচিত। নরম গলায় ভিটো বললেন, "আমার দুই বন্ধুর কাছে আমার ভাগের টাকাটা আছে। তাদের সঙ্গে কথা বলতে হবে।"

ফানুচি আশ্বস্ত হল, "তোমার দুই বন্ধুকে এ-কথাও বলতে পার যে আমি আশা করে আছি ওরাও ঐ একই ভাবে আমাকে ঠোঁট ভেজাতে দেবে।" সাহস দিয়ে আরো বলল সে, "বলতে ভয় পেয়ো না। ক্লেমেন্‌জাকে আমি খুব চিনি, ও এ-সব বোঝে। ওর কথামতো চল।

ওর এ-সব ব্যাপারে অনেক বেশি অভিজ্ঞতা আছে।”

ভিটো কর্লিয়নি কাঁধ তুললেন। একটু কুণ্ঠিত ভাব দেখাবার চেষ্টা করলেন। বললেন, “হ্যাঁ, নিশ্চয়ই। বুঝলেন তো, এ-সব আমার কাছে একেবারে নতুন। আমার সঙ্গে ধর্মবাপের মতো কথা বলার জন্য ধন্যবাদ।”

ফানুচিও শুনে প্রভাবিত হল, “তুমি বড় ভালো ছেলে।” এই বলে ভিটোর হাতটা নিজের দুটো লোমশ হাতে ধরল। “তুমি শ্রদ্ধা দেখাতে জান। অল্প বয়সে ওটা বড় গুণ। এব পবেব বাব তুমিই আগে কথা বল, কেমন? হয়তো তোমাদেব মতলব বাগাতে আমি কিছু সাহায্যও কবতে পাবি।”

এব অনেক বছব পবে ভিটো কর্লিয়নি বুঝতে পেবেছিলেন যে ফানুচিব সঙ্গে অমন নিখুঁত কৌশল কবে কথা বলাব আসল কাবণ হল যে সিসিলিতে ম্যাফিয়াদেব হাতে ওঁব নিজেব বগ-চটা বাবাব মৃত্যুব স্মৃতি। কিন্তু সেই সময়ে তাঁব মনেব মধ্যে একটি মাত্র অনুভূতি ছিল. হিম-শীতল একটা ক্রোধ; যে-টাকাব উপায কবতে নিজেব প্রাণ, নিজেব মুক্তি পর্যন্ত পণ বাখতে হয়েছিল, এই লোকটা এসে কিনা সেই টাকা ছিনিয়ে নিতে চাইছে। বাস্তবিকই সেই মুহূর্তে ওঁব মনে হয়েছিল যে ফানুচি একটা পাগল, একটা আহাম্মুক। ক্লেমেন্‌জাকে উনি যতটুকু জানতেন, তাতে মনে হয়েছিল ঐ গাঁট্টাগোঁট্টা সিসিলীয় লোকটি প্রাণ দেবে. তবু লুটের একটি পয়সা দেবে না। সামান্য একটা গালচে চুরি কববাব জন্য সে তো একটা পুলিসেব লোককে খুন কবতে প্রস্তুত ছিল। আর ঐ পাতলা ছিপছিপে টেসিওর মধ্যে বিষধর সাপেব মতো একটা মাবাত্মক ভাব ছিল।

কিন্তু সেই বাতেই আবো পরে, হাওয়া-চলাচলের জায়গাটাব ও-ধারে, ক্লেমেন্‌জার বাড়িতে বসে ভিটো কর্লিয়নি তাঁর নতুন শিক্ষাব আরেক পাঠ নিয়েছিলেন। ক্লেমেন্‌জা শাপাতে লাগল, টেসিও ভুরু কোঁচকাল। তারপর দুজনে বলাবলি শুরু করে দিল দুশো ডলার পেলে

ফান্নুচি সন্তুষ্ট হবে কি না। টেসিওর মতে হতেও পারে।

ক্লেমেন্‌জার মনে কোনো সন্দেহ ছিল না, সে বলল, "না, দাগামুখো হারামজাদা নিশ্চয়ই ঐ পাইকারি ব্যবসাদারের কাছ থেকে জেনেছে আমরা কত টাকা কামিয়েছি। তিনশো ডলারের এক পয়সা কম নেবে না ও। টাকা আমাদের দিতেই হবে।"

ভিটো আশ্চর্য হয়ে গেছিলেন, কিন্তু যাতে সেটা প্রকাশ না পায়, সে-বিষয়ে সতর্ক ছিলেন, "কেন টাকা দিতেই হবে? ও একলা আমাদের তিনজনের কি করতে পারে? ওর চাইতে আমাদের জোর বেশি। আমাদের বন্দুক আছে। আমাদের রোজগারের টাকা ওকে দেব কেন?"

ধৈর্য ধরে ক্লেমেন্‌জা বোঝাতে লাগল, "ফান্নুচির অনেক বন্ধু আছে, একেকজন একেকটা জানোয়ার বিশেষ। পুলিসের সঙ্গে ওর ষড় আছে। ও চায় আমাদের মতলবের কথা ওকে বলি, যাতে আমাদের পুলিসের কাছে ধরিয়ে দিয়ে, তাদের কৃতজ্ঞতা পায়। তাহলে তারাও ওর সুবিধাটা দেখবে। ও তো ঐভাবেই কাজ করে। এই অঞ্চলে কাজ করবার জন্য ও স্বয়ং মারান্‌জালার কাছ থেকে লাইসেন্স নিয়েছে।"

মারান্‌জালা ছিল আরেকজন গুণ্ডা, কাগজে প্রায়ই তার বিষয়ে নানা কথা বেরুত; লোকে বলত ও নাকি একটা দুষ্কৃতকারীদের দলের পাণ্ডা, ওদের পেশা ছিল জোর করে টাকা আদায় করা, জুয়ো খেলা, সশস্ত্র ডাকাতি।

ক্লেমেন্‌জা নিজের তৈরি মদ খাওয়াল ওদের। ওর স্ত্রী টেবিলের ওপর এক প্লেট সালামি, জলপাই আর ইতালীয় রুটি রেখে দিয়ে, একটা চেয়ার তুলে নিয়ে গিয়ে বাড়ির সামনে বসে বন্ধুদের সঙ্গে গল্প জুড়ে দিল। অল্পবয়সী ইতালীয় মেয়ে, মাত্র কয়েক বছর হল অ্যামেরিকায় এসেছে, তখনো ইংরিজি বোঝে না।

ভিটো কর্লিয়নি তাঁর দুই বন্ধুর সঙ্গে বসে মদ খেতে লাগলেন। এর আগে কখনো তিনি আজকের মতো বুদ্ধি খাটাননি। নিজের চিন্তার

পরিচ্ছন্নতা দেখে নিজেই অবাক হচ্ছিলেন। ফান্নুচি সম্বন্ধে যা যা জানতেন সব মনে করলেন। যেদিন লোকটার গলা কাটা হয়েছিল, রক্ত ধরবার জন্য থুতনির নিচে টুপি নিয়ে কেমন ফান্নুচি ছুটেছিল, সে-কথা মনে করলেন। যে-লোকটা ছুরি চালিয়েছিল তাকে কিভাবে খুন করা হয়েছিল আর বাকি তুজনকে টাকা দিয়ে তবে পার পেতে হয়েছিল, এ-সব কথা মনে করলেন। হঠাৎ মনে হল ফান্নুচির কখনোই কোনো বড় পৃষ্ঠপোষক নেই, থাকতেই পারে না। যে-লোক পুলিসের কাছে চুকলি করে, প্রতিশোধের বদলে টাকা নেয়, তার পৃষ্ঠপোষক থাকে না। সত্যিকার ম্যাফিয়া পাণ্ডারা বাকি তুজনকেও মেরে ফেলত। না। যাণ্ড সুবিধা পেয়ে একটা লোককে খুন করেছিল, কিন্তু ও ভালো করেও জানত অন্য তুজন এবার সতর্ক হয়ে গেছে, তাদের মারা যাবে না। কাজেই বদলার বদলে টাকা নিল। স্রেফ নিজের পশুবলের জোরে দোকান-দারদের কাছ থেকে, বস্তী-বাড়ির জুয়োর আড্ডা থেকে বাটা টাকা আদায় করত। অন্ততঃ একটা জুয়োর আড্ডার কথা ভিটো জানতেন যারা কখনো ফান্নুচিকে টাকা দিত না, কিন্তু সেখানকার মালিকের তো কোনো বিপদ হয়নি।

কাজেই ফান্নুচি নিশ্চয়ই একা কাজ করে। দরকার হলে হয়তো নগদ টাকা দিয়ে বন্দুকধারী ভাড়া করে। এর ফলে ভিটো কর্লিয়নিকে আরেকটা সিদ্ধান্ত নিতে হল। যথা, তাঁর জীবন এবার কোন্ পথ নেবে।

এই অভিজ্ঞতার ফলে ভিটো কর্লিয়নির মনে যে বিশ্বাস জন্মেছিল সেটা তিনি প্রায়ই বলতেন: প্রত্যেক মানুষের একটি অপরিহার্য নিয়তি থাকে। সেই রাতে ফান্নুচিকে তার দাবি দিয়ে, তিনি আবার একটা মুদীখানার কেরানী হয়ে যেতে পারতেন, হয়তো সুদূর ভবিষ্যতে নিজেরই একটা মুদীখানা হত। কিন্তু নিয়তির নির্দেশ তাঁকে একজন 'ডন' হতে হবে, তাই তাঁকে নির্দিষ্ট পথে দাঁড় করিয়ে দেবার জন্য তাঁর জীবনে ফান্নুচির আগমন।

মদের বোতলটা শেষ হয়ে গেলে, অতি সতর্কভাবে ভিটো ক্লেমেন্‌জা আর টেসিওকে বললেন, "যদি তাই চাও তো তোমরা একেকজন ফানুচিকে দেবার জন্য দুশো ডলার আমাকে দিতে পার। বাকিটা আমার :হাতে ছেড়ে দিও। আমি সন্তোষজনকভাবে ব্যাপারটা মিটিয়ে দিচ্ছি।"

অমনি সন্দেহে ক্লেমেন্‌জার চোখ চক্‌চক্ করে উঠল। ভিটো ঠাণ্ডাভাবে তাকে বলল, "যাদের বন্ধু বলে মেনে নিয়েছি, তাদের কাছে আমি কখনো মিথ্যা কথা বলি না। কাল তুমি নিজেই ফানুচির সঙ্গে কথা বলে দেখো। ও তোমাদের কাছেই টাকা চাক। কিন্তু টাকাটা দিও না। আর যাই হোক, ওর সঙ্গে ঝগড়াও কর না। বল যে টাকাটা যোগাড় করতে হবে, তারপর আমার কাছে দেবে, আমি ওকে দেব। ওকে বুঝতে দিও যে ও যা চায়, তোমরা তাই দিতে রাজী আছ। দরদস্তুর কর না। দর কষাকষি আমি কবব। তোমরা যতটা বলছ, সত্যিই যদি ও ততটা সাংঘাতিক হয়, তাহলে ওকে চটিয়ে কি লাভ?"

তাই মেনে নিয়েছিল ওরা। পরদিন ক্লেমেন্‌জা ফানুচির সঙ্গে কথা বলে, যাচাই করে নিল যে ভিটো কিছু বানিয়ে গল্প করেননি। পরে ভিটোর বাড়ি এসে ক্লেমেন্‌জা দুশো ডলার দিয়ে গিয়েছিল। ভিটোর দিকে তীক্ষ্ণদৃষ্টিতে তাকিয়ে ক্লেমেন্‌জা বলেছিল, "ফানুচি বলেছে তিন শো ডলারের এক পয়সা কমে চলবে না। তুমি কমাবে কি করে?"

যুক্তিযুক্তভাবেই ভিটো কর্লিয়নি বলেছিলেন, "তাই দিয়ে ভাই, তোমার তো কোনো দরকার নেই। খালি মনে রেখো আমি তোমার একটা উপকার করলাম।"

টেসিও এসেছিল আরো পরে। ক্লেমেন্‌জার চাইতে ওর স্বভাব আরো চাপা, আরো ধারালো, আরো চালাক, কিন্তু অত জোরালো নয়। ও আঁচ করেছিল কোথাও একটা গরমিল আছে, ঠিক ঠিক সব মিলে যাচ্ছে না। একটু উদ্বিগ্নও হয়ে পড়েছিল। ভিটো কর্লিয়নিকে বলেছিল, "ঐ ব্ল্যাক হ্যাণ্ড হারামজাদার সঙ্গে বুঝেসুঝে কারবার কর, পাদ্রীর মতো

ধূর্ত ব্যাটা। তুমি কি চাও যে টাকা দেবার সময় আমি সাক্ষী থাকি?”

ভিটো কর্লিয়নি শুধু মাথা নেড়েছিলেন। উত্তর দেবার কষ্টটুকুও করেননি। টেসিওকে শুধু বলেছিলেন, “ফানুচিকে বলে দিও যে এইখানে আমার বাড়িতে আজ রাত নটার সময় ওকে টাকাটা দেব। এক গেলাস মদ খাওয়াব, কথাবার্তা বলব, বুঝিয়ে সুঝিয়ে কম টাকা নিতে রাজী করাব।”

টেসিও মাথা নেড়ে বলেছিল, “তেমন কপাল করে আসনি। ফানুচি কখনো দাবি ছাড়ে না।”

ভিটো কর্লিয়নি বলেছিলেন, “বুঝিয়ে দেখব।” ভবিষ্যতে ঐ কথাগুলো ওঁর মুখে এতবার শোনা গিয়েছিল যে বিখ্যাত হয়ে উঠেছিল। মর্মান্তিক আঘাতের আগে কথাগুলো ছিল সতর্কবাণীর মতো, র‍্যাট্‌ল্‌-স্নেকের ল্যাজের ঘড়ঘড়ানির মতো। পরে যখন ‘ডন’ হয়ে বিপক্ষ দলের লোকদের ওঁর সঙ্গে বসে কথাবার্তা বলতে বলতেন, তারা বুঝত খুন-খারাবি বাদ দিয়ে মিটমাট করবার এই হল শেষ সুযোগ।

সে রাতে ভিটো কর্লিয়নি তাঁর স্ত্রীকে বললেন খাওয়া-দাওয়ার পর দুই ছেলে, সনি আর ফ্রিডোকে ঐ রাস্তায় অন্য কারো বাড়িতে পৌঁছে দিয়ে আসতে। তিনি অনুমতি না দেওয়া পর্যন্ত তারা যেন কোনো কারণেই বাড়ি না ফেরে। স্ত্রী নিজে বাড়ির দরজায় পাহারায় বসে থাকবে। ফানুচির সঙ্গে ওঁর কিছু গোপন পরামর্শ আছে, তাতে কোনো বাধা পড়লে চলবে না। স্ত্রীর মুখে ভীতির ছাপ দেখে, ভিটো বিরক্ত হয়ে আস্তে আস্তে বলেছিলেন, “তুমি কি ভেবেছ যে একটা আহাম্মুককে বিয়ে করেছ?” স্ত্রী কোনো উত্তর দেয়নি। উত্তর দেয়নি কারণ ওর ভয় হচ্ছিল; এখন আর ফানুচিকে ভয় নয়, নিজের স্বামীকে ভয়। ওর চোখের সামনে উনি কেমন অন্য রকম হয়ে যাচ্ছিলেন, ঘণ্টায় ঘণ্টায় বদলে এমন একটা মানুষে পরিণত হচ্ছিলেন যার গা থেকে একটা সাংঘাতিক শক্তি বিচ্ছুরিত হচ্ছিল। সর্বদাই মানুষটা ছিলেন চুপচাপ,

স্বল্পভাষী, সর্বদা কোমল স্বভাবের ছিলেন, যুক্তি মেনে চলতেন, অল্প-বয়সী সিসিলীয় পুরুষরা ও-রকম হত না। এখন চোখের সামনে ওঁর স্ত্রী দেখতে পাচ্ছিল নিয়তির পথে সঞ্চালিত হবার জন্য তিনি তৈরি হচ্ছেন, নিরাপত্তার জন্য এতদিন যে নির্দোষ ভালোমানুষের খোলস পরে থাকতেন, সেটাকে এবার ঝেড়ে ফেলে দিচ্ছেন। দেরিতে শুরু করে-ছিলেন, বয়স হয়েছিল পঁচিশ, কিন্তু সমারোহ করেই শুরু করেছিলেন।

ভিটো কর্লিয়নি স্থির করেছিলেন ফানুচিকে খুন করবেন। তার ফলে ব্যাঙ্কে বাড়তি সাতশো ডলার জমবে। ব্ল্যাক হ্যাণ্ড সন্ত্রাসবাদীকে তাঁর নিজের দেয় তিনশো ডলার, টেসিওর দুশো ডলার, ক্লেমেন্‌জার দুশো। ফানুচিকে না মারলে তাকে নগদ সাতশো ডলার দিতে হবে। ফানুচিকে বাঁচিয়ে রাখবার জন্য উনি সাতশো ডলার দিতে রাজী ছিলেন না। নিজের প্রাণ বাঁচাতে ফানুচির যদি একটা অপারেশন দরকার হত আর তার জন্য সাতশো ডলার লাগত, তবু অস্ত্র চিকিৎসকের জন্য সে-টাকা ভিটো দিতেন না। ফানুচির প্রতি তাঁর কোনো কৃতজ্ঞতার ঋণ ছিল না; ওদের কোনো রক্ত-সম্পর্ক ছিল না; ওকে উনি ভালো-বাসতেন না। তাহলে কিসের জন্য তাকে সাতশো ডলার দিতে যাবেন?

এর অপরিহার্য সিদ্ধান্ত হল যে ফানুচি যখন জোর করে তাঁর কাছ থেকে সাতশো ডলার নিতে চায়, কেন উনি তাকে মেরে ফেলবেন না? দুনিয়া নিশ্চয়ই ঐ-রকম একটা লোকের অভাব বোধ করবে না? এর বিরুদ্ধে অবশ্য কতকগুলো বাস্তব যুক্তিও ছিল। ফানুচির হয়তো শক্তিমান বন্ধুবান্ধব আছে, তারা প্রতিশোধ নিতে চাইবে। ফানুচি নিজে যথেষ্ট সাংঘাতিক লোক, ওকে মারা খুব সহজ কাজ নয়। পুলিস আছে বৈদ্যুতিক-চেয়ার আছে। কিন্তু বাপের মৃত্যুর পর থেকেই ভিটো কর্লিয়নি প্রাণদণ্ডের ছায়ায় বাস করেছেন। বারো বছর বয়সে ঘাতকদের কাছ থেকে পালিয়ে, মহাসাগর পার হয়ে ছদ্মনামে, অচেনা জায়গায় বাস করেছেন। বহু বছর ধরে নিরিবিলি পরিদর্শনের ফলে, তাঁর এই

প্রত্যয় হয়েছিল যে অন্যদের চাইতে তাঁর বুদ্ধি ও সাহস অনেক বেশি, যদিও এতাবৎ গুণগুলো কাজে লাগাবার সুযোগ হয়নি।

তা সত্ত্বেও নিয়তির পথে প্রথম পদক্ষেপের আগে তিনি ইতস্ততঃ করেছিলেন। এমন কি সাতশো ডলারের একটা তোড়া বেঁধে পেণ্টেলুনের পাশের পকেটে একটা সুবিধামতো জায়গায় রেখেও ছিলেন। কিন্তু বাঁ দিকের পকেটে রেখেছিলেন। ডান দিকের পকেটে ছিল সেই বন্দুক, রেশমের ট্রাক ছিনতাই করার আগে ক্লেমেন্‌জা যেটা তাঁকে দিয়েছিল।

ঠিক নটার সময়ে ফানুচি এল। ভিটো কর্লিয়নি টেবিলের ওপর ক্লেমেন্‌জার দেওয়া এক বোতল ঘরে তৈরি মদ রাখলেন।

মদের বোতলের পাশে ফানুচি তার সাদা ফিডরা টুপিটি রাখল। তারপর রঙচঙে ফুল-কাটা চওড়া টাইটা ঢিলা করল, উজ্জ্বল নক্‌শার ওপর টোমাটোর দাগ দেখা যাচ্ছিল না। গ্রীষ্মকালের রাতটি ছিল বড় গরম, গ্যাসের আলো বড় ক্ষীণ। বাড়ির ভিতর সব চুপচাপ। কিন্তু ভিটো কর্লিয়নির শরীর যেন বরফ। নিজের সততা দেখাবার জন্য তিনি নোটের তোড়াটা ফানুচির হাতে দিয়ে সাবধানে চেয়ে দেখলেন ফানুচি টাকা গুনে, চওড়া একটা চামড়ার ওয়ালেট বের করে, তার মধ্যে নোটগুলো গুঁজে রাখল। ফানুচি মদের গেলাসে চুমুক দিয়ে বলল, "আমি আরো দুশো ডলার পাই।" ঘন ভুরুর নিচে ফানুচির মুখ ভাবলেশহীন।

ভিটো কর্লিয়নি ঠাণ্ডা গলায় বুঝিয়ে বললেন, "আমার এখন একটু টানাটানি যাচ্ছে, চাকরি নেই। কয়েক সপ্তাহ আমাকে ঋণী থাকতে দিন।"

কৌশলটা চলতে পারে। বেশির ভাগ টাকা তো ফানুচি পেয়েই গেছিল, কিছুদিন অপেক্ষা করা যেতে পারে। হয়তো আর বেশি না নিতে, কিংবা আরো কিছুদিন অপেক্ষা করতেও রাজী হতে পারে। মদ খেতে খেতে ফিক ফিক করে হেসে ফানুচি বলল, "ভারি চালাক তো

হে তুমি, ছোকরা। এর আগে তোমাকে লক্ষ্য করিনি কেন বল তো? এত চুপচাপ থাকলে নিজের সুবিধা করা যায় না। আমি তোমাকে এমন সব কাজ পাইয়ে দিতে পারি যাতে তোমার খুব লাভ হবে।"

অতি ভদ্রভাবে মাথা নেড়ে ভিটো কর্লিয়নি তাঁর আগ্রহ দেখালেন। তারপর বেগুনী জগ থেকে ওর গেলাসটি আবার ভরে দিলেন। কি যেন বলতে গিয়ে সামলে নিয়ে, ফানুচি চেয়ার থেকে উঠে পড়ে ভিটোর সঙ্গে হ্যাণ্ড-শেক করে বলল, "গুড্‌নাইট। কিছু মনে করনি তো? যদি তোমার জন্য কিছু করতে পারি, আমাকে জানিও। আজ যা করলে তাতে তোমারই সুবিধা হবে।"

ভিটো ফানুচিকে সিঁড়ি দিয়ে নেমে বাড়ি থেকে বেরিয়ে যেতে দিলেন। রাস্তায় প্রত্যক্ষদর্শীরা গিজগিজ করছিল, সবাই দেখল ফানুচি নির্বিঘ্নে কর্লিয়নিদের বাড়ি থেকে বেরিয়ে গেল। ভিটো জানলা দিয়ে দেখলেন, ফানুচি ইলেভেন্‌থ্‌ অ্যাভেনিউর দিকে মোড় নিল; বুঝলেন বাড়ির দিকে যাচ্ছে, সম্ভবতঃ লুটের মাল তুলে রেখে আবার বেরিয়ে এসে পথে পথে ঘুরবে। হয়তো বন্দুকটাও উঠিয়ে রাখবে। ভিটো কর্লিয়নি নিজের ফ্ল্যাট থেকে বেরিয়ে, সিঁড়ি বেয়ে ছাদে চড়লেন। একটার পর একটা চৌকো ছাদ পেরিয়ে, একটা খালি গুদোমখানার লোহার সিঁড়ি দিয়ে সে বাড়ির পিছনের উঠোনে গিয়ে নামলেন। মেরে পিছনের দরজা খুলে গুদোমের ভিতর দিয়ে গিয়ে, সামনের দরজা লাথি দিয়ে বেরিয়ে এলেন। রাস্তার ওপারেই ফানুচির অল্প ভাড়ার ফ্ল্যাট বাড়ি।

পশ্চিম দিকে এই সব অল্প ভাড়ার ফ্ল্যাট বাড়িগুলো টেন্‌থ্‌ অ্যাভেনিউ পর্যন্ত বিস্তৃত ছিল। ইলেভেন্‌থ্‌ অ্যাভেনিউতে বেশির ভাগ বাড়িই মালগুদাম, কিংবা নানান্‌ কোম্পানির ভাড়া করা গুদামঘর। নিউ-ইয়র্ক সেন্ট্রাল রেলরোড দিয়ে যারা মাল চালান করত, তারা চাইত ওখান থেকে হাড্‌সন নদী পর্যন্ত যে-সব মালের ইয়ার্ড মৌচাকের মতো একটার পর একটা ছড়িয়ে ছিল, সেগুলোর মধ্যে দিয়ে একটা

যাতায়াতের পথ। এই মালগুদামের মরুভূমির মাঝখানে যে খানকতক বসতবাড়ি তখনো টিকে ছিল, ফানুচিদের বাড়ি তার একটি। ঐ বাড়ির বাসিন্দারা বেশির ভাগই অবিবাহিত রেল-কর্মী, ইয়ার্ডের শ্রমিক আর সব চাইতে সস্তা যত বেশ্যা। সচ্চরিত্র ইতালীয়দের মতো এরা কেউ রাস্তায় বসে গল্প করত না, এরা সব বীয়রের দোকানে মাইনের টাকাগুলো গিলত। কাজেই নির্জন ইলেভেন্থ্ অ্যাভেনিউ পার হয়ে ফানুচির ফ্ল্যাট বাড়ির হলঘরে চুপিসাড়ে ঢুকে পড়া ভিটো কর্লিয়নির পক্ষে কিছুই কঠিন ব্যাপার ছিল। সেখানে পৌঁছে, বন্দুক বের করে ভিটো অপেক্ষা করে রইলেন, বন্দুকটা তখন পর্যন্ত ব্যবহারই করেননি।

হলঘরের কাচের দরজা দিয়ে ভিটো বাইরে চোখ রেখেছিলেন, উনি জানতেন ফানুচি আসবে টেন্থ্ অ্যাভেনিউয়ের দিক থেকে। ক্লেমেন্জা ওঁকে বন্দুকটার সেফ্‌টি-ক্যাচ্ দেখিয়ে দিয়েছিল, ট্রিগারের সাহায্যে গুলি বের করে নেওয়া হয়েছিল। কিন্তু শৈশবে সিসিলিতে বাবার সঙ্গে ভিটো অনেক সময় শিকারে যেতেন, ন বছর বয়সেই তিনি 'লুপারা' নামক ভারি শট্-গান ছুঁড়তে পারতেন। অত কম বয়সে তাঁর লুপারায় দক্ষতা দেখেই বাপের হত্যাকারীরা ওঁকেও প্রাণদণ্ড দিয়ে রেখেছিল।

এখন অন্ধকার হলঘরে দাঁড়িয়ে ভিটো দেখতে পেলেন একটা সাদা অস্পষ্ট ছায়ার মতো ফানুচি দরজার দিকে এগোচ্ছে। ভিটো পিছু হটে, ভিতরের সিঁড়ির দিকে যাবার দরজায় কাঁধ ঠেকিয়ে দাঁড়ালেন। গুলি করবার জন্য হাতটা বাড়িয়ে রাখলেন। বাইরের দরজা থেকে হাতটার দূরত্ব মাত্র দুই পদক্ষেপ। দরজাটা ভিতর দিকে খুলে গেল। চওড়া, সাদা, গায়ে-গন্ধ ফানুচি আলোর চৌকোটাকে আড়াল করে দিল। ভিটো কর্লিয়নি গুলি ছুঁড়লেন।

খোলা দরজা দিয়ে খানিকটা শব্দ বাইরে পৌঁছল, বিস্ফোরণের বাকি শব্দে বাড়ি কেঁপে উঠল। ফানুচি দরজার দুই পাশ ধরে খাড়া থাকবার চেষ্টা করছিল, বন্দুক ধরবার চেষ্টা করছিল। বিস্ফোরণের চোটে কোটের

বোতাম ছিঁড়ে, কোটটা হাঁ হয়ে ছিল। বন্দুক দেখা যাচ্ছিল, সেই সঙ্গে পেটের ওপর সাদা শার্টে মাকড়সার মতো একটা আঁকাবাঁকা লাল রেখাও দেখা যাচ্ছিল। খুব সাবধানে, যেন শিরার মধ্যে ইন্‌জেক্‌শন দিচ্ছেন, এমনভাবে ঠিক ঐ লাল জালটির ওপর ভিটো কর্লিয়নি দ্বিতীয়-বার গুলি করলেন।

হাঁটু মুড়ে বসে পড়ল ফানুচি, ঠেলা লেগে দরজাটা খুলে গেল। মুখ থেকে বিকট একটা গোঙানির শব্দ বেরিয়ে এল, নিদারুণ শারীরিক যন্ত্রণায় মানুষ যেমন করে গোঙায়, কিন্তু তার একটা হাস্যকর দিকও ছিল। বরাবর গোঙাতে লাগল সে, ভিটোর পরে মনে হয়েছিল অন্ততঃ তিনবার গোঙানি শুনেছিলেন, তারপর ফানুচির ঘর্মাক্ত মেদবহুল গালে বন্দুকের নল লাগিয়ে তার মগজের মধ্যে গুলি করলেন। পাঁচ সেকেণ্ডের মধ্যে ফানুচি মাটিতে পড়ে গেল, ওর দেহের চাপে দরজা হাট হয়ে খুলে রইল।

খুব সাবধানে ওর কোটের পকেট থেকে চওড়া ওয়ালেটটা বের করে, ভিটো নিজের শার্টের মধ্যে পুরলেন। তারপর রাস্তা পার হয়ে গুদাম-বাড়িতে ঢুকলেন, তার ভিতর দিয়ে উঠোনে পৌঁছলেন, সেখান থেকে লোহার সিঁড়ি বেয়ে ছাদে চড়লেন। সেখান থেকে একবার রাস্তাটাকে দেখে নিলেন। ফানুচি তখনো দরজার সামনে পড়ে ছিল, ধারে কাছে কেউ ছিল না। ফ্ল্যাট বাড়িটার দুটো জানলা খুলে গেছিল, কয়েকটা কালো কালো মাথা বাইরে বেরিয়ে ছিল, কিন্তু ভিটো যখন তাদের মুখ চোখ দেখতে পাচ্ছিলেন না, তারাও নিশ্চয় ওঁর মুখ চোখ দেখতে পায়নি। তাছাড়া ঐ ধরনের লোকরা কখনো পুলিসে খবর দেয় না। ফানুচি হয়তো ঐখানেই ভোর অবধি পড়ে থাকবে, যদি না কোনো টহলদার পুলিসের লোক রোঁদে বেরিয়ে ওর গায়ে হোঁচট খায়। ঐ বাড়িটার একটি লোকও যেচে পুলিসের সন্দেহের বা জিজ্ঞাসাবাদের পাত্র হবে না। যে যার ঘরের দরজা এঁটে, ভান করবে যেন কেউ কিছু শুনতে পায়নি।

ভিটো কর্লিয়নির তাড়াহুড়ো করবার দরকার ছিল না। অন্য বাড়ি-গুলোর ছাদের ওপর দিয়ে হেঁটে, নিজের বাড়ির ছাদে পৌঁছে, ছাদের দরজা খুলে তিনি আবার নিজের ফ্ল্যাটে নেমে এলেন। ফ্ল্যাটের দরজার চাবি খুলে, ভিতরে ঢুকে, আবার চাবি লাগালেন। ওয়ালেটে ঐ সাতশো ডলার ছাড়া, শুধু কয়েকটা এক ডলারের আর একটা পাঁচ ডলারের নোট ছিল।

খাপের ভিতরে গোঁজা ছিল একটা পুরনো পাঁচ ডলারের স্বর্ণমুদ্রা। হয়তো পয় আনবার জন্য। ফানুচি যদি বাস্তবিক-ই একজন পয়সাওয়ালা গুণ্ডা হয়ে থাকে, সঙ্গে টাকাকড়ি নিয়ে অন্ততঃ সে ঘুরত না। এতে ভিটোর কতকগুলো পুরনো সন্দেহ সমর্থন পেল।

উনি জানতেন যে ওয়ালেটটা আর বন্দুকটা দূর করে দিতে হবে। এও তখনি বুঝেছিলেন যে স্বর্ণমুদ্রাটিও ওয়ালেটের মধ্যেই রেখে দিতে হবে। আবার ছাদে উঠলেন ভিটো, কয়েকটা ছাদ পেরোলেন, কয়েকটা পাঁচিল টপকালেন। তারপর একটা বাতাস চলাচলের জায়গায় ওয়ালেটটা ফেলে দিলেন। বন্দুক থেকে গুলি বের করে ফেললেন; নলটাকে পাঁচিলে আছড়েও ভাঙতে পারলেন না। তখন উল্টে ধরে একটা ধোঁয়ার চোঙার গায়ে কাঠের হাতলের বাড়ি মেরে সেটাকে দু-ভাগ করে ফেললেন। আরো কয়েকটা বাড়ি দিতেই নল আর হাতল আলাদা হয়ে গেল। তারপর একেকটা বাতাস-চলাচলের জায়গায় একেক টুকরো ফেলে দিলেন। পাঁচ তলা থেকে নিচে মাটিতে পৌঁছবার সময় এতটুকু শব্দ না করে, টুকরোগুলো সেখানে জমানো আবর্জনার ঢিপিতে একেবারে ডুবে গেল। সকালে সমস্ত জানলা থেকে আরো আবর্জনা ফেলা হবে, তখন কপাল জোরে সব ঢাকা পড়ে যাবে। ভিটো এবার নিজের ফ্ল্যাটে ফিরে গেলেন।

শরীরটা একটু কাঁপলেও, খুবই প্রকৃতিস্থ ছিলেন। কাপড়চোপড় ছাড়লেন, ভয় হল যদি দুচার ফোঁটা রক্ত, কাপড় জামায় ছিট্‌কে পড়ে থাকে, তাই ছাড়া কাপড়গুলোকে ওঁর স্ত্রীর ধাতুর তৈরি কাপড় কাচার

গামলায় ফেললেন। খানিকটা কাপড় কাচার সোডা আর মেটে রঙের ঘন কাপড় কাচার সাবান দিয়ে কাপড়চোপড়গুলো ভিজিয়ে দিলেন, তারপর বাসন ধোবার সিঙ্কের নিচেকার ধাতুর বোর্ডে ভালো করে সে-গুলোকে রগড়ালেন। তারপর গামলা আর সিঙ্কটা সোডা সাবান দিয়ে মেজে সাফ করলেন। শোবার-ঘরের কোণায় দেখলেন একগাদা সদ্য কাচা কাপড়চোপড় রয়েছে, তার সঙ্গে নিজের কাপড়গুলো মিলিয়ে রাখলেন। তারপর পরিষ্কার শার্ট পেন্টেলুন গায়ে দিয়ে, বাড়ির সামনে স্ত্রী ছেলেদের আর পাড়াপ্রতিবেশীদের সঙ্গে জমায়েৎ হলেন।

এত সব সতর্কতার আসলে কোনো দরকার ছিল না। ভোরে পুলিস মৃতদেহটা আবিষ্কার করেছিল, কিন্তু ভিটো কর্লিয়নিকে কোনো প্রশ্ন করেনি। উনি বাস্তবিক আশ্চর্য হয়ে গেছিলেন যে যে-রাতে ফানুচিকে গুলি করে মারা হয়েছিল, সে-রাতে ও ভিটোর বাড়িতে গেছিল এ-কথা পুলিসের কানে পৌঁছয়নি। ভেবেছিলেন বহু লোকে ফানুচিকে ওঁদের বাড়ি থেকে জীবন্ত বেরিয়ে আসতে দেখেছিল, তাতেই ওঁর নির্দোষিতা প্রমাণ হত। অনেক পরে ভিটো শুনেছিলেন যে ফানুচি মারা পড়াতে, পুলিস বিভাগ মহা খুশি হয়েছিল, হত্যাকারীদের ধরবার কোনো আগ্রহই তাদের মধ্যে দেখা যায়নি। ওরা ধরে নিয়েছিল এ-ও আরেকটা গোষ্ঠী-লড়াইয়ের হত্যাকাণ্ড। যে-সমস্ত গুণ্ডারা চোরা-কারবারের সঙ্গে জড়িত বলে পুলিসের জানা ছিল, যাদের খুনে-বাটপাড় বলে অখ্যাতি ছিল, তাদের কিছু জিজ্ঞাসাবাদ করা হয়েছিল। ভিটো কখনো কোনো গোল-মালে পড়েননি বলে ওঁকে কেউ এর সঙ্গে জড়ায়নি।

অবশ্য পুলিসের চোখে ধুলো দিলেও, স্যাঙাৎদের কথা আলাদা। এর পর এক সপ্তাহ, দু সপ্তাহ পীট ক্লেমেন্‌জা আর টেসিও ওঁকে এড়িয়ে চলেছিল, তারপর একদিন সন্ধ্যায় ওরা ওঁর সঙ্গে দেখা করতে এল। প্রকাশ্য শ্রদ্ধা নিয়েই এল। নির্বিকার সৌজন্যের সঙ্গে ভিটো কর্লিয়নি ওদের অভিবাদন করে, মদ পরিবেশন করলেন।

ক্লেমেন্‌জা আগে কথা বলল। নরম গলায় বলল, "নাইন্‌থ্‌ অ্যাভে-

নিউইয়র্কের দোকানদারদের কাছ থেকে কেউ চাঁদা নিচ্ছে না। তাসের আর জুয়োর আড্ডা থেকেও কেউ কিছু সংগ্রহ করছে না।"

স্থির দৃষ্টিতে ভিটো কর্লিয়নি ওদের দিকে তাকিয়ে রইলেন, কোনো উত্তর দিলেন না। টেসিও তখন বলল, "আমরা তো ফানুচির খদ্দেরদের ভার নিতে পারি। ওরা আমাদের টাকা দেবে।" ভিটো কর্লিয়নি কাঁধ ঝাঁকিয়ে বললেন, "আমার কাছে কেন এলে? আমার ও-সবে আগ্রহ নেই।"

ক্লেমেন্‌জা হাসল। যুবা বয়সেও, অত বড় ভুঁড়ি বাগাবার আগেও, ওর হাসিটা ছিল মোটা মানুষের হাসি। এবার সে ভিটো কর্লিয়নিকে জিজ্ঞাসা করল, "ট্রাকের ব্যাপারের জন্য তোমাকে যে বন্দুকটা দিয়েছিলাম, সেটার কি হল? আর যখন দরকার হবে না, ওটা আমাকে ফিরিয়ে দিলে পার।"

ধীরেসুস্থে সুপরিকল্পিতভাবে ভিটো কর্লিয়নি পাশের পকেট থেকে একতাড়া নোট বের করে, পাঁচটা দশ ডলারের নোট খুলে নিলেন, "এই নাও, দামটা দিয়ে দিচ্ছি। ট্রাকের কাজের পর বন্দুকটা ফেলে দিয়েছিলাম।" ওদের দুজনার দিকে তাকিয়ে হাসলেন ভিটো।

সে সময়ে ভিটো কর্লিয়নি তাঁর ঐ হাসির প্রতিক্রিয়াটা বুঝতেন না। বরফের মতো ঠাণ্ডা ছিল ঐ হাসি, কারণ ওতে ভয় দেখাবার চেষ্টা ছিল না। এমন করে হাসতেন যেন একটা মজার কথা মনে পড়েছে, যার রস তিনি ছাড়া কেউ উপভোগ করবে না। কিন্তু যেহেতু নিতান্ত মারাত্মক ব্যাপার না হলে কখনো ওভাবে হাসতেন না এবং যে-হেতু মজার কথাটা বাস্তবিকই গোপনীয় ছিল এবং যে-হেতু ওঁর চোখদুটি হাসত না এবং যে-হেতু বাইরে থেকে ওঁর চরিত্র ছিল অতি যুক্তিসংগত ধরনের আর অতি চুপচাপ, ঐ রকম অপ্রত্যাশিত ভাবে ওঁর আসল সত্তার প্রকাশটা হত বিষম ভয়াবহ।

ক্লেমেন্‌জা মাথা নেড়ে বলল, "টাকা আমি চাই না।" ভিটো নোটগুলোকে আবার পকেটে ভরলেন। ভরে অপেক্ষা করে রইলেন।

তিনজনে তিনজনকে ভালো করেই জানতেন। ওরা জানত উনি ফান্নুচিকে হত্যা করেছিলেন আর যদিও সে-কথা ওরা কারো সামনে মুখেও আনেনি, কয়েক সপ্তাহের মধ্যেই পাড়াসুদ্ধ সকলেই জেনে গেল। সকলেই তখন ভিটো কর্লিয়নিকে একজন 'শ্রদ্ধাভাজন ব্যক্তি' বলে খাতির করতে লাগল। অথচ ফান্নুচির নানান বে-আইনী কারবার আর টাকা আদায়ের ব্যবসা হস্তগত করবার উনি কোনো চেষ্টাই করেননি।

তারপর যা হল সেটা অনিবার্য। একদিন রাতে ভিটোর স্ত্রী একজন বিধবা প্রতিবেশিনীকে বাড়িতে নিয়ে এলেন। ইতালীয় মহিলা, নিষ্কলঙ্ক চরিত্র। বাপ-মরা ছেলেপুলেদের মানুষ করবার জন্য তিনি আপ্রাণ খাটতেন। পুরনো দেশের নিয়মমতো ওঁর ষোল বছরের বড় ছেলে সীল-সুদ্ধ মাইনের টাকাটি এনে মায়ের হাতে দিত। সতেরো বছরের মেয়েটি একটা দরজির দোকানে কাজ করত, সে-ও তাই করত। রাতে অন্যায় রকম কম পারিশ্রমিকের জন্য ওদের পরিবারের সবাই কার্ডের ওপর বোতাম সেলাই করত। মহিলার নাম ছিল সিনিয়রা কলম্বো।

ভিটো কর্লিয়নির স্ত্রী বললেন, "সিনিয়রা তোমার কাছে একটু অনুগ্রহ চাইছেন। উনি একটু মুশকিলে পড়েছেন।"

ভিটো কর্লিয়নি ভেবেছিলেন ভদ্রমহিলা বুঝি টাকা চাইবেন, টাকা দিতে প্রস্তুতও ছিলেন। কিন্তু যতদূর বুঝলেন শ্রীমতী কলম্বোর একটা কুকুর ছিল, সেটা তাঁর ছোট ছেলের বড় আদরের। বাড়িওয়ালার কাছে নালিশ গেছিল কুকুরটা নাকি রাতে ডাকে। সে শ্রীমতী কলম্বোকে কুকুর বিদায় করতে বলেছিল। তিনিও ভাব দেখিয়েছিলেন যেন বিদায় করেছেন। তারপর বাড়িওয়ালা টের পেল ভদ্রমহিলা ওকে ঠকিয়েছেন, তখন সে তাঁকে বাড়ি ছেড়ে চলে যেতে বলল। ভদ্রমহিলা বললেন এবার সত্যিই কুকুর বিদায় করে দেবেন এবং বাস্তবিকই তাই দিয়ে-ছিলেন। কিন্তু বাড়িওয়ালা বেজায় চটে গেছে, ওঁদের বাড়ি-ছাড়ার হুকুম কিছুতেই সে রদ করছে না। হয় তাঁকে নিজের থেকে বেরিয়ে

যেতে হবে, নয়তো পুলিস দিয়ে বের করে দেওয়া হবে। এদিকে লং আইল্যাণ্ডের এক আত্মীয়কে কুকুরটা দিয়ে দেওয়া হয়েছিল বলে ছোট ছেলেটার সে কি কান্না। মাঝখান থেকে মিছিমিছি ওদের বাড়ি ছেড়ে চলে যেতে হবে।

কোমল কণ্ঠে ভিটো কর্লিয়নি জিজ্ঞাসা করলেন, "আপনি আমার কাছে সাহায্য চাইছেন কেন?"

শ্রীমতী কলম্বো ভিটোর স্ত্রীর দিকে মাথা নেড়ে বললেন, "ও যে বলল আপনাকে বলতে।"

অবাক হলেন ভিটো। ফানুচিকে হত্যা করার রাতে উনি যে কাপড় কেচেছিলেন সে-বিষয়ে তিনি কখনো একটি কথা জিজ্ঞাসা করেননি। কখনো জানতে চাননি যে চাকরি নেই অথচ এত টাকা আসে কোথেকে। এখনো তাঁর মুখে কোনো ভাবের প্রকাশ দেখা যাচ্ছিল না। ভিটো তখন শ্রীমতী কলম্বোকে বললেন, "বাড়ি বদল করার সুবিধার জন্য কিছু টাকা দিতে পারি, আপনি কি তাই চান?"

ভদ্রমহিলা মাথা নাড়লেন, তাঁর চোখে জল দেখা গেল, "আমার সব বন্ধুরা এ-পাড়ায় থাকে, ইতালীতে যে-সব মেয়েদের সঙ্গে বড় হয়েছিলাম, তারা সবাই। কি করে আমি অন্য পাড়ায় অচেনা লোকদের মাঝখানে থাকব? আমি চাই আপনি বাড়িওয়ালাকে বলে আমার এখানেই থাকার অনুমতি করিয়ে দিন।"

ভিটো মাথা দুলিয়ে বললেন, "তাহলে তো হয়েই গেল। আপনাকে কোথাও যেতে হবে না। কাল সকালে বাড়িওয়ালার সঙ্গে কথা বলব।"

ওঁর স্ত্রী ওঁর দিকে চেয়ে একটু হাসলেন, তার কোনো উত্তর দিলেন না ভিটো, কিন্তু খুশি হলেন। শ্রীমতী কলম্বোর মনে একটু অনিশ্চয়তা রয়েছে মনে হল, তিনি জিজ্ঞাসা করলেন, "আপনি ঠিক জানেন ও রাজী হবে, ঐ বাড়িওয়ালা?"

আশ্চর্য হয়ে ভিটো বললেন, "সিনিয়র রবার্টো? অবশ্যই সে রাজী হবে। ওর মনটা খুব ভালো। একবার যদি আপনার অবস্থাটা ভালো

করে বুঝিয়ে বলি, আপনার দুর্ভাগ্যের কথা শুনে ওর নিশ্চয় দয়া হবে। অত ভাববেন না। ছেলেমেয়েদের মঙ্গলের জন্য নিজের স্বাস্থ্যটা দেখবেন।"

বাড়িওয়ালা, মিঃ রবার্টোর ঐ পাড়াতেই পাঁচটা কম ভাড়ার ফ্ল্যাট বাড়ি ছিল, সে রোজ সেগুলো দেখতে আসত। লোকটি ছিল গরীবদের পৃষ্ঠপোষক; ইতালীয় শ্রমিকরা জাহাজ থেকে নামবামাত্র রবার্টো তাদের নানান বড় বড় কর্পোরেশনের কাছে বিকিয়ে দিত। সেই লাভের টাকা থেকে একে একে সস্তায় ফ্ল্যাট বাড়িগুলোকে কিনেছিল। উত্তর ইটালিতে বাড়ি, লোকটা ছিল শিক্ষিত; সিসিলি নেপল্‌স্‌ থেকে আগত এই সব নিরক্ষর দক্ষিণদেশী লোকগুলোর প্রতি ওর অসীম ঘৃণা ছিল। ওর বাড়িগুলোতে এরা পোকার মতো গিজগিজ করত, বাতাস চলাচলের জায়গায় আবর্জনা ফেলত, আরশোলায় আর ইঁদুরে ঘরের দেয়াল খুবলে খেলেও, বাড়িওয়ালার সম্পত্তি রক্ষা করবার জন্য একটা আঙুল পর্যন্ত তুলত না। লোকটা এমনিতে মন্দ ছিল না, সৎ স্বামী, ভালো বাপ, কিন্তু দিনরাত কেবলই অর্থ চিন্তা করে, কোথায় টাকা খাটল, কত টাকা রোজগার হল, বিষয় থাকলেই যে-সমস্ত খরচপত্র অনিবার্য হয়ে পড়ে, সেই নিয়ে ভেবে ভেবে ওর মেজাজ এমনি খিঁচড়ে গেছিল, যে সব সময় রেগেই থাকত। একটা কথা বলবার জন্য ভিটো কর্লিয়নি যখন তাকে পথের মধ্যে দাঁড় করাল, মিঃ রবার্টো সংক্ষেপে কথা বলল। ঠিক অভদ্রতা করল না, কারণ এই ছোকরাটাকে নিরীহ মনে হলেও, ঐ সব দক্ষিণদেশীদের দিয়ে বিশ্বাস নেই, একটু চটিয়ে দিলেই হয়তো ছোরা মেরে বসবে।

ভিটো কর্লিয়নি বললেন, "সিনিয়র রবার্টো, আমার স্ত্রীর বন্ধু গরীব বিধবা, তার কোনো পুরুষ অভিভাবক নেই। তার কাছে শুনলাম কোনো কারণে তাকে আপনার বাড়ি ছেড়ে চলে যেতে বলা হয়েছে। সে তো হতাশায় ভেঙে পড়েছে। টাকাকড়ি নেই, এই পাড়ার মধ্যে ছাড়া কোনো বন্ধুবান্ধবও নেই। ওকে বলেছি আমি আপনার সঙ্গে

কথা বলে দেখব, আপনি যুক্তিযুক্ত কাজ করেন, হয়তো কিছু ভুল বুঝেছেন। নষ্টের মূল ঐ জানোয়ারটাকে তো ওরা বিদায় করেই দিয়েছে, তাহলে আর থেকে যেতে পারবে না কেন? আপনিও ইতালীয়, আমিও তাই; আপনার কাছে এই উপকারটুকু চাইছি।"

সিনিয়র রবার্টো তাঁর সামনে দাঁড়ানো যুবকটির দিকে তাকালেন। দেখলেন লোকটি মাথায় মাঝারি, কিন্তু গড়নে বলিষ্ঠ, চাষাভুষো হয়তো, তবে ডাকাত নয়; যদিও এমনই তার হাস্যকর আস্পর্ধা যে ইতালীয় বলে নিজের পরিচয় দেয়। কাঁধ তুলে রবার্টো বলল, "আমি তো আরো বেশি ভাড়ায় অন্য ভাড়াটে ঠিক করে ফেলেছি। তোমার বন্ধুর জন্য তো তাদের হতাশ করতে পারি না।"

কথাটা বুঝে অমায়িকভাবে মাথা দোলালেন ভিটো, "মাসে কতটা বেশি ভাড়া?"

মিঃ রবার্টো বলল, "পাঁচ ডলার।" একেবারে মিথ্যা কথা। রেলের ধারে ফ্ল্যাট, চারটে অন্ধকার ঘর, তার জন্য বিধবা ভদ্রমহিলা দেন বারো ডলার, নতুন ভাড়াটেও তার চাইতে বেশি দিতে রাজী ছিল না।

ভিটো কর্লিয়নি পকেট থেকে একতাড়া নোট বের করে তিনটি দশ ডলারের নোট খুলে বললেন, "ধরুন, ছ' মাসের বাড়তি ভাড়ার আগাম। ওঁকে কিছু বলবার দরকার নেই, ভারি আত্মসম্মানবোধ ওঁর। ছ' মাস পরে আমার সঙ্গে দেখা করবেন। অবশ্যই কুকুরটা রাখতে দেবেন।"

মিঃ রবার্টো বলল, "দেব না আরো কিছু! কোথাকার তুমি কে হে, বড় যে হুকুম চালাচ্ছ। মুখ সামলে কথা বল, নয়তো এক লাথি খেয়ে সিসিলীয় পোঁদের ওপর পথের মধ্যিখানে পড়বে গিয়ে!"

আশ্চর্য হয়ে ভিটো কর্লিয়নি দু হাত তুললেন। "একটা অনুগ্রহ চাইলাম, ব্যস্, আর কিছু নয়। কবে কার বন্ধুজনের দরকার হয় কে বলতে পারে, ঠিক কি না? আমার সদিচ্ছার চিহ্ন বলে টাকাটা নিয়ে, নিজের মন স্থির করুন। তাই নিয়ে আপত্তি করার স্পর্ধা আমার

নেই।" টাকাটা ভিটো রবার্টোর হাতে গুঁজে দিয়ে বললেন, "এইটুকু উপকার করুন, টাকাটা নিয়ে, ব্যাপারটা ভেবে দেখুন। কাল সকালে যদি ওটা ফেরত দিতে ইচ্ছা হয়, অবশ্যই দেবেন। আপনি যদি ভদ্রমহিলাকে বাড়ি থেকে বের করে দিতে চান, আমি কি করে বন্ধ করব বলুন? যাই হোক, সম্পত্তিটা তো আপনার। কুকুর রাখতে দিতে চান না, সেটা বুঝি। আমি নিজেও জন্তু-জানোয়ার পছন্দ করি না।" তারপর মিঃ রবার্টোর কাঁধ চাপড়ে ভিটো আরো বললেন, "আমার এই উপকারটুকু করবেন, কি বলেন? আমি কখনো ভুলব না। পাড়ার মধ্যে আপনার বন্ধুবান্ধবদের আমার কথা জিজ্ঞাসা করবেন। সবাই বলবে আমি কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করাতে বিশ্বাস করি।"

বলা বাহুল্য এরই মধ্যে মিঃ রবার্টোর চোখ ফুটতে আরম্ভ করেছিল। সেদিন সন্ধ্যাতেই সে ভিটো কর্লিয়নি সম্বন্ধে খোঁজখবর করেছিল। পরদিন সকাল পর্যন্তও অপেক্ষা করেনি। সেই রাতেই ভিটো কর্লিয়নির দরজায় টোকা দিয়েছিল, এত রাত করে আসার জন্য ক্ষমা চেয়েছিল এবং ভিটোর স্ত্রীর হাত থেকে এক গেলাস মদ নিয়েছিল। ভিটো কর্লিয়নিকে সে বুঝিয়ে বলেছিল যে সবটাই বিশ্রী একটা ভুল বোঝাবুঝি, অবশ্যই সিনিয়রা কলম্বো তাঁর বাড়িতে থাকতে পারেন এবং কুকুর রাখতে পারেন। যে সব ভাড়াটেরা অত কম ভাড়া দেয়, রাতে কুকুর ডাকে বলে নালিশ করবার তাদেরই বা কি অধিকার আছে? কথা শেষ করে রবার্টো টেবিলের ওপর ত্রিশটা ডলার ফেলে, অত্যন্ত আন্তরিক ভাবে বলল, "এই গরীব বিধবাকে এভাবে সাহায্য করছেন সে কেবল আপনার মহৎ হৃদয়ের জন্য, তাই দেখে আমি বড়ই লজ্জা পেয়েছি। আমি দেখাতে চাই যে আমার মধ্যেও কিছু খৃশ্চানসুলভ দয়া আছে। ওঁর ভাড়া বাড়ানো হবে না।"

এই ছোট প্রহসনটিতে সকলেই অতি সুন্দরভাবে অভিনয় করেছিল। ভিটো মদ ঢাললেন, কেক ফরমায়েস করলেন, মিঃ রবার্টোর করমর্দন করলেন, তাঁর সহৃদয়তার প্রশংসা করলেন। মিঃ রবার্টোও দীর্ঘনিশ্বাস

ফেলে বলল ভিটো কালয়ানর মতো একজন লোকের সঙ্গে আলাপ হওয়াতে, মানবচরিত্রে তার বিশ্বাস ফিরে এসেছে। সব শেষে তাঁরা অনেক কষ্টে পরস্পরের কাছ থেকে নিজেদের বিচ্ছিন্ন করলেন। কানের এত কাছ দিয়ে বিপদ ঘেঁষে গেল ভেবেও মিঃ রবার্টোর দু হাঁটু কাঁদা! ট্রামে চেপে কোনোমতে বাড়ি গিয়ে সে তো শয্যা নিল। এ পাড়ার বাড়ি দেখতে তিনদিন এল না।

পাড়ার মধ্যে আজকাল ভিটো কর্লিয়নি একজন মাতব্বর ব্যক্তি হয়ে উঠেছিলেন। লোকে বলত উনি সিসিলির ম্যাফিয়া দলের সদস্য। একজন লোক একটা ফার্নিশ করা ঘর ভাড়া নিয়ে পাড়ায় তাসের আড্ডা চালাত, সে এসে যেচে প্রতি সপ্তাহে কুড়ি ডলার দিয়ে যেত, তাঁর 'বন্ধুত্বে'র জন্য। তার বদলে ওঁকে হপ্তায় দু-একবার তাসের আড্ডায় ঘুরে আসতে হত, যাতে খেলোয়াড়রা বুঝতে পারে তারা তাঁর প্রশ্রয় পাচ্ছে।

যে-সব দোকানদারদের গুণ্ডা ছোকরারা জ্বালাতন করত, তারা এসে ওঁকে বলত মিটমাট করিয়ে দিতে। করতেনও তাই, উপযুক্ত পারি-তোষিকও পেতেন। দেখতে দেখতে ভিটো ঐ সময়ের আর ঐ জায়গার পক্ষে যাকে বলা যায় দস্তুরমতো মোটা আয় করতে লাগলেন, হপ্তায় একশো ডলার মতো। ক্লেমেন্জা আর টেসিও ছিল তাঁর বন্ধু, তাঁর সাকরেদ, কাজেই তাদেরও কিছু দিতে হত, তারা না চাইতেই দিতেন। অবশেষে ভিটো স্থির করলেন কৈশোরের বন্ধু গেন্‌কো আবানদাণ্ডোর সঙ্গে জলপাই-তেল আমদানির ব্যবসায়ে নামবেন। গেন্‌কো কারবারটা সামলাবে, ইতালী থেকে জলপাই-তেল আমদানি করবে, ন্যায্য দামে কিনবে, ওর বাবার গুদামে মজুত রাখবে। ব্যাবসার এদিকটা দেখবার ওর যথেষ্ট অভিজ্ঞতা ছিল। ক্লেমেন্জা আর টেসিও তেল বিক্রি করবে। ওরা প্রথমে ম্যানহ্যাটানের, তারপর ব্রুক্লিনের, তারপর ব্রঙ্কসের প্রত্যেকটা ইতালীয় মুদীর দোকানে গিয়ে, 'গেন্‌কোর বিশুদ্ধ জলপাই-

তেল' কিনতে তাদের রাজী করাবে। স্বাভাবিক বিনয়ের সঙ্গে ভিটো ব্যবসাটাতে নিজের নাম দিতে অস্বীকার করেছিলেন। তিনিই অবশ্য কোম্পানির কর্তা, কারণ টাকার বেশির ভাগ যোগাতেন তিনি। তাছাড়া যেখানে দোকানদাররা ক্লেমেন্‌জা টেসিওর কথায় মাল নিতে রাজী হবে না, সেখানেই তাঁর ডাক পড়বে। সে-সব ক্ষেত্রে ভিটো কর্লিয়নি তাঁর নিজস্ব মারাত্মক পদ্ধতি লাগিয়ে তাদের মত করাবেন।

এর পর কয়েক বছর ধরে ভিটো কর্লিয়নি একজন ছোটখাটো ব্যবসাদারের উপযুক্ত অতি সন্তোষজনক জীবন যাপন করলেন; একটা সচল বর্ধমান অর্থনৈতিক পটভূমিকায় তিনিও তাঁর সমস্ত শক্তি দিয়ে ব্যবসার চেষ্টা চালিয়ে যেতে লাগলেন। কর্তব্যপরায়ণ বাপ ও স্বামী হলেও সব সময়ই তাঁর হাতে এত বেশি কাজ থাকত যে স্ত্রীর বা ছেলে-দের জন্য খুব বেশি সময় দিতে পারতেন না। ক্রমে ক্রমে যেমন বিশুদ্ধ গেন্‌কো তেল আমেরিকার সব চাইতে জনপ্রিয় আমদানির তেল হয়ে উঠল, ওঁর ব্যবসাও ফেঁপে উঠল। যে কোনো দক্ষ বিক্রেতার মতো উনিও আস্তে আস্তে বুঝলেন যে ব্যবসা বাড়াতে হলে অন্য প্রতিযোগী-দের চাইতে দামটা একটু কম করতে হয়; এবং তাদের জিনিস কম করে রাখতে দোকানদারদের রাজী করিয়ে, তাদের মাল সরবরাহের পথ বন্ধ করে দিতে হয়। যে-কোনো দক্ষ ব্যবসাদারের মতো তাঁরও অভিপ্রায় ছিল প্রতিযোগীদের হয় বিক্রির ক্ষেত্র থেকে তাড়িয়ে, নয়তো তাঁর কাছে কারবার তুলে দিতে রাজী করিয়ে, ক্রমে একটা একচেটিয়া ব্যবসা গড়ে তুলবেন। সে যাই হোক, যে-হেতু উনি টাকাকড়ির দিক থেকে অপেক্ষাকৃত অসহায় অবস্থাতেই ব্যবসা শুরু করেছিলেন, যে-হেতু তিনি বিজ্ঞাপন দেওয়াতে বিশ্বাস না রেখে, বরং মুখের কথার ওপরেই নির্ভর করতেন আর সত্যি কথা বলতে কি, যে-যেতু ওঁর জল-পাই-তেলটা প্রতিযোগীদের তেলের চাইতে কোনো অংশে ভালো ছিল না, সেইজন্য মামুলি ব্যবসায়ীদের সাধারণ কৌশলগুলো উনি ব্যবহার করতে পারতেন না। ওঁকে নির্ভর করতে হত নিজের ব্যক্তিত্বের জোরের

ওপর, একজন 'শ্রদ্ধাভাজন' ব্যক্তি বলে নিজের খ্যাতির ওপর।

যুবা বয়সেও ভিটো কর্লিয়নিকে সকলেই একজন বিচারবুদ্ধিসম্পন্ন মানুষ বলে জানত। কাউকে কখনো উনি শাসাতেন না। এমন সব যুক্তি দেখিয়ে কথা বলতেন যে কেউ তাঁর বক্তব্য অস্বীকার করতে পারত না। অন্যরাও যাতে তাদের ন্যায্য ভাগ পায়, সেদিকে সর্বদা তাঁর দৃষ্টি থাকত। কারো ক্ষতি হত না। বলা বাহুল্য প্রত্যক্ষ উপায়েই এসব তিনি করতেন। অনেক প্রতিভাসম্পন্ন ব্যবসায়ীর মতো উনিও বুঝেছিলেন যে মুক্ত প্রতিযোগিতায় বড় ক্ষতি হয়, একচেটিয়া ব্যবসা অনেক বেশি সুফলপ্রদ। কাজেই উনি সেই সুফলপ্রদ একচেটিয়া ব্যবসা গড়ে তুলবারই ব্যবস্থা করতেন। ব্রুকলিনে কয়েকজন পাইকারি তেল ব্যবসায়ী ছিল, ভারি মেজাজ তাদের, ভারি জেদ, কিছুতেই যুক্তির কথা শুনবে না। এরা কিছুতেই ভিটো কর্লিয়নির স্বপ্নের কথা মানবে না, স্বীকার করবে না, যদিও ভিটো নিজে অনেকখানি ধৈর্য ধরে সমস্ত খুঁটিনাটিসুদ্ধ ব্যাপারটা তাদের কাছে বুঝিয়ে বলেছিলেন। শেষ পর্যন্ত হতাশ হয়ে শূন্যে দু হাত তুলে, ভিটো গিয়ে, টেসিওকে পাঠিয়ে দিলেন ব্রুকলিনে একটা আস্তানা গেড়ে, সমস্যাটার সমাধান করতে। তারপর কত মালগুদাম পুড়ল, গাড়ি গাড়ি সবুজ জলপাই-তেল মাটিতে পড়ে জলের ধারের পাথর-বাঁধানো পথে কত পুকুর সৃষ্টি করল। একজন কাণ্ডজ্ঞানহীন লোক ছিল, ভারি দাম্ভিক, মিলানে বাড়ি তার, সাধুসন্তদের যীশুখৃষ্টে যত না বিশ্বাস, এ-লোকটার পুলিসের ওপর তার চাইতেও বেশি বিশ্বাস। সে সত্যি সত্যি পুলিস কর্তৃপক্ষের কাছে দেশভাইদের নামে নালিশ করতে গেল, দশ শতকের পুরনো 'ওমের্তা' অর্থাৎ নীরবতার নিয়ম পর্যন্ত ভাঙল। কিন্তু ব্যাপারটা বেশিদূর গড়াবার আগেই পাইকারি ব্যবসাদারটি অদৃশ্য হয়ে গেল। কেউ তাকে আর কখনো চোখে দেখল না, সতীসাধ্বী স্ত্রী আর তিনটি ছেলেমেয়ে পরিত্যক্ত অবস্থায় পড়ে রইল. তবে ভগবানের দয়ায় ছেলেমেয়েগুলো যথেষ্ট বড় হয়েছিল, তারা ব্যবসার ভার নিতে পারল, নিয়ে তারা গেন্কোর বিশুদ্ধ তেলের

কোম্পানির সঙ্গে মিটমাট করে নিল।

মহৎ লোকেরা কিছু মহৎ হয়েই জন্মান না, তাঁরা ক্রমে ক্রমে মহৎ হয়ে ওঠেন, ভিটো কর্লিয়নিও তাই হলেন। আইনতঃ যখন মদ নিষিদ্ধ হয়ে গেল, মদ বিক্রি বন্ধ করে দেওয়া হল, তখন ভিটো কর্লিয়নি চরম পদক্ষেপ নিয়ে, একজন সাধারণ, কিঞ্চিৎ নির্মম ব্যবসাদারের পদ থেকে বে-আইনী ব্যবসার জগতে একজন প্রতিপত্তিশালী ডন বা নেতার পদে উন্নীত হলেন। এক দিনে এটা সম্ভব হয়নি, এক বছরেও নয়, কিন্তু মদ নিষিদ্ধ হবার সময়টার শেষে যখন অ্যামেরিকার সব ব্যবসাতে নিদারুণ মন্দা পড়েছিল, ততদিনে ভিটো কর্লিয়নি হয়ে উঠেছিলেন ধর্মবাপ, ডন, ডন কর্লিয়নি।

হেলাফেলা করেই ব্যাপারটা শুরু হয়েছিল। ততদিনে গেন্কোর বিশুদ্ধ তেল কোম্পানির মাল সরবরাহের জন্য ছটা ট্রাক কেনা হয়েছিল। একদল ইতালীয় বে-আইনী মদ চালানকারী ক্লেমেন্জার মধ্যস্থতায় ভিটো কর্লিয়নির কাছে এসেছিল। তারা ক্যানাডা থেকে অ্যাল্-কহল্ আর হুইস্কি বে-আইনী ভাবে নিয়ে আসত। নিউইয়র্ক শহরে মাল সরবরাহের জন্য তাদের ট্রাক আর কর্মী দরকার। এমন সব লোক দরকার, যারা নির্ভরযোগ্য, বিচক্ষণ, যাদের মনের আর গায়ের জোর আছে। ট্রাক ভাড়া আর লোক ভাড়া বাবদ তারা ভিটো কর্লিয়নিকে টাকা দিতে প্রস্তুত ছিল। এত বেশি টাকা দিতে প্রস্তুত যে ভিটো কর্লিয়নি তাঁর তেলের ব্যবসা অনেকখানি খাটো করে এনে, ট্রাকগুলোকে প্রায় সর্ব-ক্ষণের জন্য বে-আইনী ব্যবসায়ীদের কাজে লাগালেন। ঐ লোকগুলোর প্রস্তাবের সঙ্গে খানিকটা মোলায়েম শাসানি থাকা সত্ত্বেও তিনি এই ব্যবস্থা করেছিলেন। অত কাল আগেও ভিটো কর্লিয়নির বুদ্ধি এতখানি পরিণত ছিল যে দুটো-একটা শাসানিতে তিনি অপমান বোধ করতেন না। কিংবা রেগেমেগে কোনো লাভজনক প্রস্তাব প্রত্যাখ্যান করতেন না। শাসানিটাকে যাচাই করে দেখেছিলেন, ওতে কোনো পদার্থ আছে বলে মনে হয়নি ; নতুন সহকর্মীদের সম্বন্ধে তাঁর ধারণাটা একটু নেমে গেছিল,

এমনি নির্বোধ ব্যাটারা, যেখানে শাসানির কোনো দরকার নেই, সেখানেও শাসায়। সময়কালে তাঁকে এই বিষয়ে খানিকটা ভেবে দেখতে হবে।

এবারও ভিটো সাফল্য লাভ করলেন। কিন্তু তার চাইতেও বড় কথা হল, খানিকটা জ্ঞান, কয়েকটা যোগসূত্র আর অভিজ্ঞতা লাভ করলেন। ব্যাঙ্কাররা যে ভাবে জামিনের দলিলপত্র জমা করে রাখে, উনি সেইভাবে সৎকর্ম সংগ্রহ করতে লাগলেন। এর পরবর্তী ক বছরের মধ্যে দেখা গেল যে ভিটো কর্লিয়নি শুধু যে গুণীই ছিলেন তা নয়, নিজের ক্ষেত্রে তাঁর অসাধারণ প্রতিভাও ছিল।

ওদিকে যত ইতালীয় পরিবার নিজেদের বাড়িতে বে-আইনী ভাবে ছোট ছোট মদের আড্ডা খুলে, অবিবাহিত শ্রমিকদের কাছে পনেরো সেণ্টে এক গেলাস মদ বেচত, ভিটো কর্লিয়নি তাদের সকলের রক্ষাকর্তা হয়ে দাঁড়ালেন। শ্রীমতী কলম্বোর ছোট ছেলে যখন গির্জায় 'আস্থাবান' হল, উনি তার 'ধর্মবাপ' হয়েছিলেন, তাকে একটা কুড়ি ডলারের সোনার টাকা উপহার দিয়েছিলেন। এদিকে পুলিস যে মাঝে মাঝে তাঁর দুটো-একটা ট্রাক আটক করবে সেটা তো জানা কথা, কাজেই গেন্‌কো আবানদাণ্ডো একজন ওস্তাদ উকিল ভাড়া করে রাখল, যার সঙ্গে পুলিসের আর বিচারালয়ের বহু লোকের খুব খাতির ছিল। টাকা দেওয়ার বন্দোবস্ত হল, দেখতে দেখতে কর্লিয়নি সংগঠনের একটা বেশ বড়সড় ফিরিস্তি তৈরি হল, তাতে যে-সব পদাধিকারীদের মাসে মাসে টাকা দেওয়া হবে, তাদের নাম লেখা হয়ে থাকল। উকিল যখন এত খরচের জন্য কুণ্ঠিত হয়ে, ফিরিস্তিটা ছোট করার চেষ্টা করেছিল, ভিটো কর্লিয়নি তাকে আশ্বাস দিয়ে বলেছিলেন, "না, না। সকলের নাম রাখ, এখনি আমাদের কাজে না লাগলেও, রাখ। আমি বন্ধুত্বে বিশ্বাস করি, এবং আগে আমার দিক থেকেই বন্ধুত্ব প্রকাশ করতে রাজী আছি।"

সময়কালে কর্লিয়নি সাম্রাজ্য আরো বিস্তৃত হল, আরো ট্রাক কেনা হল, ফিরিস্তিটা আরো লম্বা হল। তাছাড়া টেসিও আর

ক্লেমেন্‌জার সঙ্গে যে লোকরা কাজ করত, তারাও সংখ্যায় বাড়ল। সমস্ত ব্যাপারটাকে সামাল দেওয়া মুশকিল হয়ে উঠেছিল। শেষ পর্যন্ত ভিটো কর্লিয়নি সংগঠনটাকে একটা নিয়মের মধ্যে বেঁধে ফেললেন। ক্লেমেন্‌জা আর টেসিওকে 'ক্যাপোরেজিমি' বা কাপ্তান উপাধি দিলেন; তাদের নিচে যারা কাজ করত, তারা সবাই হল সৈনিক। গেন্‌কো আবানদাণ্ডোকে করলেন নিজের 'কনসিলিওরি', অর্থাৎ উপদেষ্টা। নিজের আর যে-কোনো প্রত্যক্ষ ক্রিয়াকলাপের মধ্যিখানে অনেকগুলো নিরাপত্তার স্তর রাখলেন। হুকুম দিলে, দিতেন হয় গেন্‌কোকে, নয়তো ক্যাপোরেজিমিদের একজনকে, সেখানে আর কেউ উপস্থিত থাকত না। ওদের মধ্যে বিশেষ কাউকে কোনো হুকুম দিলে, কদাচিৎ তার কোনো সাক্ষী থাকত। তারপর টেসিওর দলকে আলাদা করে দিয়ে, ওদের হাতে ব্রুকলিনের ভার দিলেন। টেসিওকেও ক্লেমেন্‌জার কাছ থেকে সরালেন। যেমন বছরগুলো কাটতে লাগল, ভিটো ওদের বুঝিয়ে দিলেন যে ওঁর ইচ্ছা নয় ওরা পরস্পরেব সঙ্গে বেশি মেলামেশা করে, এমন কি নিতান্ত দরকার না পড়লে, সামাজিক ভাবেও নয়। টেসিওর বুদ্ধি বেশি, তার কাছে কথাটা বলতেই, সে তাঁর উদ্দেশ্যটা বুঝে নিল; যদিও ভিটো বলেছিলেন আইনের কাছ থেকে নিরাপত্তার জন্যই এটা দরকার। টেসিও বুঝতে পেরেছিল যে আসলে তাঁর বিরুদ্ধে ষড়যন্ত্র করবার সুযোগ ভিটো তাঁর ক্যাপোরেজিমিদের দিতে চান না।

টেসিও এও বুঝত যে এর মধ্যে কোনো আক্রোশের কথা নেই, এ-সবই হল নিরাপত্তার বিচক্ষণ ব্যবস্থা। তার বদলে টেসিওকে ব্রুক্‌-লিনে ভিটো অনেকখানি স্বাধীনতা দিয়েছিলেন, যদিও ক্লেমেন্‌জার ব্রঙ্কসের জায়গীরটা নিজের হাতের মুঠোয় রাখতেন। ক্লেমেন্‌জার সাহস ছিল বেশি, মানুষটা বেশি বেপরোয়া, বাইরে থেকে অত হাসিখুশি হলেও, নিষ্ঠুরও বেশি। তার খানিকটা কড়া বাঁধন দরকার ছিল।

ত্রিশের মন্দার ফলে ভিটো কর্লিয়নির ক্ষমতা অনেক বেড়ে গেছিল। বাস্তবিক সেই সময় থেকেই সকলে তাঁকে ডন কর্লিয়নি বলে ডাকতে

শুরু করেছিল। শহরের সর্বত্র সৎ লোকেরা বৃথাই সৎ চাকরি খুঁজে বেড়াত। গর্বিত লোকেরা নিজেদের আর স্ত্রী-পুত্র-পরিবারের মাথা হেঁট করে দাম্ভিক সরকারী ব্যবস্থা থেকে দান গ্রহণ করতে বাধ্য হত। কিন্তু ডন কর্লিয়নির লোকেরা সেই সময় মাথা উঁচু করে, টাকায় নোটে পকেট বোঝাই করে, পথে বেরোত। তাদের চাকরি যাবার ভয় ছিল না। এমন কি ডন কর্লিয়নির মতো একজন বিনয়ী পুরুষও একটুখানি গর্ব বোধ না করে পারতেন না। তাঁর নিজের এলাকার, নিজের লোকদের জন্য তিনি যথেষ্ট করতেন। যারা তাঁর ওপর নির্ভর করত, তাঁর জন্য কপালের ঘাম ফেলত, তাঁর কাজে জীবন ও মুক্তি পণ করত, তাদের তিনি ডুবিয়ে দিতেন না। দৈবাৎ যদি তাঁর কোনো কর্মী গ্রেপ্তার হয়ে জেলে যেত, হতভাগার পরিবারকে গ্রাসাচ্ছাদনের জন্য টাকা দেওয়া হত, কিপ্টের মতো ভিখিরির যোগ্য খুদকুঁড়ো নয়, স্বাধীন অবস্থায় লোকটি যত মাইনে পেত, তার সবটুকুই!

এটাতে অবশ্য শুধু খৃষ্টান বদান্যতা ছিল না। তাঁর সবচাইতে অন্তরঙ্গ বন্ধুরাও ডন কর্লিয়নিকে স্বর্গের দেবতা বলে মনে করত না। এই দাক্ষিণ্যের মধ্যেও খানিকটা স্বার্থ ছিল। তাঁর যে কর্মীরা জেলে যেত, তারা জানত যে মুখটা একটু বুজে থাকলেই স্ত্রী-পুত্র-পরিবারের কোনো অভাব হবে না। পুলিসের কাছে চুক্‌লি না করলে জেল থেকে বেরিয়েই সাদর অভ্যর্থনা পাবে। তার বাড়িতে ভোজের আয়োজন করা হবে; ঘরে তৈরি 'রাভিওলি', মদ, পেস্ট্রি দিয়ে আত্মীয়স্বজন বন্ধুবান্ধবরা ওর স্বাধীনতা উৎসব করবে। তারপর রাতে এক সময় কনসিলিওরি গেন্‌কো আবানদাণ্ডো, চাই কি ডন নিজেও, একবার এসে এমন জবরদস্ত বাহাদুরকে অভিনন্দন জানিয়ে যাবেন। ওর সম্মানার্থে হয়তো তিনি এক গেলাস মদ খেয়ে, প্রচুর টাকা উপহার দিয়ে যাবেন, লোকটি যাতে নিত্যনৈমিত্তিক কাজে যোগ দেবার আগে দু-এক সপ্তাহ সপরিবারে কিঞ্চিৎ আমোদ করতে পারে। এমনি অপার ছিল ডন কর্লিয়নির সহানুভূতি ও বিচক্ষণতা।

এই সময় ডনের ধারণা হল যে বৃহত্তর জগৎ ক্রমাগত তাঁর চলার পথে বাদ সাধে, তাকে তাঁর শত্রুরা যে-ভাবে পরিচালিত করে, উনি তাঁর নিজের এলাকাটি তার চাইতে ঢের ভালোভাবে চালান। পাড়ার যে-সব গরীব লোকরা সাহায্যের জন্য বারেবারে তাঁর কাছে আসত, তারাও এই ধারণাটিকে পরিপুষ্ট করত। সরকারী জন-সাহায্য পেতে, কোনো অল্প-বয়সী ছেলেকে চাকরি পাইয়ে দিতে, কিংবা জেল থেকে ছাড়িয়ে আনতে, অতি বড় দুর্দিনে কিছু টাকা ধার দিতে, বেকার ভাড়াটের কাছ থেকে অবুঝ বাড়িওয়ালারা ভাড়া দাবি করলে মধ্যস্থতা করতে, তিনি ছাড়া আর কে ছিল।

সবাইকে ডন ভিটো কর্লিয়নি সাহায্য করতেন। শুধু তাই নয়, খুশি হয়েই সাহায্য করতেন, সেই সঙ্গে দুটো উৎসাহের কথাও বলতেন, যাতে ভিক্ষার তিক্ত স্বাদটা ঘুচে যায়। কাজেই রাজ্যের বিধান মণ্ডলে, কিংবা পৌর সংস্থানে, কিংবা কংগ্রেসে ওদের প্রতিনিধিত্ব করবার জন্য কাকে ভোট দেবে ভেবে না পেয়ে, ঐ সব ইতালীয় নাগরিকরা যে পরামর্শের জন্য ওঁদের ধর্মবাপ ডন কর্লিয়নির কাছে ছুটে আসবে সে আর বিচিত্র কি। এইভাবে তিনি ক্রমে একটা রাজনৈতিক পাণ্ডা হয়ে দাঁড়ালেন, তাঁর কাছে বাস্তববুদ্ধিসম্পন্ন দলীয় নেতারা পরামর্শ করতে আসত। দূর-দৃষ্টিসম্পন্ন রাষ্ট্রনীতিবিদের বুদ্ধি দিয়ে তিনি নানা ভাবে এই ক্ষমতাটাকে আরো জোরদার করে তুললেন: গরীব ইতালীয় পরিবারের গুণী ছেলে-দের কলেজে পড়ার খরচ চালাতে সাহায্য করতেন। এই সব ছেলেরাই পরে উকিলের, সহকারী আঞ্চলিক অ্যাটর্নির, এমন কি আদালতের বিচারকের পদ পেত। একজন মহান্ জাতীয় নেতার মতো তিনি দূর-দৃষ্টি দিয়ে নিজের সাম্রাজ্যের ভবিষ্যৎ পরিকল্পনা করতেন।

যখন মদ নিবারণ আইন উঠে গেল, ডনের এই সাম্রাজ্য একটা মোক্ষম আঘাত খেল, কিন্তু তারও প্রতিকারের ব্যবস্থা তিনি করে রেখে-ছিলেন। ১৯৩৩ সালে, ম্যানহাটানের সমস্ত জুয়োখেলা, ডকের যত 'ক্র্যাপ' খেলা এবং সেই সঙ্গে বেস্‌বল খেলার সঙ্গে যেমন হট্‌ডগ বিক্রি

চলে, তেমনি যে-সব টাকাকড়ির খেল্ চলত, ক্রীড়া-প্রতিযোগিতায় কিংবা ঘোড়দৌড়ের বাজি খেলা, বে-আইনী জুয়োর আড্ডায় পোকার খেলা, হারলেমে যত পলিসি কিংবা নম্বর নিয়ে নষ্টামি চলত—এই সমস্তই চালাত যে লোকটি, তার কাছে ডন তাঁর একজন অনুচর পাঠালেন। লোকটির নাম ছিল সাল্‌ভাতোরি মারান্‌জানো, সে ছিল নিউ ইয়র্কের দুষ্কৃতকারীদের জগতের একজন সর্বজনস্বীকৃত 'পেৎসোনো ভান্তি', '৯০ ক্যালিবার', অর্থাৎ পাণ্ডা। কর্লিয়নিদের অনুচররা প্রস্তাব করল আধা-আধি বখরার ব্যবস্থা হোক, তাতে উভয় পক্ষেরই লাভ হবে। কর্লিয়নির ছিল সংগঠন, পুলিসি আর রাজনৈতিক পৃষ্ঠপোষকতা, তার সাহায্যে তিনি মারান্‌জানোদের ক্রিয়াকলাপের ওপর একটা সংরক্ষণের মজবুত ছাতা ধরতে পারতেন, তাছাড়া ব্রুক্‌লিন আর ব্রঙ্কস্ পর্যন্ত তাদের সক্রিয়তা বিস্তার করার ক্ষমতা যোগাতে পারতেন। কিন্তু মারান্‌জানো লোকটার দৃষ্টি বেশিদূর যেত না, সে কর্লিয়নির প্রস্তাব ঘৃণার সঙ্গে প্রত্যাখ্যান করল। বিখ্যাত অ্যাল ক্যাপনি ছিল মারান্‌জানোর বন্ধু, তার নিজেরও একটা সংগঠন ছিল, নিজের লোকজন ছিল, বিস্তর যুদ্ধের সরঞ্জাম ছিল। এই ভুঁইফোঁড়টার যত না একজন প্রকৃত ম্যাফিওসি বলে খ্যাতি ছিল, তার চাইতে বেশি খ্যাতি ছিল পার্লামেণ্টে তর্ক করার জন্য। মারান্‌জানোর এই প্রত্যাখ্যানের ফলে ১৯৩৩ সালের বিখ্যাত দলীয় যুদ্ধ শুরু হয়ে গেছিল; তারই ফলে নিউ ইয়র্ক শহরের দুষ্কৃতকারীদের জগতের সমস্ত গঠন প্রণালীই বদলে গেছিল।

প্রথম দৃষ্টিতেই মনে হয়েছিল দু পক্ষের শক্তি সমান নয়। সাল্‌ভা-তোরি মারান্‌জানোর ছিল একটা শক্তিশালী সংগঠন, জোরালো সব গুণ্ডা। শিকাগোর ক্যাপনির সঙ্গে তার ভাব ছিল, সেখান থেকে সাহায্য আনতে পারত। টাটাগ্লিয়া পরিবারের সঙ্গেও তার সদ্ভাব ছিল, তাদের হাতে ছিল শহরের বেশ্যা ব্যবসা আর ছিল সে-সময়কার যৎসামান্য মাদক-দ্রব্যের ব্যবসা। তার ওপর কয়েকজন প্রতিপত্তিশালী বণিক নেতাদের সঙ্গে রাজনৈতিক সংযোগ ছিল, তারা ওর গুণ্ডাদের সাহায্য নিয়ে তৈরি-

পোশাক কেন্দ্রের ইহুদী শ্রমিকসঙ্ঘবাদীদের আর বাড়ি তৈরির ব্যবসায় ইতালীয় নৈরাশ্যবাদীদের সঙ্ঘের ওপর অত্যাচার করত।

এর বিপক্ষে ডন কর্লিয়নি মাত্র দুটি ছোট ছোট, কিন্তু ক্লেমেন্‌জা আর টেসিওর নেতৃত্বে নিখুঁত ভাবে সংগঠিত, সেনাদল এনে ফেলতে পারতেন। ডনের রাজনৈতিক আর পুলিসি পৃষ্ঠপোষকদের সমর্থন মারান্‌-জানোর বণিক নেতাদের বলের কাছে নিরর্থক হয়ে যেত। তবে ডনের একটা সুবিধা ছিল যে তাঁর সংগঠন সম্বন্ধে শত্রুপক্ষের কিছুই জানা ছিল না। দুষ্কৃতকারীদের জগৎ তাঁর সৈনিকদের প্রকৃত শক্তির কথা জানত না, এমন কি সকলের ধারণা ছিল যে ব্রুক্‌লিনে টেসিওর সংগঠনটি একটা আলাদা এবং স্বাধীন ব্যাপার।

তা সত্ত্বেও দুই পক্ষের শক্তি সমান ছিল না, যতদিন না এক মোক্ষম চাল চেলে ভিটো কর্লিয়নি সমস্ত বিজোড় সংখ্যাগুলো সমান করে দিলেন।

ঐ ভুঁইফোঁড়টাকে 'নেই' করে দেবার জন্য মারান্‌জানো ক্যাপনির কাছে তার সব চাইতে দক্ষ বন্দুকধারীদের দুজনকে চেয়ে পাঠিয়েছিল। শিকাগোতে কর্লিয়নি পরিবারেরও বন্ধুবান্ধব গুপ্তচর ইত্যাদি ছিল, তারা খবর দিল যে ঐ বন্দুকধারীরা ট্রেনে করে আসছে। ভিটো কর্লি-য়নি ওদের একটা ব্যবস্থা করবার জন্য লুকা ব্রাসিকে পাঠালেন। লুকাকে এমন সব নির্দেশ দিলেন যার ফলে ঐ অদ্ভুত লোকটির মনের সব চাইতে নৃশংস পৈশাচিক দিকটা ছাড়া পেল।

ব্রাসি আর তার চারজন লোক রেল-স্টেশনে গিয়ে শিকাগোর ঘাতকদের অভ্যর্থনা জানাল। ব্রাসির লোকদের একজন একটা ট্যাক্সি যোগাড় করে, চালক হয়ে বসে রইল। স্টেশনের মালবাহক আগন্তুক-দের ব্যাগগুলো তুলে, ওদের ঐ ট্যাক্সিটার কাছেই নিয়ে গেল। ওরা যেই গাড়িতে উঠল, ব্রাসি আর তার একজন লোক, বন্দুক বাগিয়ে, সঙ্গে সঙ্গে উঠে পড়ে, নিচে পা রাখার জায়গায় ওদের শুইয়ে দিল। ডকের কাছে একটা মালগুদাম ব্রাসি আগে থাকতেই ঠিক করে রেখেছিল,

ট্যাক্সি সেখানে পৌঁছল।

ক্যাপনির লোক দুটোর হাত পা বাঁধা হল আর মুখে ছোট ছুটো তোয়ালে পোরা হল, যাতে চ্যাঁচাতে না পারে।

তারপর দেয়ালের কাছ থেকে একটা কুড়ুল নিয়ে ব্রাসি ক্যাপনির একটা লোককে কোপাতে আরম্ভ করল। প্রথমে পায়ের পাতাদুটো কেটে ফেলে দিল, তারপর হাঁটুর কাছ থেকে পা দুটোকে, তারপর জোড়ার কাছ থেকে উরু দুটো, ভারি শক্তিশালী শরীর ছিল ব্রাসির, তবু অনেকবার করে কুড়ুল বসাতে হয়েছিল। ততক্ষণে অবশ্য তার শিকারটির পঞ্চত্বপ্রাপ্তি হয়েছিল আর মালগুদামের মেঝেতে রক্ত-মাংসের ছড়াছড়ি হয়ে জায়গাটা একেবারে পিছল হয়ে গেছিল। তারপর দ্বিতীয় শিকারের দিকে ফিরে ব্রাসি দেখল আর কষ্ট করবার দরকার নেই। স্রেফ ভয়ের চোটেই ক্যাপনির দু নম্বরের ঘাতক তোয়ালে গিলে, দম আটকে, মরে রয়েছে। ময়না তদন্তের সময় পুলিসের ডাক্তার লোকটার পেটের ভিতরে ঐ তোয়ালে পেয়েছিল।

এর কিছুদিন পরে শিকাগোতে ক্যাপনিরা ভিটো কর্লিয়নির কাছ থেকে এক বার্তা পেল। বার্তার সারমর্ম হল: "এখন তো বুঝলে আমি শত্রুদের সঙ্গে কি রকম ব্যবহার করি। দুজন সিসিলীয়র মধ্যে যদি ঝগড়া হয়, তার মাঝখানে একজন নিয়াপলিটান হস্তক্ষেপ করে কেন? যদি তোমরা আমাকে বন্ধুভাবে গ্রহণ করতে চাও, তাহলে আমি তোমাদের কাছে অনুগ্রাহী হয়ে থাকব এবং তোমরা দাবি করলেই সে-ঋণ শোধ করব। তোমার মতো মানুষ নিশ্চয়ই বুঝতে পারবে যে এমন বন্ধু থাকা কত বেশি লাভজনক, যে তোমার কাছে কোনো সাহায্য চাইবে না, নিজের ব্যাপার নিজে সামলাবে, অথচ ভবিষ্যতে তোমার কোনো বিপদ হলে তোমাকে সাহায্য করতে প্রস্তুত থাকবে। যদি আমার বন্ধুত্ব না চাও, তবে তাই হোক। কিন্তু তাহলে আমি তোমাকে জানাতে বাধ্য যে এখানকার আবহাওয়া বড় আর্দ্র, নিয়াপলিটানদের স্বাস্থ্যের অনুকূল নয়, অতএব তোমাকে পরামর্শ দিই এখানে কখনো এসো না।"

এই চিঠির দাম্ভিকতাটা ইচ্ছাকৃত। ক্যাপনিরা নির্বোধ, প্রকাশ্য ভাবে গলাকাটা খুনে, তাই ডন ওদের অবজ্ঞার চোখে দেখতেন। নিজের স্বাভাবিক বুদ্ধি দিয়েই তিনি বুঝেছিলেন প্রকাশ্যে বড় বেশি চালবাজি করে আর দুর্নীতি-লব্ধ টাকার জাঁক করেই ক্যাপনি তার রাজনৈতিক প্রতিপত্তি হারিয়েছে। ডন বুঝতেন, এমন কি নিশ্চিত জানতেন যে রাজনৈতিক প্রতিপত্তি আর একটা সামাজিক ছদ্মবেশ না থাকলে, ক্যাপনির কিংবা ঐ ধরনের আর কারো জগৎকে সহজেই ধূলিসাৎ করে দেওয়া যায়। উনি জানতেন ক্যাপনি এবার ধ্বংসের পথ ধরেছে। তিনি এও জানতেন যে শিকাগো শহরের ভিতরে ক্যাপনির ক্ষমতা যতই ভয়াবহ আর বিস্তৃত হোক না কেন, সে ক্ষমতা শহরের সীমানার বাইরে অবধি পৌঁছত না।

ডনের চালটি সফল হল। হিংস্রতার কারণে নয়, তাঁর প্রতিক্রিয়ার হাড়-জমানো দ্রুততার জন্য, ত্বরিৎ গতির জন্য। ওরা বুঝল ওদের খবর সরবরাহের বিভাগকে যদি বিশ্বাস করা যায়, তাহলে এখন আর কিছু করতে গেলে বিষম বিপদ হবে। তার চাইতে অনেক ভালো, অনেক বুদ্ধির কাজ হল ওঁর বন্ধুত্বের এবং তৎসংলগ্ন সুবিধাগুলোর প্রস্তাবটি গ্রহণ করা। ক্যাপনিরা উত্তরে জানাল তারা আর হস্তক্ষেপ করবে না।

দু হাতের তাস সমান হল। ক্যাপনিদের মাথা হেঁট করার ফলে সারা যুক্তরাষ্ট্রের দুষ্কৃতকারীদের জগতে ভিটো কর্লিয়নির সম্মান অনেকখানি বেড়ে গেল। ছ মাস ধরে তিনি মারান্‌জানোদের ওপর টেক্কা দিলেন। তাদের ক্র্যাপ খেলার এলাকায় হানা দিলেন, হারলেমে তাদের প্রধান পলিসি ব্যাঙ্কারকে খুঁজে বের করে, তার কাছ থেকে একদিনের খেলার ফল বাগিয়ে নেওয়ালেন, শুধু টাকাকড়িগুলো নয়, নথিপত্রসুদ্ধ। সমস্ত রণক্ষেত্রে তিনি শত্রুদের সম্মুখীন হলেন। এমন কি, তৈরি কাপড়ের ব্যবসার ক্ষেত্রেও ক্লেমেন্‌জাকে সদলবলে পাঠালেন শ্রমিকসঙ্ঘের পক্ষ নিয়ে, মারান্‌জানো আর পোশাকের কারবারের মালিকদের ভাড়াটে গুণ্ডাদের সঙ্গে লড়তে। প্রত্যেক রণক্ষেত্রেই ওঁর

বুদ্ধি ও পরিচালনা বেশি ভালো ছিল, কাজেই তিনিই হলেন জয়ী। ক্লেমেন্জার সহাস্য হিংস্রতাকে কর্লিয়নি খুব কৌশল করে খাটাতেন, তার ফলে যুদ্ধের গতি ফিরে যেত। তারপর ডন কর্লিয়নি টেসিওর সযত্নে রক্ষিত সেনাদল পাঠালেন স্বয়ং মারান্‌জানোর উদ্দেশ্যে।

ততদিনে শান্তি প্রার্থনা করে মারান্‌জানো দূত পাঠিয়েছিল। ভিটো কর্লিয়নি তাদের সঙ্গে সাক্ষাৎ করেননি, কোনো না কোনো অজুহাতে তাদের ঠেকিয়ে রেখেছিলেন। ওদিকে মারান্‌জানোর দলের লোকরা তাদের নেতাকে ফেলে পালাচ্ছিল, যে যুদ্ধে পরাজয় সুনিশ্চিত তাতে প্রাণ দিয়ে কি লাভ? বুকমেকাররা আর মহাজনরা কর্লিয়নি সংগঠনকে পৃষ্ঠপোষকতার জন্য টাকা দিচ্ছিল। যুদ্ধ একরকম শেষই হয়ে গেছিল।

অবশেষে ১৯৩৩ সালের বর্ষারম্ভের আগের রাত এল। এদিকে টেসিও মারান্‌জানোর সংরক্ষণ সীমানার ভিতরে ঢুকে পড়েছিল। মারান্‌জানোর লেফটেনান্টরা তার সঙ্গে মিটমাট করতে ব্যগ্র হয়ে তাদের নেতাকে সর্বনাশের হাতে সঁপে দিতে রাজী হয়েছিল। তারা মারান্‌জানোকে বলল, ব্রুকলিনের একটা রেস্তোরাঁতে কর্লিয়নির সঙ্গে দেখাসাক্ষাতের ব্যবস্থা করা হয়েছে। মারান্‌জানোর দেহরক্ষী হয়ে তারাও সঙ্গে গেল। খোপ-কাটা একটা টেবিলে তাকে বসিয়ে দিল তারা। সে বিমর্ষচিত্তে এক টুকরো রুটি চিবুতে লাগল। এমন সময় টেসিও চারজন লোক নিয়ে ঢুকল, দেহরক্ষীরা সঙ্গে সঙ্গে রেস্তোরাঁ থেকে পালাল। টেসিওর দণ্ডদান যেমন দ্রুত তেমনি অব্যর্থ। বন্দুকের গুলিতে মারান্‌জানোর শরীর ক্ষতবিক্ষত, মুখভরা আধ-চিবোনো পাঁউরুটি। যুদ্ধ থেমে গেল।

মারান্‌জানোর সাম্রাজ্য এর পর কর্লিয়নি সংগঠনের সঙ্গে অঙ্গীভূত হয়ে গেল। ডন কর্লিয়নি দর্শনী সংগ্রহের ব্যবস্থা করলেন; যে যার বুকমেকিং আর পলিসি নম্বরের চালবাজিতে থেকে গেল। মুনাফা হিসাবে তৈরি কাপড়ের কেন্দ্রের শ্রমিকসঙ্ঘে তাঁর একটা পা রাখার

জায়গা হল; পরবর্তীকালে এর অনেকখানি গুরুত্ব দেখা গেছিল। এদিকে ব্যবসার গণ্ডগোল মিটিয়ে নেবার পর, ডন দেখলেন বাড়িতেও গণ্ডগোল।

সান্তিনো কর্লিয়নি, সনির, তখন ষোল বছর বয়স; সবাইকে অবাক করে দিয়ে মাথায় ছ ফুট লম্বা, চওড়া কাঁধ, ভারি মুখ, দেখতে ইন্দ্রিয়াসক্ত, তবে একেবারেই মেয়েলী নয়। ফ্রিডো যেমন চুপচাপ, আর মাইকেল সবে হাঁটতে শিখেছে, শুধু সনিকে নিয়ে একটার পর একটা গোলমাল। কেবলই মারামারিতে জড়িয়ে পড়ত, স্কুলে পড়াশুনো করত না, শেষ পর্যন্ত একদিন সন্ধ্যায় ক্লেমেন্‌জা এল ডনের কাছে। সে ছিল ছেলেটার ধর্মবাপ, কিছু বলা তারই কর্তব্য, ডনকে সে জানাল যে সনি একটা সশস্ত্র ডাকাতিতে যোগ দিয়েছিল, বোকার মতো কাজ, কিন্তু তার ফলটা খুব খারাপ হতে পারত। বোঝাই যাচ্ছিল যে সনিই হল পালের গোদা, অন্য ছেলে দুটো ওরই সাকরেদ।

ভিটো কর্লিয়নি কদাচিৎ রেগে চতুর্ভুজ হতেন, এবার হলেন। বছর তিনেক ধরে টম হেগেনও ওঁদের বাড়িতে বাস করছিল; ভিটো ক্লেমেন্‌জাকে জিজ্ঞাসা করলেন বাপ-মা মরা ছেলেটাও ঐ ব্যাপারে জড়িত ছিল কি না। ক্লেমেন্‌জা মাথা নাড়ল। তখন ভীষণ রেগে উঠে, ভিটো তাঁর হোঁৎকা ছেলেকে সিসিলীয় ভাষায় গাল দিয়ে ভূত ভাগিয়ে দিলেন। রাগ দেখাবার জন্য সিসিলীয় ভাষার মতো ভাষা নেই। শেষে ভিটো একটা প্রশ্ন করলেন, "এমন একটা কাজ করবার অধিকার তুমি কোথায় পেলে? এমন কাজ করবার ইচ্ছাই বা হল কেন?"

সনি গোঁজ হয়ে দাঁড়িয়ে রইল, কোনো উত্তর দিল না। তাচ্ছিল্যের সঙ্গে ডন বললেন, "আর কি বুদ্ধি! এক রাত খেটে পেয়েছিলে কত? একেকজনে পঞ্চাশ ডলার? নাকি কুড়ি ডলার? কুড়িটা ডলারের জন্য নিজের প্রাণ বিপন্ন করেছিলে, অ্যাঁ?"

শেষের কথাগুলো যেন কানেই যায়নি এমনভাবে উদ্ধত কণ্ঠে সনি বলল, "তুমি ফানুচিকে মেরেছিলে, আমি দেখেছিলাম।"

ডন বললেন, "ও-ও!" বলে চেয়ারে হেলান দিয়ে অপেক্ষা

করে রইলেন। সনি বলল, "ফান্নুচি বাড়ি থেকে বেরিয়ে গেলে, মা বলল এখন বাড়ির ভিতর যেতে পারি। দেখলাম তুমি ছাদে উঠলে, আমিও পিছন পিছন উঠলাম। কি কি করলে সব দেখলাম। ছাদেই ছিলাম, তোমাকে ওয়ালেটটা আর বন্দুকটা ফেলে দিতে দেখলাম।"

তখন দীর্ঘনিশ্বাস ফেলে ডন বললেন, "তাহলে কি রকম ব্যবহার করতে হয় সে বিষয়ে তোমাকে আমার কিছু বলার নেই। কিন্তু তুমি কি স্কুলের পড়া শেষ করতে চাও না, উকিল হতে চাও না? এক হাজার লোক মুখোশ পরে বন্দুক নিয়ে যত টাকা চুরি করতে পাবে, একটা ব্রীফকেসের সাহায্যে একেকজন উকিল তার চেয়ে বেশি পাবে।"

সনি মুচকি হেসে ধূর্তভাবে বলল, "আমি আমাদের পারিবাবিক ব্যবসায় ঢুকতে চাই।" যখন দেখল ডনের মুখের ভাবে কোনো পবিবর্তন হল না, রসিকতাটা শুনেও হাসলেন না, সনি তাড়াতাড়ি বলল, "আমি জলপাই-তেল বিক্রি শিখতে পারি।"

তবু ডন কোনো উত্তর দিলেন না। অবশেষে কাঁধ তুলে বললেন, "প্রত্যেকটি মানুষের একটা নিয়তি থাকে।" সেই সঙ্গে এ-কথা অবশ্য বললেন না যে ফান্নুচির হত্যাকাণ্ড দেখার সঙ্গে সঙ্গে তাঁর ছেলের নিয়তিও নির্দিষ্ট হয়ে গেছিল। মুখটা শুধু ফিরিয়ে নিয়ে আস্তে আস্তে বললেন, "কাল সকালে নটার সময় এসো। কি করতে হবে গেনকো দেখিয়ে দেবে।"

কন্‌সিলিওরির কাজ করতে হলে যে বিচক্ষণ অন্তর্দৃষ্টির দরকাব, তার সাহায্যে গেন্‌কো আবানদাগ্নো নিশ্চয়ই ডনের আসল ইচ্ছাটা বুঝে নিয়েছিল। সনিকে সে প্রধানতঃ ডনের দেহরক্ষীর কাজে রাখত; তাহলে ডন হওয়ার সূক্ষ্ম দিকগুলো সম্বন্ধেও সনির চাক্ষুষ শিক্ষা হবে। এর ফলে ডনেরও একটা অধ্যাপনার দিক খুলে যেতে লাগল। বড় ছেলেকে পাঠ দেবার অভিপ্রায়ে, কি করে সাফল্য লাভ করতে হয়, এই বিষয়ে তিনি প্রায়ই বক্তৃতা দিতেন।

একদিকে যেমন ডন প্রায়ই বলতেন মানুষের একটাই নিয়তি

থাকে, অপর দিকে থেকে থেকে রেগে ওঠার জন্য সনিকে উনি প্রায়ই তিরস্কার করতেন। ডন মনে করতেন লোককে শাসানো হল নিজের দুর্বলতা প্রকাশের মূঢ়তম উপায়। না ভেবেচিন্তে রাগ দেখানো যে কোনো মানুষের সব চাইতে বিপজ্জনক অভ্যাস। ডনকে কেউ কখনো কাউকে খোলাখুলি ভয় দেখাতে শোনেনি, রেগে সংযম হারাতে তাঁকে কেউ কখনো দেখেনি। তাঁর পক্ষে সে-রকম ব্যবহার চিন্তার বাইরে ছিল। কাজেই নিজের প্রশিক্ষণগুলি তিনি সনিকে শেখাবার চেষ্টা করতেন। তিনি বলতেন, "শত্রু যদি তোমার দোষগুলো বড় করে দেখে তার চাইতে বেশি সুবিধা জীবনে আর হয় না, এক যদি না বন্ধুরা তোমার গুণগুলোকে ছোট করে দেখে।"

ক্যাপোরেজিমি ক্লেমেন্জা তখন সনিকে হাতে নিয়ে, তাকে গুলি চালাতে, ফাঁস পরাতে শেখাল। সনির ঐ ইতালীয় কায়দার দড়ির ফাঁস পছন্দ ছিল না, ও বড় বেশি মার্কিনীভাবাপন্ন ছিল। ওর পছন্দ ছিল সহজ, সরল, নৈর্ব্যক্তিক অ্যাংলোস্যাক্সন বন্দুক। এতে ক্লেমেন্জা দুঃখ পেত। সনি কিন্তু ক্রমে বাপের নিত্য এবং প্রিয় সহচর হয়ে উঠল, ওঁর গাড়ি চালাত, খুঁটিনাটি কাজে ওঁকে সাহায্য করত। এর পরের দু বছর ওদের দেখে মনে হত একজন সাধারণ ছেলে যেন বাপের ব্যবসা শিখছে। খুব বুদ্ধিমানও ছিল না সে, খুব বেশি আগ্রহও দেখা যেত না, একটা আরামের চাকরি পেয়ে তাকে সন্তুষ্ট বলেই মনে হত।

এদিকে ওর কৈশোরের বন্ধু এবং প্রায় পুষ্যি নেওয়া ভাইয়ের স্বরূপ টম হেগেন কলেজে পড়াশনা করছিল। ফ্রিডো তখনো হাইস্কুলে ; সবার ছোট ভাই মাইকেল গ্র্যামার স্কুলে, আর ছোট বোন কনি চার বছরের শিশু। অনেক দিন হল ওরা ব্রঙ্ক্সে একটা ভাড়া বাড়িতে উঠে এসেছিল, ডন কর্লিয়নি লং আইল্যাণ্ডে একটা বাড়ি কেনার কথা ভাবছিলেন, কিন্তু তাঁর অন্যান্য যে-সব পরিকল্পনা ছিল, তার সঙ্গে ঐ ব্যবস্থাটাকে খাপ খাইয়ে নিতে চাইছিলেন।

ভিটো কর্লিয়নি ছিলেন আদর্শবাদী। অ্যামেরিকার সমস্ত বড়

শহরের বে-আইনী ব্যবসায়ীরা নিজেদের মধ্যে কামড়াকামড়ি করে মরছিল। এখানে-ওখানে ডজন ডজন গেরিলা যুদ্ধের সূত্রপাত হচ্ছিল ; যত সব উচ্চাভিলাষী গুণ্ডারা নিজেদের জন্য একটা করে সাম্রাজ্য গড়ে নেবার চেষ্টা করছিল ; অপর পক্ষে ডন কর্লিয়নির মতো লোকরা নিজেদের সীমানা আর বে-আইনী ব্যবসার নিরাপত্তা রক্ষা করবার চেষ্টা করছিলেন। ডন কর্লিয়নি দেখলেন সংবাদপত্র আর সরকারী প্রতিষ্ঠান এই সমস্ত খুনখারাপিগুলোকে নিজেদের উদ্দেশ্যসাধনে লাগিয়ে ক্রমশঃ আরো কড়া আইন প্রবর্তন করতে, আরো কঠোর পুলিসি নিয়ম চালাতে ব্যস্ত হয়ে পড়ছিল। তিনি আগে থেকেই বুঝতে পারলেন যে জনসাধারণ ক্ষুব্ধ হয়ে উঠলে হয়তো শেষ পর্যন্ত অনেক গণতান্ত্রিক অধিকার লোপ পাবে, তাহলে তাঁর আর তাঁর লোকদের সর্বনাশ হয়ে যাবে। ভিতরে ভিতরে তাঁর নিজের সাম্রাজ্যের নিরাপত্তা সুরক্ষিত ছিল। তিনি স্থির করলেন আগে নিউ ইয়র্ক শহরের যুদ্ধ-লিপ্ত দলগুলোর মধ্যে, তারপর সমস্ত দেশের মধ্যেও শান্তি আনবেন।

এ ধরনের প্রচেষ্টাতে যে বড় একটা বিপদের ঝুঁকি ছিল সে-বিষয়ে তিনি অজ্ঞ ছিলেন না। প্রথম বছরটা ভিটো কাটালেন নিউ ইয়র্কের নানান বে-আইনী দলের নেতাদের সঙ্গে আলাপ করে, জমি তৈরির খসড়া করে, নেতাদের বাজিয়ে দেখে। তিনি প্রস্তাব করেছিলেন ক্ষমতার ক্ষেত্রগুলোর ভাগ-বাঁটরা হয়ে যাক, সকলে মিলে একটা শিথিল নিয়মে আবদ্ধ মিত্রসঙ্ঘ গড়ে, তাকে মেনে চলুক। কাজের বেলায় দেখা গেল বড় বেশি দলাদলি, বড় বেশি স্বার্থের সংঘর্ষ। একমত হওয়া অসম্ভব। ইতিহাস-খ্যাত বহু স্বনামধন্য শাসনকর্তা আর আইন-প্রবর্তকদের মতো ডন কর্লিয়নিও এই সিদ্ধান্তে এলেন যে যতদিন না স্বাধীন ও সার্বভৌম রাজ্যের সংখ্যা কমিয়ে আয়ত্তের মধ্যে আনা যায়, ততদিন শান্তি ও শৃঙ্খলা স্থাপন করা অসম্ভব।

পাঁচ-ছটা 'পরিবার' ছিল, তাদের এত ক্ষমতা যে তাদের উচ্ছেদ করা যায় না। কিন্তু বাকিরা: প্রতিবেশী ব্ল্যাক হ্যাণ্ড সন্ত্রাসবাদীরা,

স্বাবলম্বী মহাজনরা, ঘোড়দৌড়ের মাঠের ঠ্যাঙাড়ে বুকমেকাররা, যারা যথাযোগ্য অর্থাৎ ন্যায্য কর্তৃপক্ষের টাকা দিয়ে কেনা পৃষ্ঠপোষকতা ছাড়াই কারবার করত,—এদের সকলকে উৎখাত করা দরকার। কাজেই এই সমস্ত লোকের বিরুদ্ধে ভিটো কর্লিয়নি যাকে বলা যায় দস্তুরমতো একটা ঔপনিবেশিক অভিযান শুরু করে দিয়ে, তাদের বিপক্ষে তাঁর সমস্ত শক্তি নিয়োজিত করলেন।

নিউ ইয়র্ককে ঠাণ্ডা করতে তিন বছর লেগেছিল ; কতকগুলো অপ্রত্যাশিত লাভও হয়েছিল। ব্যাপারটা প্রথমে কয়েকটা শোচনীয় ঘটনার আকার নিয়েছিল। একদল খ্যাপা আইরিশ লুটেরার দলকে ডন নির্মূল করবেন স্থির করেছিলেন, কিন্তু সে ব্যাটারা তাদের মরকত দ্বীপের বেপরোয়া বাহাদুরি দিয়ে আরেকটু হলেই যুদ্ধে জিতে যাচ্ছিল। আত্মঘাতী বীরের সঙ্গে একজন আইরিশ বন্দুকধারী দৈবাৎ ডনের নিরাপত্তার প্রহরা ভেদ করে তাঁর বুকে গুলি মেরে বসেছিল। সঙ্গে সঙ্গে হত্যাকারীর দেহও গুলিতে গুলিতে ছিন্নভিন্ন হয়ে গেছিল, কিন্তু ক্ষতি যা হবার তা হয়ে গেছিল।

এতে অবশ্য সান্তিনো কর্লিয়নি তার সুযোগ পেয়ে গিয়েছিল। বাপ অপারগ হয়ে পড়াতে, সনি একটা দলের নেতৃত্ব গ্রহণ করেছিল। তার নিজের সৈন্যদল : সে তাদের ক্যাপোরেজিমি হয়ে, তরুণ অখ্যাত একটি নেপোলিয়নের মতো নগর-যুদ্ধে বিশেষ প্রতিভার পরিচয় দিয়েছিল। সেই সঙ্গে একটা নির্মম নিষ্ঠুরতারও পরিচয় দিয়েছিল। বিজয়ী বীর হিসাবে ডন কর্লিয়নিকে বিচার করতে গেলে, একমাত্র এই জিনিসটারই তাঁর অভাব ছিল।

১৯৩৫ থেকে ১৯৩৭ সালের মধ্যে দুষ্কৃতকারীদের জগতের সব চাইতে ক্রূর নির্মম ঘাতক বলে সনির খ্যাতি হয়েছিল। কিন্তু নিছক ভয়াবহতায় লুকা ব্রাসি বলে সাংঘাতিক মানুষটা ওকে ছাড়িয়ে যেত।

বাকি আইরিশ বন্দুকধারীদের পিছনে ব্রাসি লেগেছিল, এক হাতে সে তাদের নিশ্চিহ্ন করে দিয়েছিল। একবার ছটি ক্ষমতাশালী 'পরি-

বারে'র একটি অনধিকারপ্রবেশ করে, দলের বাইরের লোকদের রক্ষক হবার চেষ্টা করেছিল। ব্রাসি একা গিয়ে, বাকিদের সকলকে সাবধান করে দেবার উদ্দেশ্যে, ঐ পরিবারের নেতাকে হত্যা করেছিল।

১৯৩৭ সালের মধ্যে নিউ ইয়র্ক শহরে শান্তি প্রতিষ্ঠিত হয়েছিল। অবশ্য ছোটখাটো ঘটনা ঘটত বৈকি, ছোটখাটো ভুল বোঝাবুঝি; বলা বাহুল্য মাঝে মাঝে তার মর্মান্তিক পরিণামও হত।

প্রাচীন শহরের শাসনকর্তারা যেমন নগর প্রাচীরের বাইরে ভ্রাম্যমাণ অসভ্য জাতিগুলোর ওপর সজাগ দৃষ্টি রাখতেন, ডন কর্লিয়নিও তেমনি তাঁর এলাকার বাইরের জগতের কারসাজির ওপর চোখ রাখতেন। তিনি লক্ষ্য করলেন হিটলার কেমন এল, স্পেনের পতন হল, মিউনিকে জর্মানি কেমন ব্রিটেনকে হুড়ো দিল। বহির্জগতের ঠুলি তাঁর চোখে বাঁধা না থাকাতে, তিনি স্পষ্ট দেখলেন একটা বিশ্বযুদ্ধ আসন্ন, তার অর্থটা কেমন দাঁড়াবে তাও তিনি আঁচ করে নিলেন। তাঁর নিজের জগৎটুকু আগের চাইতেও দুর্ভেদ্য হয়ে উঠবে। শুধু তাই নয়, সজাগ এবং দূর-দৃষ্টিসম্পন্ন লোকেরা যুদ্ধের সময় অশেষ ধনসম্পদ যোগাড় করতে পারবে। কিন্তু সেটা করতে হলে, বাইরের পৃথিবীতে যত যুদ্ধ হয় হোক, তাঁর নিজের এলাকাতে শান্তি স্থাপন করা দরকার।

সমস্ত যুক্তরাষ্ট্রে ডন কর্লিয়নি তাঁর বার্তা পাঠালেন। লস্ এঞ্জেলস, সান ফ্রান্সিস্কো, ক্লীভল্যাণ্ড, শিকাগো, ফিলাডেল্‌ফিয়া, মায়ামি, বস্টন, সমস্ত জায়গায় তাঁর দেশভাইদের সঙ্গে আলাপ-আলোচনা করলেন। দুষ্কৃতকারীদের জগতে তিনি ছিলেন শান্তির দূত; ১৯৩৯ সালের মধ্যে তিনি রোমের পোপের চাইতেও বেশি সাফল্য লাভ করেছিলেন। দেশের সব চাইতে প্রতিপত্তিশালী দুষ্কৃতকারীদের সংগঠনের মধ্যে একটা সক্রিয় মতৈক্য স্থাপন করেছিলেন। যুক্তরাষ্ট্রের শাসনতন্ত্রের মতো এই চুক্তিতে নিজের রাজ্যে বা শহরে, প্রত্যেক সদস্যের কর্তৃত্ব স্বীকৃত হয়েছিল। চুক্তির বিষয়বস্তু ছিল শুধু কার কোথায় কি ক্ষমতা থাকবে, তবে সকলেই দুষ্কৃতকারীদের জগতে শান্তিরক্ষা করবে বলে কথা দিয়েছিল।

অতএব যখন ১৯৩৯ সালে দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধ শুরু হয়েছিল, তারপর যখন ১৯৪১ সালে অ্যামেরিকা সেই যুদ্ধে যোগদান করল, তখন ডন ভিটো কর্লিয়নির জগতে শান্তি শৃঙ্খলা বিরাজ করছিল। অ্যামেরিকার এক দিকের বাজার হঠাৎ গরম হয়ে উঠেছিল, সেখানকার সোনালী' ফসল ঘরে তুলবার জন্য সকলে একেবারে প্রস্তুতও ছিল। কালোবাজার থেকে ও. পি. এ. খাবারের টিকিট, পেট্রলের কুপন, এমনকি যাতায়াতের অনুমতিপত্র পর্যন্ত সরবরাহ করাতে কর্লিয়নি পরিবারের হাত ছিল। ওরা যুদ্ধের নানান কনট্র্যাক্ট যোগাড় করে দিতে পারত, তার পর কাপড় তৈরির ব্যবসায় লিপ্ত যে সমস্ত কারবার যথেষ্ট কাঁচা মাল যোগাড় করতে পারত না, কারণ তারা সরকারী কনট্র্যাক্ট পায়নি, তাদের কাছে কালো-বাজার থেকে কাপড় সরবরাহ করত। ডন কর্লিয়নির সংগঠনে যারা কাজ করত, তাদের মধ্যে যারা সামরিক বিভাগে যোগ দিতে আইনতঃ বাধ্য ছিল, সেই সমস্ত যুবকদের ঐ ভিন-দেশী লড়াই থেকে তিনি খালাস করিয়ে আনতে পারতেন। এটা তিনি করতেন ডাক্তারদের সাহায্য নিয়ে; তারা বলে দিত শারীরিক পরীক্ষার আগে কি কি ওষুধ খেতে হবে; নয়তো ছেলেগুলোর কোনো সামরিক কারখানায় চাকরি করিয়ে দিতেন, সেখান থেকে যুদ্ধের জন্য লোক নেওয়া হত না।

কাজেই তাঁর শাসনব্যবস্থা নিয়ে ডনের যথেষ্ট গর্বের কারণ ছিল। যারা তাঁর কাছে বশ্যতা স্বীকার করেছিল, তাঁর জগতে তারা সকলে নিরাপদে বাস করতে পারত। অন্য সব লোক, যারা আইন-শৃঙ্খলায় বিশ্বাস করত, তারা লাখে লাখে মরছিল। সুখের একমাত্র অন্তরায় ছিল যে তাঁর নিজের ছেলে মাইকেল কর্লিয়নি, তাঁর সাহায্য অস্বীকার করে স্বেচ্ছায় গিয়ে দেশরক্ষার্থে নাম লেখাল। ডন আরো অবাক হলেন দেখে যে তাঁর সংগঠন থেকে আরো কয়েকজন যুবকও তাই করল। তাদের মধ্যে একজন তার ক্যাপোরেজিমিকে ব্যাপারটা বোঝাবার চেষ্টা করে বলেছিল, "এ-দেশটা যে আমার সঙ্গে বড্ড ভালো ব্যবহার করেছে।" ডনের কানে এ কাহিনী পৌঁছতেই তিনি রেগে বলেছিলেন,

"আমিও ওর সঙ্গে বড্ড ভালো ব্যবহার করেছি।" ওরা সকলেই হয়তো খুব মুশকিলে পড়ে যেত, কিন্তু ডন যখন নিজের ছেলেকে ক্ষমা করেছিলেন, তখন এইসব অন্য যুবকদেরও ক্ষমা করতে হল, যদিও ডনের প্রতি, নিজেদের প্রতি ওদের কোনো কর্তব্যজ্ঞানই ছিল না।

দ্বিতীয় মহাযুদ্ধের শেষে ডন কর্লিয়নি বুঝেছিলেন তাঁর জগৎটার আবার ভোল বদলাতে হবে। বাইরের বৃহত্তর জগতের ধরনধারণের সঙ্গে আরো অনায়াসে খাপ খেয়ে যেতে হবে। তাঁর মনে হল মুনাফার হার না কমিয়েও সেটা করা সম্ভব হতে পারে।

এই বিশ্বাসের মূলে ছিল তাঁর নিজের অভিজ্ঞতা। দুটি ব্যক্তিগত ব্যাপারের ফলে তিনি ঠিক পথটি ধরেছিলেন। তাঁর কর্মজীবনের গোড়ার দিকে, নাজরিনির বয়স কম ছিল, সে একজন রুটিওয়ালার সহকারীর কাজ করত, এদিকে বিয়ে করবার ইচ্ছাও ছিল। সে এসেছিল তাঁর কাছে কিঞ্চিৎ সাহায্যের জন্য। সে আর তার ভাবী স্ত্রী, ভারি লক্ষ্মী এক ইতালীয় মেয়ে, দুজনে মিলে টাকা জমিয়ে, আসবাবপত্রের একজন পাইকারি ব্যবসাদারকে, কারো সুপারিশের ফলে, একেবারে অনেকগুলো টাকা—তিনশো ডলার দিয়ে বসেছিল। পাইকারি ব্যবসায়ী তার দোকান থেকে ওদের সস্তার বাড়ি সাজাবার জন্য যা যা দরকার সব বেছে নিতে বলেছিল। শোবার ঘরের জন্য মজবুত একপ্রস্থ আসবাব, তার মধ্যে দুটি ডেস্ক আর বাতিও ছিল। বসবার ঘরের জন্য পুরু গদা-আঁটা কৌচ-কেদারা, সোনালী-সুতো বোনা কাপড়ের গদী মোড়া আসবাবে ঠাসা, প্রকাণ্ড এক গুদাম থেকে সারাদিন ধরে মহানন্দে নাজরিনি আর তার ভাবী বৌ তাদের পছন্দের জিনিসগুলো বেছে নিয়েছিল। পাইকারি লোকটা ওদের টাকা নিয়েছিল, মাথার ঘাম পায়ে ফেলে রোজগার করা তিনশো ডলার, তারপর টাকাটা পকেটে পুরে বলেছিল এক সপ্তাহের মধ্যে সমস্ত আসবাব ওদের সদ্য-ভাড়া-করা ফ্ল্যাটে পাঠিয়ে দেবে।

তার পরের সপ্তাহেই কিন্তু ঐ কোম্পানি লাটে উঠল। আসবাবে ঠাসা প্রকাণ্ড গুদামে তালা মেরে সীল করে দেওয়া হল, পাওনাদার-

দের টাকা শুধবার জন্য জিনিসপত্র আটক হল। অন্যান্য পাওনাদারদের শূন্যে রাগ ঝাড়বার সুযোগ দিয়ে ব্যবসাদার নিজে অদৃশ্য হয়ে গেল। তাদের মধ্যে নাজরিনিও ছিল। সে তার উকিলের কাছে গেছিল; উকিল বলল আদালতে মামলা শেষ হলে, পাওনাদাররা তাদের প্রাপ্য পাবে। তার আগে কিছু করা যাবে না। হয়তো তিন বছর সময় লাগবে আর নাজরিনি যদি প্রতি ডলারে তিন সেণ্টও পায়, তাহলেও বলতে হবে ওর কপাল ভালো।

সহাস্য অবিশ্বাসের সঙ্গে ভিটো কর্লিয়নি নাজরিনির বিবৃতি শুনেছিলেন। আইন কখনো এরকম চুরির প্রশ্রয় দিতে পারে? ঐ পাইকারি ব্যবসাদার একটা প্রাসাদতুল্য বাড়ির মালিক, লং আইল্যাণ্ডে তার সম্পত্তি, চমৎকার একটা মোটরগাড়ি, ছেলেদের সে কলেজে পড়ায়। গরীব রুটিওয়ালা নাজরিনির তিনশো ডলার সে কি বলে নিল, অথচ আসবাবগুলো দিল না? তবু, একেবারে নিশ্চিন্ত হবার জন্য ভিটো কর্লিয়নি গেন্কো আবানদাণ্ডোকে বলে গেন্কোর 'বিশুদ্ধ তেল' কোম্পানির উকিলকে দিয়ে সমস্ত খবর আনালেন।

নাজরিনি সত্যি কথাই বলেছিল। ব্যবসাদারের সমস্ত সম্পত্তি তার স্ত্রীর নামে লেখা। তার ব্যবসাটাও নিগমভুক্ত, ব্যক্তিগতভাবে সে এক পয়সার জন্য দায়ী নয়। সে যখন জানত যে দেউলের খাতায় নাম উঠেছে, তখন নাজরিনির টাকাটা নেওয়া অন্যায় হয়েছিল, কিন্তু অমন তো অনেকেই করে। আইনের দিক থেকে কিছু করবার ছিল না।

বলা বাহুল্য ব্যাপারটা খুব সহজেই মিটে গেছিল। ডন কর্লিয়নি তাঁর কনসিলিওরি গেন্কো আবানদাণ্ডোকে পাঠিয়ে দিলেন পাইকারি ব্যবসায়ীর সঙ্গে কথা বলতে এবং যেমন আশা করা গেছিল, চালাক-চতুর ব্যবসাদার সঙ্গে সঙ্গে পরিস্থিতিটা বুঝে নিয়ে, নাজরিনি যাতে তার আসবাব পায়, সে-ব্যবস্থা করে দিয়েছিল। তবে অল্প-বয়সী ভিটো কর্লিয়নির পক্ষে এই ব্যাপারটা থেকে কিছু শিখবার মতো জিনিস ছিল।

দ্বিতীয় ঘটনার প্রতিক্রিয়া আরো সুদূরপ্রসারী ছিল। ১৯৩৯ সালে

ডন কর্লিয়নি স্থির করলেন সপরিবারে শহরের বাইরে থাকবেন। যে-কোনো বাপের মতো তাঁরও ইচ্ছা হত তাঁর ছেলেরা ভালো স্কুলে পড়ে, ভালো সঙ্গীদের সঙ্গে মেশে। ব্যক্তিগত কারণেও তিনি শহরতলীতে অজ্ঞাতবাস করতে চাইতেন, যেখানে তাঁর বিষয়ে কেউ কিছু জানে না। তাই তিনি লং বীচের ঐ প্রাঙ্গণসুদ্ধ সম্পত্তিটা কিনেছিলেন। তখন সেখানে মাত্র চারটি নতুন বাড়ি ছিল, কিন্তু আরো বাড়ি তুলবার জন্য প্রচুর জায়গা ছিল। সাণ্ড্রার সঙ্গে সনির বিয়ে ঠিক হয়েছিল, শীগ্‌গির বিয়েও হবে, একটা বাড়ি ওদের জন্য দরকার হবে। একটাতে ডন থাকবেন। একটাতে গেন্‌কো সপরিবারে থাকবে। বাকিটা সে-সময়ে খালি রাখা হয়েছিল।

ওঁরা নতুন বাড়িতে উঠে আসার এক সপ্তাহ পরে একটা ট্রাকে করে তিনজন ভালো মানুষের মতো লোক এসে বলল তারা নাকি শহরের ফার্নেস ইন্সপেক্টর, 'ফার্নেস' অর্থাৎ বাড়ি গরম রাখার উনুন। ডনের অল্পবয়সী দেহরক্ষীদের একজন লোকগুলোকে বেস্‌মেণ্টের ফার্নে-সের কাছে নিয়ে গেল। ডন তখন তাঁর স্ত্রী আর সনির সঙ্গে বাগানে বসে সমুদ্রের নোনা হাওয়া খেয়ে আরাম করছিলেন।

এমন সময় দেহরক্ষী এসে ডনকে বাড়ির মধ্যে ডেকে নিয়ে গেল, তিনি তো মহা বিরক্ত। কারিগররা তিনজনেই লম্বা চওড়া দেখতে, তারা ফার্নেসটাকে ঘিরে দাঁড়িয়ে ছিল। ফার্নেসটা ওরা খুলে ফেলেছিল, অংশগুলো ঘরের সিমেণ্টের মেঝের ওপর ছড়িয়ে ছিল। দলের যে পাণ্ডা তার চেহারাটা কর্তাব্যক্তির মতো, সে হেঁড়ে গলায় ডনকে বলল, "আপনার ফার্নেসটার তো খুবই দুরবস্থা। যদি বলেন ওটাকে সারিয়ে আবার জুড়ে বসিয়ে দিতে পারি, কিন্তু খাটুনি আর ফালতু অংশ ইত্যাদি নিয়ে লাগবে দেড়শো ডলার। তারপর সরকারী পরিদর্শকের জন্য ওটাকে আমরা পাস্ করিয়ে দেব।" এই বলে একটা লাল কাগজের লেবেল বের করে দেখাল, "এই সীলটা আমরা একবার লাগিয়ে দিলে, আর কেউ এসে আপনাদের বিরক্ত করবে না।"

ডনের খুব মজা লাগল। এক ঘেয়ে বিরক্তিকরভাবে সপ্তাহটা কেটে-

ছিল; নতুন বাড়িতে গেরস্থালী তুলে আনলে যা হয়, হাজার রকম খুঁটিনাটি কাজ নিয়ে ব্যস্ত থাকতে হয়েছিল, কাজে যাওয়া হয়নি। ডনের ইংরিজি কথায় সামান্য একটু টান ছাড়া কোনো খুঁৎ ছিল না; ইচ্ছা করেই ভাঙা ভাঙা ইংরিজিতে তিনি বললেন, "টাকা না দিলে আমার ফার্নেসের কি হবে?"

কারিগরদের পাণ্ডা তার কাঁধ দুটো একটু তুলে বলল, "কি আর হবে, ও-সব যেমন আছে তেমনি ফেলে রেখে আমরা চলে যাব।" এই বলে ঘরময় ছড়ানো ধাতুর অংশগুলোকে দেখাল।

কাঁচুমাচু ভাবে ডন বললেন, "দাঁড়াও, টাকা নিয়ে আসছি।" এই বলে বাগানে গিয়ে সনিকে বললেন, "শোন কয়েকটা কারিগর ফার্নেসের কাজ করছে। তারা কি চায় ঠিক বুঝতে পারলাম না। যাও তো, একটা ব্যবস্থা করে এসো।" সবটা শুধু ঠাট্টা ছিল না। ডন ছেলেকে তাঁর সহকারী করে নেবার কথা ভাবছিলেন। ব্যবসার পদাধিকারীদের এই ধরনের পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হতে হয়।

কিন্তু সনি যেভাবে সমস্যার সমাধান করল, ওর বাপ তাতে খুব খুশি হতে পারলেন না। বড় বেশি খোলাখুলি ব্যবস্থা, সিসিলির সেই বিখ্যাত সূক্ষ্মতার অভাব। এ তো তলোয়ারের ঘা নয়, এ যেন মুগুরের বাড়ি! যেই না সনি দলের পাণ্ডার দাবি শুনল, অমনি বন্দুকের সাহায্যে তিনজনকে কোণঠাসা করে, দেহরক্ষীদের ডেকে, বেশ করে উত্তম-মধ্যম দেওয়ালো। তারপর ওদের দিয়ে ফার্নেস মেরামত করিয়ে, বেস্‌মেন্টের ঘরটি সাফ করাল। শেষে ওদের গা তল্লাসী করে, সনি আবিষ্কার করল ওরা বাস্তবিকই একটা গৃহ সংস্কার সংস্থার কর্মী, ওদের হেড কোয়ার্টার সাফক্ কাউন্টিতে। কোম্পানির মালিকের নাম জেনে নিল সনি, তারপর লাথি মারতে মারতে ওদের ট্রাকে পৌঁছে দিয়ে বলল, "আবার যদি লং বীচে তোমাদের কোনো দিন দেখি, দুঃখের আর শেষ থাকবে না।"

বয়স বাড়ার সঙ্গে আরো নিষ্ঠুর হয়ে উঠবার আগে, কম-বয়সী সান্তিনোর অভ্যাস ছিল, যেখানে যাদের সঙ্গে বাস করত, তাদের

সকলের রক্ষাকর্তা হয়ে উঠত। ঐ ঘটনার পর ও সত্যি সত্যি সেই গৃহ সংস্কার সংস্থার মালিকের সঙ্গে দেখা করে, তাকে বলে দিয়েছিল লং বীচে যেন কখনো কোনো লোক না পাঠায়। স্থানীয় পুলিসের সঙ্গে কর্লিয়নি পরিবারের অভ্যস্ত যোগাযোগ হলে পর এই ধরনের সব অভিযোগের কথা, পেশাদার আইন ভঙ্গকারীদের নানা রকম অপরাধের কথা সব ওদের কানে আসত। বছর শেষ হবার আগেই, সারা দেশে ঐ আকারের সব শহরের মধ্যে লং বীচ হয়ে উঠল সব চাইতে অপরাধ মুক্ত। পেশাদার লুটেরাদের আর গুণ্ডাদের একবার মাত্র সাবধান করে দেওয়া হত যেন ঐ শহরে ব্যবসা না চালায়। একবার অপরাধ করলে, তাদের ক্ষমা করা হত। দ্বিতীয়বার করলে, তারা অদৃশ্য হয়ে যেত। যত সব ভণ্ড গৃহ সংস্কার সংস্থার কারিগর জাতের লোক আর বাড়ি বাড়ি গিয়ে যারা ধাপ্পাবাজি করে বেড়াত, তাদের সবাইকে ভদ্রভাবে বলে দেওয়া হল লং বীচের কেউ তাদের চায় না। যে সব ধাপ্পাবাজদের আত্মপ্রত্যয় এত বেশি ছিল যে তারা সর্তকবাণী অগ্রাহ্য করত, তাদের পিটিয়ে মাটিতে বিছিয়ে দেওয়া হত। স্থানীয় বাসিন্দাদের মধ্যে যে সব বদমাইস ছোকরা ছিল, যারা আইন কিংবা ন্যায্য কর্তৃপক্ষকে মানত না, বাপের মতো করে তাদের উপদেশ দেওয়া হত যেন বাড়ি থেকে পালিয়ে যায়। লং বীচ একটি আদর্শ শহর হয়ে উঠল।

ঐ সব বেচা-কেনার ধাপ্পাবাজির আইনের দিকটা দেখে ডন সব চাইতে প্রভাবিত হয়েছিলেন। উনি যখন একজন সততাপরায়ণ যুবা ছিলেন, তখন যে আলাদা দুনিয়াটাতে তাঁর প্রবেশাধিকার ছিল না, এখন স্পষ্ট দেখা গেল সেখানে তাঁর মতো গুণী লোকের যথেষ্ট স্থান আছে। ডন সেই জগতে প্রবেশ করবার প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা নিলেন।

এইভাবে লং বীচের প্রাঙ্গণের ধারে তিনি সুখে বাস করতে লাগলেন এবং ক্রমে সাম্রাজ্য বিস্তার করতে লাগলেন, যতদিন না যুদ্ধ শেষ হল আর তুর্ক সলট্সো শান্তি ভঙ্গ করে, ডনের জগৎটাকে তার নিজস্ব একটা যুদ্ধে নিমজ্জিত করে, ডনকে হাসপাতালের বিছানায় পেড়ে ফেলল।

প্রথম খণ্ড সমাপ্ত